৮

পবিত্র ত্রিপিটক

(অষ্টম খণ্ড)

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

TRIPITAK PUBLISHING SOCIETY
T P S S
BANGLADESH
ESTD. 2012

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

৮
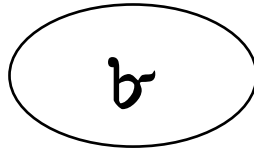
পবিত্র ত্রিপিটক (অষ্টম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - প্রথম ও দ্বিতীয়]

পবিত্র ত্রিপিটক

অষ্টম খণ্ড

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু,
ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু,
ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ও ভদন্ত সীবক ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

TRIPITAK PUBLISHING SOCIETY BANGLADESH ESTD- 2012

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (অষ্টম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

অনুবাদকমণ্ডলী : অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু,
ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু,
ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ও ভদন্ত সীবক ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-08
(Strapitake Anguttaranikay - Part 1 and 2)
Translated by Many Translators
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3070-0

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্বোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(প্রথম খণ্ড)

এক, দুক ও তিক নিপাত

অনুবাদক

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া

অধ্যাপক পালি ভাষা বিভাগ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশ :
মধু পূর্ণিমা, ১৩৪১ বাংলা
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশনায় :
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
কলিকাতা, ভারত

দ্বিতীয় সংস্করণ :
আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ
১৪১১ বাংলা, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশনায় :
বনভন্তে প্রকাশনী
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি
বাংলাদেশ

সূ চি প ত্র

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম খণ্ড)

এক নিপাত

দুক নিপাত

তিক নিপাত

অনুবাদকের নিবেদন

অঙ্গুত্তরনিকায় পালি ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের পঞ্চ নিকায়ের চতুর্থ নিকায়। পালি টেক্সট সোসাইটি, লন্ডন কর্তৃক এটি পাঁচ খণ্ডে রোমান অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য বার্মিজ অক্ষরে সম্পূর্ণ অঙ্গুত্তরনিকায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সে যা-ই হোক না কেন, এ নিকায় যে ১১ টি নিপাত সমন্বিত তা নিয়ে রোমান অক্ষর ও বার্মিজ অক্ষরের গ্রন্থের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। রোমান অক্ষরে এক, দুই ও তিক (এক, দুই, তিন) নিপাত নিয়ে অঙ্গুত্তরনিকায় - প্রথম খণ্ড, চতুক্ক তথা চতুর্থ নিপাত নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড; পঞ্চক, ছক্ক তথা পঞ্চম ও ষষ্ঠ নিপাত নিয়ে তৃতীয় খণ্ড; সত্তক, অট্‌ঠক, নবক তথা সপ্তম, অষ্টম ও নবম নিপাত নিয়ে চতুর্থ খণ্ড এবং দশক ও একাদশক তথা দশম ও একাদশ নিপাতের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ অঙ্গুত্তরনিকায় একাদশ নিপাতে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা করেন Rev. Richard Morris এবং ইংরেজি অনুবাদ করেন F. L. Wood Ward.

অন্যান্য নিকায়ের মতো অঙ্গুত্তরনিকায়ও বৌদ্ধধর্মের মূল বিষয় সম্ভারে পূর্ণ। আকর্ষণীয় রচনাশৈলীর কারণে এ নিকায় পাঠকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমৃদ্ধ হওয়ায় পালি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সময়ে এ নিকায়ের উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন লক্ষ করা যায়। এর মূল আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। এ ধর্ম-দর্শনকে সহজলভ্য করার মানসে আমি অঙ্গুত্তরনিকায় প্রথম খণ্ডটি বাংলায় অনুবাদ করার কাজে প্রবৃত্ত হই। এ কাজে পালি টেক্সট সোসাইটির Rev. Richard Morris সম্পাদিত রোমান অক্ষরের অঙ্গুত্তরনিকায় ও F. L. Wood অনূদিত The Book of The Gradual Sayings Vol. 1 অনুসরণ করি। কোনো ক্ষেত্রে মূল পালি আবার কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি অনুবাদের অনুসরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কতটুকু সার্থক তা পাঠকবর্গের ওপর নির্ভর করে। বলতে গেলে এটা আমার জীবনের অনূদিত প্রথম গ্রন্থ। এতে ভুল-ত্রুটি যে নেই তা বলা যাবে না। তবে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি নির্ভুল করার জন্য। কিছু ভুল থেকে গেছিল প্রিন্টিং প্রেসের অনবধানতার কারণে।

অঙ্গুত্তরনিকায় প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদের প্রথম সংস্করণ বের হয়েছিল

কলকাতা **“ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী”** হতে **১৯৯৪** ইংরেজিতে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যভাষা বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. জিনবোধি ভিক্ষু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণায় রত থাকাকালীন সময়ে আমার থেকে অঙ্গুত্তরনিকায় প্রথম খণ্ড বাংলা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনীর সুযোগ্য সম্পাদক ও কলকাতা সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. সুকোমল চৌধুরীকে হস্তান্তর করেন এবং গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করার জন্য একজন দাতাও সংগ্রহ করে দেন। তাঁর এ আন্তরিকতার জন্য জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাই ও পারলৌকিক সদ্গতি কামনা করি উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ভার বহনকারী সম্প্রতি পরলোকগত দিল্লী নিবাসী বাবু যতীন্দ্রলাল বড়ুয়াকে ও ধন্যবাদ জানাই তদীয় পত্নী শ্রীমতি মুকুল প্রভা বড়ুয়াকে। এ ছাড়াও এ কাজে অন্যান্য যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অধ্যাপক ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরীকেও এ গ্রন্থের মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের ঐকান্তিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ থেকে প্রকাশিত হলো। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য পরম পূজ্য বনভন্তের ঐকান্তিক সদিচ্ছা সত্যই প্রশংসনীয়। এ উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিষ্যসংঘ নবোদ্যমে গুরুর সৎ-সংকল্প পরিপূরণে কাজ করে যাচ্ছেন। আশা করি সবার আন্তরিক সহযোগিতায় অদূর ভবিষ্যতে এ মহৎ সংকল্প পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণে অঙ্গুত্তরনিকায় প্রথম খণ্ডের বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম সংস্করণে যেসব বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল সেগুলো বিস্তৃত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ‘বনভন্তে প্রকাশনী’র ভিক্ষুসংঘ বিশেষত শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য তাঁকে এবং এ গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত ভিক্ষুসংঘকে ও প্রিন্টিং-এর সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ ছাড়া যাঁদের আর্থিক বদান্যতায় এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো তাঁদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ। এ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মানব সমাজের ধর্মীয় জ্ঞান তথা নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে এবং অশান্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ইচ্ছিত সংকল্প অচিরে বাস্তবায়িত হোক, আন্তরিকভাবে এটাই প্রার্থনা।

পরিশেষে, এ গ্রন্থ অনুবাদ পূর্বক প্রকাশের মাধ্যমে অর্জিত পুণ্যরাশি

পরলোকগত মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন ও অনন্ত জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে সাধুবাদ সহকারে অর্পণ করলাম। সমগ্র বিশ্বে শান্তির বারি বর্ষিত হোক। বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

তাং- ৭-৫-২০০৪ খ্রি.
২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ, চট্টগ্রাম

সুমঙ্গল বড়ুয়া
সহযোগী অধ্যাপক
প্রাচ্য ভাষা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশকের নিবেদন

পালি ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও কয়েকটি প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ের কোনো বাংলা অনুবাদ এ যাবৎকাল প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল বড়ুয়া মহাশয় ইহা অনুবাদ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডগুলিরও অনুবাদ করিবেন।

পালি অঙ্গুত্তরনিকায় রোমান অক্ষরে লন্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় পাঁচ খণ্ডে (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করেন Richard Morris এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের সম্পাদনা করেন E. Hardy)। ইহার পাঁচ খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয় পালি টেক্সট সোসাইটি হইতে ১৯৩২-৩৬ খ্রি. (প্রথম ও দ্বিতীয় এবং পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ করেন F. L. Wood Ward তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ করেন E. M. Hare)। ইহার জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় Nanden Daizokyo (The Southern Tripitaka শীর্ষক গ্রন্থমালার ১৭-২২ খণ্ডে।

চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া সর্বপ্রথম ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দিল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল বড়ুয়া ও তাঁহার সহধর্মিণী মুকুল বড়ুয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই ধর্মদানের প্রভাবে তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিয়া অন্তিমে নির্বাণ শান্তি লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষুর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা না থাকিলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। তিনিই সুমঙ্গলবাবুর নিকট হইতে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তিনিই দিল্লী নিবাসী যতীন্দ্রবাবুকে ধর্মদানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাই জিনবোধি ভন্তেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার ভাষা আমাদের নাই।

জাগরণী প্রেসের স্বত্বাধিকারীগণ অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অলমতিবিস্তরেন।

৫০টি / ১সি পটারী রোড
কলিকাতা
মধু পূর্ণিমা, ১৩৪১ বাংলা

সুকোমল চৌধুরী
সম্পাদক
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

তথাগত বুদ্ধ আনন্দকে বলেছেন, হে আনন্দ, আমি জীবিত অবস্থায় একাই তোমাদেরকে অনুশাসন করেছি। আমার পরিনির্বাণের পর চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধই তোমাদেরকে অনুশাসন করবে। সেই চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ বর্তমানে ত্রিপিটক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটকের সমষ্টিই হলো ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের মধ্যে একটি পিটক হলো সূত্রপিটক। সূত্রপিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত। সেগুলো হলো দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায়। এই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায় হলো চতুর্থ নিকায়। অঙ্গুত্তরনিকায় আবার এগারোটি নিপাতে বিভক্ত। এ এগারো নিপাত হতে প্রথম তিনটি নিপাত অর্থাৎ এক নিপাত, দুক নিপাত ও তিক নিপাত, এই তিনটি নিপাত খণ্ড হিসেবে প্রথম খণ্ড। এ প্রথম খণ্ডটি অনুবাদ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া। এবং তা কলিকাতাস্থ 'ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী' থেকে ১৯৯৪ ইং সনের মধু পূর্ণিমা তিথিতে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল।

পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) আবির্ভাবের ফলে এদেশের স্বধর্মের পুনর্জাগরণ সূচিত হয়েছে এবং ভিক্ষু, উপাসক/উপাসিকাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তক পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে সামনে রেখে পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ও চাকমা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার মহাপরিকল্পনা রয়েছে। সেই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি একটি উন্নত মানের প্রেস ও শক্তিশালী অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করতেছেন। পূজ্য ভন্তে মহোদয়ের সেই পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয়তাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও সার্থক রূপদানের জন্য রাজবন বিহারে স্থায়ী প্রকাশনা ফান্ড ও 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করা হয়।

এরই ফলশ্রুতিতে এ প্রকাশনী হতে রামু সীমা বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়ের অনূদিত বিনয়পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি গত বছরের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে সফলভাবে প্রকাশের মাধ্যমে এ প্রকাশনীর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক সুমঙ্গল

বড়ুয়ার অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায় প্রথম খণ্ডটি তারই অনুমোদনক্রমে দ্বিতীয় প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশনী চতুর্থ গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রকাশনার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো অনুবাদকের সাথে পরামর্শ করে গ্রন্থটি কিছুটা সংশোধন, সূত্রের নামগুলো সংযোজন ও সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলো বিস্তারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থের অনুবাদ ও দ্বিতীয় প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুবাদকের কাছে এ প্রকাশনী চির কৃতজ্ঞ থাকবে। আশা করি, তিনি এ নিকায়ের অন্যান্য নিপাত বা খণ্ডগুলিরও অনুবাদ করবেন। ত্রিপিটক অনুবাদকদেরকে আমরা আহ্বান জানাই তারা যেন এ রকম মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ উক্ত প্রকাশনীকে দান করেন এবং উক্ত প্রকাশনী এগুলো প্রকাশের আশা রাখে আলোচনার সাপেক্ষে।

যাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো এবং এ প্রকাশনায় যারা কায়িক ও বাচনিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু হোক।

"সকল প্রাণী সুখী হোক!"

বনভন্তে প্রকাশনী
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ
১৪১১ বাংলা, ২০০৪ ইং
রাঙ্গামাটি

ভূমিকা

পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় বা সূত্র-সংগ্রহ অঙ্গুত্তরনিকায় বিষয় বৈচিত্র ও বিন্যাসে ত্রিপিটকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায়ের মধ্যে খুদ্দকনিকায় পনেরোটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ লইয়া সংকলিত। অপর চারিটি নিকায়ের মধ্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ও রচনারীতিতে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট বিদ্যমান। দীঘনিকায় ও মজ্ঝিমনিকায়ের বৃহদাকার সূত্রগুলিতে বৌদ্ধধর্মের যে সমস্ত তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলিই সংযুক্তনিকায়ের মতো অঙ্গুত্তরনিকায়েও ক্ষুদ্রাকার সূত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, সংঘ, বিনয়, ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা অন্যান্য নিকায়ের মতো অঙ্গুত্তরনিকায়েও আছে। অধিকন্তু ইহাতে নারী চরিত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বৌদ্ধ উপাসক গৃহীদের আদর্শ ও কর্তব্য, প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধি ও সামাজিক অবস্থার যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা ত্রিপিটকের অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনে হয়, অঙ্গুত্তরনিকায় এমন এক সময়ে সংকলিত হইয়াছিল যখন বুদ্ধকে একজন সর্বজ্ঞ ও সত্যের উৎস বলিয়া মনে করা হইত এবং ভক্তদের নিকট বুদ্ধ প্রায় দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সম্রাট অশোক যে বুদ্ধকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ভাব্রু শিলালিপিতে তাঁহার উক্তি হইতে "ভগবতা বুধেন ভাসিতে সর্বে সে সুভাসিতে" অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ যাহা ভাষণ দিয়াছেন তাহা সমস্তই সুভাষিত। ইহা অঙ্গুত্তরনিকায়ের ৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৬৪—"যং কিঞ্চি সুভাসিতং সব্বং তং তস্স ভগবতো বচনং অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স" উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র।

বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবহির্ভূত বহু বিষয়ের ক্ষুদ্রাকারে উপস্থাপনের জন্য অঙ্গুত্তরনিকায়ে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া সূত্র দাঁড়াইয়াছে M. Winternitz-এর মতে ২৩০৮ ও E. Hardy-এর মতে ২৩৪৪ এবং সুমঙ্গলবিলাসিনী মতে ইহাতে ৯৫৫৭টি বুদ্ধবচন সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় একই কারণে সংযুক্তনিকায়ের সূত্রসংখ্যা আনুমানিক ২৮৮৯টি। কিন্তু অঙ্গুত্তরনিকায়ের সূত্রবিন্যাস পদ্ধতিতে অভিনবত্ব দেখা যায়। অঙ্গুত্তর (অঙ্গ+উত্তর)-নিকায়ের অঙ্গ অর্থাৎ অংশ বা সূত্রগুলি উত্তরোত্তর অর্থাৎ

ঊর্ধ্বক্রম সংখ্যায় বিন্যস্ত করা হইয়াছে। সূত্রগুলি একাদশ নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক নিপাত সূত্রগুচ্ছ লইয়া কতগুলি বর্গে বিভক্ত। প্রথম নিপাতের নাম এক নিপাত, দ্বিতীয় নিপাতের নাম দুক নিপাত এবং এইভাবে শেষ নিপাতের নাম একাদশক নিপাত। নিপাতের সূত্রগুলি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যাহাতে একই নিপাতের সূত্রগুলির আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যার সমতা থাকে। এক নিপাত অর্থাৎ এক সংখ্যাযুক্ত অধ্যায়ে বহু বিষয়ের আলোচনা আছে যাহাদের প্রত্যেকের বিষয় সংখ্যা এক। যেমন তথাগত একজন ব্যক্তি যিনি মানবজাতির মঙ্গল সাধন করেন। দুক নিপাতে আলোচিত হইয়াছে বনবাসের দুইটি কারণ, দুই পাপ যাহা ইহজন্মে শাস্তিদায়ী এবং পরজন্মে নরক ভোগের কারণ, দুই রকমের দান—বস্তুদান ও ধর্মদান ইত্যাদি। এইভাবে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা ক্রমে একাদশ নিপাত পর্যন্ত বিষয় বস্তুগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ ঊর্ধ্বক্রম সংখ্যাগত সূত্রবিন্যাসকে ইংরেজিতে বলা হইয়াছে Numerical Sayings বা Gradual Sayings। সম্ভবত এইরূপ সূত্রবিন্যাস বিষয়বস্তু স্মৃতিতে ধারণ করিবার সহায়ক হইত। সর্বাস্তিবাদী সংস্কৃত পিটকে এবং চৈনিক অনুবাদে অঙ্গুত্তরনিকায় নামের পরিবর্তে একোত্তরাগম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য একোত্তরাগম অঙ্গুত্তরনিকায়ের অনুরূপ বিভাগ হইলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুবই অল্প।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পালি সুত্তপিটকের চারি নিকায় অথবা সংস্কৃত চারি আগম (দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তরাগম) চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। একোত্তরাগম কাশ্মীরি ভিক্ষু সজ্ঘদেব অপর কাশ্মীরি ভিক্ষু সজ্ঘরক্ষের মৌখিক পাঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া ৩৯৭-৯৮ খ্রিষ্টাব্দে চৈনিক অনুবাদ সম্পন্ন করেন। সম্ভবত সজ্ঘদেব তোখারীয় ভিক্ষু ধর্মনন্দিন ৩৮৪-৯০ খ্রিষ্টাব্দ) সংকলিত সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন অঙ্গুত্তরনিকায়ে সূত্রগুলি বিনয়পিটকের বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক পটভূমি। দ্রষ্টব্য : Encyclopaedia of Buddhism; B. C. Law, Chronology of the Pali Canon, P. 33। কারণ ইহাতে পাতিমোক্‌খ ও বিনয়পিটকের অন্য গ্রন্থের বহু নিয়মাবলীর আলোচনা আছে। M. Anesaki-এর মতে পালি অঙ্গুত্তরনিকায় ও চৈনিক একোত্তরাগম যে অন্যান্য নিকায় অপেক্ষা অর্বাচীন তাহার প্রমাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত আছে (দ্রষ্টব্য : Transaction of the Asiatic Society of Japan, 1908, XXXV, II, PP. 83 f.)। অধিকন্তু অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে

অন্যান্য নিকায়ের অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। সংযুক্তনিকায়ের মারসংযুক্তের অন্তর্গত মারধাতু সুত্তের একটি গাথা অঙ্গুত্তরনিকায়ের মহাবগ্‌গের অন্তর্গত কালীসুত্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে সুত্তনিপাতের পারায়ণবগ্‌গের অন্তর্গত পুণ্ণকমানবপঞ্‌হের এবং উদয়মানবপঞ্‌হের কয়েকটি গাথা নামোল্লেখসহ অঙ্গুত্তরনিকায়ের একক নিপাতের দেবদূতবগ্‌গে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিষয়বস্তু, ভাষা, রচনশৈলীতে অঙ্গুত্তরনিকায়ের সঙ্গে দীর্ঘ, মজ্ঝিম ও সংযুক্তনিকায়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাহাতে মনে হয় সুত্তনিপাতাদি খুদ্দকনিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থ এবং উপরোক্ত তিনটি নিকায় এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের রচনাকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি নহে। আবার অঙ্গুত্তরনিকায়ের বহু সূত্রে অভিধর্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির সূচনা প্রদর্শন করে এবং সম্ভবত অঙ্গুত্তরনিকায়ের ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস আভিধার্মিক পরিকাঠামোর ভিত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল। অভিধর্মপিটকের চতুর্থ গ্রন্থ পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তির একটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের প্রতিটি উক্তি যে সাক্ষাৎ বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বচন নহে তাহার প্রমাণ পঞ্চক নিপাতের অন্তর্গত মুণ্ডরাজ বর্গের সর্বশেষ সূত্রটি। এই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাজা মুণ্ড যখন প্রিয়তমা রাণীর শোকে কাতর তখন নারদ স্থবির তাঁহাকে বুদ্ধের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। বুদ্ধ কিন্তু মুণ্ডের ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে রাজা অজাতশত্রুর সময়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপিটকের বহু সূত্র এবং গাথা অঙ্গুত্তরনিকায়ে পাওয়া গেলেও সেইগুলি যে সর্বদা প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহিলাদের ভিক্ষুণীত্ব বরণ অর্থাৎ ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠার কাহিনি বিনয় চূলবগ্‌গে এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ে যথোপযুক্ত স্থানে উপস্থাপিত হইয়াছে। অপর পক্ষে ভূমিকম্পের অষ্ট কারণ বর্ণনা মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্ত অপেক্ষা অঙ্গুত্তরনিকায়ের অষ্টক নিপাতে উপস্থাপনা অধিকতর সুসামঞ্জস্য।

একক (এক সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে প্রথমেই বুদ্ধ বলিয়াছেন স্ত্রী এবং পুরুষ একজন অন্যের চিত্তকে তাহার রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রত্যেকটি দ্বার অধিকার করিয়া থাকে। তারপর বলা হইয়াছে অযোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার না করা)-বশত শুভনিমিত্ত (দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ না করা) পঞ্চনীবরণের প্রথম অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কাম্যবস্তু সেবনেচ্ছা) উৎপন্ন

হয় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যোনিস মনসিকারবশত অশুভনিমিত্ত গ্রহণ করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়; এইভাবে অপ্রতিঘনিমিত্ত (বিদ্বেষভাব, ক্রোধ ইত্যাদি) দ্বিতীয় নীবরণ ব্যাপাদ উৎপন্ন করে। কিন্তু মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তি ব্যাপাদ বিনষ্ট করে; অরতি (অনিচ্ছা), তন্দ্রা, বিজৃম্ভিকা (হাই তোলা বা ক্লান্তি), ভক্ত সম্মদ (আহারের পর আলস্য), তৃতীয় নীবরণ স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) উৎপন্ন করে, কিন্তু আরম্ভধাতু (প্রথম উদ্যম), নিষ্ক্রমধাতু ও পরাক্রমধাতু তন্দ্রালস্য বিনষ্ট করে; চিত্তের অনুপশম (অশান্তি), চতুর্থ নীবরণ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যকে বিনষ্ট করে এবং অযোনিস মনসিকার পঞ্চম নীবরণ বিচিকিৎসা (সন্দেহ বা দ্বিধাভাব) উৎপন্ন করে, কিন্তু যোনিস মনসিকার তাহা দূরীভূত করে। চিত্তই একমাত্র অভাবিত (ভাবনাহীন), অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংবৃত হইলে অকর্মনীয়, মহা অনর্থসাধক, দুঃখাবহ হইয়া থাকে, কিন্তু চিত্ত ভাবিত, সংবৃত, ইত্যাদি হইলে কর্মণ্য (কাজের যোগ্য), মহান অর্থসাধক ও সুখাবহ হইয়া থাকে। চিত্ত স্বয়ং বিশুদ্ধ, ইহা বহিরাগত উপক্লেশ সংযোগে অপবিত্র হয়। একমাত্র কল্যাণমিত্রতার দ্বারা অকুশলধর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। যশ বৃদ্ধি সামান্যমাত্র বৃদ্ধি। একমাত্র প্রজ্ঞাবৃদ্ধিই সর্বোত্তম বৃদ্ধি। একমাত্র মুহূর্তের জন্য মৈত্রী ভাবনা কুশল ফলদায়ী। একমাত্র তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধই জগতে বহুজনের দেব-মনুষ্যগণের হিত, মঙ্গল ও সুখের কারণ হইয়া থাকে এবং তাঁহার অন্তর্ধান বহুলোকের অনুতাপের কারণ হয়। কায়গতাস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি—ইহাদের মধ্যে যে-কোনো একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

দুই (দুই সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে বলা হয়েছে, কর্ম দুই প্রকার—"যাহা ইহজীবনেই ফল প্রদান করে এবং যাহার ফল ভবিষ্যতে কোনো এক জীবনে প্রদান করে।" বর্জনীয় কর্মের ইহজীবনে কুফল ভোগের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "রাজারা চোর দুরাচারীকে ধরিয়া বিবিধ শাস্তি প্রদান করে—কষাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়। মুদ্গরাদি দ্বারা প্রহার করা হয়। হস্ত-পদ ছিন্ন করা হয়। কর্ণচ্ছেদ ও নাসিকাচ্ছেদ করা হয়। বিলঙ্গস্থালী (মুখমুণ্ডল বিকৃত) করা হয়। শঙ্খমুখ (শঙ্খের মতো) করা হয়। রাহুমুখ করা হয়। জ্যোতিমাল (আগুনের মালা দ্বারা দগ্ধ) করা হয়। হস্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ছাগচর্মাদি (চামড়া তোলা) করা, চীর্ণ চীবরবাস করা হয়, পেরেক বিদ্ধ করা হয়।

বড়শীর দ্বারা মাংস বিদ্ধ করা হয়। কার্ষাপণ (মুদ্রা) পরিমিত করা হয়। আহত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করা হয়। পলিঘ (পিন) বিদ্ধ করা হয়। পলালপীঠ (অস্থি পিটিয়া নির্যাতন) করা হয়, তপ্ত তোলে অভিষিক্ত করা হয়। ক্ষিপ্ত কুকুরের দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসির দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়। তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে।" বর্জনীয় কর্মের দ্বিতীয় কুফল ভবিষ্যতে পরলোকে অপায়ে, দুর্গতিতে, নরকে উৎপন্ন হওয়া। দুই ব্যক্তি মূর্খ—যে নিজের দোষ দেখে না এবং যে অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করে না এবং দুই ব্যক্তি জ্ঞানী—যিনি নিজের দোষ দেখেন এবং যিনি অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করেন। দুই ব্যক্তির মধ্যে অসৎপুরুষ অকৃতজ্ঞ হয় এবং সৎপুরুষ কৃতজ্ঞ অন্তরে উপকারীর উপকার স্বীকার করে। মাতা ও পিতা এই দুইজনের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। দুই ব্যক্তি বৃদ্ধ ও তরুণের মধ্যে কে মূর্খ, কে পণ্ডিত তাহা বয়সের দ্বারা স্থির করা যায় না। "যদিও একজন ব্রাহ্মণ অশীতিপর বৃদ্ধ, নব্বই, শতবৎসর বয়স্ক, তথাপি তিনি যদি কামরত, কাম মধ্যে বাস করেন, কামচিন্তার স্বীকার হন, কাম সেবনে উৎসুক হন তাহা হইলে মূর্খ হিসেবে বিবেচিত হন।" অপরপক্ষে কোনো যুবক যদি তদ্রূপ না হন, তিনি পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হন। সুখ দুই প্রকার—গৃহীসুখ ও প্রব্রজ্যাসুখ, ইহাদের মধ্যে প্রব্রজ্যাসুখই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে কামসুখ ও নৈষ্ক্রম্যসুখ; উপধিসুখ ও নিরূপধি-সুখ, আসক্তিযুক্ত সুখ ও অনাসক্তিযুক্ত সুখ; আমিষ-সুখ ও নিরামিষ-সুখ ইত্যাদি। আশা দুই প্রকার; যথা : লাভের আশা ও জীবনের আশা। এই দ্বিবিধ আশা পরিত্যাগ করা দুরূহ। দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ; যথা : উপকারী ও যে ব্যক্তি উপকারের প্রত্যুপকার স্বীকার করে। দুই প্রকার ধর্ম পৃথিবীকে রক্ষা করে; যথা : লজ্জা ও ভয়। এই দুই ধর্ম যদি পৃথিবীকে রক্ষা না করিত তাহা হইলে মাতা বা মাতৃস্বসা বা মাতুলানী বা গুরুপত্নীর মধ্যে কোনো প্রভেদ জগতে পরিদৃষ্ট হইত না। জগৎ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হইত। গৃহী এবং প্রব্রজিত এই দুইজনের সদাচরণ প্রশংসার যোগ্য; সত্যে প্রতিপন্ন হইলে গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই সত্যপথ, সত্যধর্ম ও কুশল লাভ করিতে পারে। দুই ব্যক্তি জগতে জাত হন বহুজনের হিত ও সুখের জন্য; যথা : তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ এবং রাজচক্রবর্তী।

তিক (তিন সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে উক্ত হইয়াছে, তিনটি বৈশিষ্ট দ্বারা মূর্খকে জানা যায়; যথা : কায়, বাক্য ও মনের দুষ্কৃতি দ্বারা। তিনটি বৈশিষ্ট দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায়; যথা : কায়, বাক্য ও মনের পবিত্রতা দ্বারা। মূর্খ ব্যক্তি

নিম্নলিখিত ত্রিলক্ষণযুক্ত : মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্ভাষণকারী ও দুষ্কর্মকারী; সে দোষকে দোষরূপে দর্শন করে না, দোষ দেখিয়া প্রতিকার করে না ও অপরে দোষ স্বীকার করিলেও ক্ষমা করে না; সে যথাযথ বিবেচনা না করিয়া প্রশ্ন করে, বিবেচনা না করিয়া উত্তর দান করে ও অপরে বিবেচনাপূর্ণ মার্জিত ভাষায় প্রশ্নোত্তর দান করিলে অনুমোদন করে না এবং কায়, বাক্য ও মন এই তিনটি বিষয়ে অপবিত্রতার দ্বারা পূর্ণ হইয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিন্দিত, তিরস্কৃত হয় ও বহু অপুণ্য প্রসব করে।

যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ে অপরকে ধর্মের বিধানের বিপরীত কাজ করিতে ও কথা বলিতে উৎসাহিত করে, ধর্মের বিপরীত ধারণা লাভ করিতে উৎসাহিত করে সে বহু জনের অহিত, অসুখ, অনর্থ ও দুঃখের কারণ হয়। অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার তিনটি স্থান যাবজ্জীবন স্মরণীয়; যথা : জন্মস্থান, অভিষেক স্থান ও যুদ্ধজয় স্থান। ভিক্ষুর তিনটি স্থান যাবজ্জীবন স্মরণীয়; যথা : প্রব্রজ্যা স্থান, চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানলাভ স্থান অনাসব চিত্তবিমুক্তি-প্রজ্ঞাবিমুক্তিলাভ স্থান। যে দোকানদার অতি প্রত্যুষে তাহার কাজে নিবিড়ভাবে মনোযোগ দেয় না, মধ্যাহ্নেও না, সন্ধ্যায়ও না—এই তিন কারণে সে সম্পদ অর্জনে, ধারণে ও বৃদ্ধিতে অসমর্থ। অপরপক্ষে যে দোকানদার বুদ্ধিমান, সমর্থবান ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারে, সে অতি শীঘ্র মহত্ততা অর্জন ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি আছে; যথা : ১. আশাহীন যাহার কোনো উচ্চাভিলাষ নাই, ২. আশাযুক্ত (আসংসি) যাহার আশা আছে ও ৩. আশামুক্ত (বিগতাসো) যিনি অনাসব ও বিমুক্তিপ্রাপ্ত।

জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান; যথা : ১. উন্মুক্ত ক্ষতচিত্ত সদৃশ যে "ক্রোধপরায়ণ ও অশান্ত, তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন উদাহরণস্বরূপ লাঠি দ্বারা পুঁযযুক্ত ক্ষতে আঘাত করা হইলে বেশি পরিমাণে পুঁয বাহির হইয়া পড়ে।" ২. বিদ্যুৎ-উপম চিত্ত যে ব্যক্তি বিদ্যুতের এক ঝলক সময়ে আর্যসত্য যথার্থ জানিতে পারে। ৩. হীরকচিত্ত যে ব্যক্তি আসক্তি ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করে।

"শরৎকালে যখন আকাশ স্বচ্ছ এবং মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য স্বর্গের সকল অন্ধকার অপসারিত করে এবং আলো দেয়, প্রজ্জ্বলিত হয় ও দীপ্তি পায় তদ্রূপ আর্যশ্রাবকের বিরজ বীতমল প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয় এবং

ইহার উৎপত্তিতে ত্রি-সংযোজন পরিত্যক্ত হয়; যথা : সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (দোদুল্যমান ভাব সন্দেহ) এবং শীলব্রত পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ)।" একজন ডাকাতের তিনটি আশ্রয়; যথা : ১. অনতিক্রম্য নদী ও পর্বতাদি অগম্য স্থান, ২. তৃণ বা বৃক্ষের জঙ্গল বা মহাবন যাহা অপ্রবেশ্য, ৩. রাজা বা রাজার মহামাত্য সে ভাবে—"যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে, এই রাজা বা রাজার মহামাত্য আমার রক্ষার জন্য ব্যাখ্যা দিবেন"। একজন কৃষক গৃহপতির অত্যাবশ্যক তিনটি দায়িত্ব আছে; যথা : ১. কৃষক গৃহপতি তাহার ক্ষেত্র অতি দ্রুত ভালোভাবে কর্ষণ করে, জমি প্রস্তুত করে, ২. তারপর সে শীঘ্রই বীজ বপন করে ও ৩. শেষে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ করায় এবং আবার জল বাহির করিয়া দেয়। ভিক্ষুর তিনটি করণীয়; যথা : উচ্চতর নৈতিকতা, মননশীলতা ও প্রজ্ঞাশিক্ষা।

চতুষ্ক (চারি সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের বিষয়বস্তু হইল, ধর্মবিনয় হইতে চ্যুতির চারিটি কারণ—ব্রহ্মচর্য, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির অধিকারী না হওয়া। পাপ সঞ্চয়ের চারিটি কারণ; যথা : প্রশংসার অযোগ্যকে প্রশংসা করে, প্রশংসার যোগ্যকে দোষারোপ করে, অনুপযুক্ত স্থানে আমোদ লাভ করা এবং যথাস্থানে আনন্দ লাভ না করা। ইহাদের বিপরীতগুলি পুণ্য সঞ্চয়ের কারণ। ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার নীতির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিলে কোনো সময় দুঃখভোগ করিতে হয় না—১. যদি ভিক্ষু শীলবান হয়, ২. মিতাহারী হয়, ৩. ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখে এবং ৪. রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা অন্তিম যামে সমাধিতে রত থাকে। ভিক্ষুদের চারি প্রকার প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত—১. পাংশুকুলিক চীবর অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত চীবর, ২. ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন, ৩. বৃক্ষতলে বসবাস এবং ৪. মলমূত্রকে ওষুধরূপে ব্যবহার। জগতে চারি প্রকার ব্যক্তি দেখা যায়—১. অজ্ঞ কিন্তু সৎভাবে জীবনযাপন করে, ২. অজ্ঞ কিন্তু সৎভাবে জীবনযাপন করে না, ৩. জ্ঞানী অথচ সৎভাবে জীবনযাপন করে না এবং ৪. জ্ঞানী এবং সৎভাবে জীবনযাপন করে।

এই নিপাতে বুদ্ধ দর্শনার্থী গৃহপতি ও গৃহপত্নীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—চারি প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক হয়; যথা : "রাক্ষসীর সহিত রাক্ষসের সংসর্গ, দেবীর সহিত রাক্ষসের সম্পর্ক এবং রাক্ষসীর সহিত দেবের সম্পর্ক। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই দুঃশীল, কৃপণ ও কলহপ্রিয় হইলে তাহাদের মিলন রাক্ষসীর সহিত রাক্ষসের সংসর্গ মাত্র। স্বামী দুঃশীল, কৃপণ ও কটুভাষী কিন্তু স্ত্রী শীলবতী, প্রিয়ভাষিণী ও মাৎসর্যহীনা হইলে তাহাদের

মিলন দেবীর সহিত রাক্ষসের সংসর্গ। স্বামী শীলবান, প্রিয়ভাষী ও মাৎসর্যহীন কিন্তু স্ত্রী দুঃশীলা, কৃপণা ও কটুভাষিণী হইলে তাহাদের মিলন রাক্ষসীর সহিত দেবের সংসর্গ। আর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে শ্রদ্ধাবান, প্রিয়ভাষী, সংযত ও ধার্মিক হইলে দম্পতি পরস্পরের প্রতি প্রিয়বাক্য ব্যবহার করে; তাহাদের প্রভূত অর্থ লাভ হয়, তাহাদের গৃহসম্পদ বর্ধিত হয়; সমশীলি দম্পতির শত্রুগণ পরাভূত হয়; সমশীলব্রত দম্পতি ইহলোকে ধর্মাচরণপূর্বক আপনাপন কর্মানুসারে আনন্দময় দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রমোদিত হয়।" ইহার মূল গাথাটি বৌদ্ধ বিবাহের মন্ত্রে পঠিত হয় (দ্রষ্টব্য : বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, পৃ. ১২।

পঞ্চক (পাঁচ সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল, শৈক্ষ্যের নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন পঞ্চবল (শক্তি); যথা : শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য (অপরাধ হইতে নিবৃত্তি), বীর্য ও প্রজ্ঞা। পাঁচটি ধ্যানের বিষয়; যথা : অশুভ, অনিত্যতা, মরণ, আহারে বিরূপতা ও সর্বলোকে অনভিরতি। দানের পাঁচটি সুফল; যথা : বহুল জনপ্রিয়তা, সৎপুরুষদের দ্বারা ভজনা, যশ ও কীর্তি গৃহীধর্মে পরিপূর্ণতা ও পরজন্মে দেবলোকে উৎপত্তি। মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভের পাঁচটি অন্তরায়; যথা : ক্ষতিকারক আহার, স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের মাত্রা না জানা, অপরিমিত ভোজন, অকালচারিতা ও অব্রহ্মচর্য। স্ত্রীলোকের কৃষ্ণসর্পের মতো পাঁচটি দোষ; যথা : অতিরিক্ত ক্রোধপরায়ণতা, প্রতিশোধ স্পৃহা, ঘোর বিষতা, দ্বি-জিহ্বা (কর্কশ ভাষণ) ও অতিচারিতা।

ছক্ক (ছয় সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে বর্ণিত হইয়াছে ভিক্ষুর ছয়টি পালনীয় ধর্ম; যথা : কর্মে আমোদ লাভ না করা (ন কম্মারামতা), ভাষণে বা বিতর্কে আমোদ লাভ না করা (ন ভস্সারামতা), নিদ্রাসুখে রত না থাকা (ন নিদ্দারমতা), সহবাসে রত না থাকা (ন সঙ্গনিকারামতা), ভদ্রতা (সোবচস্সতা) ও কল্যাণমিত্রতা। ছয়টি উচ্চতম বিষয়; যথা : তথাগত দর্শন, তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন, তথাগতের উপদেশ শ্রবণ, তথাগত প্রচারিত ধর্মে শিক্ষালাভ, তথাগত ও তদীয় শিষ্যদের সেবা করা এবং তাহাদের অনুস্মৃতি। ছয়টি কর্ম উৎপত্তির মূল; যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ—এই তিনটি অকুশল মূল এবং অলোভ, বিশেষহীনতা বা মৈত্রী ও প্রজ্ঞা, এই তিনটি কুশলমূল। ছয়টি গুণে সমন্বিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম : শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য, বীর্য, পবিত্রতা ও দেহে মনে উপেক্ষা।

সত্তক (সাত সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল সপ্তবল (শক্তি); যথা : শ্রদ্ধা, বীর্য, হ্রী, ঔত্তপ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। বৃজিদের সাতটি

অপরিহানিয় ধর্ম যেইগুলি পালন করিলে তাহাদের অবনতি হইবে না, উপরন্তু সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; যথা : যতদিন ১. সর্বদা সম্মিলিত হইয়া কাজকর্ম করিবে, ২. সকলে একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত ও একমত হইয়া একই সঙ্গে বৈঠক হইতে উত্থান করিবে এবং একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবে, ৩. পূর্বে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় নাই এইরূপ কোনো বিধি ব্যবস্থাপিত করিবে না এবং পূর্বব্যবস্থাপিত সুনীতিগুলি লঙ্ঘন করিবে না, ৪. বৃজিদের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃজিগণ তাহাদের প্রতি সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং তাহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলিবে, ৫. যাহারা কুলবধূ, কুলকুমারী বৃজিগণ তাহাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করাইবে না বা অসম্মান করিবে না, ৬. বৃজিগণ স্বীয় নগরে ও বাহিরে যে সকল চৈত্য আছে, তৎসমুদয়ের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং দেবসেবার্থে প্রদত্ত রাজস্ব ফিরাইয়া লইবে না, ৭. যতদিন বৃজিগণ অর্হতদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবে যাহাতে আগত ও অনাগত অর্হৎগণ সুখে বাস করিতে পারিবে। বৃজিদের অনুরূপ ভিক্ষুদের সাতটি অপরিহানিয় ধর্ম এই নিপাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত বন্ধুর সাতটি গুণ—যে বন্ধুকে যথেষ্ট সাহায্য করে, তাহার প্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করে, তাহার ক্রুতিতে বিরক্ত হয় না, গুপ্ত বস্তু প্রদর্শিত করে, গোপনীয়তা রক্ষা করে, বিপদে পরিত্যাগ করে না এবং তাহার ক্ষতি বা দারিদ্রেও বিশ্বস্ত থাকে। এই নিপাতে আরও বর্ণিত হইয়াছে পুরুষের সাত প্রকার স্ত্রী আছে; যথা : বধকসমা (যে অতিচারিতা-হেতু স্বামীহত্যায় উদ্যত), চোরিসমা (যে স্বামীর অর্থ অলংকারাদি চুরি করে), কর্ত্রীসমা (যে অলস, অকর্মণ্য, সহজে বিরক্ত হয়, কিন্তু স্বামীকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে)—এই সকল দুঃশীলা, কটুভাষিণী ও আদরহীনা স্ত্রী দেহত্যাগের পর নরকে গমন করে, মাতৃসমা (যে স্বামীর প্রতি স্নেহশীলা), ভগিনীসমা, সখিসমা ও দাসিসমা (যে স্বামীর বাধ্য ও নিষ্ঠাবতী)—ইহারা শীলে প্রতিষ্ঠিতা ও চিরকাল সংযত থাকিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে গমন করে। এই সকল স্ত্রীর বর্ণনা গাথায় বিবাহমন্ত্রে পঠিত হয়।

অট্ঠক (আট সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে আলোচিত হইয়াছে, আটটি গুণযুক্ত ভিক্ষু প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; যথা : যে লাভকামী নহে, সৎকারকামী নহে, উচ্চাভিলাষী নহে, কালজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, পবিত্র, অল্পভাষী এবং আক্রোশ পরিভাষক নহে। অষ্টবিধ লোকধর্ম; যথা : লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ। স্ত্রী ও পুরুষ একজন অন্যকে আটটি উপায়ে আকৃষ্ট ও

অভিভূত করে; যথা : রোদন, হাস্য, আলাপন, দেহভঙ্গিমা, ভ্রূভঙ্গি, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক প্রজ্ঞা। এই নিপাতে গৃহস্থদের জীবনের লক্ষ্য এবং তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে বলা হয়েছে গৃহপতিগণ বস্তু সম্পদ লাভে, ভোগে, ঋণমুক্ত ও দোষমুক্ত থাকিতেই সুখ পায় (অত্থিসুখ, ভোগসুখ, অনণসুখ, অনবজ্জসুখ)। দীঘজানু কোলিয়পুত্র স্বীকার করিয়াছেন যে গৃহস্থগণ জাগতিক বস্তু, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, গন্ধ, মাল্য ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য লাভ করিতে বাসনা করে। তিনি বুদ্ধের নিকট জানিতে চাহিলেন কি উপায়ে গৃহীগণ ইহকালে-পরকালে সুখ লাভ করিতে পারেন। তদুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, যে গৃহীদের জীবিকায় উদ্যমী, সদ্‌ভাবে অর্জিত সম্পত্তি রক্ষায় যত্নবান, শ্রদ্ধাবান, সচ্চরিত্র, উদার হৃদয় ও কল্যাণমিত্রের সহিত সম্পর্ক রাখা উচিত এবং তাহাদের গুণাবলি অর্জন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

অট্‌ঠক নিপাতে আরও বলা হইয়াছে, ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করিলে উপাসক হওয়া যায়। মহিলাদের সংঘে প্রবেশের শর্তস্বরূপ আটটি গুরুধর্ম; যথা : বয়োজ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণী কর্তৃক অল্পবয়স্ক ভিক্ষুকে সম্মান প্রদর্শন, কোনো ভিক্ষুণী ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না; প্রতিপক্ষে ভিক্ষুণীকে পরবর্তী উপোসথ দিবস জানিতে হইবে, বর্ষা শেষে প্রবারণায় যোগদান করিতে হইবে, কোনো অপরাধের জন্য উভয় সংঘের মধ্যে পক্ষকাল শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, দুই বৎসর ছয়টি বিনয় নিয়ম পালন করিয়া উপসম্পদা লাভ করিবে, কোনো ভিক্ষুণী কোনো ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে না এবং ভিক্ষুই শুধু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবে।

নবক (নয় সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল নয় প্রকার ব্যক্তি; যথা : অর্হৎ, অর্হত্ত্ব লাভেচ্ছু, অনাগামী, অনাগামীফলেচ্ছু, সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফলেচ্ছু, স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফলেচ্ছু এবং পৃথগ্‌জন। নয়টি সংজ্ঞা (ধারণা) বহুলভাবে ভাবনা করিলে মহৎ ফলদায়ী হয়; যথা : অশুভ সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলতা-সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা এবং বিরাগ-সংজ্ঞা। নয় প্রকার ব্যবহারযুক্ত পরিবারে ভিক্ষুর যাওয়া উচিত নহে, যাহারা তুষ্টমনে শ্রদ্ধা করে না, অভিবাদন করে না, আসন প্রদান করে না, গ্রাহ্য করে না, যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও অল্প দান করে, উত্তম থাকা সত্ত্বেও নিকৃষ্ট দেয়, অশ্রদ্ধা-সহকারে দেয়, শ্রদ্ধা-সহকারে দেয় না, ধর্ম

দেশনাকালে নিকটে বসে না এবং ধর্মদেশনা শ্রবণ করে না। নয়টি আঘাত বস্তু (মনোভাব); যথা : সে আমার অনর্থ (ক্ষতি) করিয়াছে, সে আমার অনর্থ সাধন করে, সে আমার অনর্থ সাধন করিবে, সে আমার প্রিয়জনের অনর্থ সাধন করিয়াছে,... অনর্থ সাধন করে,... সাধন করিবে,... সে আমার অপ্রিয়জনের (শত্রুর) অর্থ সাধন করিয়াছে,... অর্থ সাধন করে, এবং অর্থ সাধন করিবে। নয়টি আনুপূর্বিক নিরোধ; যথা : প্রথম ধ্যান স্তরে উপনীতের কাম সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীতের বিতর্ক বিচার নিরুদ্ধ হয়, তৃতীয় ধ্যানস্তরে প্রীতি নিরুদ্ধ হয়, চতুর্থ ধ্যানস্তরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানস্তরে রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানস্তরে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, আকিঞ্চন আয়তন ধ্যানস্তরে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, নৈবসংজ্ঞান অসংজ্ঞা আয়তন ধ্যানস্তর, আকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধ্যানস্তরে সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়।

দসক (দশ সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল তথাগতের দশ প্রকার বল।

দশ প্রকার সুফল; যথা : কুশল শীল (চারিত্রিক শুদ্ধি) হইতে অনুতাপ উৎপন্ন হয়, অনুতাপ হইতে প্রামোদ্য, প্রামোদ্য হইতে প্রীতি, প্রীতি হইতে প্রশ্রদ্ধি, প্রশ্রদ্ধি হইতে সুখ, সুখ হইতে সমাধি, সমাধি হইতে যথাভূত জ্ঞানদর্শন; যথাভূত জ্ঞানদর্শন হইতে নির্বেদ ও বিরাগ এবং নির্বেদ ও বিরাগ হইতে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। দশ সংযোজন (বন্ধন), পাঁচটি অধোস্তরের সংযোজন; যথা : সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ এবং পাঁচটি ঊর্ধ্বস্তরের সংযোজন; যথা : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অভিজ্ঞা। তথাগত কর্তৃক পাতিমোক্‌খ বিনয় নিয়মাবলি প্রবর্তনের দশটি উদ্দেশ্য; যথা : সংঘের সমৃদ্ধি, সংঘ পরিচালনার সুব্যবস্থা, দুর্বিনীতদের সংযত রাখা, পাপ বিনাশ, শ্রদ্ধাহীনদের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপাদন, শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি, সদ্ধর্মের দীর্ঘস্থায়িত্ব ইত্যাদি।

একাদসক (এগারো সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয়—মৈত্রী ভাবনার এগারোটি সুফল; যথা : "সুখে নিদ্রিত হয়, সুখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে না, মানুষদের প্রিয় হয়, অমানুষদের প্রিয় হয়, দেবতারা তাহাকে রক্ষা করেন, অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোন অনিষ্ট করে না, সহসা তাহার চিত্ত সমাধিস্থ হয়, তাহার মুখের চেহারা সতত সুপ্রসন্ন থাকে, মূর্ছিত না হইয়া তাহার দেহত্যাগ হয় এবং অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্ত না হইলেও তিনি ব্রহ্মালোকে

উৎপন্ন হন” (দ্রষ্টব্য : ধর্মাধার মহাস্থবির, মিলিন্দ-প্রশ্ন, পৃ. ২০০.। এই নিপাতে নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় এগারোটি গুণ যাহা কোনো ব্যক্তিকে দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের নিপাতগুলির বিষয়বস্তুর উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে ত্রিপিটকের মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের দীর্ঘনিকায়ের ও মজ্ঝিম নিকায়ের দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার বিশ্লেষণে তাত্ত্বিক বিষয়াঙ্গ অধিকতর বিশদ ও পরিস্ফুট হইয়াছে। গৃহীদের কর্তব্য ও সমাজাদর্শ সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশাবলি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নির্দেশক ও সহায়ক হইবে। অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অঙ্গুত্তরনিকায়ের প্রথম খণ্ডের (তিক নিপাত পর্যন্ত) বঙ্গানুবাদ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রতিটি বর্গের অন্তর্গত সূত্রগুলির নামোল্লেখ করিলে পাঠকের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইত।

কলিকাতা
১লা নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং

শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রফেসর বি. এম. বড়ুয়া
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা
প্রাক্তন পালি অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণতি”

সূত্রপিটকে
অঙ্গুত্তরনিকায়
(প্রথম খণ্ড)

এক নিপাত

১. রূপাদি বর্গ

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে (জেতবন নামক উদ্যানে) অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন। তখন একদা ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ।” সেই ভিক্ষুগণ “ভদন্ত” বলিয়া প্রত্যুত্তর দিল। ভগবান বলিলেন :

১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রূপও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : স্ত্রীরূপ; স্ত্রীরূপই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া (মন ভুলাইয়া) থাকে, যেমন : স্ত্রীশব্দ; স্ত্রীশব্দই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক গন্ধও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : স্ত্রীগন্ধ; স্ত্রীগন্ধই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রসও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : স্ত্রীরস; স্ত্রীরসই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক স্পর্শও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ

পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : স্ত্রীর স্পর্শ; স্ত্রীর স্পর্শই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রূপও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীর চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : পুরুষরূপ; পুরুষরূপই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : পুরুষশব্দ; পুরুষশব্দই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক গন্ধও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : পুরুষগন্ধ; পুরুষগন্ধই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রসও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : পুরুষরস; পুরুষরসই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক স্পর্শও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন : পুরুষস্পর্শ; পুরুষস্পর্শই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।”

২. নীবরণ প্রহাণ বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎ প্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কাম্যবস্তু সেবনেচ্ছা, কামাভিলাষ) উৎপন্ন অথবা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন : হে ভিক্ষুগণ, শুভনিমিত্ত (দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ না করা) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার না করা)-বশত শুভনিমিত্ত গ্রহণ করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ (হিংসা, পরের অনিষ্ট চিন্তন) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ব্যাপাদ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন : প্রতিঘ নিমিত্ত (ক্রোধ) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকারবশত প্রতিঘ নিমিত্ত গ্রহণ করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন ও উৎপন্ন ব্যাপাদ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন থীনমিদ্ধ (আলস্য) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন থীনমিদ্ধ (আলস্য) বৃদ্ধি ও বৈপুল্য

প্রাপ্ত হয়, যেমন : অরতি (অনিচ্ছা), তন্দ্রা, বিজৃম্ভিকা (হাই তোলা), ভত্ত-সম্মদ (আহারের পর আলস্য), চিত্তের হীনত্ব (চিত্তের অকর্মণ্যভাব)। হে ভিক্ষুগণ, হীনচিত্ত ব্যক্তির অনুৎপন্ন আলস্য উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন আলস্য বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য (চিত্তের উদ্ধত বা অস্থিরভাব) ও কৌকৃত্য (কৃত পাপের জন্য অনুতাপ) উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন : চিত্তের অনুপশম (অশান্তি) হে ভিক্ষুগণ, অশান্ত চিত্তে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন : অযোনিস মনসিকার। অযোনিস মনসিকারবশত অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কামাভিলাষ) উৎপন্ন না হয় বা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন (বিনষ্ট, পরিত্যক্ত) হয়, যেমন : অশুভ নিমিত্ত (দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ)। হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক) অশুভ নিমিত্ত চিন্তা করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ (হিংসা) উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীন হয়, যেমন : মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি। হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক) মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি মনে করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীন হয়।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন আলস্য উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন আলস্য প্রহীন হয়, যেমন : আরম্ভ ধাতু (প্রথম আরব্ধ বীর্য, প্রথম উদ্যম, প্রথম উৎসাহ), নিষ্ক্রাম ধাতু, (বলবত্তর উৎসাহ-উদ্যম) ও পরাক্রম ধাতু, (অত্যধিক উৎসাহ)। হে ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্য ব্যক্তির অনুৎপন্ন আলস্য উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন আলস্য বিনষ্ট হয়।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য

পরিত্যক্ত হয়, যেমন : চিত্তের উপশম (মনের শান্তি)। হে ভিক্ষুগণ, উপশান্ত চিত্তে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহীন হয়।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, যেমন : যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার) হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার প্রভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা পরিত্যক্ত হয়।”

৩. অকর্মণীয় বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত (ভাবনাহীন, ধ্যানহীন) হইলে অকর্মণ্য হয়, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত অভাবিত হইলে অকর্মণ্য হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত (ভাবনাযুক্ত, ধ্যানপরায়ণ) হইলে কর্মণ্য হয় (কাজের যোগ্য হয়), যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত ভাবিত হইলে কর্মণ্য হইয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত হইলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত হইলে মহা অর্থসাধক (উপকারক) হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত চিত্ত মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত হইলে, অপ্রাদুর্ভূত হইলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত, অপ্রাদুর্ভূত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত ও প্রাদুর্ভূত হইলে মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও প্রাদুর্ভূত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত অবহুলীকৃত (পুনঃপুন না ভাবিত) হইলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত ও অবহুলীকৃত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত

বহুলীকৃত হইলে মহা অর্থসাধক হয়, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও বহুলীকৃত চিত্ত মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত ও অবহুলীকৃত হইলে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত ও অবহুলীকৃত চিত্ত দুঃখাবহ হইয়া থাকে।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে সুখাবহ হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও বহুলীকৃত চিত্ত সুখাবহ হইয়া থাকে।"

৪. অদান্ত বর্গ

১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য কোনো এক ধর্ম দেখিতেছি না যাহা অদমিত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অদমিত চিত্ত মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা দমিত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, দমিত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অগুপ্ত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অগুপ্ত চিত্ত মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা গুপ্ত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, গুপ্ত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অরক্ষিত থাকিলে মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অরক্ষিত চিত্ত মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা রক্ষিত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, রক্ষিত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অনাচ্ছাদিত থাকিলে মহা-অনর্থ ঘটাইয়া তাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অসংবৃত চিত্ত মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সংবৃত হইলে

মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, সংবৃত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংবৃত থাকিলে মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংবৃত চিত্ত মহা-অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা দমিত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংবৃত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, দমিত, গুপ্ত, রক্ষিত ও সংবৃত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।”

৫. প্রণিহিত অচ্ছ বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, যে শালি-শূল (সালিসুক) বা যব-শূল (যবসুক) ঊর্ধ্বমুখে স্থির নয়, হস্তের দ্বারা জড়াইয়া ধরিলে বা পদদলিত করিলে যেমন ঊর্ধ্বমুখে স্থিত নয় বলিয়া তাহা হস্তপদ বিদ্ধ করিবে বা রক্ত উৎপাদন করিবে এইরূপ সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ মিথ্যা প্রণিহিত (রাগাদি দোষযুক্ত) চিত্তে কোনো ভিক্ষু অবিদ্যা (অজ্ঞতা) ভেদ করিবে, বিদ্যা উৎপাদন করিবে, নির্বাণ সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিবে, ইহা অসম্ভব। তাহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের মিথ্যা প্রণিধিবশত।

২. হে ভিক্ষুগণ, যে শালি-শূল বা যব-শূল ঊর্ধ্বমুখে স্থিত, হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরিলে বা পদদলিত করিলে যেমন ঊর্ধ্বমুখে স্থিত বলিয়া তাহা হস্তপদ বিদ্ধ করিতে পারে বা রক্ত উৎপাদন করিতে পারে, সেইরূপ সম্যক প্রণিহিত (রাগাদি দোষ হইতে মুক্ত) চিত্তে কোনো ভিক্ষু অবিদ্যা ভেদ করিবে, বিদ্যা উৎপাদন করিবে, নির্বাণ সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিবে ইহা সম্ভব। তাহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের সম্যক প্রণিধিবশত (ইহার কারণ)।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো প্রদুষ্ট-চিত্ত (অবিদ্যাদি দোষযুক্ত) ব্যক্তির চিত্তকে আমার চিত্ত দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে আমি জানি যে যদি এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে আহৃত হইয়া নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ন্যায় সে নিরয়ে পড়িবে। তাহার কারণ কী? কারণ হে ভিক্ষুগণ, তাহার চিত্ত প্রদুষ্ট। চিত্ত প্রদোষ হেতু, হে ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে বা মৃত্যুর পর এইরূপে দুর্গতি, অপায়, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির চিত্তকে আমার চিত্ত

দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে আমি জানি যে যদি এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে আহৃত হইয়া নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ন্যায় সে স্বর্গে উৎপন্ন হইবে। তাহার কারণ কী? কারণ হে ভিক্ষুগণ, তাহার চিত্ত প্রসন্ন। চিত্তের প্রসাদ হেতু হে ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে বা মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আবিলপূর্ণ, আলোড়িত ও পঙ্কযুক্ত (উদক) হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শুক্তি, শম্বুক, শর্করা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড), কঠর (ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রাদির টুকরা) ও মৎস্যগুম্ব চলিতে বা স্থিরভাবে থাকিতে দেখে না—তাহার কারণ কী? উদকের আবিলতাবশত সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, আবিল চিত্তে সেই ভিক্ষু স্বার্থ জ্ঞাত হইবে বা পরার্থ জ্ঞাত হইবে বা উভয়ার্থ জ্ঞাত হইবে, ধ্যান-বিদর্শন-মার্গফল (উত্তরিমনুস্সধম্মা), দিব্যচক্ষুজ্ঞান, বিদর্শনজ্ঞান, মার্গজ্ঞান (স্রোতাপত্ত্যাদি মার্গজ্ঞান), ফলজ্ঞান (স্রোতাপত্ত্যাদি ফলজ্ঞান) ও প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিবে এইরূপ সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের আবিলতাই ইহার কারণ।

৬. হে ভিক্ষুগণ, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল (উদক) হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শুক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর ও মৎস্যগুম্ব চলিতে বা স্থিরভাবে থাকিতে দেখে—ইহার কারণ কী? উদকের অনাবিলতাবশত; সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু অনাবিল চিত্তে স্বার্থ জ্ঞাত হইবে বা পরার্থ হইবে অথবা উভয়ার্থ জ্ঞাত হইবে, ধ্যান-বিদর্শন-মার্গফল, দিব্যচক্ষুজ্ঞান, বিদর্শনজ্ঞান, মার্গজ্ঞান, ফলজ্ঞান ও প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান সাক্ষাৎকার করিবে ইহা সম্ভব। ইহার কারণ কী? চিত্তের অনাবিলতা।

৭. হে ভিক্ষুগণ, এই যে বৃক্ষসমূহ দেখিতেছ মৃদুতা, কর্মণ্যতায় (কার্য উপযোগিতায়) চন্দন যেমন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আমি এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে এইরূপ মৃদু ও কোমল হয়, যেমন : চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও বহুলীকৃত চিত্ত মৃদু ও কর্মণ্য (কর্মোপযোগী) হয়।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সহজে পরিবর্তনশীল, যেমন : চিত্ত। চিত্ত যে কীরূপ সহজে পরিবর্তনশীল তাহার উপমা পাওয়া দুষ্কর।

৯. হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর (পরিশুদ্ধ), কিন্তু তাহা আগন্তুক ক্লেশ (লোভাদি) দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।

১০ হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর, কিন্তু তাহা আগন্তুক ক্লেশ হইতে

বিমুক্ত।”

৬. অচ্ছরা সংঘাত (অঙ্গুলি আঘাত) বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর (পরিশুদ্ধ), কিন্তু তাহা আগন্তুক (বহিরাগত) ক্লেশসমূহ (লোভাদি) দ্বারা উপক্লিষ্ট (দূষিত) হয়। অশ্রুতবান (অজ্ঞানী) পৃথগ্‌জন (সাধারণ লোক) তাহা যথাভূত জানে না। এই হেতু অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের চিত্ত-ভাবনা নাই বলিয়া বলি।

২. হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর কিন্তু তাহা আগন্তুক ক্লেশ রাশি দ্বারা দূষিত হয়। শ্রুতবান (পণ্ডিত) আর্যশ্রাবকগণ (মার্গ ও ফললাভী অষ্টক) তাহা যথাভূত জানে, এই হেতু তাহাদের চিত্তভাবনা আছে বলিয়া বলি।

৩. হে ভিক্ষুগণ, দুই অংগুলী প্রহার দ্বারা শব্দ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ মাত্র সময়ও যদি কোনো ভিক্ষু (সর্ব জীবের প্রতি মৈত্রী) ভাবনা করে তাহা হইলেও বলা যায় যে, সেই ভিক্ষু ধ্যান হীন হইয়া বিহার করেন না, শাস্তার (বুদ্ধের) শাসন মান্য করে, তাঁহার উপদেশ পালন করে এবং অমোঘ (সার্থক) রাষ্ট্রপিণ্ড (পরদত্ত অন্ন) ভোগ করে, আর যে বেশিক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করে তাহার তো কথাই নাই।

৪. হে ভিক্ষুগণ, দুই অঙ্গুলি প্রহার দ্বারা শব্দ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময়ও যদি কোনো ভিক্ষু মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করে তাহা হইলেও বলা যায় যে, সেই ভিক্ষু ধ্যানহীন হইয়া বিহার করেন না, বুদ্ধের শাসন মান্য করে, তাঁহার উপদেশ পালন করে এবং সার্থক পরদত্ত অন্ন ভোগ করে। আর যে ততোধিক করে তাহা কে বর্ণনা করিবে?

৫. হে ভিক্ষুগণ, দুই অঙ্গুলি প্রহার দ্বারা শব্দ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময়ও যদি কোনো ভিক্ষু মৈত্রীচিত্ত পোষণ করে তাহা হইলেও বলা যায় যে, সেই ভিক্ষু ধ্যানহীন হইয়া বিহার করে না, বুদ্ধের শাসন মান্য করে, তাঁহার উপদেশ পালন করে এবং সার্থক পরদত্ত অন্ন ভোগ করে, আর যে বেশিক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করে তাহার তো কথাই নাই।

৬. “হে ভিক্ষুগণ, যেই যেই ধর্ম অকুশল, অকুশলভাগী (অকুশলের ভজনাকারী), অকুশল পক্ষীয় তাহার মন পূর্বগামী, মন যে সকল ধর্মের প্রথমে উৎপন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যেই যেই ধর্ম কুশল, কুশলভাগী, কুশলপক্ষীয় সেইগুলি মন পূর্বগামী, মন সেই সকল ধর্মের প্রথমে উৎপন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্ম পরিহানি (বিনাশ) প্রাপ্ত হয়, যেমন হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ। প্রমত্তের হে ভিক্ষুগণ, অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়, যেমন হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদ। হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদীর অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতে পাইতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : কৌসিদ্য (অলসতা)। হে ভিক্ষুগণ, অলস ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।”

৭. আরব্ধবীর্যাদি বর্গ

১. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : বীর্যারম্ভ। হে ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্য ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম (পাপ) উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন : মহেচ্ছতা (মহালোভ, অতিলোভ, বেশি পাওয়ার ইচ্ছা)। ভিক্ষুগণ, মহেচ্ছক (অতি লোভী) ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : অল্পেচ্ছুতা। ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছু ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : অসন্তুষ্টিতা (অসন্তোষ) ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতে পাইতেছি না যাহার

প্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন : ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টিতা (সন্তোষ)। হে ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্ট ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যেমন : ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার না করা)। ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকারবশত অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার করা)। ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকারবশত অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞান (মোহ)। হে ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞানীর (মোহিত ব্যক্তির) অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞান (প্রজ্ঞা)। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানীর (প্রজ্ঞাবানের) অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়, যেমন : ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রের সঙ্গে বাসকারী ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়।”

৮. কল্যাণমিত্রাদি বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা (সৎসঙ্গ) ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম (গুণ)-সমূহ উৎপন্ন হয় বা

উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন : কল্যাণমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রের (সাধুসঙ্গে বাসকারীর) অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, অকুশলধর্মে আসক্তি ও কুশলধর্মে বিরক্তি ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, অকুশলধর্মে আসক্তি ও কুশলধর্মে বিরক্তিবশত অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কুশলধর্মে আসক্তি ও অকুশলধর্মে বিরক্তি ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, কুশলধর্মে আসক্তি ও অকুশলধর্মে বিরক্তিবশত অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞানপূর্বক বিচার) ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ (বোধি লাভের জন্য প্রতিপাল্য সপ্ত বিষয়) উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। হে ভিক্ষুগণ, অজ্ঞানপূর্বক ধ্যানবশত অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক ধ্যানবশত অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞাতি পরিহানি (বিনাশ) অতি সামান্য পরিহানি, প্রজ্ঞা পরিহানিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি।

৭. হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞাতিবৃদ্ধি সামান্য মাত্র বৃদ্ধি, প্রজ্ঞা বৃদ্ধিই সর্বোৎকৃষ্ট। এই হেতু হে ভিক্ষুগণ, (তোমাদের) "প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে বর্ধিত হইব" এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

৮. হে ভিক্ষুগণ, সম্পত্তি পরিহানি সামান্যমাত্র পরিহানি, প্রজ্ঞা পরিহানি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিহানি।

৯. হে ভিক্ষুগণ, ভোগবৃদ্ধি (ভোগ্য-বস্তুর বৃদ্ধি) সামান্য মাত্র বৃদ্ধি, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমাদের "প্রজ্ঞাবৃদ্ধিতে বর্ধিত হইব" এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

১০ হে ভিক্ষুগণ, যশ পরিহানি সামান্য মাত্র পরিহানি, প্রজ্ঞা পরিহানি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিহানি।”

৯. প্রমাদাদি বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, যশবৃদ্ধি সামান্য মাত্র বৃদ্ধি, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিই সর্বোত্তম বৃদ্ধি। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের “প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে বর্ধিত হইব” এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্ম দেখিতে পাইতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনিষ্টকর হইয়া থাকে, যেমন : প্রমাদ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

৩. ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : অপ্রমাদ। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : অলসতা। ভিক্ষুগণ, অলসতা মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : বীর্যারম্ভ। ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : মহেচ্ছতা (অতি লোভ)। ভিক্ষুগণ, অতি লোভ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : অল্পেচ্ছুতা। ভিক্ষুগণ, সামান্যে তুষ্টি মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : অসন্তুষ্টিতা। ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্টিতা মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : সন্তুষ্টিতা। ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টিতা মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

১০ হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা

অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : অজ্ঞানতাজনিত মনঃকর্ম।” ভিক্ষুগণ, “অজ্ঞানতাজনিত মনঃকর্ম” মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

১২. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে, যেমন : অসম্প্রজ্ঞান (আরব্ধকার্যে অমনোনিবেশ)। ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞান মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : সম্প্রজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞান মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : কল্যাণমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : অকুশল কর্মে সানুরক্তি এবং কুশল কর্মে অননুরক্তি। ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অনুরক্তি এবং কুশল কর্মে অননুরক্তি মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

১৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন : কুশল কর্মে অনুরক্তি এবং অকুশল কর্মে অননুরক্তি। ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে আসক্তি এবং অকুশল কর্মে অনাসক্তি মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

১০. দ্বিতীয় প্রমাদাদি বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি প্রমাদের ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অপ্রমাদের ন্যায় মহান হিতকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ,

অপ্রমাদ মহান হিতকর হইয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অলসতার ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে, যেমন : অলসতা। অলসতা হে ভিক্ষুগণ, মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি বীর্যারম্ভের ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান হিতকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ মহান হিতকর হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি মহেচ্ছতার ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, মহেচ্ছতা বা অতি লোভ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অল্পে তুষ্টির ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা মহান অর্থকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছতা মহা অর্থকর হইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অসন্তোষের ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা মহা অনর্থকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অসন্তোষ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি সন্তুষ্টির ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা মহান অর্থকর হইয়া থাকে। সন্তুষ্টি ভিক্ষুগণ, মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অজ্ঞানপূর্বক মনঃকর্মের ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। অজ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম ভিক্ষুগণ, মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্মের ন্যায় মহান অর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম ভিক্ষুগণ, মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অসম্প্রজ্ঞান (মোহের) ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, মোহ মহা অহিতকর হইয়া থাকে।

১২. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে প্রজ্ঞার ন্যায় মহা অর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞা

মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক (যাহা স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন নয়) ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি পাপমিত্রতার ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য কোনো কারণ দেখিতেছি না। হে ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা মহা অহিতকর হইয়া থাকে।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি কল্যাণমিত্রতার ন্যায় মহান অর্থকর অন্য কোনো কারণ দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা মহান হিতকর হইয়া থাকে।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অকুশল কর্মে আসক্তি এবং কুশল কর্মে অনাসক্তির ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে আসক্তি এবং কুশল কর্মে বিরক্তি মহান অহিতকর হইয়া থাকে।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি কুশলধর্মে আসক্তি ও অকুশলধর্মে অনাসক্তির ন্যায় মহান অর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। হে ভিক্ষুগণ, কুশলধর্মে আসক্তি ও অকুশলধর্মে অনাসক্তি মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

১৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি প্রমাদ ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

১৮. হে ভিক্ষুগণ, আমি অপ্রমাদ ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, আমি অলসতা ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অলসতা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

২০. হে ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

২১. হে ভিক্ষুগণ, আমি মহেচ্ছতা (অতি লোভ) ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অতি লোভ সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

২২. হে ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুতা ভিন্ন আমি অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুতা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

২৩. হে ভিক্ষুগণ, আমি অসন্তুষ্টি ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্টিতা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

২৪. হে ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

২৫. হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞানপূর্বক গ্রহণ) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

২৬. হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

২৭. হে ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞান (অজ্ঞানতা) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

২৮. হে ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞান (প্রজ্ঞা) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

২৯. হে ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

৩০. হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

৩১. হে ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে আসক্তি ও কুশল কর্মে অনাসক্তি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে আসক্তি ও কুশল কর্মে বিরক্তি সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

৩২. হে ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে আসক্তি ও অকুশল কর্মে অনাসক্তি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অনাসক্তি ও কুশল কর্মে আসক্তি সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

৩৩. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন হয়, তাহারা বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ ও দেব মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে ও এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান (বিলোপ) ঘটাইয়া থাকে।

৩৪. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ধর্মকে অধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন হয়, তাহারা বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ ও দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে ও এই অপুণ্য সদ্ধর্মের বিলোপ ঘটাইয়া থাকে।

৩৫-৪১. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অবিনয়কে বিনয়, বিনয়কে অবিনয়, তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলিয়া প্রকাশ করে, তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয়কে অভাষিত অনালাপিত বলিয়া বলে, তথাগতের অপরিচিত বিষয়কে পরিচিত ও পরিচিত বিষয়কে অপরিচিত বলিয়া প্রকাশ করে, তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপিত, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে অপ্রজ্ঞাপিত বলিয়া বলে তাহারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তাহারাই এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান করিয়া থাকে।”

১১. অধর্ম বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অধর্মকে অধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং ফলে সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ধর্মকে ধর্ম হিসেবে প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতকল্পে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অবিনয়কে অবিনয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের হেতু হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা বিনয়কে বিনয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা

বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয়কে তথাগতের অভাষিত অনালাপিত বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয়কে তথাগতের ভাষিত আলাপিত বিষয় বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগত কর্তৃক অপরিচিত বিষয়কে তথাগতের অপরিচিত বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগতের পরিচিত বিষয়কে তথাগতের পরিচিত বিষয় বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত অপ্রজ্ঞাপিত বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত বিষয়কে তথাগতের প্রজ্ঞাপিত বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া

থাকে।”

১২. অনাপত্তি বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অনাপত্তিকে আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা আপত্তিকে অনাপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা লঘু আপত্তিকে গুরু আপত্তি হিসেবে প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা গুরু (বৃহৎ) আপত্তিকে লঘু (ক্ষুদ্র) আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রদুষ্ট আপত্তিকে (দোষ) অপ্রদুষ্ট আপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অপ্রদুষ্ট আপত্তিকে প্রদুষ্ট আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সাবশেষ (অসম্পূর্ণ) আপত্তিকে অনবশেষ (সম্পূর্ণ) আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ

হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অনবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সপ্রতিকর্ম (যাহা প্রতিকার করা যায়) আপত্তিকে অপ্রতিকর্ম (যাহা প্রতিকার বা সংশোধন করা যায় না) আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

১০ হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অপ্রতিকর্ম আপত্তিকে সপ্রতিকর্ম আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অনাপত্তিকে অনাপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১২. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা আপত্তিকে আপত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা লঘু (অবৃহৎ) আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা গুরু (বৃহৎ) আপত্তিকে গুরু আপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য

প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রদুষ্ট আপত্তিকে প্রদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অপ্রদুষ্ট আপত্তিকে অপ্রদুষ্ট আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৭. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সাবশেষ (অসম্পূর্ণ) আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৮. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অনবশেষ (সম্পূর্ণ) আপত্তিকে অনবশেষ আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সপ্রতিকর্ম (যাহা সংশোধন করা যায়) আপত্তিকে সপ্রতিকর্ম আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

২০. হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অপ্রতিকর্ম (যাহা সংশোধন করা যায় না) আপত্তিকে অপ্রতিকর্ম আপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।”

১৩. এক পুদ্গল বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের (ব্যক্তির) জন্ম বহু জনের হিত, বহু জনের সুখ, লোকানুকম্পা (জগতের প্রতি অনুকম্পাবশত যে জন্ম নেয়), দেব-মনুষ্যগণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। একজন

পুদ্গল কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ, জগতে এই একজন পুদ্গালের জন্ম বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, লোকানুম্পা, দেব-মনুষ্যগণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্ম প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। একজন পুদ্গাল কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব। ভিক্ষুগণ, এই একজন পুদ্গালের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্ম আশ্চর্যজনক। একজন পুদ্গাল কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। ভিক্ষুগণ, জগতে এই একজন পুদ্গালের জন্ম আশ্চর্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, একজন পুদ্গালের অর্ন্তধান বহু লোকের অনুতাপের কারণ হইয়া থাকে। কাহার? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের। ভিক্ষুগণ, এই একজন ব্যক্তির মৃত্যু বহু জনের অনুতাপের কারণ হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্ম অদ্ভুত। সমকক্ষহীন, অতুলনীয়, প্রতিপক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অসম, অসমান, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একজন পুদ্গাল কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। ভিক্ষুগণ, জগতে এই একজন পুদ্গালের জন্ম অদ্ভুত, সমকক্ষহীন, অতুলনীয়, প্রতিপক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অসম, অসমান, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, একজন পুদ্গালের প্রাদুর্ভাব, মহৎ আলোকের (জ্ঞানালোকের) প্রাদুর্ভাব, মহৎ প্রভার প্রাদুর্ভাব, ছয় শ্রেষ্ঠপদের (দর্শন, শ্রবণ, সম্পত্তি, শিক্ষা, উপকার, স্মৃতি) আবির্ভাব (সৃষ্টি) ঘটে। চারি প্রতিসম্ভিদা (অর্থ প্রতিসম্ভিদা, ধর্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, পটিভাণ প্রতিসম্ভিদা)-র উপলব্ধি, অনেক ধাতুর উপলব্ধি, নানাধাতুর উপলব্ধি ঘটে, বিদ্যা ও বিমুক্তি ফলের উপলব্ধি ঘটে। স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অরহত্ত্বফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়। কীরূপ এক পুদ্গালের? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের। ভিক্ষুগণ, এই একজন পুদ্গালের প্রাদুর্ভাবে মহৎ চক্ষুর, মহা আলোকের, মহা প্রভার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ছয় শ্রেষ্ঠপদের আবির্ভাব ঘটে, চারি প্রতিসম্ভিদা, অনেক ধাতু, নানা ধাতু, বিদ্যা ও বিমুক্তিফল, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অরহত্ত্ব ফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আমি সারিপুত্র ভিন্ন অন্য এক পুদ্গালও দেখিতেছি না যে তথাগতের প্রবর্তিত অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ধর্মচক্র সম্যকভাবে অনুপ্রবর্তন করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, সারিপুত্রই তথাগত প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্র সম্যকভাবে

অনুপ্রবর্তন করিতে পারে।”

১৪. এতদগ্‌গ (প্রসিদ্ধ) বর্গ

১. প্রথম বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে অঞ্‌ঞাত কৌণ্ডিন্য প্রাচীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রজ্ঞাবানদের মধ্যে সারিপুত্র শ্রেষ্ঠ, ঋদ্ধিমানদের মধ্যে মহামৌদ্গলায়ন শ্রেষ্ঠ, ধুতাঙ্গজীবীদের মধ্যে মহাকাশ্যপ শ্রেষ্ঠ, দিব্য চক্ষু সম্পন্নদের মধ্যে অনুরুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, উচ্চকুল জাতদের মধ্যে কালিগোধার পুত্র ভদ্রিয় শ্রেষ্ঠ, মিষ্ট কণ্ঠীদের মধ্যে লকুন্টক ভদ্রিয় শ্রেষ্ঠ, সিংহনাদকারীদের মধ্যে পিণ্ডোল ভারদ্বাজ শ্রেষ্ঠ, ধর্মকথিকদের মধ্যে মন্তানিপুত্র পুণ্ন শ্রেষ্ঠ, সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ বিভাজনকারীদের মধ্যে মহাকচ্চায়ন শ্রেষ্ঠ।”

২. দ্বিতীয় বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে চূলপন্থক মনোরম কায় নির্মাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চূলপন্থক চিত্ত-বিবর্তন-কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপন্থক সংজ্ঞা-বিবর্তন-কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুভূতি শান্তিতে বসবাসকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুভূতি দক্ষিণাযোগ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রেবত খদিরবিনয় আরণ্যকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কঙ্খারেবত ধ্যানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সোণ কোলিবীস আরব্ধবীর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সোণ কোটিকণ্ন স্পষ্ট ভাষণ-কারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সীবলী লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বক্কলি শ্রদ্ধাধিমুক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

৩. তৃতীয় বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষাকামী শ্রাবক ভিক্ষুদের মধ্যে রাহুল শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধা প্রব্রজিতদের মধ্যে রাষ্ট্রপাল, প্রথম শলাকা গ্রহণকারীদের মধ্যে কুণ্ডধান শ্রেষ্ঠ, প্রত্যুৎপন্নমতিদের মধ্যে বঙ্গীশ শ্রেষ্ঠ, সার্বিক অমায়িকদের মধ্যে বঙ্গান্ত পুত্র শ্রেষ্ঠ, শয্যাসন প্রজ্ঞাপনকারীদের মধ্যে মল্লপুত্র দব্ব শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞদের মধ্যে পিলিন্দবচ্ছ শ্রেষ্ঠ, ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান (অস্বাভাবিক শক্তি)-লাভীদের মধ্যে বাহিয় দারুচিরিয় শ্রেষ্ঠ, বিচিত্রকথিকদের মধ্যে কুমারকশ্যপ শ্রেষ্ঠ, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্তদের (বিশ্লেষণাত্মক প্রজ্ঞা প্রাপ্তদের) মধ্যে মহাকোট্‌ঠিত

শ্রেষ্ঠ।”

৪. চতুর্থ বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষু শ্রাবকদের মধ্যে বহুশ্রুতদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, স্মৃতিমানদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, গতিমানদের (সদাচারীদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, ধৃতিমানদের (উদ্যমশীলদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, উপস্থাপকদের (তথাগত ব্যক্তিগত সেবকদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, মহা পারিষদ লাভীদের মধ্যে উরুবেলা-কাশ্যপ শ্রেষ্ঠ, কুলপ্রসাদকদের মধ্যে কালুদায়ী শ্রেষ্ঠ, স্বাস্থ্যবানদের মধ্যে বক্কুল শ্রেষ্ঠ, পূর্বনিবাস অনুস্মরণকারীদের মধ্যে সোভিত শ্রেষ্ঠ, বিনয়ধরদের মধ্যে উপালি শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষুণীদের উপদেশকারীদের মধ্যে নন্দক শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষাকারীদের মধ্যে নন্দ শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষুদের উপদেশ দানকারীদের মধ্যে মহাকপ্পিন শ্রেষ্ঠ, তেজোধাতু কুশলীদের মধ্যে সাগত শ্রেষ্ঠ, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাষণকারীদের মধ্যে রাধ শ্রেষ্ঠ, রুক্ষ চীবর পরিধানকারীদের মধ্যে মোঘরাজা শ্রেষ্ঠ।”

৫. পঞ্চম বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রাচীনদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অগ্রগণ্যা, মহাপ্রজ্ঞাবতীদের মধ্যে ক্ষেমা অগ্রগণ্যা, ঋদ্ধিমতীদের মধ্যে উৎপলবর্ণা অগ্রগণ্যা, বিনয়ধারিণীদের মধ্যে পটাচারা অগ্রগণ্যা, ধর্মকথিকাদের মধ্যে ধর্মদিন্না অগ্রগণ্যা, ধ্যানশালীদের মধ্যে নন্দা অগ্রগণ্যা, আরব্ধবীর্যাদের মধ্যে সোনা অগ্রগণ্যা, দিব্যচক্ষুসম্পন্নাদের মধ্যে সকুলা অগ্রগণ্যা, ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান (অতিপ্রাকৃত বিষয়ে জ্ঞান)-সম্পন্নাদের মধ্যে ভদ্রা কুণ্ডলকেশা অগ্রগণ্যা, পূর্বনিবাস অনুস্মরণকারীদের মধ্যে ভদ্রাকপিলানী অগ্রগণ্যা, মহা অভিজ্ঞা (অতি প্রাকৃত বিষয়ে জ্ঞান) লাভীদের মধ্যে ভদ্রা কচ্চায়না অগ্রগণ্যা, রুক্ষ চীবর পরিধানকারিণীদের মধ্যে কিসা গৌতমী অগ্রগণ্যা, শ্রদ্ধাধিমুক্তাদের মধ্যে সিগাল মাতা অগ্রগণ্যা।”

৬. ষষ্ঠ বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক উপাসকদের মধ্যে প্রথম শরণ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণিক তপস্‌সু ও ভল্লিক অন্যতম, দায়কদের মধ্যে সুদত্ত গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক অগ্রগণ্য, ধর্মকথিক (ভাষক)-দের মধ্যে চিত্র গৃহপতি মচ্ছিকসণ্ডিক অগ্রগণ্য, চারি সংগ্রহবস্তু দ্বারা পারিষদ সংগ্রহকারীদের মধ্যে

আলবক হত্থক অগ্রগণ্য, প্রণীত (উত্তম) বস্তু দায়কদের মধ্যে মহানাম শাক্য অগ্রগণ্য, মনোজ্ঞ বস্তু দায়কদের মধ্যে উগ্গ গৃহপতি অগ্রগণ্য, সংঘ সেবকদের মধ্যে উগ্গত গৃহপতি অগ্রগণ্য, অবিচল আনুগত্যপরায়ণদের মধ্যে সূর অম্বট্ঠ অগ্রগণ্য, পুদ্গল প্রসন্নদের (জননন্দিতদের) মধ্যে জীবক কুমারভচ্চ অগ্রগণ্য, বিশ্বস্তদের মধ্যে নকুলপিতা গৃহপতি অগ্রগণ্য।”

৭. সপ্তম বর্গ

“হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা উপাসিকাদের মধ্যে প্রথম শরণ গ্রহণকারিণীদের মধ্যে সেনানিকন্যা সুজাতা অন্যতমা, দায়িকাদের মধ্যে বিশাখা মিগারমাতা অন্যতমা, বহুশ্রুতাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরা অন্যতমা, মৈত্রী বিহারিণীদের মধ্যে শ্যামাবতী অন্যতমা, ধ্যানশীলাদের মধ্যে নন্দমাতা উত্তরা অন্যতমা, প্রণীত (উত্তম) বস্তু দায়িকাদের মধ্যে কোলিয় কন্যা সুপ্রবাসা অন্যতমা, রোগী সেবাকারিণীদের মধ্যে উপাসিকা সুপ্রিয়া অন্যতমা, অবিচল আনুগত্যপরায়ণাদের মধ্যে কাত্যায়নী অন্যতমা, বিশ্বাসিনীদের মধ্যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতমা, গতানুগতিক প্রসন্নাদের মধ্যে কুরর-ঘরের উপাসিকা কালী অন্যতমা।”

১৫. অট্ঠান (অসম্ভব) বর্গ

১. প্রথম বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না যে, দৃষ্টিসম্পন্ন (সৎদৃষ্টি) ব্যক্তি কোনো সংস্কারকে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) নিত্য (স্থায়ী) হিসেবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, পৃথগ্জনের (সাধারণ ব্যক্তির) পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (সংস্কারকে স্থায়ীরূপে ধারণা করা)।

২. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না যে, দৃষ্টি (সৎদৃষ্টি)-সম্পন্ন পুদ্গল কোনো সংস্কারকে সুখরূপে গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (সংস্কারকে সুখরূপে মনে করা)।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সৎদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কোনো ধর্মকে (বিষয়কে) আত্মারূপে গ্রহণ করিবে ইহা হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব (কোনো বিষয়কে আত্মারূপে গ্রহণ করা)।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সৎদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার মাতাকে হত্যা করিবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (মাতাকে হত্যা করা)।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না যে, সৎদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার পিতাকে হত্যা করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (পিতাকে হত্যা করা)।

৬. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অর্হৎকে হত্যা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব (অর্হৎকে হত্যা করা)।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না যে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রদুষ্ট মনে তথাগতের দেহ হইতে রক্ত উৎপাদন করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব (প্রদুষ্ট মনে তথাগতের দেহ হইতে রক্ত উৎপাদন করা)।

৮. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘ ভেদ (সংঘের মধ্যে বিভেদ) করিবে ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (সংঘ ভেদ করা)।

৯. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য শাস্তার প্রতি অনুরাগী হইবে হইা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (অন্য শাস্তানুরাগী হওয়া)।

১০ হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুইজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, এক সময়ে এক পৃথিবীতে একজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুইজন রাজ চক্রবর্তী উৎপন্ন হইবেন ইহা হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, এক সময়ে এক পৃথিবীতে একজন রাজ চক্রবর্তী উৎপন্ন হইবে, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

২. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোক অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবে ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষের পক্ষে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে রাজ চক্রবর্তী

হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভব।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শক্রত্ব, মারত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র, মার, ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শক্রত্ব, মারত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র, মার, ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব।

৬. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শক্রত্ব, মারত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র, মার, ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়িকভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাচনিকভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মানসিকভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে।

৩. তৃতীয় বর্গ

১. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়দ্বারে কৃত উত্তম কাজের ফল কিছুতেই নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহার ফল, আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞই হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাক্যদ্বারে কৃত উত্তম কাজের ফল কিছুতেই নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহার ফল, আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞই হইবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মানসিকদ্বারে কৃত উত্তম কাজের ফল কিছুতেই নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহার ফল, আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞই হইবে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়দ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তির দুষ্কর্মের

ফলবশত মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, কায়দ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাচনিক দ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তির দুষ্কর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, বাচনিক দ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মনোদ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তির দুষ্কর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, মনোদ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়দ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, কায়দ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাক্যদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, বাক্যদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মনোদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, মনোদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশত সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।"

১৬. এক ধর্ম বর্গ

১. প্রথম বর্গ

১. "হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? বুদ্ধানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? ধর্মানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? সংঘানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? শীলানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? ত্যাগানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? আনাপানানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত, হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত

নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ-জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? মরণানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? কায়গতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

১০ হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কী? উপশমানুস্মৃতি। হে ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. "হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও (বিষয়) দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশলধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিকের অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন অকুশলধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশলধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশলধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যদ্বারা অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন কুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিকের অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন কুশলধর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য কোনো এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার দ্বারা অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন

অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি প্রবর্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞানপূর্বক ধারণা)-বশত অনুৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি প্রবর্ধিত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক ধ্যান) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন সম্যক দৃষ্টি প্রবর্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক চিন্তন)-বশত অনুৎপন্ন সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন সম্যক দৃষ্টি প্রবর্ধিত হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যদ্বারা সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম, লাভ করে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার দ্বারা সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত পুরুষ পুদ্গালের তৎদৃষ্টি অনুসারে কৃত যে কায়কর্ম, যে বাক্‌কর্ম, যে মনোকর্ম, যে চেতনা, যে আকাঙ্ক্ষা, যে প্রণিধি, যে সংস্কার ধর্ম তাহার সবগুলিই অনুপযোগী, অরুচিকর, অমনোজ্ঞ, অহিতকর, দুঃখ হইয়া থাকে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, যেহেতু দৃষ্টি অকুশলজনক। যেমন : ভিক্ষুগণ, নিম বীজ বা কোসাতকী বীজ বা তিক্ত অলাবু বীজ আদ্র মাটিতে রোপিত হইলে মাটির যে রস যে জল গ্রহণ করে তাহার সবটুকুই তিক্ত, কটু, বিস্বাদের কারণ হয়। ইহার হেতু কী? ভিক্ষুগণ, ইহার কারণ প্রদুষ্ট বীজ। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত পুরুষ পুদ্গালের সেই দৃষ্টি অনুরূপ কৃত যে কায়কর্ম, যে বাক্‌কর্ম, যে মনোকর্ম, যে চেতনা, যে আকাঙ্ক্ষা, যে প্রণিধি, যে সংস্কার ধর্ম তাহার সবই অনুপযোগী, অরুচিকর, অমনোজ্ঞ, অহিতকর ও দুঃখজনক হইয়া থাকে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি অকুশল (পাপ) হেতু।

১০ হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত পুরুষ পুদ্গালের তৎদৃষ্টি অনুযায়ী কৃত

যে কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম, যে চেতনা, আকাঙ্ক্ষা প্রণিধি (সংকল্প), যে সংস্কার ধর্ম—তাহার সবই উপযোগী, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখাবহ হইয়া থাকে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি সৎ (উত্তম) বলিয়া। যেমন ভিক্ষুগণ, ইক্ষুবীজ বা শালী ধান্য বীজ বা আঙ্গুর বীজ আর্দ্র মাটিতে রোপিত হইলে মাটির যে রস যে জল গ্রহণ করে তাহার সবটুকুই মধুর, স্বাদপূর্ণ ও নির্ভেজাল হইয়া থাকে। তাহার কারণ কী? যেহেতু বীজ উত্তম। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তির দৃষ্টি অনুরূপ (সৎদৃষ্টি) কৃত যে কায়বাক্-মনোবাক্, যে চেতনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রণিধি, যে সংস্কার ধর্ম—তাহার সবই উপযোগী, রুচিকর, মনোজ্ঞ, হিতকর ও সুখকর হইয়া থাকে। তাহার হেতু কী? দৃষ্টি সৎ (উত্তম) বলিয়া।”

৩. তৃতীয় বর্গ

১. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্মলাভে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত, দুঃখ ঘটিয়া থাকে। একজন পুদ্গাল কিরূপ? মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন বিপরীত মতবাদী। সে মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া বহুজনকে সদ্ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা) হইতে বিচ্যুত করে এবং অসদ্ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভিক্ষুগণ, এই একজন লোকের জগতে জন্মলাভে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত, দুঃখ ঘটিয়া থাকে।

২. হে ভিক্ষুগণ, জগতে এক ব্যক্তির জন্মলাভে বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত-সুখ লাভ হইয়া থাকে। একজন পুদ্গাল কিরূপ? সম্যক দৃষ্টিযুক্ত অবিপরীত মতবাদী। সে বহু লোককে অসদ্ধর্ম (অন্যায়) হইতে মুক্ত করিয়া সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই ব্যক্তির জন্মলাভে বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত, সুখ লাভ হইয়া থাকে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা নিন্দনীয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি মহা নিন্দনীয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, মক্‌খলি মূর্খপুরুষ ভিন্ন একজন ব্যক্তিও দেখিতেছি না যে এইরূপ বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত, দুঃখে প্রতিপন্ন। যেমন ভিক্ষুগণ, নদীমুখে নিক্ষিপ্ত জাল বহু মৎস্যের অহিত, দুঃখ, অনর্থ ও ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ মনে হয়, মক্‌খলির ন্যায় মূর্খ পুরুষদের নিক্ষিপ্ত ফাঁদ জগতে উৎপন্ন

বহু সত্ত্বের অহিত, দুঃখ, অনর্থ ও ধ্বংসের হেতু।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় দুর্ব্যাখ্যায় যে ব্যক্তি প্ররোচনা দেয়, যাহাকে প্ররোচনা দেয় এবং যে তদনুরূপ প্ররোচিত হয় তাহারা সবাই বহু অপুণ্য প্রসব করে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, তাহার কারণ ধর্মের দুর্ব্যাখ্যা।

৬. হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় সুব্যাখ্যায় যে ব্যক্তি উদ্দীপিত করে, যাহাকে উদ্দীপিত করে এবং তদনুরূপ যে উদ্দীপিত হয় তাহারা সবাই বহু পুণ্য অর্জন করে। তাহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, তাহার হেতু ধর্মের সুব্যাখ্যা।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় অশুদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হইলে দানের গুরুত্ব দাতা কর্তৃক জানিতে হইবে, গ্রহিতা কর্তৃক নহে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যার দরুণ।

৮. হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় যথাযথ-ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে দানের গুরুত্ব গ্রহিতা কর্তৃক জানিতে হইবে, দাতা কর্তৃক নহে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যায় তাহার কারণ।

৯. হে ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যার যে আরব্ধবীর্য (অত্যুৎসাহী) সে দুঃখে জীবন অতিবাহিত করে। তাহার হেতু কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যা হেতু।

১০. হে ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যার যে অলস (নির্বীর্য) সে দুঃখে বাস করে। তাহার হেতু কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যা হেতু।

১১. হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় দুর্ব্যাখ্যাত হইলে অলস ব্যক্তি সুখে বাস করে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যাই তাহার কারণ।

১২. হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় সুব্যাখ্যাত হইলে যে আরব্ধবীর্যপরায়ণ হয় সে সুখে বাস করে। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যা হেতু।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, বিষ্ঠা যেমন অল্পমাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমনকি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, মূত্র যেমন অল্পমাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমনকি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, থুথু যেমন অল্পমাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমনকি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের

জন্যও না।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, পূঁয যেমন অল্পমাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমনকি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

১৭. হে ভিক্ষুগণ, রক্ত যেমন অল্পমাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমনকি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।”

৪. চতুর্থ বর্গ

১. “যেমন হে ভিক্ষুগণ, এই জম্বুদ্বীপে অল্পমাত্র রমণীয় আরাম (উদ্যান) বন, ভূমি ও পুষ্করিণী আছে অপর পক্ষে খাড়া ও ঢালু স্থান, দুর্গম নদী, কণ্টকময় স্থান, অসম পর্বতের সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, স্থলজ জীবের সংখ্যা অল্প, জলজ প্রাণীর সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণকারীর লোকের সংখ্যা অল্পঃ সেইরূপ মনুষ্যদের মধ্যে নহে অন্যত্র জন্ম লাভী জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, মধ্য দেশে পুনর্জন্ম গ্রহণকারীর জীবের সংখ্যা অল্প, প্রত্যন্ত প্রদেশে অদূরদর্শী বর্বরদের মধ্যে জন্ম গ্রহণকারী জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত, অবধির ও অমূক, প্রতিবলসম্পন্ন, সুভাষিত-দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিচারে দক্ষ এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, এইরূপ জীবের সংখ্যা অধিক যাহারা মূর্খ, বুদ্ধিহীন, বধির ও মূক সুভাষিত-দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিচারে অনুপযুক্ত। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আর্য-প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন সত্ত্বের সংখ্যা নগণ্য, অবিদ্যাযুক্ত স্মৃতিহীন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের দর্শন লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, তথাগতের দর্শন লাভ করে না এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, তথাগত প্রবেদিত (প্রবর্তিত) ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে না এমন সত্ত্বগণের সংখ্যা বহু। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম শুনিয়া অন্তরে ধারণ করিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, ধর্ম শুনিয়া অন্তরে ধারণ করিতে পারে না এমন লোকের সংখ্যা বহু। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, অন্তরে ধারণকৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, অন্তরে ধারণকৃত ধর্মের অর্থ

অনুসন্ধান করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, ধর্মের অর্থ জানিয়া, ধর্ম জানিয়া তদনুরূপ জীবন নির্বাহ করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প; অর্থ না জানিয়া, ধর্ম না জানিয়া ধর্মানুধর্ম জীবন অতিবাহিত করে না এমন লোকের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, সংবেদনীয় বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, এমন সত্ত্বের সংখ্যা বহু যাহারা সংবেদনীয় বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, আলোড়িত হইয়া জ্ঞানপূর্বক (পদ্ধতিগতভাবে) প্রচেষ্টা করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, আলোড়িত হইয়া জ্ঞানপূর্বক প্রচেষ্টা করে না এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, সংকল্প উৎপাদন করিয়া (প্রচেষ্টাপূর্বক) সমাধি, মনের একাগ্রতা লাভ করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, প্রচেষ্টাপূর্বক সমাধি, মনের একাগ্রতা লাভ করে না এমন লোকের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, অগ্র অন্ন, অগ্র রসলাভীদের সংখ্যা অল্প। অগ্র অন্ন, অগ্র রসলাভী নহে এমন লোকের সংখ্যা অধিক যাহারা পাত্রে সংগৃহীত যৎসামন্য টুকরায় জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, অর্থরস (সারার্থ) ধর্মরস, বিমুক্তিরসলাভী সত্ত্বের সংখ্যা অল্প। অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরসলাভী নহে এমন লোকের সংখ্যা অধিক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—আমরা অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরসলাভী হইব। এইরূপ তোমরা শিক্ষা করিবে।

২. যেমন হে ভিক্ষুগণ, এই জম্বুদ্বীপে রমণীয় আরাম, বন, ভূমি, পুষ্করিণী আছে অল্পমাত্র, অপর পক্ষে খাড়া উঁচু ও ঢালু, দুর্গম নদী, কণ্টকময় স্থান, অসমান পর্বতের সংখ্যা অধিক। তদ্রুপ হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্য হিসেবে চ্যুত হইয়া মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন লোকের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু মনুষ্য হিসেবে মৃত্যু বরণ করিয়া নরকে, তির্যগ্প্রাণির গর্ভে, প্রেত লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। সেইরূপে হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যরূপে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প। কিন্তু মনুষ্য হিসেবে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্যগ্প্রাণির গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, দেব হিসেবে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু দেব হিসেবে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্যগ্প্রাণির গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, দেবরূপে চ্যুত হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু দেব হিসেবে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্যগ্প্রাণির

গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, নরক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু নরক হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্যগ্‌প্রাণির গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, নরক হইতে চ্যুত হইয়া দেবরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু নরক হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্যগ্‌প্রাণির গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, তির্য্যকযোনি হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প। কিন্তু তির্য্যকযোনি হইতে চ্যুত হইয়া তির্য্যক যোনিতে, নরকে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, তির্য্যকযোনি হইতে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন প্রাণীর সংখ্যা স্বল্পমাত্র। কিন্তু তির্য্যক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্যগ্‌প্রাণির গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, প্রেতলোক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্প। কিন্তু প্রেতযোনি হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যকযোনিতে, প্রেতযোনিতে, পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, প্রেতযোনি হইতে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্প। কিন্তু প্রেতযোনি হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যকযোনিতে, প্রেতযোনিতে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক।”

১৭. প্রসাদকর ধর্ম বর্গ

১. প্রথম বর্গ

“প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুগণ, এইগুলিকে লাভের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে যেমন : অরণ্যবাস, পিণ্ডচারিক (ভিক্ষা-জীবিকা), পাংশুকুলিকতা (ছিন্নবস্ত্র পরিধান করণ), ত্রিচীবর পরিধান করণ, ধর্মকথিকতা (ধর্ম কথন) বিনয়ধরকত্ব, বিস্তৃত জ্ঞান, স্থবিরত্ব (উপাধি), সত্য আচরণ সম্পদ, পরিবার সম্পদ, বড় পরিবার সম্পদ, সুন্দর আকার-প্রকার, সুন্দর কথাবার্তা, অল্পেচ্ছুতা (অল্পে সন্তুষ্টিতা), রোগহীনতা।

১৮. অপর অচ্ছরা সংঘাত বর্গ

১. হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২. হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে। হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩. হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪. হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫. মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬. করুণা চিত্তবিমুক্তি, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণা চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ

করে। যাহারা এগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭. মুদিতা (নিঃস্বার্থ ভালোবাসা) চিত্তবিমুক্তি, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতা চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮. উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯. কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করে, উৎসাহী, মনোযোগী, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা (লোভ) হইতে উৎপন্ন নৈরাশ্য দমন করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করে, উৎসাহী, মনোযোগী, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা (লোভ) হইতে উৎপন্ন নৈরাশ্য দমন করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০. বেদনায় (অনুভূতি) বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বেদনায় (অনুভূতি) বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১. চিত্তে (মনে) চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্তে (মনে) চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২. ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করে, উৎসাহী, মনোযোগী, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা হইতে উৎপন্ন নৈরাশ্য দমন করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করে, উৎসাহী, মনোযোগী, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা হইতে উৎপন্ন নৈরাশ্য দমন করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩. অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মের অনুৎপত্তির জন্য ছন্দ (আকাঙ্ক্ষা) উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, প্রচেষ্টা আরম্ভ করে, চিত্তে অনুৎপন্ন অকুশলধর্মের অনুৎপত্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মের অনুৎপত্তির জন্য ছন্দ (আকাঙ্ক্ষা) উৎপন্ন করে, চেষ্টা করে, প্রচেষ্টা আরম্ভ করে, চিত্তে অনুৎপন্ন অকুশলধর্মের উৎপত্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ভিক্ষুগণ,

এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪. উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মের (বিষয়ের) ক্ষয়ের জন্য ছন্দ (আকাঙ্ক্ষা) উৎপন্ন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, চিত্তে উৎপন্ন অকুশল ধ্বংসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মের (বিষয়ের) ক্ষয়ের জন্য ছন্দ (আকাঙ্ক্ষা) উৎপন্ন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, চিত্তে উৎপন্ন অকুশল ধ্বংসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫. অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, চিত্তে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, চিত্তে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬. উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অবিনাশের জন্য, বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য চিত্তের দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির জন্য, অবিনাশের জন্য, বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য চিত্তের দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭. ছন্দ-সমাধি-পধান (প্রচেষ্টা)-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ (মানসিক শক্তি) ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ছন্দ-সমাধি-পধান (প্রচেষ্টা)-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ (মানসিক শক্তি) ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮. বীর্য-সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্য-সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৯. চিত্ত-সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত-সমাধি-পধান-

সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২০. বীমংসা (পর্যবেক্ষণ) সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীমংসা (পর্যবেক্ষণ) সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২১. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবে (অনুশীলন করে), হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবে (অনুশীলন করে), ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২২. বীর্যেন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৩. স্মৃতীন্দ্রিয় (মনের একাগ্রতা) ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত স্মৃতীন্দ্রিয় (মনের একাগ্রতা) ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৪. সমাধিন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধিন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৫. প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৬. শ্রদ্ধাবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রদ্ধাবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৭. বীর্যবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৮. স্মৃতিবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত স্মৃতিবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

২৯. সমাধিবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধিবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী

বলিতে পারে?

৩০. প্রজ্ঞাবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩১. স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩২. ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৩. বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৪. প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৫. প্রশ্রদ্ধি বা শান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্রদ্ধি বা শান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৬. সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৭. উপেক্ষা (মনের সমভাব) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (মনের সমভাব) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৮. সম্যক দৃষ্টি ভাবে (অনুশীলন করে), হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক দৃষ্টি ভাবে (অনুশীলন করে), ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৩৯. সম্যক সংকল্প (উদ্দেশ্য) ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক সংকল্প (উদ্দেশ্য) ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪০. সম্যক বাক্য ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়,

এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক বাক্য ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪১. সম্যক কর্ম ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক কর্ম ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪২. সম্যক জীবিকা ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক জীবিকা ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৩. সম্যক প্রচেষ্টা ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক প্রচেষ্টা ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৪. সম্যক স্মৃতি ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক স্মৃতি ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৫. সম্যক সমাধি ভাবে (একাগ্রতা ভাবে), হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক সমাধি ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৬. ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৭. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৮. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইসব চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সে সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইসব চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সে সচেতন হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৪৯. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫০. ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের নীল (হিসেবে), নীলবর্ণ (রং), নীল নিদর্শন (দেখিতে নীল), নীল (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের নীল (হিসেবে), নীলবর্ণ (রং), নীল নিদর্শন (দেখিতে নীল), নীল (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫১. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরে পীত, পীতবর্ণ, পীত নিদর্শন, পীত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরে

পীত, পীতবর্ণ, পীত নিদর্শন, পীত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫২. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের লোহিত (রক্ত), লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, রোহিত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের লোহিত (রক্ত), লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, রোহিত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৩. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরে পীত, পীতবর্ণ, পীত নিদর্শন, পীত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের সাদা, সাদাবর্ণ, সাদা নিদর্শন, সাদা (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি আমি দেখি" এইরূপ সজ্ঞান হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৪. সে রূপী হইয়া রূপ দর্শন করে ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি

ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, সে রূপী হইয়া রূপ দর্শন করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৫. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের রূপ দর্শন করে, রূপী হইয়া রূপ দর্শন করে ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের রূপ দর্শন করে, রূপী হইয়া রূপ দর্শন করে ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৬. ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের রূপ দর্শন করে এই চেতনায়, "কী সুন্দর!" সে মুক্তি লাভ করে ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের রূপ দর্শন করে এই চেতনায়, "কি সুন্দর!" সে মুক্তি লাভ করে, ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভালো বা মন্দ) রূপ দর্শন করে ও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া "আমি জানি, আমি দেখি" এইরূপ সচেতন হয়, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৭. রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করিয়া, পটিঘসংজ্ঞা (ক্রোধসংজ্ঞা) ধ্বংস করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আকাশের বিষয় ভাবে, আকাশ-অনন্ত লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করিয়া, পটিঘসংজ্ঞা (ক্রোধসংজ্ঞা) ধ্বংস করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আকাশের বিষয় ভাবে, আকাশ-অনন্ত লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে, ভিক্ষুগণ,

এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৮. সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া "অনন্ত বিজ্ঞান" বিষয়ে ভাবে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া "অনন্ত বিজ্ঞান" বিষয়ে ভাবে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৫৯. সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই না" ভাবে, আকিঞ্চন-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই না" ভাবে, আকিঞ্চন-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬০. সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা (সংজ্ঞাও না, অসংজ্ঞাও না) ভাবে, নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা-আয়তন লাভ করিয়া বিহার করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা (সংজ্ঞাও না, অসংজ্ঞাও না) ভাবে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন লাভ করিয়া বিহার করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬১. সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ (এমন একটা মণ্ডল যেখানে সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান উভয়ই থাকে না) লাভ করিয়া বিহার করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ (এমন একটা মণ্ডল যেখানে সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান উভয়ই থাকে না) লাভ করিয়া বিহার করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬২. পৃথিবী (মাটি) কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী (মাটি) কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৩. আপ (জল) কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত আপ (জল) কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৪. তেজ (আগুন) কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তেজ (আগুন) কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৫. বায়ু কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বায়ু কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৬. নীল কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত নীল কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৭. পীত কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত পীত কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৮. লোহিত কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত লোহিত কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৬৯. শ্বেত কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্বেত কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭০. আকাশ কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশ কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭১. বিজ্ঞান কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭২. অশুভ কসিন ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অশুভ কসিন ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৩. মরণ সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মরণ সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৪. আহারে প্রতিকূল (অপ্রীতিকর) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত আহারে প্রতিকূল

(অপ্রীতিকর) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৫. সর্বলোকে অনভিরতি (অনানন্দ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বলোক অনভিরতি (অনানন্দ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৬. অনিত্য (অস্থায়ী) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অনিত্য (অস্থায়ী) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৭. অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৮. দুঃখে অনাত্মা সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখে অনাত্মা সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৭৯. প্রহীন (পরিত্যাগ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহীন (পরিত্যাগ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮০. বিরাগ (অনুরাগহীনতা) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরাগ (অনুরাগহীনতা) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮১. নিরোধ (সমাপ্তি) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত নিরোধ (সমাপ্তি) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮২. অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৩. অনাত্ম সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অনাত্ম সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৪. মরণ সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মরণ সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ...

সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৫. আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৬. সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৭. অস্থি সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থি সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৮. পুলবক (কীটভুক্ত মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত পুলবক (কীটভুক্ত মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৮৯. বিনীলক (বিবর্ণ মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বিনীলক (বিবর্ণ মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯০. বিচ্ছিদ্রক (বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিদ্রক (বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯১. স্ফীত মৃতদেহ ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত স্ফীত মৃতদেহ ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯২. বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৩. ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৪. সংঘানুস্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘানুস্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ...

সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৫. শীলানুস্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত শীলানুস্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৬. ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৭. দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৮. আনাপান (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) স্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত আনাপান (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) স্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

৯৯. মরণ স্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মরণ স্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০০. কায়গত স্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত কায়গত স্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০১. উপশম (প্রশান্তিভাব) স্মৃতি ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপশম (প্রশান্তিভাব) স্মৃতি ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০২. প্রথম ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৩. প্রথম ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৪. প্রথম ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৫. প্রথম ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৬. প্রথম ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৭. প্রথম ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৮. প্রথম ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১০৯. প্রথম ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১০. প্রথম ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১১. প্রথম ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১২. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৩. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৪. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৫. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত

সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৬. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৭. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৮. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১১৯. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২০. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২১. দ্বিতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২২. তৃতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৩. তৃতীয় ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৪. তৃতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৫. তৃতীয় ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৬. তৃতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির

ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৭. তৃতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৮. তৃতীয় ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১২৯. তৃতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩০. তৃতীয় ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩১. তৃতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩২. চতুর্থ ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৩. চতুর্থ ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৪. চতুর্থ ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৫. চতুর্থ ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৬. চতুর্থ ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৭. চতুর্থ ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৮. চতুর্থ ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৩৯. চতুর্থ ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪০. চতুর্থ ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪১. চতুর্থ ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যানসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪২. মৈত্রীসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৩. মৈত্রীসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৪. মৈত্রীসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৫. মৈত্রীসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৬. মৈত্রীসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৭. মৈত্রীসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে,

ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৮. মৈত্রীসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৪৯. মৈত্রীসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫০. মৈত্রীসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫১. মৈত্রীসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মৈত্রীসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫২. করুণাসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৩. করুণাসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৪. করুণাসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৫. করুণাসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৬. করুণাসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৭. করুণাসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৮. করুণাসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ

যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৫৯. করুণাসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬০. করুণাসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬১. করুণাসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬২. মুদিতাসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৩. মুদিতাসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৪. মুদিতাসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৫. মুদিতাসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৬. মুদিতাসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৭. মুদিতাসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৮. মুদিতাসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৬৯. মুদিতাসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭০. মুদিতাসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭১. মুদিতাসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত মুদিতাসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭২. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭৩. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭৪. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭৫. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭৬. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭৭. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে

পারে?

১৭৮. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত বীর্যবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত বীর্যবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৭৯. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮০. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত সমাধিবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত সমাধিবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮১. উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮২. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৩. বীর্যেন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৪. স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৫. সমাধিন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধিন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৬. প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৭. শ্রদ্ধাবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রদ্ধাবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৮. বীর্যবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৮৯. স্মৃতিবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত স্মৃতিবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৯০. সমাধিবল ভাবে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এমনকি ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধিবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ... সম্পর্কে কে কী বলিতে পারে?

১৯১. প্রজ্ঞাবল ভাবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুর ধ্যান নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার (বুদ্ধের) আদেশ মানিয়া চলে। সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (অন্ন) পরিভোগ করে। যাহারা এইগুলি পুনঃপুন করে তাহাদের সম্পর্কে কে কী বলে?"

১৯. কায়গতস্মৃতি বর্গ

১. "হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন তাহার অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত ছোটো নদীকে মনশ্চক্ষে সমুদ্রমুখী করে, তদ্রুপ হে ভিক্ষুগণ, কায়গতস্মৃতি ভাবিত, বহলীকৃত, অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার যে কুশলধর্ম তাহা বিদ্যাভাগীয় (বিদ্যা উপযোগী) হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা মহা সংবেগ (ধর্মীয় অনুভূতি) সৃষ্টি করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা মহৎ যোগক্ষেমের (নির্বাণের) কারণ হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের সহায়ক হইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা জ্ঞানদর্শন প্রতিবলের (জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির) সহায়ক হইয়া থাকে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানের সহায়ক হইয়া থাকে।

৮. হে ভিক্ষুগণ এক ধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃপুন কৃত) হইলে তাহা জ্ঞান দ্বারা বিমুক্তি ফল উপলব্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে। সেই এক ধর্ম কী? কায়গতাস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম (বিষয়) ভাবিত হইলে মহৎ অর্থ, মহৎ যোগক্ষেম, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, জ্ঞানদর্শন লাভে, ইহজীবনে সুখে অবস্থান, জ্ঞান দ্বারা বিমুক্তিফল উপলব্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম (বিষয়) ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে কায় শান্ত হয়, চিত্ত শান্ত হয়, বিতর্ক-বিচার উপশম হয়, কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বিদ্যাভাগীয় ধর্ম পূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেই এক ধর্মে কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। হে ভিক্ষুগণ, এই এক ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে কায় শান্ত হয়, চিত্ত শান্ত হয়, বিতর্ক-বিচার উপশম হয়, কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বিদ্যাভাগীয় ধর্ম পূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনুৎপন্ন-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি হয়। এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনুৎপন্ন-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন অকুশলধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

১১. হে ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কুশলধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। এক ধর্ম কী? কায়গতাস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই এক ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হইলে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কুশলধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

১২. ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত হইলে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। অহংবোধের অবসান হয়, অনুশয় (আসক্তি) উৎপাটিত হয়, সংযোজনসমূহ (বন্ধনসমূহ) পরিত্যক্ত হয়। এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই একটি বিষয় ভাবিত হইলে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। অহং বোধের অবসান হয়, অনুশয় (আসক্তি) উৎপাটিত হয়, সংযোজনসমূহ (বন্ধনসমূহ) পরিত্যক্ত হয়।

১৩. ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে প্রজ্ঞা প্রভেদ উন্মোচিত করে, উপাদানহীন (আসক্তিহীন) পরিনির্বাণ প্রাপ্তি ঘটায়। এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত

হইলে প্রজ্ঞা প্রভেদ উন্মোচিত করে, উপাদানহীন (আসক্তিহীন) পরিনির্বাণ প্রাপ্তি ঘটায়।

১৪. ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনেক ধাতুর উপলব্ধি ঘটে, নানা ধাতুর উপলব্ধি ঘটে, অনেক ধাতু-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই এক ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনেক ধাতুর উপলব্ধি ঘটে, নানা ধাতুর উপলব্ধি ঘটে, অনেক ধাতু-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

১৫. ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষকৃত হয়। সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষকৃত হয়, অনাগামীফল প্রত্যক্ষকৃত হয়, অর্হত্বফল প্রত্যক্ষকৃত হয়। সেই এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই এক ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হইলে স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষকৃত হয়। সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষকৃত হয়, অনাগামীফল প্রত্যক্ষকৃত হয়, অর্হত্বফল প্রত্যক্ষকৃত হয়।

১৬. ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি ঘটে, প্রজ্ঞা বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, মহাপ্রজ্ঞা লাভ হয়, বিস্তৃত-প্রজ্ঞা লাভ হয়, বিপুল-প্রজ্ঞা লাভ হয়, গভীর-প্রজ্ঞা লাভ হয়, অদ্বিতীয়-প্রজ্ঞা লাভ হয়, ভূরি-প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা-বাহুল্য ঘটে, শীঘ্র-প্রজ্ঞা লাভ হয়, লঘু-প্রজ্ঞা লাভ হয়, উজ্জ্বল-প্রজ্ঞা লাভ হয়, দ্রুত-প্রজ্ঞা লাভ হয়, তীক্ষ্ণ-প্রজ্ঞা লাভ হয়, মর্মভেদী-প্রজ্ঞা লাভ হয়। সেই এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি ঘটে, প্রজ্ঞা বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, মহাপ্রজ্ঞা লাভ হয়, বিস্তৃত-প্রজ্ঞা লাভ হয়, বিপুল-প্রজ্ঞা লাভ হয়, গভীর-প্রজ্ঞা লাভ হয়, অদ্বিতীয়-প্রজ্ঞা লাভ হয়, ভূরি-প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা-বাহুল্য ঘটে, শীঘ্র-প্রজ্ঞা লাভ হয়, লঘু-প্রজ্ঞা লাভ হয়, উজ্জ্বল-প্রজ্ঞা লাভ হয়, দ্রুত-প্রজ্ঞা লাভ হয়, তীক্ষ্ণ-প্রজ্ঞা লাভ হয়, মর্মভেদী-প্রজ্ঞা লাভ হয়।”

২০. অমৃত বর্গ

“ভিক্ষুগণ, যাহারা কায়গতাস্মৃতি ভাবে না তাহারা অমৃত পরিভোগ করে না। ভিক্ষুগণ, যাহারা কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করে তাহারা অমৃত পরিভোগ করে। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি ভাবিত হয় নাই তাহাদের অমৃত অপরিভুক্ত। যাহাদের কায়গতাস্মৃতি পরিভুক্ত তাহাদের অমৃত পরিভুক্ত।

ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বিনষ্ট তাহাদের অমৃত বিনষ্ট। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অবিনষ্ট তাহাদের অমৃত অবিনষ্ট। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বিরুদ্ধ (ক্ষতিগ্রস্ত) তাহদের মৃত্যু বিরদ্ধ। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি আরব্ধ তাহাদের অমৃত আরব্ধ। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি প্রমাদিত তাহাদের অমৃত প্রমাদিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি প্রমাদিত নহে তাহাদের অমৃত প্রমাদিত নহে। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বিস্মৃত তাহাদের অমৃত বিস্মৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অবিস্মৃত তাহাদের অমৃত অবিস্মৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অসেবিত তাহাদের অমৃত অসেবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি সেবিত (পরিশীলিত) তাহাদের অমৃত সেবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অভাবিত তাহাদের অমৃত অভাবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি ভাবিত তাহাদের অমৃত ভাবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অবহুলীকৃত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অবহুলীকৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বহুলীকৃত তাহাদের মৃত্যুহীনতা বহুলীকৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অনভিজ্ঞাত (অজানা) তাহাদের মৃত্যুহীনতা অজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অভিজ্ঞাত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অভিজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অপরিজ্ঞাত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অপরিজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি পরিজ্ঞাত তাহাদের অমৃত পরিজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অপ্রত্যকৃত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অপ্রত্যক্ষকৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি প্রত্যক্ষকৃত মৃত্যুহীনতা প্রত্যক্ষকৃত।”

এক নিপাতের সহস্র সূত্র সমাপ্ত।

দুক নিপাত

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. কম্মকরণ (কর্মফল) বর্গ

১. বজ্জ সূত্র

১. ১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন, "ভিক্ষুগণ"। ভিক্ষুগণ "ভন্তে" বলিয়া উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, বর্জনীয় কর্ম এই দ্বিবিধ, ভিক্ষুগণ। কী কী? যাহা ইহজীবনেই ফল প্রদান করে এবং যাহার ফলে ভবিষ্যতে কোনো এক জীবনে প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, কী রকম বর্জনীয় কর্মের ফল ইহজীবনে ভোগ করিতে হয়? এই সম্পর্কে ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ দর্শন করে রাজারা চোর দুরাচারীকে ধরিয়ে বিবিধ শাস্তি প্রদান করে—কষাঘাত করিয়া, বেত্রাঘাত করিয়া, লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া হস্ত ছিন্ন করে, পাদ ছিন্ন করে, হস্তপাদ বিছিন্ন করে, তাহার কর্ণ, নাক, কর্ণনাক ছিন্ন করে, বিলঙ্গস্থালীক করে (অর্থাৎ কর্ণ-নাসাদি ছেদন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিশেষ এক প্রকারের যাগু-পাত্র সদৃশ করিয়া দেয়), মুখমণ্ডলকে শঙ্খের ন্যায় করিয়া দেয়, রাহুর মুখের ন্যায় মুখ করিয়া দেয়, আগুনের মালা দ্বারা, হস্ত প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তৃণ সদৃশ পাকাইয়া, চামড়ার ছাল তুলিয়া এবং তাহার সাথে বস্ত্র বন্ধন করিয়া, লৌহ পিন দ্বারা বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া, জীবিত ভাজা করিয়া, মাছের দ্বৈত হুক দ্বারা চামড়ার চাল তুলিয়া, মাংস তাম্রমুদ্রা সদৃশ করিয়া, মুদ্গার দ্বারা আঘাত করিয়া আহত অংশে লবণাদি খার পদার্থ লাগাইয়া, পিন দ্বারা বেষ্টন করিয়া, শরীরে আঘাত করিয়া অস্থি পিটিয়া মাদুরের মত করিয়া নির্যাতন করে। তৎপর তাহারা তাহাকে উত্তপ্ত তৈল দ্বারা সিঞ্চিত করে, খাদ্য সদৃশ কুকুরের দ্বারা ভক্ষিত করায়, জীবন্ত অবস্থায় শূলে আরোপিত করে, অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করে। এইরূপ দর্শনকারী এইরূপ চিন্তা করে : যদি আমি এইরূপ কার্য করিতাম যেই জন্য রাজারা চোর দুরাচারীকে ধরিয়া এইরূপ শাস্তি প্রদান করে—কষাঘাত করিয়া, বেত্রাঘাত করিয়া, লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া হস্ত ছিন্ন করে, পাদ ছিন্ন করে, হস্তপাদ বিছিন্ন করে, তাহার কর্ণ, নাক, কর্ণনাক

ছিন্ন করে, বিলঙ্গস্থালীক করে (অর্থাৎ কর্ণ-নাসাদি ছেদন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিশেষ এক প্রকারের যাগু-পাত্র সদৃশ করিয়া দেয়), মুখমণ্ডলকে শঙ্খের ন্যায় করিয়া দেয়, রাহুর মুখের ন্যায় মুখ করিয়া দেয়, আগুনের মালা দ্বারা, হস্ত প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তৃণ সদৃশ পাকাইয়া, চামড়ার ছাল তুলিয়া এবং তাহার সাথে বস্ত্র বন্ধন করিয়া, লৌহ পিন দ্বারা বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া, জীবিত ভাজা করিয়া, মাছের দ্বৈত হুক দ্বারা চামড়ার ছাল তুলিয়া, মাংস তাম্র মুদ্রা সদৃশ করিয়া, মুদ্গার দ্বারা আঘাত করিয়া আহত অংশে লবণাদি খার পদার্থ লাগাইয়া, পিন দ্বারা বেষ্টন করিয়া, শরীরে আঘাত করিয়া অস্থি পিটিয়া মাদুরের মত করিয়া নির্যাতন করে। তৎপর তাহারা তাহাকে উত্তপ্ত তৈল দ্বারা সিঞ্চিত করে, খাদ্য সদৃশ কুকুরের দ্বারা ভক্ষিত করায়, জীবন্ত অবস্থায় শূলে আরোপিত করে, অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার প্রতিও তদ্রূপ করিতেন। ইহজীবনে বর্জনীয় কর্মের এইরূপ ফলের কথা চিন্তা করিয়া সে পরের সম্পত্তি লুঠ করিতে যায় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ইহজীবনে দৃষ্ট বর্জনীয় কর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়।

২. ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যৎ বর্জনীয় কর্ম কিরূপ? এই ব্যাপারে কেহ কেহ এইরূপ চিন্তা করে : "ভবিষ্যৎ জীবনে কায়িক দুশ্চরিত্রের ফল অকুশল (মন্দ) বাক্‌দোষ ও মনোদোষের ভবিষ্যৎ জীবনে ফল অশুভ। যদি কায়, বাক্য, মন দ্বারা আমি দোষ করি তাহা হইলে যখন আমার মৃত্যু ঘটিবে তখন আমি অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইব নহে কি? এইরূপে সেই ভবিষ্যৎ জীবনে বর্জনীয় কর্মের ভয় চিন্তা করিয়া কায়িক দোষ পরিহার করিয়া কায়িক সুকর্ম অনুশীলন করে, বাচনিক দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাচনিক সুকর্ম অনুশীলন করে, মানসিক দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মানসিক সুকর্ম অনুশীলন করে, সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধভাবে নিজেকে রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ভবিষ্যৎ বর্জনীয় কর্ম বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই দ্বিবিধ বর্জনীয় কর্ম। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমরা নিজেদের এইভাবে পরিচালিত করিবে— "আমরা দৃষ্ট বর্জ্যের ভয় করিব, ভবিষ্যৎ বর্জ্যের ভয় করিব, আমরা ভবিষ্যৎ বর্জ্য পরিহার করিব, আমরা বর্জ্যে ভয়দর্শী হইব।" ভিক্ষুগণ, যে এইরূপ শিক্ষা করে আশা করা যায় যে, সে সর্ববর্জ্য হইতে মুক্ত হইবে।

২. প্রধান সূত্র

২. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই প্রচেষ্টা খুবই কঠিন। দুই কী কী? গৃহে বসবাসরত গৃহীদের বস্ত্র, আহার, আবাসস্থল, রোগীদের ওষুধ-পথ্য এবং

প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্বাহের প্রচেষ্টা। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সর্ব প্রকার উপধি (পুনর্জন্মের হেতুকারক বিষয়) পরিত্যাগের প্রচেষ্টা। ভিক্ষুগণ, জগতে এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বশেষ প্রচেষ্টা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা নিজেরা অবশ্যই এইরূপ শিক্ষা করিবে : "আমরা পুনর্জন্মের সর্বপ্রকার উপধি [বিষয়] পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিব।" ভিক্ষুগণ এইভাবেই তোমরা নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে।"

৩. তপনীয় সূত্র

৩. "ভিক্ষুগণ, এই দুইটি ধর্ম (বিষয়) মনস্তাপের। কী কী? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির কায় দুশ্চরিত (দুরাচরণ) কৃত, কায় সুচরিত (সদাচরণ) অকৃত; বাক্ দুষ্কার্য কৃত, বাক্ সুকর্ম অকৃত; মনো দুষ্কর্ম কৃত; মন সুকর্ম অকৃত। সে তৎকর্তৃক কায় দুষ্কর্ম কৃত বলিয়া অনুতাপ করে, কায়িক সুকর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপ করে; বাচনিক দুষ্কর্ম কৃত বলিয়া অনুশোচনা করে, বাচনিক সুকর্ম অকৃত বলিয়া অনুশোচনা করে; মনোদ্বারে দুষ্কর্ম কৃত, মনোদ্বারে সুকর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অনুতাপের।"

৪. অতপনীয় সূত্র

৪. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিধর্ম অনুতাপের। সেইগুলি কী কী? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির কায়িক সুকর্ম কৃত, কায়িক দুষ্কর্ম অকৃত; বাচনিক সুকর্ম কৃত, বাচনিক দুষ্কর্ম অকৃত; মনোদ্বারে সুকর্ম কৃত, মনোদ্বারে দুষ্কর্ম অকৃত। "কায়িক সুকর্ম আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে" বলিয়া অনুতাপ করে না। কায়িক দুষ্কর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপ করে না; বাচনিক সুকর্ম কৃত, বাচনিক দুষ্কর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হয় না; মনোদ্বারে সুকর্ম কৃত, মনোদ্বারে দুষ্কর্ম অকৃত বলিয়া অনুশোচনা করে না। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিধর্ম অননুতাপের।"

৫. উপলব্ধি সূত্র

৫. "ভিক্ষুগণ, আমি দ্বিবিধ ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছি—কুশলধর্মে অসন্তুষ্টি এবং চেষ্টার ত্রুটি। ভিক্ষুগণ, আমি বাধাগ্রস্ত না হইয়া চেষ্টা করি। আমার চামড়া, অস্থি, পেশীটুকুই মাত্রই অবশিষ্ট থাকুক, শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া

যাক, পৌরুষত্ব, পৌরুষ-বীর্য-পরাক্রম দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা লাভ না করিয়া বীর্যের সংস্থান অটুট থাকিবে। ভিক্ষুগণ, তাহাতেই অপ্রমাদ দ্বারা আমার বোধ (জ্ঞান) প্রাপ্তি, অপ্রমাদ দ্বারা আমার যোগক্ষেম (আসক্তি হইতে বিমুক্তি) প্রাপ্তি। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরও চামড়া, পেশী, অস্থিটুকু অবশিষ্ট থাকুক, শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাক, এইরূপ বিনা বাধায় চেষ্টা করা উচিত। পৌরুষ, বীর্য, পরাক্রম দ্বারা প্রাপ্তব্য তাহা লাভ না করিয়া বীর্যের সংস্থান অটুট রাখিবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে ব্রহ্মচর্যের অবসানে দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সেইজন্য তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত : "বাধাগ্রস্ত না হইয়া চেষ্টা করিব। চামড়া, পেশী, অস্থি ম্লান হইয়া যাক। শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাক। পৌরুষ, বীর্য, পরাক্রম দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বীর্যের সংস্থান থাকিবে।" ভিক্ষুগণ, এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।"

৬. সংযোজন সূত্র

৬. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় কী কী? সংযোজনীয় (বন্ধন যাহা পুনর্জন্মের হেতু) বিষয়ে স্বাদদর্শন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তৃষ্ণা দর্শন। হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় বিষয়ে স্বাদ (সন্তুষ্টি) দর্শন করিয়া বিহার করিলে রাগ (আসক্তি) পরিত্যক্ত হয় না, দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় না, মোহ পরিত্যক্ত হয় না; রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ না করিলে জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য (দুর্মনতা), উপায়াস (নৈরাশ্য) হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায় না। দুঃখ হইতে মুক্ত হয় না বলি। ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইয়া বিহার করিলে রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যক্ত হয়; রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিহার করিয়াই জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুর্মণতা, নৈরাশ্য হইতে পরিমুক্তি লাভ হয়। দুঃখ হইতে মুক্ত হয় বলি। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়।"

৭. কৃষ্ণ সূত্র

৭. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কৃষ্ণ (মন্দ) কী কী? অহিরি এবং অনোত্তাপিতা (লজ্জা ও ভয়হীনতা)। ভিক্ষুগণ, এই দুইটিই কৃষ্ণ (মন্দ) ধর্ম।"

৮. শুক্ল সূত্র

৮. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ শুক্ল (ভালো) বিষয়। কী কী? লজ্জা ও ভয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার শুক্ল বিষয়।"

৯. চরিয় সূত্র

৯. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ শুক্ল ধর্ম পৃথিবীকে রক্ষা করে। কী কী? লজ্জা ও ভয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম পৃথিবীকে যদি রক্ষা না করিত তাহা হইলে মাতা বা মাতৃস্বসা বা মাতুলানী বা আচার্য-ভার্যা বা গুরু-পত্নীর মধ্যে কোনো প্রভেদ জগতে পরিদৃষ্ট হইত না, জগৎ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হইত। যেইরূপ ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, কুকুর, শৃগালের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যেহেতু এই দুইটি ধর্ম পৃথিবী রক্ষা করিতেছে সেইজন্য মাতা বা মাতৃস্বসা বা মাতুলানী বা আচার্য-ভার্যা বা গুরুপত্নী ইত্যাদি প্রভেদ দেখা যায়।"

১০. বর্ষা উদ্‌যাপন সূত্র

১০. "ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বর্ষাবাস উদযাপন। কী কী? পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বস্‌সূপনায়িক (বর্ষাবাস উদ্‌যাপন)।"

২. বিবাদ (অধিকরণ) বর্গ

১১. ১. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বল। কী কী? পটিসংখ্যান (বিবেচনা) বল এবং ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, পটিসংখ্যান বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ এইরূপ চিন্তা করে; পাপই কায়িক দুষ্কর্মকারীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ফল, পাপই দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহ এবং পরবর্তী জীবনের ফল, পাপই মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহজীবন ও পরবর্তী জীবনের ফল। সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কায়িক দুষ্কর্ম পরিহার করিয়া কায়িক সৎকর্ম অনুশীলন করে, বাচনিক সৎকর্ম অনুশীলন করে, মানসিক সৎকর্ম অনুশীলন করে এবং পবিত্রভাবে নিজেকে রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে পটিসংখ্যান (বিবেচনা) বলা হয়। ভিক্ষুগণ, ভাবনা বল কিরূপ? ভাবনা বল শেখ (শিক্ষার্থী) বল সদৃশ। ভিক্ষুগণ, শিক্ষার্থী শিক্ষাবলের প্রভাবে রাগ (আসক্তি) পরিত্যাগ করে, দ্বেষ পরিহার করে, মোহ পরিহার করে; রাগ,

দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া যাহা অকুশল (মন্দ) তাহা করে না, যাহা পাপ তাহা অনুসরণ করে না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল।

১২. ২. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল কী কী? পটিসংখ্যান-বল ও ভাবনা-বল। পটিসংখ্যান-বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ এইরূপ চিন্তা করে; পাপই কায়িক দুষ্কর্মকারীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ফল, পাপই দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহ এবং পরবর্তী জীবনের ফল, পাপই মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহজীবন ও পরবর্তী জীবনের ফল। সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কায়িক দুষ্কর্ম পরিহার করিয়া কায়িক সৎকর্ম অনুশীলন করে, বাচনিক সৎকর্ম অনুশীলন করে, মানসিক সৎকর্ম অনুশীলন করে এবং পবিত্রভাবে নিজেকে রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে পটিসংখ্যান (বিবেচনা) বলা হয়। ভিক্ষুগণ, ভাবনা-বল কিরূপ? ভাবনা বল শেখ (শিক্ষার্থী) বল সদৃশ। ভিক্ষুগণ, শিক্ষার্থী শিক্ষাবলের প্রভাবে রাগ (আসক্তি) পরিত্যাগ করে, দ্বেষ পরিহার করে, মোহ পরিহার করে; রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া যাহা অকুশল (মন্দ) তাহা করে না, যাহা পাপ তাহা অনুসরণ করে না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল। ভাবনা-বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে, (অনুশীলন করে), যাহা বিবেক-নির্ভর, বিরাগ-নির্ভর, নিরোধ-নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি অত্মোৎসর্গে। ধর্মবিচয় (ধর্ম পর্যবেক্ষণ) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক-নির্ভর, বিরাগ-নির্ভর, নিরোধ-নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। বীর্য (শক্তি) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক-নির্ভর, বিরাগ-নির্ভর, নিরোধ-নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক-নির্ভর, বিরাগ-নির্ভর, নিরোধ-নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে।

প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক-নির্ভর, বিরাগ-নির্ভর, নিরোধ-নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। সমাধি (একাগ্রতা) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক-নির্ভর, বিরাগ-নির্ভর, নিরোধ-নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল।

১৩. ৩. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল। কী কী? পটিসংখ্যান বল ও ভাবনা বল। পটিসংখ্যান বল কিরূপ? [১. নং-এর বর্ণনানুরূপ) ভাবনা বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম (কামাচার) হইতে নির্লিপ্ত হইয়া অকুশলধর্ম হইতে নির্লিপ্ত হইয়া সবিতর্ক-সবিচার (চেতনাযুক্ত ও চেতনা ধারণ করিয়া)

বিবেকজনিত (নির্জনতাজনিত) প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। বিতর্ক বিচার উপশম করিয়া আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ (শান্ত) যুক্ত চিত্তে একাগ্রতাভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক-অবিচার সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ এবং উপেক্ষাশীল হইয়া বিহার করে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে কায়িক সুখ অনুভব করে, যে ধ্যানস্তরে পৌঁছিলে আর্যগণ স্মৃতিসুখবিহারী বলিয়া অভিহিত করে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। সুখ এবং দুঃখ প্রহীন করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অবসান করিয়া সুখও না দুঃখও না, এইরূপ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, বল এই দুই প্রকার।

১৪. ৪. ভিক্ষুগণ, তথাগতের ধর্মদেশনা (ধর্মভাষণ) দ্বিবিধ। কী কী? সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার তথাগতের ধর্মদেশনা।

১৫. ৫. ভিক্ষুগণ, কোনো বিবাদে দোষী ভিক্ষু এবং নিন্দাকারী ভিক্ষু যদি আত্ম-সমালোচনা না করে তবে তাহা দীর্ঘায়িত, তিক্ত, কলহে পর্যবসিত হয়, ইহাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে বাস করিতে পারে না। ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হইলে যদি দোষী এবং নিন্দাকারী ভিক্ষু কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে তাহা হইলে বিবাদটি দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র কলহের রূপ পরিগ্রহ করিবে না এবং ভিক্ষুগণও শান্তিতে বাস করিবে। ভিক্ষুগণ, কিভাবে দোষী ভিক্ষু আত্ম-সমালোচনা করে? ভিক্ষুগণ, দোষী ভিক্ষু এইরূপ চিন্তা করে; আমি সামান্য কায়িক দোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমি এইরূপ দোষ না করিতাম তাহা হইলে এই ভিক্ষু তাহা দেখিতে পাইত না। যেহেতু আমি তদ্রূপ দোষ প্রাপ্ত হইয়াছি সে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিরক্ত হইয়াছে। বিরক্ত হইয়া সে তাহার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপে তাহা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া আমিও আমার বিরক্তির কথা অপরকে ব্যক্ত করি। ইহাতে আমার দোষ সংঘটিত হইয়াছে যেইরূপ একজন লোককে তাহার দ্রব্যের জন্য শুল্ক প্রদান করিতে হয়। এইভাবেই দোষী ভিক্ষু কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে, নিন্দাকারী ভিক্ষু এইরূপ চিন্তা করে : এই ভিক্ষু কায়িক দোষ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমি সেই ভিক্ষুর কায়িক দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে যদি তদ্রূপ না করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা করিতে দেখিতাম না। যেহেতু সেই এইরূপ করিয়াছে তাই আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। অসন্তুষ্ট হইয়া আমি এই ভিক্ষুকে আমার অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করিলাম। আমার অসন্তুষ্টির ভাব

প্রকাশের বিরক্ত হইয়া এই ভিক্ষু তাহার বিরক্তির কথা অন্যদের প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমার দোষ সংঘটিত হইয়াছে যেইরূপ একজন লোককে তাহার দ্রব্যের মাশুল দিতে হয়। এইভাবে দোষদর্শী ভিক্ষু কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে। এখন যদি দোষী এবং নিন্দাকারী ভিক্ষু উভয়ে কঠোর আত্ম-সমালোচনা না করে তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে এই বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র কলহের রূপ নিতে পারে এবং ইহার ফলে ভিক্ষুগণ শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তাহারা যদি তদ্রূপ আত্মসমালোচনা করে তাহা হইলে আশা করা যায় যে, উহার বিপরীত অবস্থাই হইবে এবং ভিক্ষুগণ, শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হইবে।

১৬. ৬. এখন অন্য কোনো এক ব্রাহ্মণ তথাগতকে দর্শনে আসেন। তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক সম্ভাষণ করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলেন, "ভবৎ গৌতম কী কারণে কোনো কোনো জীব মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?" "ব্রাহ্মণ, অধর্মাচারণ ও বিষম পথে বিচরণ করার দরুণ। এই কারণেই কোনো কোনো জীব তদ্রূপ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।" "কিন্তু মহামান্য গৌতম, কী কারণে মৃত্যুর পর কোনো কোনো সত্ত্ব সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?" "হে ব্রাহ্মণ, ধর্মাচরণ এবং সরল পথে বিচরণ-হেতু।" "মাননীয় গৌতম অদ্ভুত! শাস্তা গৌতম, আশ্চর্য! যেমন মহামান্য গৌতম, কোনো ব্যক্তি অধোমুখীকে করে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে করে অনাবৃত (উন্মোচিত), মূঢ় পথভ্রান্তকে দিক দর্শন বা অন্ধকারে ধারণ করে তৈলপ্রদীপ যাহার ফলে যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা বস্তু দর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ ভগবান গৌতম কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত। আমি স্বয়ং ভগবান গৌতমের, ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মহামান্য গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

১৭. ৭. একদিন ব্রাহ্মণ জাণুস্সোনি ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। উপনীত হইয়া ভগবানের সাথে সম্মানসূচক সম্ভাষণের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেন, "মহামান্য গৌতম, কী হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?" "ব্রাহ্মণ, অন্যায় কর্ম সম্পাদন এবং ক্রুটিবশত।" "মহামান্য গৌতম, কী হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?" "হে ব্রাহ্মণ, সৎকর্ম সম্পাদন এবং

পাপকর্ম অসম্পাদন হেতু।” “মাননীয় গৌতমের সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের আমি বিস্তৃত অর্থ বুঝিতে পারি না। মাননীয় গৌতম, যদি সেইভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন যেইভাবে পরিবেশন করিলে আমি বিস্তৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি তাহা আমার পক্ষে উত্তম হইবে।” “তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করুন, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করুন, ভাষণ করিব।” “মহাশয়, তবে তাহা অতি উত্তম”, ব্রাহ্মণ জানুস্‌সোনি ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কায়িক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল, কায়িক সুকর্ম সম্পাদন করিল না; বাচনিক অবৈধ কর্ম সম্পাদন করিল, বৈধ কর্ম সম্পাদন করিল না; মানসিক নীতিবিহীন কর্ম সম্পাদন করিল, মানসিক নীতিগত কর্ম সম্পাদন করিল না। এইভাবে অন্যায় কর্ম সম্পাদন এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলার দরুণ কেহ কেহ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। পুনর্জন্ম ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ কায়িক সুকর্ম সম্পাদন করিল, কায়িক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল না; বাচনিক সুকর্ম সম্পাদন করিল, বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল না; মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিল, মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল না। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ন্যায় কর্ম, কর্তব্য কর্ম সম্পাদন হেতু কেহ কেহ সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।” “মাননীয় গৌতম, উত্তম! অতি চমৎকার! যেমন মাননীয় গৌতম, কোনো ব্যক্তি অধোমুখীকে করে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিপথগামীকে করে পথ-দর্শন, অন্ধকারে দেখায় আলো যাহাতে চক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রুপ বন্ধু কচ্চায়ন কর্তৃক বিভিন্নভাবে ধর্ম প্রকাশিত হইল। বন্ধু কচ্ছায়ন, আমি এখন সেই ভগবান গৌতমের, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মহানুভব কচ্চায়ন, আমাকে আজ হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।”

১৮. ৮. তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আনন্দকে ভগবান বলেন, “আনন্দ, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছি যে, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অন্যায় কার্য সম্পাদন করিতে নাই।” “যেহেতু ভগবান এইরূপ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই হেতু নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিলে কি অন্তরায় প্রত্যাশিত হইতে পারে?” “যেহেতু আনন্দ, আমি অন্যায় কর্ম সম্পাদনের কথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি সেই কারণে অন্যায় কর্ম সম্পাদনের প্রত্যাশিত অন্তরায় এইরূপ : অন্যায়কারী নিজকে নিজে তিরস্কার করে, জ্ঞানীগণ তাহার নিন্দা

করে, তাহার কুখ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, অজ্ঞানে সে মৃত্যু বরণ করে, মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। যেহেতু আনন্দ, আমা কর্তৃক কায়িক, বাচনিক, মানসিক অকার্য সম্পাদন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে সেইজন্য অন্যায় কার্য সম্পাদনের এইরূপ অন্তরায় প্রত্যাশিত। কিন্তু আনন্দ, আমি স্পষ্টভাবে কায়িক, বাচনিক, মানসিক ন্যায় কর্ম সম্পাদনের কথা ঘোষণা করিয়াছি।" "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক স্পষ্টভাবে বিঘোষিত কায়িক, বাচনিক, মানসিক সৎ কর্ম সম্পাদন করিলে কী কী আনিশংস (সুফল) প্রত্যাশিত হইতে পারে?" আনন্দ, কায়িক, বাচনিক, মানসিক সৎকর্ম সম্পাদনের প্রত্যাশিত সুফল এইরূপ : সৎকর্ম সম্পাদনকারী নিজেকে নিজে তিরস্কার করে না, জ্ঞানীরা তাহার প্রশংসা করে, তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সে সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করে এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আনন্দ, আমাকর্তৃক বিঘোষিত কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিলে এইরূপ সুফল প্রত্যাশিত হইয়া থাকে।"

১৯. ৯. ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল (মন্দ) পরিহার কর। ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিহার করা সম্ভব। যদি অকুশল পরিত্যাগ অসম্ভব হইত তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বলিতাম না, "ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল পরিহার কর।" যেহেতু ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিত্যাগ করা সম্ভব সেইজন্য আমি এইরূপ বলি, "ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল বর্জন কর।" যদি অকুশল পরিত্যাগে ক্ষতি ও দুঃখ বহিয়া আনিত তাহা হইলে আমি এইরূপ বলিতাম না, "ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিত্যাগ কর।" যেহেতু ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিত্যাগে হিত ও সুখ আনয়ন করে সেই কারণে আমি এইরূপ বলি : "ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল পরিহার কর।" ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশলানুশীলন কর। কুশলানুশীলন করা সম্ভব। ভিক্ষুগণ, যদি কুশলানুশীলন অসম্ভব হইত তবে আমি তাহা করিতে নির্দেশ করিতাম না। যেহেতু ভিক্ষুগণ, কুশলানুশীলন সম্ভব সেইজন্য আমি বলি : "ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশলানুশীলন কর।" ভিক্ষুগণ, কুশল সম্পাদন করিলে যদি অহিত ও দুঃখের কারণ হইত তাহা হইলে আমি বলিতাম না—"ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশলানুশীলন কর।" যেহেতু ভিক্ষুগণ, কুশলানুশীলিত হইলে হিতকর ও সুখাবহ হইয়া থাকে সেইজন্য বলি : "ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশল ভাবনা কর।"

২০. ১০ ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সর্দ্ধমের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। কী কী? মূল বচনের ভুল প্রকাশ এবং ইহার অর্থে ভুল

ব্যাখ্যান। ভিক্ষুগণ, মূল বচনের ভুল প্রকাশ ঘটিলে অর্থের ব্যাখ্যাও হয় ভুল। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয় সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

২১. ১১. ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয় সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। কী কী? বচনের যথার্থ প্রকাশ ও অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা। যদি ভুল বচনের যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটে তবে অর্থ ব্যাখ্যাও হয় সঠিক। ভিক্ষুগণ, এই কারণে এই দুই বিষয় সর্দ্ধমের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

৩. মূর্খ বর্গ

২২. ১. হে ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি মূর্খ। কে কে? যে নিজের দোষ দেখে না এবং যে অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি মূর্খ। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন জ্ঞানী, কে কে? যে নিজে নিজের দোষ দেখে এবং যে অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন জ্ঞানী।

২৩. ২. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। কে কে? ঈর্ষাপরায়ণ দুষ্ট লোক এবং তাহার ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। এই দুইজন তথাগতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে।

২৪. ৩. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভুল প্রতীয়মান করে। কে কে? তথাগত যাহা কখনও বলেন নাই এইরূপ উক্তি তথাগতের বলিয়া যে দাবি করে এবং তথাগতের ভাষিত ও আলাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বলিয়া যে দাবি করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভুল প্রতীয়মান করে।

২৫. ৪. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে না। কে কে? যে তথাগতের অভাষিত অনালাপিত বিষয়কে তথাগতের অভাষিত অনালাপিত বিষয় দাবি করে এবং তথাগতের ভাষিত আলাপিত বিষয়কে তথাগতের ভাষিত আলাপিত বিষয় বলিয়া দাবি করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে না।

২৬. ৫. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভুল প্রতিপন্ন করে। কে কে? যে সূত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজন যে ব্যক্তি তাহা ব্যাখ্যাত বলিয়া দাবি করে এবং যে ব্যক্তি ব্যাখ্যাত সূত্রের ব্যাখ্যা দাবি করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন

তথাগতের ভুল প্রতিপন্ন করে।

২৭. ৬. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভুল প্রতিপন্ন করে না। কোন দুইজন? যে ব্যক্তি অব্যাখ্যাত সূত্রকে ব্যাখ্যাত বলিয়া এবং ব্যাখ্যাত সূত্রের ব্যাখ্যা দাবি করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভুল প্রতিপন্ন করে না।

২৮. ৭. ভিক্ষুগণ, অপ্রকাশ্যে কৃত কর্মের দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত নরক এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম লাভ; প্রকাশ্যে কৃত কর্মের দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত—দেব বা মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ।

২৯. ৮. ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তির দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত-নরকে বা তির্যক যোনিতে পুনর্জন্ম প্রাপ্তি; ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত—দেব বা মনুষ্য হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ।

৩০. ৯. ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের দ্বিবিধ গতি প্রতীক্ষিত—নরকে বা তির্য্যগ্‌ যোনিতে জন্ম লাভ। ভিক্ষুগণ, শীলবানের (নীতিবানের) দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত—দেব বা মনুষ্যত্ব লাভ।

৩১. ১০. ভিক্ষুগণ, আমি দ্বিবিধ ফল লক্ষ্য করিয়া একাকী অরণ্যে নির্জনবাসে প্রবৃত্ত হই। সেইগুলি কী কী? ইহজীবনে আত্ম-সুখে বিহরণের পথ দর্শন করিয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া। ভিক্ষুগণ, আমি এই দ্বিবিধ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াই একাকী অরণ্যে নির্জন বাসে প্রবৃত্ত হই।

৩২. ১১. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ অবস্থা বিদ্যাভাগীয় (বিদ্যায় এই দ্বিবিধ অবস্থা বিদ্যমান) কী কী? শমথ (শান্ত) এবং বিদর্শন (অন্তর্দর্শন)। শমথ (শান্তভাব) ভাবিত (অনুশীলিত) হইলে কী লাভ ঘটে? চিত্ত (মন) পরিশীলিত হয়। চিত্ত ভাবিত হইলে কী লাভ হয়? সর্বপ্রকার রাগ (লালসা) বিদূরিত হয়। ভিক্ষুগণ, বিদর্শন পরিশীলিত হইলে কী লাভ হয়—প্রজ্ঞা (অন্তর্দৃষ্টি) অনুশীলিত হয়। প্রজ্ঞা ভাবিত হইলে কী লাভ ঘটে? সর্ব প্রকার অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) বিদূরিত হয়। ভিক্ষুগণ, রাগ (কাম বাসনা) প্রদুষ্ট চিত্ত বিমুক্ত হয় না বা অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রজ্ঞা পরিশীলন করা যায় না। ভিক্ষুগণ, এই রাগবিরাগই (কাম বিরতিই) প্রকৃতপক্ষে চিত্তবিমুক্তি; অবিদ্যাবিরাগই (অজ্ঞানতা অবসানই) প্রজ্ঞাবিমুক্তি।”

৪. শান্ত চিত্ত বর্গ

৩৩. ১. “ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অসৎপুরুষ ও সৎপুরুষের শর্ত

দেশনা করিব। তোমরা তাহা শ্রবণ কর। আমি ভাষণ করিতেছি, তোমরা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করে।" "হ্যাঁ, প্রভু" বলিয়া ওই ভিক্ষুগণ ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, "অসৎপুরুষ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ অকৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকার করে না। এই অকৃতজ্ঞতাই বিস্মৃতিশীলতা, অসৎপুরুষোচিত, অকৃতজ্ঞতাই, উপকার অস্বীকারই ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সাধু (সৎ) ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহার প্রতি কৃত উপকার স্মরণ করে। ভিক্ষুগণ, এই কৃতজ্ঞতা, উপকার স্মরণ সাধুজনোচিত। কৃতজ্ঞতা এবং উপকার স্মরণই ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের প্রধান লক্ষণ।"

৩৪. ২. ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব যাহাদের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। সেই দুইজন কে কে? মাতা এবং পিতা। যদি কেহ মাতাকে এক স্কন্ধে এবং পিতাকে অপর স্কন্ধে নিয়া বহন করে এবং ওই অবস্থায় তাহাদের স্নান সমাপন, গাত্রমর্দন, এমনকি এমতাবস্থায় মলমূত্রাদি নিঃসরণ করায় এবং এই অবস্থায় শত বৎসর হয়, শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে তথাপি তাহার দ্বারা মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, যদি সেই ব্যক্তি মাতাপিতাকে পৃথিবীর আধিপত্য দান করিয়া বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী করে তথাপিও মাতাপিতার ঋণ ছেলেমেয়ের পক্ষে শোধ করা সম্ভব হইবে না। তাহার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, মাতাপিতা তাঁহাদের ছেলে-মেয়ের জন্য অনেক কিছু করেন—তাহাদিগকে লালন পালন, ভরণ-পোষণ নির্বাহ এবং জগতে যোগ্য হিসেবে গড়িয়া তোলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি মাতাপিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিয়া সৎ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, দুঃশীল মাতাপিতাকে উদ্দীপিত করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত করে, কৃপন মাতাপিতাকে দানে প্রতিষ্ঠিত করে, অজ্ঞানী মাতাপিতার অন্তরে জ্ঞানের শিখা প্রদীপ্ত করিতে পারে, একমাত্রই সেই ব্যক্তিই মাতাপিতার ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং মাতাপিতার প্রতি ততোধিক করণীয় কার্য সম্পন্ন করে।

৩৫. ৩. তৎপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শনে আসিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ তথাগতকে জিজ্ঞাসা করেন : "মাননীয় গৌতম কোনবাদী (দৃষ্টিযুক্ত) এবং কিসের ঘোষক?" "কর্মবাদী এবং অকর্মবাদী, ব্রাহ্মণ।" "মাননীয় গৌতম, ক্রিয়াবাদী (কর্মবাদী) এবং অক্রিয়াবাদী (অকর্মবাদী) কিরূপ?" "ব্রাহ্মণ, আমি অক্রিয়াবাদকে এইরূপ ঘোষণা করি : ব্রাহ্মণ, আমি

কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিবিধ পাপ-অকুশল (অহিতকর) কার্যকে অক্রিয়াবাদ-রূপে ঘোষণা করি। ব্রাহ্মণ, আমি ক্রিয়াবাদকে এইরূপে সমর্থন করি : কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিবিধ উত্তম, কুশল কার্যকে ক্রিয়াবাদরূপে ঘোষণা করি। ব্রাহ্মণ, আমি ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদকে এইরূপেই ঘোষণা করি।" মাননীয় গৌতম অদ্ভুত! শাস্তা গৌতম, আশ্চর্য! যেমন মহামান্য গৌতম, কোনো ব্যক্তি অধোমুখীকে করে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে করে অনাবৃত (উন্মোচিত), মূঢ় পথভ্রান্তকে দিক দর্শন বা অন্ধকারে ধারণ করে তৈল প্রদীপ যাহার ফলে যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা বস্তু দর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ ভগবান গৌতম কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত। আমি স্বয়ং ভগবান গৌতমের, ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মাননীয় গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুণ।"

৩৬. ৪. তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন : "ভন্তে, জগতে দানের যোগ্য কতজন লোক আছেন এবং কীরূপ পাত্রে দান দিতে হয়?" "হে গৃহপতি, জগতে দানের যোগ্য দুইজন—শেখ (শিক্ষার্থী) এবং অশেখ (পারদর্শী)।" "হে গৃহপতি, জগতে এই দুইজন দানের যোগ্য এবং তাহাদেরই দান দেওয়া উচিত।" ভগবান ইহা বলিলেন। এইরূপ বলিয়া সুগত আরও বলেন, "ইহলোকে শেখ (স্রোতাপত্তিমার্গ হইতে অর্হত্ত্বমার্গ পর্যন্ত যিনি লাভ করিয়াছেন) ও অশেখ (অর্হত্ত্বফললাভী) আহ্বানের যোগ্য, দানের যোগ্য। তাঁহারা কায়, বাক্য ও মনে সৎ হইয়া বিচরণ করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল লাভ হয়।"

৩৭. ৫. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতার নির্মিত প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "আবুসো (বন্ধু) ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় বন্ধু", ভিক্ষুগণ সারিপুত্রকে উত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এইরূপ বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে শিক্ষা দিব কে অভ্যন্তরীণ (আত্ম সম্পর্কিত) সংযোজনে (বন্ধনে) আবদ্ধ এবং কে বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ। আপনারা ইহা শ্রবণ করুন। মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করুন। আমি ভাষণ করিতেছি।" "হ্যাঁ, বন্ধু", ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে উত্তর দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "কোন ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ সংযোজনে (শৃঙ্খলে) আবদ্ধ?" আবুসো,

ভিক্ষু শীলবান হয় (নৈতিক জীবনযাপন করে) এবং প্রাতিমোক্ষে সংবর সংবৃত (বিনয়ের শীলসমূহ দ্বারা সংযত) হইয়া বাস করে, আচার-গোচরসম্পন্ন (যথাযথ আচরণ অনুসরণে পারদর্শী), সামান্য দোষেও বিপদ দেখে। সে নৈতিক বিধানসমূহ গ্রহণ করে। তথা হইতে চ্যুত হইয়া সে এইখানে প্রত্যাগমন করে। তাহাকে অভ্যন্তরীণ এক সংযোজনাবদ্ধ ব্যক্তিরূপে অভিহিত করা হয় যে পার্থিব জগতে প্রত্যাগমন করে। বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ পুদ্গল (ব্যক্তি) কিরূপ? বন্ধু, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং সংযমের নৈতিক বিধিসমূহে সংযত হয়, যথাযথ আচরণ অনুশীলনে পারদর্শী হয়। সামান্য দোষেও ভয়দর্শী হয়। সে নৈতিক বিধিসমূহ গ্রহণ ও তদনুরূপ নিজেকে পরিচালিত করে। সে কোনো এক শান্ত চিত্তবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করে। মৃত্যুর পর সে কোনো এক দেব সম্প্রদায়ে পুনর্জন্ম লাভ করে। তথা হইতে চ্যুত হইয়া সে অনাগামী হয় (এই পার্থিব বিষয়ে আগমন করে না) তাহাকে "বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ পুদ্গল হিসেবে অভিহিত করা হয় যে এইখানে প্রত্যাগমন করে না।" পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং সংযমের নৈতিক বিধিসমূহে সংযত হয়, যথাযথ আচরণ অনুশীলনে পারদর্শী হয়। সামান্য দোষেও ভয়দর্শী হয়। সে নৈতিক বিধিসমূহ গ্রহণ ও তদনুরূপ নিজেকে পরিচালিত করে। সে কামের প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ (অনুরাগহীন) এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নিরোধ পারদর্শী হয়। সে ভবের (জন্ম লাভের) প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ ও ভবের (কামভব, অরূপভব) নিরোধ সাধনে পারদর্শী হয়। সে তৃষ্ণার ক্ষয়ে পারদর্শী ও লোভ ক্ষয়ে দক্ষ হয়। দেহান্তে সে কোনো এক দেব সম্প্রদায়ে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। সে তথা হইতে চ্যুত হইয়া অনাগামী হয়, এইখানে আগমন করে না। আবুসো, তাহাকে "বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ অনাগামী পুদ্গলরূপে অভিহিত করা হয় যে এইখানে পুনরাগমন করে না।" অতঃপর সমচিত্ত (শান্তচিত্ত) অনেক সংখ্যক দেবতা ভগবান যেইখানে ছিলেন তথায় উপনীত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে স্থিত হন। একপ্রান্তে স্থিত দেবতাগণ ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র মিগারমাতার প্রাসাদে ভিক্ষুগণকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেছেন। ভন্তে, পারিষদ আনন্দিত। ভন্তে ভগবান, তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যদি শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে দর্শনে যান তাহা খুব উত্তম হয়। ভগবান তূষ্ণীভাবে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন একজন বলবান ব্যক্তি যেইভাবে বাঁকানো হাত সম্প্রসারিত করে ও সম্প্রসারিত বাহু বাঁকা করে তদ্রূপ ভগবান জেতবন

হইতে অন্তর্হিত হইয়া পূর্বারামে মিগারমাতার প্রাসাদে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহার জন্য প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বলিলেন, "এক বিশাল সংখ্যক প্রশান্ত চিত্ত দেবতা আমি যেথায় ছিলাম তথায় উপস্থিত হয়, উপস্থিত হইয়া আমাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়ায়। একপ্রান্তে স্থিত সেই দেবতাগণ আমাকে বলে : "ভন্তে, শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র পূর্বারামে মিগারমাতার প্রাসাদে ভিক্ষুগণকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ পুদ্গল সম্পর্কে শিক্ষা দিতেছেন। ভন্তে, পারিষদ আনন্দিত। ভন্তে, আপনি যদি অনুকম্পা পরবশ হইয়া সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হন তাহা খুব উত্তম হয়।" সারিপুত্র, সেই দেবগণ যদিও সংখ্যায় দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট তথাপি তাহারা পরস্পরকে বাঁধা না দিয়া এক ছিদ্র পরিমিত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। সারিপুত্র, তুমি চিন্তা কর—নিশ্চয়ই অদূরবর্তী দেবলোকের দেবতাদের চিত্ত ইহা অর্জনে ভাবিত হইয়াছে যাহার ফলে যদিও সেই দেবগণ সংখ্যায় দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট তথাপি তাহারা পরস্পরকে বাঁধা না দিয়া এক ছিদ্র পরিমিত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু সারিপুত্র, তুমি ইহাকে এইরূপ দেখিবে না। সারিপুত্র, এইখানেই (শাসনে বা মনুষ্যলোকে) তাহাদের চিত্ত ইহা অর্জনে ভাবিত (বশীভূত) হইয়াছে যাহার ফলে সেই দেবগণ যদিও সংখ্যায় দশ স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। অতএব, সারিপুত্র, তোমরা নিজেরা এইরূপ শিক্ষা কর : "আমরা শান্ত ইন্দ্রিয় এবং শান্ত চিত্ত হইব।" সারিপুত্র, তোমরা এইভাবেই শিক্ষা করিবে। প্রকৃতপক্ষে সারিপুত্র, যাহারা এইরূপ শান্ত ইন্দ্রিয়, শান্ত চিত্ত তাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মও শান্ত হইবে। সারিপুত্র, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য : "আমরা আমাদের সতীর্থদের ন্যায়ের পথে শান্ত কায়িক কর্ম, শান্ত বাচনিক কর্ম, শান্ত মানসিক কর্ম, শান্ত উপহার দিব।" সারিপুত্র, তোমরা এইরূপ শিক্ষা করিবে। সারিপুত্র, যে সকল ভিন্ন মতবাদী পরিব্রাজক এই ধর্মপর্যায় (ধর্মশিক্ষা) শ্রবণ করে নাই তাহারা পরাভূত।

৩৮. ৬. আমি শ্রবণ করিয়াছি—এক সময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন কর্দম হ্রদের তীরে বরণায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আরামদণ্ড নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যেইখানে শ্রদ্ধেয় মহাকচ্চায়ন ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন, আয়ুষ্মান কচ্চায়ন, কী কারণে, কেন

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে বিবাদ করে? কাম-বন্ধন, কামের প্রতি লোভ, ইন্দ্রিয়াসক্তি-হেতু ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে বিবাদ করে।" "বন্ধু কচ্চায়ন, কী হেতু শ্রমণ শ্রমণের সাথে বিবাদ করে?" "দৃষ্টি রাগের প্রতি বন্ধন, লোভ, আসক্তি হেতু।" "কিন্তু বন্ধু কচ্চায়ন, জগতে এমন কোনো ব্যক্তি আছেন কি যিনি এই কামবন্ধন, কামলোভ, কামাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন দৃষ্টি রাগের প্রতি বন্ধন, লোভ, আসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ আছেন।" "তাহা হইলে বন্ধু কচ্চায়ন, বলুন তাঁহারা কে?" "ব্রাহ্মণ, পূর্ব জনপদে (পূর্ব জিলায়) শ্রাবস্তী নামে এক নগর আছে। তথায় এখন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বাস করিতেছেন। সেই ভগবান কামবন্ধন, কামের প্রতি লোভ, ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং দৃষ্টির প্রতি বন্ধন, লোভ, আসক্তি এই দুই অতিক্রম করিয়াছেন।" এই কথায় ব্রাহ্মণ আরামদণ্ড আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া ডান হাঁটু মাটিতে স্থাপন করিয়া ভগবানের প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তিনবার উদান (উচ্ছ্বাস) ব্যক্ত করেন—"ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণাম যিনি কামবন্ধন, কামের প্রতি লোভ, কামাসক্তি, দৃষ্টিবন্ধন, দৃষ্টির প্রতি লোভ, দৃষ্ট্যানুরাগ অতিক্রম করিয়াছেন।" "বন্ধু কচ্চায়ন, অদ্ভুত। আশ্চর্য! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে করে অনাবৃত, বিপথগামীকে করে পথ-দর্শন, অন্ধকারে দেখায় আলো যাহাতে চক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ বন্ধু কচ্চায়ন কর্তৃক বিভিন্নভাবে ধর্ম প্রকাশিত। বন্ধু কচ্চায়ন, আমি এখন সেই ভগবান গৌতমের, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মহানুভব কচ্চায়ন, আমাকে আজ হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

৩৯. ৭. একসময় আয়ুষ্মান কচ্চায়ন মধুরার গুন্দবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ কণ্ডুরায়ন মহাকচ্চায়নের স্থানে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান কচ্চায়নের সাথে সম্মানজনক সম্ভাষণের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ কণ্ডুরায়ন শ্রদ্ধেয় মহাকচ্চায়নকে এইরূপ বলেন, মহাশয় কচ্চায়ন, আমি এইরূপ শুনিয়াছি—শ্রমণ কচ্চায়ন জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, জীবনের অন্তিম প্রান্তে উপনীত ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করেন না কিংবা প্রত্যুত্থান করিয়া কিংবা সম্ভাষণ কিংবা আসন গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন না। মহামান্য কচ্চায়নের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। তিনিও জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, জীবনের অন্তিম প্রান্তে উপনীত ব্রাহ্মণকে

অভিবাদন প্রত্যুত্থান বা আসন গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।” “হে ব্রাহ্মণ, ভগবান যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক তারুণ্য ও বার্ধক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞাত ও দৃষ্ট। যদিও একজন ব্রাহ্মণ অশীতিপর বৃদ্ধ, নব্বই, শতবৎসর বয়স্ক তথাপি তিনি যদি কামরত, কাম মধ্যে বাস করেন, কাম পরিদাহে দগ্ধ হন, কাম চিন্তার শিকার হন, কাম সেবনের উৎসুক হন তাহা হইলে তিনি মূর্খ হিসেবে বিবেচিত হন। অপর পক্ষে একজন ব্রাহ্মণ যদিও যুবক, একেবারে কিশোর, কৃষ্ণ ভ্রমর সদৃশ, যৌবনসুখে সুখী, তরুণ তথাপি তিনি যদি কামবিরত হন, কামপরায়ণ হইয়া বাস না করেন, কামদাহে দগ্ধ না হন, কামচিন্তার শিকার না হন তাহা হইলে তিনি পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।” এইরূপ বর্ণিত হইলে ব্রাহ্মণ কণ্ডুরায়ন আসন হইতে উঠিয়া উত্তরাসংঘ একাংশ করিয়া মস্তক দ্বারা যুবক ভিক্ষুগণের পাদে বন্দনা করিলেন। “আপনার অর্চনা বৃদ্ধলোকের, বৃদ্ধ লোকের স্থিতির। আমি একজন যুবক এবং আমার অর্চনা যৌবনের স্থায়িত্বের।” “শ্রদ্ধেয় কচ্চায়ন, চমৎকার! চমৎকার! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে করে অনাবৃত, বিপথগামীকে করে পথ-দর্শন, অন্ধকারে দেখায় আলো যাহাতে চক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ বন্ধু কচ্চায়ন কর্তৃক বিভিন্নভাবে ধর্ম প্রকাশিত হইল। বন্ধু কচ্চায়ন, আমি এখন সেই ভগবান গৌতমের, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মহানুভব কচ্চায়ন, আমাকে আজ হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

৪০. ৮. “ভিক্ষুগণ, যখন চোরেরা শক্তিশালী ও রাজাগণ দুর্বল হন তখন রাজাদের পক্ষে সীমান্তবর্তী নগরে বা কাছাকাছি যাওয়া ও পরিদর্শন করা সহজ নহে; ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের পক্ষেও বাহির হওয়া, বাহিরের কর্ম পরিদর্শন সহজ হয় না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, ভ্রষ্ট ভিক্ষুগণ যখন শক্তিশালী হয় তখন সংযতাচারী ভিক্ষুগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। এই সময় সংযতাচারী ভিক্ষুগণ সংঘ মধ্যে ভয়ে জড়সড় হন, নীরব থাকেন অথবা সীমান্তবর্তী জনপদে (নগরে) সরিয়া পড়েন। ভিক্ষুগণ, ইহাতে বহু লোকের অহিত বহুজনের অশান্তি, দেবমনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের হেতু হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন রাজাগণ শক্তিশালী হন চোরেরা তখন দুর্বল হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় রাজাদের পক্ষে বাহিরে যাওয়া, ভ্রমণ করা বা নগর পরিদর্শন করা সহজ হয়। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের পক্ষে বাহিরে গমন করা, ভ্রমণ করা এবং বাহিরের কর্ম পরিদর্শন করা সহজ হয়। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ,

যখন সংযতাচার ভিক্ষুগণ শক্তিশালী হন, তখন ভ্রষ্ট ভিক্ষুগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় দুরাচারী ভিক্ষুগণ সংঘমধ্যে নীরব থাকে, নির্বাক থাকে অথবা বিভিন্ন পথে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভিক্ষুগণ, ইহাতে বহুলোকের মঙ্গল, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখ লাভ হয়।

৪১. ৯. ভিক্ষুগণ, আমি দুইজন গৃহী এবং প্রব্রজিতের মিথ্যা আচার প্রশংসা করি না। মিথ্যায় প্রতিপন্ন হইলে গৃহী বা প্রব্রজিত কেহই তাহাদের ভ্রান্ত আচরণ হেতু সত্যপথ, সত্যধর্ম ও কুশল লাভ করিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী বা প্রব্রজিত এই দুই জনের সদাচরণ প্রশংসা করি। সত্যে প্রতিপন্ন হইলে গৃহী এবং প্রব্রজিত উভয়ের সত্য পথ, সত্য ধর্ম ও কুশল লাভ করিতে পারে।

৪২. ১০ ভিক্ষুগণ, অক্ষরানুযায়ী সূত্রের ভুল অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিলে বহু লোকের অহিত, অশান্তি, অনর্থ, দেব মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাতে ভিক্ষুগণের অপুণ্য লাভ হয় এবং সদ্ধর্মের অন্তর্ধানের কারণ হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষু অক্ষর ও তাৎপর্য অনুসারে যথাযথভাবে সূত্রের অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে তদ্বারা সেই ভিক্ষুগণ, বহু লোকের হিত, শান্তি লাভ, দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হয়। অধিকন্তু এইরূপ ভিক্ষুগণ, বহু পুণ্যের ভাগী হয় এবং সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে।"

৫. পরিষদ বর্গ

৪৩. ১. "ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কী কী? অগভীর পরিষদ ও গভীর পরিষদ। অগভীর পরিষদ কিরূপ? যেই পরিষদের ভিক্ষুগণ উদ্ধত, অলস, চঞ্চল, কর্কশভাষী, অসংযতবাক্, স্মৃতিহীন, অস্থির, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত (খামখেয়ালি), অসংযতেন্দ্রিয় তাহাকে অগভীর পরিষদ বলে। ভিক্ষুগণ, গভীর পরিষদ কিরূপ? যেই পরিষদের ভিক্ষুগণ অনুদ্ধত, অনলস, মিষ্ট ভাষী, সংযতবাক্, স্মৃতিমান, সুস্থির, সমাহিত, একাগ্রমনা, সংযতেন্দ্রিয় এই পরিষদ গভীর পরিষদ নামে অভিহিত। এই দুই পরিষদের মধ্যে গভীর পরিষদই শ্রেষ্ঠ।

৪৪. ২. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দ্বিবিধ। কী কী? গরমিল পরিষদ এবং সমিল পরিষদ। ভিক্ষুগণ, গরমিল পরিষদ কেমন? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ঝগড়াপ্রিয়, কলহপ্রিয়, বিবাদপ্রিয়, একে অন্যকে বাক্যবাণে আহত করে এই পরিষদ গরমিল পরিষদ নামে অভিহিত। অপরপক্ষে সমিল পরিষদ কীরূপ,

ভিক্ষুগণ? যেই পরিষদের ভিক্ষুগণ, একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, বিনীত, বিবাদবিহীন, মিশ্রিত দুগ্ধজল সদৃশ, একে অন্যকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করে এই পরিষদ সমিল (সমগ্র) পরিষদ হিসেবে আখ্যায়িত। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। এই দুই পরিষদের মধ্যে সমিল পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

৪৫. ৩. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দ্বিবিধ কী কী? মহৎ, অমহৎ (উত্তম অধম)। ভিক্ষুগণ, মহৎ পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের স্থবির ভিক্ষুগণ বিলাসপ্রিয়, লম্পট ও পাপাসক্ত নহে, নির্জনতা অপরিত্যাগী, অলব্ধ বিষয় লাভের জন্য চেষ্টাশীল, অপ্রত্যক্ষকৃত (অজানা) বিষয় প্রত্যক্ষণের জন্য চেষ্টিত সেই পরিষদ মহৎ পরিষদ নামে কথিত। ভিক্ষুগণ, অমহৎ (অধম) পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের স্থবির ভিক্ষুরা লম্পট, পাপাসক্ত, নির্জনতা পরিত্যাগ করে, অলব্ধ বিষয় লাভের ব্যাপারে অচেষ্টিত, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য তাহাদের পরবর্তী বংশধরও তাহাদের মতের উপর নির্ভরশীল, তাহারাও লম্পট, পাপাসক্ত, নির্জনতা পরিত্যাগ করে, অলব্ধ বিষয় লাভের ব্যাপারে অচেষ্টিত, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য অচেষ্টিত এই পরিষদ অমহৎ পরিষদ নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পরিষদের মধ্যে মহৎ পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ বলিয়া পরিগণিত।

৪৬. ৪. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কী কী? আর্য এবং অনার্য পরিষদ। ভিক্ষুগণ, অনার্য পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা প্রকৃতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে, ইহা দুঃখ, ইহ দুঃখসমুদয় (দুঃখ উৎপত্তির কারণ), ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখনিরোধের উপায়) এই পরিষদ অনার্য পরিষদ নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, আর্য পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করে যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধের উপায়, এই পরিষদ আর্য পরিষদ নামে অভিহিত। এই দুই প্রকার পরিষদ। ভিক্ষুগণ, এই দুই পরিষদের মধ্যে আর্য পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ হিসেবে গণ্য।

৪৭. ৫. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কী কী? আবর্জনা (অসার) পরিষদ ও সার (মণ্ড) পরিষদ। ভিক্ষুগণ, আবর্জনা পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ইচ্ছার পথ (হীন অর্থে) অনুসরণ করে ঈর্ষা, মোহ এবং ভয়ের পথ অনুসরণ করেন সেই পরিষদ আবর্জনা পরিষদ হিসেবে পরিচিত। সার পরিষদ কীরূপ ভিক্ষুগণ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ইচ্ছা, বিদ্বেষ, মোহ এবং ভয়ের পথ অনুসরণ করে না সেই পরিষদ সার পরিষদ নামে অভিহিত।

ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পরিষদ। এই দুইয়ের মধ্যে সার পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

৪৮. ৬. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কী কী? তর্জন-গর্জনে অভিজ্ঞ পরিষদ, প্রশ্নানুসন্ধানে নহে, প্রশ্নানুসন্ধানে শিক্ষিত পরিষদ, তর্জন-গর্জনে নহে। ভিক্ষুগণ, তর্জন-গর্জনে শিক্ষিত, প্রশ্নানুসন্ধানে নহে পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা তথাগত-ভাষিত গভীর, গম্ভীর অর্থপূর্ণ, লোকোত্তর (ইন্দ্রিয়াতীত), শূন্যতাযুক্ত (কিছুই না, শূন্য) সূত্র যখন আবৃতি করা হয় তাহা শ্রবণ করে না, শ্রবণে মনোযোগ দেয় না, উপলব্ধি করার চিত্ত উৎপাদন করে না, শিক্ষা এবং আয়ত্ত করা যায় বলিয়া বিবেচনা করে না; কিন্তু যখন কবিকণ্ঠে তাল ও লয়যুক্ত ধ্বনি, বাহ্যিক ধর্মের অনুসারীদের উচ্চারিত বিষয় যখন আবৃত্তি করা হয় তাহাতে তাহারা মনোযোগ দেয়, শ্রবণ করে, উপলব্ধি করার মত চিত্ত উৎপাদন করে, শিক্ষা ও আয়ত্ত করা যায় বলিয়া মনে করে, যখন তাহারা তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলে ইহা সম্পর্কে কেহ কাহাকেও কোনো প্রশ্ন করে না, আলোচনা করে না—"ইহা কী? ইহার অর্থ কী?" যেহেতু তাহারা অব্যক্ত উন্মোচিত করে না কিংবা অব্যাখ্যাত বিষয়ের ব্যাখ্যাও করে না কিংবা সন্দেহমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে না। এই পরিষদ তর্জন-গর্জনে অভিজ্ঞ কিন্তু অনুসন্ধানে নহে বলিয়া পরিচিত। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের পরিষদ অনুসন্ধানাভিজ্ঞ, তর্জন-গর্জনে নহে? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা কবিকণ্ঠে উচ্চারিত তাল ও লয়যুক্ত ধ্বনি, বাহ্যিক ধর্মের অনুসারীদের উচ্চারিত বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, শ্রবণ করে না, উপলব্ধি করার মত চিত্ত উৎপাদন করে না, শিক্ষা ও আয়ত্ত করা যায় বলিয়া ধারণ করে না কিন্তু তথাগত ভাষিত গভীর, অর্থপূর্ণ, লোকোত্তর, শূন্যতাযুক্ত সূত্র আবৃত্তি করা হইলে মনোযোগ আকর্ষণ করে, উপলব্ধি করার মতো চিত্ত উৎপন্ন করে, শিক্ষা ও আয়ত্ত করা যায় বলিয়া বিবেচনা করে এবং যখন তাহারা তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলে তখন ইহা সম্পর্কে একে অপরকে প্রশ্ন করে, এইরূপ আলোচনা করে : "ইহা কী? ইহার তাৎপর্য কী?" এইরূপে তাহারা অপ্রকাশিত বিষয় প্রকাশিত করে, অব্যাখ্যাত বিষয় ব্যাখ্যা করে এবং ধর্ম সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহ বিদূরীত করে এইরূপ পরিষদ অনুসন্ধানাভিজ্ঞ, তর্জন-গর্জনে নহে পরিষদ বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার পরিষদের মধ্যে পরবর্তী পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

৪৯. ৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পরিষদ । কী কী? কামাসক্ত পরিষদ, সদ্ধর্মের সম্মানকারী নহে; সদ্ধর্মের সম্মানকারী পরিষদ, কামাসক্ত নহে।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্মের সম্মানকারী নহে, কামাসক্ত পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা সাদাবস্ত্র পরিহিত গৃহীদের সম্মুখে এই বলিয়া এক অপরকে প্রশংসা করে : "এইরূপ ভিক্ষু উভয় পথে মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু কায়িক সাক্ষ্য দ্বারা মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু দৃষ্টি দ্বারা মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে মুক্ত হন, অমুক শীলবান এবং কল্যাণ ধর্মপরায়ণ হয়।" তাহারা তাহা লাভ করিয়া গ্রথিত, মূর্ছিত, সমাপন্ন হয়, ভয় দর্শন করে না এবং তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার পরিষদ সদ্ধর্মের সম্মানকারী নহে, কামাসক্ত পরিষদ। ভিক্ষুগণ, কীরূপ পরিষদ সদ্ধর্মের সম্মানকারী, কামনার নহে? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা সাদাবস্ত্র পরিহিত গৃহীদের সম্মুখে এই বলিয়া একে অপরকে প্রশংসা করে : "অমুক ভিক্ষু উভয় পথে মুক্ত, অমুক প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্ত, অমুক কায়সাক্ষ্য দ্বারা মুক্ত, অমুক দৃষ্টি দ্বারা মুক্ত; অমুক শ্রদ্ধা দ্বারা মুক্ত, অমুক ধর্মানুসারী, অমুক শ্রদ্ধানুসারী, অমুক শীলবান কল্যাণ ধর্মপরায়ণ, অমুক দুঃশীল।" তাহারা তাহা লাভ করিয়া, তাহা করিয়া, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া লোভাভিভূত হয় না, আসক্ত হয় না, ভয় দর্শন করে এবং পরিত্রাণের পথ তাহার জ্ঞাত। এই প্রকার পরিষদ ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্মের সম্মানকারী, কামনার নহে। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। এই দুই পরিষদের মধ্যে পরবর্তী পরিষদই শ্রেষ্ঠ।

৫০. ৮. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কী কী? বিষম এবং সম পরিষদ। ভিক্ষুগণ, বিষম পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা অধর্ম-কর্ম (নীতিহীন কর্ম) প্রবর্তন করে, ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে, বিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে, ধর্মকর্ম অদীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে না—এই পরিষদ বিষম (অসম) পরিষদ বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, অধর্মকর্মের প্রবর্তন, ধর্মকর্মের অপ্রবর্তন, অবিনয় কর্মের প্রবর্তন, বিনয়কর্মের অপ্রবর্তন, অধর্মকর্ম দীপ্ত, ধর্মকর্ম অদীপ্ত, অবিনয়কর্ম দীপ্ত বিনয়কর্ম অদীপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা অসম পরিষদ হিসেবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, সমপরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে, অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে না—এই পরিষদ সম (সোজা) পরিষদ নামে খ্যাত। ভিক্ষুগণ, সমপরিষদ ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয়

কর্ম দীপ্ত করে না। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এইরূপ দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পরিষদের মধ্যে সমপরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

৫১. ৯. ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কী কী? অধার্মিক পরিষদ ও ধার্মিক পরিষদ। ভিক্ষুগণ, অধার্মিক পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা অধর্ম-কর্ম (নীতিহীন কর্ম) প্রবর্তন করে, ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে, বিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে, ধর্মকর্ম অদীপ্ত করে, অবিনয়কর্ম দীপ্ত করে, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে না—এই পরিষদ বিষম (অসম) পরিষদ বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, অধর্মকর্মের প্রবর্তন, ধর্মকর্মের অপ্রবর্তন, অবিনয় কর্মের প্রবর্তন, বিনয়কর্মের অপ্রবর্তন, অধর্মকর্ম দীপ্ত, ধর্মকর্ম অদীপ্ত, অবিনয়কর্ম দীপ্ত বিনয়কর্ম অদীপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা অসম পরিষদ হিসেবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, ধার্মিক পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে, অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে না—এই পরিষদ সম (সোজা) পরিষদ নামে খ্যাত। ভিক্ষুগণ, সমপরিষদ ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে না। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এইরূপ দুই প্রকার, এই দুই পরিষদের মধ্যে ধার্মিক পরিষদ শ্রেষ্ঠ।

৫২. ১০ ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ-পরিষদ। কী কী? অধর্ম (অন্যায়) বাদী ও ধর্ম (ন্যায়) বাদী। ভিক্ষুগণ, অধর্ম বাদী পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা বিধিসম্মত বা বিধি বিগর্হিত ঝগড়া করে, ঝগড়া করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করে না, ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরস্পর মিলিত হয় না, একে অপরকে তুষ্ট করে না, তদ্রূপ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করে না, তুষ্ট করে না, ঝগড়া পরিত্যাগে অস্বীকার করিয়া তাহার স্ব স্ব মতে অটুট থাকে, অধিকতর একগুঁয়ে হইয়া পড়ে এবং বলে—“ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা”—এই পরিষদ অধর্মবাদী পরিষদ হিসেবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, ধর্মবাদী পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা বিধিসম্মত বা বিধিবহির্ভূত বিষয়ে ঝগড়া করে না, ঝগড়া করিলেও পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করে, ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরস্পর মিলিত হয়, একে অপরকে তুষ্ট (শান্ত) করে, তদ্রূপ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পরস্পরকে অবহিত করণে, ঝগড়া

পরিত্যাগে দোষ স্বীকার দ্বারা স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করিয়া সরলতা প্রকাশ করে এবং বলে না—"এইটাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা,"—এই প্রকার পরিষদ ন্যায়বাদী পরিষদ বলিয়া পরিচিত, ভিক্ষুগণ, এইরূপ দ্বিবিধ পরিষদ। এই দ্বিবিধ পরিষদের মধ্যে বর্ণবাদী পরিষদ শ্রেষ্ঠ পরিষদ।"

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. ১. পুদ্গাল (ব্যক্তি) বর্গ

৫৩. ১. ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই ব্যক্তি জাত হন বহু ব্যক্তির হিত, বহু জনের সুখ, বহু লোকের লাভ, দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখের জন্য। দুই ব্যক্তি কে কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এবং রাজা চক্রবর্তী। জগতে এই দুই পুদ্গাল জাত হন বহু ব্যক্তির হিত, বহু জনের সুখ, বহু লোকের লাভ, দেব মনুষ্যগণের মঙ্গল ও সুখের জন্য।

৫৪. ২. ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই ব্যক্তি জাত হন অসাধারণ মানুষ হিসেবে। কে কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ও রাজা চক্রবর্তী। ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই ব্যক্তি অসাধারণ মানুষরূপে জাত হন।

৫৫. ৩. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির অন্তর্ধান বহু জনের অনুতাপের কারণ হয়। কে কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ও রাজা চক্রবর্তী। এই দুইজন পুদ্গালের মহাপ্রয়াণ বহু ব্যক্তির অনুতাপের কারণ হয়।

৫৬. ৪. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি স্তূপযোগ্য। কে কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ও রাজা চক্রবর্তী। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন স্তূপ লাভের যোগ্য।

৫৭. ৫. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বুদ্ধ। কে কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ (যিনি নিজেও বিমুক্ত হন এবং অপরকেও মুক্ত করতে পারেন) এবং পচ্চেক বুদ্ধ (যিনি শুধু নিজে মুক্ত হন)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বুদ্ধ।

৫৮. ৬. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি বজ্রের শব্দে কম্পিত হয় না। কে কে? ক্ষীণাসব (যে আসব ধ্বংস করিয়াছে) ভিক্ষু ও ভদ্র জাত হস্তী। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন বজ্রের শব্দে কম্পিত হয় না।

৫৯. ৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি অশনিশব্দে অকম্পিত। কে কে? ক্ষীণাসব ভিক্ষু এবং ভদ্র জাত অশ্ব। এই দুইজন অশনিশব্দে অকম্পিত।

৬০. ৮. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি অশনিশব্দে অকম্পিত। কে কে?

ক্ষীণাসব ভিক্ষু ও পশুরাজ সিংহ। এই দুইজন অশনিশব্দে অকম্পিত।

৬১. ৯. ভিক্ষুগণ, এই দুই কারণে অমনুষ্যগণ মানুষের ন্যায় ভাষণ করে না। দুই কারণ কী কী? এই ভাবিয়া আমরা মিথ্যা বলিব না এবং অন্যায়ভাবে অপরকে অপবাদ দিব না। এই দুই কারণে অমনুষ্যগণ মানুষের ন্যায় ভাষণ করে না।

৬২. ১০ ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে স্ত্রীজাতি অতৃপ্ত ও অপূর্ণ জীবনাবসান করে। কী কী? মৈথুন (কাম) সেবন ও শিশু জন্ম দান। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে স্ত্রীজাতি অতৃপ্ত ও অপূর্ণ জীবনাবসান করে।

৬৩. ১১. ভিক্ষুগণ, এখন আমি তোমাদিগকে অবৈধ সামাজিক সংশ্রব ও বৈধ সামাজিক সংশ্রব সম্পর্কে শিক্ষা দান করিব। তোমরা তাহা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করিতেছি। সেই ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন, "অতি উত্তম ভন্তে"। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, অবৈধ সামাজিক সংশ্রব কীরূপ এবং অবৈধ লোক অন্যদের সাথে কি রকমে সংশ্রব করে? এই ব্যাপারে একজন স্থবির ভিক্ষু ভাবে : কোনো স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম স্তরের ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা না বলুক আমিও তাঁহার সাথে কথা বলিব না। এমনকি একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার ক্ষতির অভিপ্রায়ে বলিবেন, লাভের অভিপ্রায়ে নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "না।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম এবং তিনি সঠিক আছেন দেখিয়া আমি তদ্রূপ করিতাম না। একজন মধ্যম স্তরের ভিক্ষু ও নবদীক্ষিত ভিক্ষুও ভাবে : কোনো স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম স্তরের ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা না বলুক আমিও তাঁহার সাথে কথা বলিব না। এমনকি একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার ক্ষতির অভিপ্রায়ে বলিবেন, লাভের অভিপ্রায়ে নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "না।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম এবং তিনি সঠিক আছেন দেখিয়া আমি তদ্রূপ করিতাম না ভিক্ষুগণ, অবৈধ সামাজিক সংশ্রব এইরূপ এবং এইভাবেই অবৈধ লোক অন্যদের সাথে মিশে। এখন বৈধ লোকের সামাজিক সম্পর্ক কীরূপ এবং সে কিভাবে অন্যদের সাথে মিশে? এই ব্যাপারে একজন স্থবির ভিক্ষু ভাবে : কোনো স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা বলিতেন আমি তাঁহার সাথে কথা বলিতাম। একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলিতেন তিনি আমার লাভের জন্য তাহা করিতেন, ক্ষতির জন্য নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "উত্তম।" আমি

তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম না। এবং তিনি যথাযথ আছেন দেখিয়া আমি তদনুরূপ কাজই করিতাম। মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু এবং নবদীক্ষিত ভিক্ষুও ভাবে : কোনো স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা বলিতেন আমি তাঁহার সাথে কথা বলিতাম। একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলিতেন তিনি আমার লাভের জন্য তাহা করিতেন, ক্ষতির জন্য নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "উত্তম।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম না। এবং তিনি যথাযথ আছেন দেখিয়া আমি তদনুরূপ কাজই করিতাম। ভিক্ষুগণ, এইরূপই বৈধ লোকের সামাজিক সংশ্রব এবং এইভাবেই বৈধ ব্যক্তি অন্যদের সাথে সংশ্রব করে।

৬৪. ১২. ভিক্ষুগণ, বাদ বিবাদ উভয় পক্ষের একগুঁয়ে দৃষ্টি, অন্তরের ঈর্ষা, বিষণ্নতা এবং অসন্তুষ্টি দ্বারা ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়। ইহাতে বিবাদ দীর্ঘায়িত, তিক্ত ও মোকদ্দমায় পর্যবসিত হয়। ভিক্ষুগণ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বাদ বিবাদ উভয় পক্ষের একগুঁয়ে দৃষ্টি, অন্তরের ঈর্ষা, বিষণ্নতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি হেতু বিবাদ দীর্ঘায়িত, তিক্ত ও কলহে পর্যবসিত হয় না এবং ভিক্ষুগণ শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হয়।"

৭. ২. সুখ বর্গ

৬৫. ১. "ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। কী কী? গৃহীসুখ এবং প্রব্রজ্যাসুখ। এই দুই প্রকার সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে প্রব্রজ্যাসুখই শ্রেষ্ঠ।

৬৬. ২. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। কামসুখ (ইন্দ্রিয়সুখ) এবং নৈষ্ক্রম্য (সৎ সংকল্প নিয়া গৃহত্যাগ) সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নৈষ্ক্রম্যসুখই শ্রেষ্ঠ।

৬৭. ৩. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। উপধি সুখ (পুনর্জন্মদানকারী) ও নিরুপধি (জন্মদানকারী নহে) সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নিরুপধি সুখই শ্রেষ্ঠ।

৬৮. ৪. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আসক্তিযুক্ত সুখ এবং অনাসক্তিযুক্ত সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে অনাসক্তিযুক্ত সুখই শ্রেষ্ঠ।

৬৯. ৫. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আমিষ (কামপ্রবৃত্তিযুক্ত) সুখ ও নিরামিষ (কামহীন) সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নিরামিষ সুখই শ্রেষ্ঠ।

৭০. ৬. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আর্যসুখ ও অনার্যসুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে আর্যসুখই শ্রেষ্ঠ।

৭১. ৭. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। কায়িক ও চৈতসিক। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে চৈতসিক (মানসিক) সুখই শ্রেষ্ঠ।

৭২. ৮. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। প্রীতিপূর্ণ (ধ্যানজনিত) সুখ ও প্রীতিহীন (তীব্র ধ্যানজনিত) সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে প্রীতিহীন সুখই শ্রেষ্ঠ।

৭৩. ৯. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আনন্দ সুখ ও উপেক্ষা (নিরপেক্ষতা) সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে উপেক্ষা সুখই শ্রেষ্ঠ।

৭৪. ১০ ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। সমাধিসুখ ও অসমাধিসুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে সমাধিসুখই শ্রেষ্ঠ।

৭৫. ১১. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। প্রীতিপূর্ণ স্বাদ উৎপাদনকারী সুখ ও প্রীতি নিরপেক্ষ স্বাদ উৎপাদনকারী সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে প্রীতি নিরপেক্ষ স্বাদ উৎপাদনকারী সুখই শ্রেষ্ঠ।

৭৬. ১২. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আনন্দ সৃষ্টিকারী সুখ ও কোনো বিষয়ে নিরপেক্ষতা সৃষ্টিকারী সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নিরপেক্ষতা সৃষ্টিকারী সুখই শ্রেষ্ঠ।

৭৭. ১৩. ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। ধ্যানের জন্য রূপবান (দৃশ্যমান) বস্তু লাভের সুখ ও রূপহীন (অদৃশ্য) বস্তু লাভের সুখ (রূপ আরম্মণ ও অরূপ আরম্মণ)। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে ধ্যানের জন্য অরূপ (আকারহীন) বস্তু লাভের সুখই শ্রেষ্ঠ।"

৮. ৩. নিমিত্ত বর্গ

৭৮. ১. "ভিক্ষুগণ, কারণসহ পাপ-অকুশলধর্ম (মন্দ বিষয়) উৎপন্ন হয়, কারণহীন নহে। এই কারণ পরিত্যাগ করিলে পাপ-অকুশল বিষয় উৎপন্ন হয় না।

৭৯. ২. ভিক্ষুগণ, পাপ-অকুশল নিদান (উৎস) যুক্ত, উৎসবিহীন নহে। এই উৎস পরিত্যাগ করিলে পাপ-অকুশল বিষয় উৎপন্ন হয় না।

৮০. ৩. ভিক্ষুগণ, পাপ-অকুশলধর্ম হেতুযুক্ত, হেতুবিহীন নহে। সেই হেতু পরিত্যাগ করিলে পাপ-অকুশল হয় না।

৮১. ৪. ভিক্ষুগণ, পাপ-অকুশল সংস্কারযুক্ত (উপাদানযুক্ত), অসংস্কারযুক্ত নহে। সেই সংস্কার পরিত্যাগ করিলে অকুশল হয় না।

৮২. ৫. ভিক্ষুগণ, পাপ-অকুশল প্রত্যয়যুক্ত (কারণযুক্ত) হইয়া উৎপন্ন হয়, প্রত্যয়হীন নহে। সেই প্রত্যয় পরিত্যাগ করিলে অকুশল উৎপন্ন হয় না।

৮৩. ৬. ভিক্ষুগণ, রূপযুক্ত হইয়া পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয়, রূপবিহীন (বস্তুহীন) নহে। সেই রূপ পরিত্যাগ করিলে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয় না।

৮৪. ৭. ভিক্ষুগণ, বেদনা (অনুভূতি) যুক্ত হইয়া পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, বেদনাহীন নহে। সেই বেদনা পরিত্যাগ করিলে অকুশল উৎপন্ন হয় না।

৮৫. ৮. ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসহ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা (জ্ঞান) হীন নহে। সেই সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিলে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয় না।

৮৬. ৯. ভিক্ষুগণ, সবিজ্ঞান পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান হীন নহে। সেই বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে পাপ উৎপন্ন হয় না।

৮৭. ১০ ভিক্ষুগণ, সংখাতাম্মরণ (মিশ্রিত বা যৌগিক পদার্থ) সহযোগে পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, অসংখাত আরম্মণ পরিত্যাগ করিলে পাপ উৎপন্ন হয় না।"

৯. ৪. ধর্ম বর্গ

৮৮. ১. "ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি (চিত্তের বিমুক্তি ও প্রজ্ঞার বিমুক্তি)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৮৯. ২. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? বীর্য ও চিত্তের একাগ্রতা। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯০. ৩. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? নাম (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানকে নাম) এবং রূপ (দৃশ্যমান বস্তু)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯১. ৪. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? বিদ্যা ও বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯২. ৫. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? ভবদৃষ্টি (জন্মলাভের দৃষ্টি) ও বিভব দৃষ্টি (জন্ম অলাভের দৃষ্টি)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।।

৯৩. ৬. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? অহিরি (পাপে অলজ্জা) ও ওত্তপ্প (পাপের ভয়হীনতা)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯৪. ৭. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? হিরি (পাপে লজ্জা) ও ওত্তপ্প (পাপে ভয়)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯৫. ৮. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? একগুঁয়েমিতা ও

পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯৬. ৯. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? আনুগত্যতা ও কল্যাণমিত্রতা (সৎ বিষয়ে মিত্রতা)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯৭. ১০ ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? ধাতু কুশলতা (ধাতু জ্ঞানে দক্ষতা) ও মনসিকার কুশলতা (মনঃসংযোগ প্রদান দক্ষতা)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

৯৮. ১১. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? আপত্তি কুশলতা (দোষ জানতে দক্ষতা) ও আপত্তি উত্থান কুশলতা (দোষ হইতে অব্যাহতি লাভে নৈপুণ্যতা)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।"

১০. ৫. বাল বর্গ

৯৯. ১. "ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অনাগত ভার বহন করে এবং যে আগত ভার বহন করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ।

১০০. ২. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি আগত ভার বহন করে এবং যে ব্যক্তি অনাগত ভার বহন করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

১০১. ৩. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ।

১০২. ৪. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অন্যায়কে অন্যায় এবং ন্যায়কে ন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

১০৩. ৫. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি দোষকে নির্দোষ এবং নির্দোষকে দোষ মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ।

১০৪. ৬. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অদোষকে অদোষ এবং দোষকে দোষ মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

১০৫. ৭. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অধর্মকে ধর্মরূপে এবং ধর্মকে অধর্মরূপে জানে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ।

১০৬. ৮. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অধর্মকে অধর্মরূপে এবং ধর্মকে ধর্মরূপে মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

১০৭. ৯. ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অবিনয়কে বিনয় এবং বিনয়কে অবিনয় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ।

১০৮. ১০ ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অবিনয়কে অবিনয় এবং বিনয়কে বিনয় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

১০৯. ১১. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন দুইজনের? যে ব্যক্তি যাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা তাহাতে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার নহে তাহাতে উদ্বিগ্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়।

১১০. ১২. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন দুইজনের? যে ব্যক্তি উদ্বিগ্ন না হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয় না এবং উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

১১১. ১৩. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন দুইজনের? যে ব্যক্তি অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়।

১১২. ১৪. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন দুইজনের? যে ব্যক্তি অন্যায়কে অন্যায় এবং ন্যায়কে ন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

১১৩. ১৫. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন দুইজনের? যে ব্যক্তি নির্দোষকে দোষ এবং দোষকে নির্দোষ মনে করে। এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়।

১১৪. ১৬. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন দুইজনের? যে ব্যক্তি নির্দোষকে নির্দোষ এবং দোষকে দোষ মনে করে। এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

১১৫. ১৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অধর্মকে (অনীতিকে) ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়।

১১৬. ১৮. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অধর্মকে (অনীতিকে) অধর্ম এবং ধর্মকে ধর্ম মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না।

১১৭. ১৯. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অবিনয়কে বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনয়কে অবিনয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়।

১১৮. ২০. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অবিনয়কে অবিনয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনয়কে বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না।”

৩. তৃতীয় পঞ্চাশক

১১. ১. আশা বর্গ

১১৯. ১. "ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আশা পরিত্যাগ করা দুরুহ। কী কী? লাভের আশা এবং জীবনের আশা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আশা পরিত্যাগ করা দুরূহ।

১২০. ২. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। কে কে? যে উপকারী এবং যে ব্যক্তি উপকারের প্রত্যুপকার স্বীকার করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ।

১২১. ৩. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। কে কে? তৃপ্ত এবং তৃপ্তিকারী। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ।

১২২. ৪. ভিক্ষুগণ, এই দুইজনকে তৃপ্ত করা দুঃসাধ্য। কোন দুইজনকে? যে ব্যক্তি আয় জমা করে এবং সঞ্চয় অপব্যয় করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনকে তৃপ্ত করা দুঃসাধ্য।

১২৩. ৫. ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি সহজে তৃপ্ত হয়। কে কে? যে ব্যক্তি আয় করে না এবং সঞ্চয় অপব্যয় করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি সহজে তৃপ্ত হয়।

১২৪. ৬. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) কাম উৎপাদনকারী। কী কী? শুভ নিমিত্ত (বস্তুর প্রলোভনকারী গুণ) এবং অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞতাপূর্ণ মনোযোগ) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) কাম উৎপাদনকারী।

১২৫. ৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) দ্বেষ উৎপাদনকারী। কী কী? প্রতিঘ নিমিত্ত (বিরক্তি, ক্রোধ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য) এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মনোযোগ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) দ্বেষ উৎপাদনকারী।

১২৬. ৮. ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু মিথ্যাদৃষ্টির মূল (কারণ)। কী কী? অন্য জগৎ হইতে শব্দ এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মনোযোগ। ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু মিথ্যাদৃষ্টির মূল (কারণ)।

১২৭. ৯. ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু সম্যক দৃষ্টির মূল (কারণ)। কী কী? অন্য লোক হইতে শব্দ এবং জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ। ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু সম্যক দৃষ্টির মূল (কারণ)।

১২৮. ১০ ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ। কী কী? লঘু ও গুরু। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ।

১২৯. ১১. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ। কী কী? প্রদুষ্ট (পবিত্রতা বিনষ্টকারী) এবং অপ্রদুষ্ট (পবিত্রতা নষ্টকারী নহে)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ।

১৩০. ১২. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ। কী কী? সাবশেষ (আংশিক) এবং অনবশেষ (সম্পূর্ণ)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ।

১২. ২. উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্গ

১৩১. ১. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে সম্যকভাবে এইরূপ উচ্চাশা করিয়া থাকে, "সারিপুত্র এবং মৌদ্গালায়ন যাদৃশ ছিলেন আমি তাদৃশ হইব।" ভিক্ষুগণ, এইগুলি তুলাদণ্ড এবং মান যাহার দ্বারা আমার শ্রাবক ভিক্ষু যেমন : সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়নের মূল্যায়ন করিতে হয়।

১৩২. ২. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী ভিক্ষুণী উচ্চাশাযোগ্য বিষয়ে সম্যকভাবে এইরূপ উচ্চাশা করে : "আমি ভিক্ষুণী ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণা যাদৃশ ছিলেন তাদৃশ হইব।" ভিক্ষুগণ, এইগুলি তুলাদণ্ড এবং মান যদ্বারা আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণী যেমন : ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণা প্রভৃতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

১৩৩. ৩. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান উপাসক উচ্চাশা করিলে এইরূপ উচ্চাশাই করিতে থাকে—"আমি যদি তাদৃশ হইতাম যাদৃশ ছিলেন গৃহপতি চিত্ত এবং হস্তক।" ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান উপাসক উচ্চাশা করিলে এইরূপ উচ্চাশাই করিতে থাকে—"আমি যদি তাদৃশ হইতাম যাদৃশ ছিলেন গৃহপতি চিত্ত এবং হস্তক প্রভৃতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

১৩৪. ৪. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা উচ্চাশা করিলে এইরূপ উচ্চাশাই করিয়া থাকে—"আমি যদি উপাসিকা খুজ্জুত্তরা এবং বেলুকন্টকিয়া নন্দমাতা সদৃশ হইতাম!" ভিক্ষুগণ, এইগুলি তুলাদণ্ড এবং মান যদ্বারা আমার শ্রাবিকা উপাসিকা যেমন : খুজ্জুত্তরা এবং বেলুকন্টকিয়া নন্দমাতা প্রভৃতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

১৩৫. ৫. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত মূর্খ, পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীন হইয়া যে প্রশংসার অযোগ্যকে প্রশংসা করে এবং একই কারণে প্রশংসাযোগ্যকে নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই মন্দ গুণে ভূষিত মূর্খ, পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞজন

কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু পাপ প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত, পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য সৃষ্টি করে। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যে প্রশংসাযোগ্যকে প্রশংসা করে এবং একই কারণে প্রশংসার অযোগ্যকে নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত, পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য সৃষ্টি করে।

১৩৬. ৬. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ মন্দ বিষয়াসক্ত মূর্খ পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীন হইয়া সে অপ্রসাদনীয় (অবিশ্বস্ত) বিষয়ে প্রসাদিত (সন্তুষ্ট) হয় এবং একই কারণে প্রসাদনীয় বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ মন্দ বিষয়াসক্ত মূর্খ পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য সৃষ্টি করে। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সে অপ্রসাদনীয় বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে।

১৩৭. ৭. ভিক্ষুগণ, দুইজনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? মাতাপিতা। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, দুইজনের প্রতি সম্যক আচরণ দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি, পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? মাতা এবং পিতা। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের প্রতি সম্যক আচরণ দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি, পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ

কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে।

১৩৮. ৮. ভিক্ষুগণ, দুইজনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মূর্খ পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? তথাগত ও তথাগতের শ্রাবক। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মূর্খ পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের প্রতি সম্যক আচরণকারী পণ্ডিত, পুণ্যবান সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? তথাগত এবং তথাগতের শ্রাবক। ভিক্ষুগণ, এই দুই জনের প্রতি সম্যক আচরণকারী পণ্ডিত, পুণ্যবান সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে।

১৩৯. ৯. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? চিত্ত পরিশুদ্ধি এবং জগতের কোনো বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

১৪০. ১০ ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কী কী? রাগ (ক্রোধ) এবং শত্রুতা। এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৪১. ১১. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? ক্রোধ সংযম এবং মন্দ ধারণা পোষণে সংযম। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।"

১৩. ৩. দান বর্গ

১৪২. ১. "ভিক্ষুগণ, দান এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ (বস্তুগত) দান এবং নিরামিষ দান (ধর্ম দান)। দান এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার দানের মধ্যে ধর্ম দানই শ্রেষ্ঠ।

১৪৩. ২. ভিক্ষুগণ, যজ্ঞ এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ যজ্ঞ এবং নিরামিষ যজ্ঞ। এই দ্বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে ধর্ম যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

১৪৪. ৩. ভিক্ষুগণ, ত্যাগ এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ ত্যাগ এবং ধর্ম-ত্যাগ। এই দুই প্রকার ত্যাগ। এই দ্বিবিধ ত্যাগের মধ্যে ধর্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

১৪৫. ৪. ভিক্ষুগণ, পরিত্যাগ এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ পরিত্যাগ এবং ধর্ম পরিত্যাগ। পরিত্যাগ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পরিত্যাগের মধ্যে ধর্ম পরিত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

১৪৬. ৫. ভিক্ষুগণ, ভোগ এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ ভোগ এবং

ধর্ম ভোগ। ভোগ এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভোগের মধ্যে ধর্ম ভোগই শ্রেষ্ঠ।

১৪৭. ৬. ভিক্ষুগণ, সম্ভোগ (উপভোগ) এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ সম্ভোগ এবং ধর্ম সম্ভোগ। সম্ভোগ এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার সম্ভোগের মধ্যে ধর্ম সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ।

১৪৮. ৭. ভিক্ষুগণ, বিভাজন দ্বিবিধ। কী কী? আমিষ বিভাজন এবং ধর্ম বিভাজন। বিভাজন এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ বিভাজনের মধ্যে ধর্ম বিভাজনই শ্রেষ্ঠ।

১৪৯. ৮. ভিক্ষুগণ, সংগ্রহ দুই প্রকার। কী কী? আমিষ সংগ্রহ এবং ধর্ম সংগ্রহ। সংগ্রহ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে ধর্ম সংগ্রহই শ্রেষ্ঠ।

১৫০. ৯. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার অনুগ্রহ (দয়া)। কী কী? আমিষ অনুগ্রহ ও ধর্মানুগ্রহ। অনুগ্রহ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ অনুগ্রহের মধ্যে ধর্মানুগ্রহই শ্রেষ্ঠ।

১৫১. ১০ ভিক্ষুগণ, অনুকম্পা এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ অনুকম্পা এবং ধর্মানুকম্পা। অনুকম্পা এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ অনুকম্পার মধ্যে ধর্মানুকম্পাই শ্রেষ্ঠ।”

১৪. ৪. অভ্যর্থনা বর্গ

১৫২. ১. “ভিক্ষুগণ” অভ্যর্থনা এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ (বস্তুগত) অভ্যর্থনা এবং ধর্ম অভ্যর্থনা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ অভ্যর্থনার মধ্যে ধর্ম অভ্যর্থনাই শ্রেষ্ঠ।

১৫৩. ২. ভিক্ষুগণ, সদয় অভ্যর্থনা দ্বিবিধ। কী কী? আমিষ সদয় এবং ধর্ম সদয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সদয়ের মধ্যে ধর্ম সদয়ই শ্রেষ্ঠ।

১৫৪. ৩. ভিক্ষুগণ, অনুসন্ধান এই দ্বিবিধ। কী কী? বস্তু অনুসন্ধান এবং ধর্মানুসন্ধান। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ অনুসন্ধানের মধ্যে ধর্মানুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ।

১৫৫. ৪. ভিক্ষুগণ, আন্তরিক শিক্ষা এই দুই প্রকার। কী কী? বস্তুগত আন্তরিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তরিক শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আন্তরিক শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় আন্তরিক শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

১৫৬. ৫. ভিক্ষুগণ, পর্যবেক্ষণ এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ পর্যবেক্ষণ এবং ধর্ম পর্যবেক্ষণ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পর্যবেক্ষণের মধ্যে ধর্ম পর্যবেক্ষণই শ্রেষ্ঠ।

১৫৭. ৬. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ পূজা। কী কী? আমিষ (বস্তুগত) পূজা এবং ধর্মপূজা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পূজার মধ্যে ধর্মপূজাই শ্রেষ্ঠ।

১৫৮. ৭. ভিক্ষুগণ, আতিথেয়তা এই দ্বিবিধ। কী কী? বস্তুগত আতিথেয়তা এবং ধর্মাতিথেয়তা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আতিথেয়তার মধ্যে ধর্মাতিথেয়তাই শ্রেষ্ঠ।

১৫৯. ৮. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ ঋদ্ধি এবং ধর্ম ঋদ্ধি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ঋদ্ধির মধ্যে ধর্ম ঋদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

১৬০. ৯. ভিক্ষুগণ, বৃদ্ধি এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ-বৃদ্ধি এবং ধর্ম-বৃদ্ধি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বৃদ্ধির মধ্যে ধর্মবৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

১৬১. ১০ ভিক্ষুগণ, সম্পদ এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ-সম্পদ এবং ধর্ম-সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার সম্পদের মধ্যে ধর্মসম্পদই শ্রেষ্ঠ।

১৬২. ১১. ভিক্ষুগণ, সঞ্চয় এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ-সঞ্চয় এবং ধর্ম-সঞ্চয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার সঞ্চয়ের মধ্যে ধর্মসঞ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

১৬৩. ১২. ভিক্ষুগণ, উন্নতি এই দুই প্রকার। কী কী? আমিষ উন্নতি এবং ধর্মোন্নতি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার উন্নতির মধ্যে ধর্মোন্নতিই শ্রেষ্ঠ।”

১৫. ৫. সমাপত্তি বর্গ

১৬৪. ১. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? আধ্যাত্মিক লাভে দক্ষ এবং সমাপত্তি বহির্ভূত লাভে দক্ষ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৬৫. ২. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? ন্যায়পরায়ণতা এবং কোমলতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৬৬. ৩. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? ক্ষান্তি (ধৈর্য) এবং নম্রতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৬৭. ৪. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? আনন্দদায়ী এবং সদয় অভ্যর্থনা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৬৮. ৫. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? অহিংসা এবং বিশুদ্ধতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৬৯. ৬. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? ইন্দ্রিয়দ্বারে অসংযমশীলতা এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীনতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭০. ৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? ইন্দ্রিয়দ্বারে সংযমশীলতা এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭১. ৮. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? বিবেচনা বল এবং ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭২. ৯. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? স্মৃতিবল এবং সমাধিবল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৩. ১০. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? শমথ (শান্ত) এবং বিদর্শন (অন্তর্দর্শন)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৪. ১১. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? শীলবিপত্তি ও দৃষ্টিবিপত্তি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৫. ১২. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? শীল (নৈতিক) সম্পদ এবং দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৬. ১৩. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? শীল বিশুদ্ধি এবং দৃষ্টি বিশুদ্ধি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৭. ১৪. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? দৃষ্টিবিশুদ্ধি এবং তাদৃশ প্রচেষ্টা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৮. ১৫. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? অসন্তুষ্টিতা এবং কুশলধর্মের প্রচেষ্টায় অনিচ্ছা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৭৯. ১৬. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? স্মৃতিবিহ্বলতা এবং বোধশক্তিহীনতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

১৮০. ১৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কী কী? স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান (বোধশক্তি)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।”

১৬. কোধপেয়্যালং

১৮১. ১. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? ক্রোধ এবং ঈর্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

২. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? ভাণ এবং ঈর্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

৩. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য (কৃপণতা)। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

৪. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? মায়া (প্রবঞ্চনা) এবং বিশ্বাসঘাতকতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

৫. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

১৮২. ৬. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? অক্রোধ এবং অনীর্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

৭. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? ছলনাহীনতা (সততা) এবং বিদ্বেষহীনতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

৮. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য (অকৃপণতা)। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

৯. ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাস ঘাতকতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

১০ ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কী কী? লজ্জা এবং ভয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

১৮৩. ১১. ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? ক্রোধ এবং ঈর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

১২. ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

১৩. ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্যে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

১৪. ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

১৫. ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

১৮৪. ১৬. ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? অক্রোধ এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

১৭. ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

১৮. ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্যে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

১৯. ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? অপ্রবঞ্চনতা এবং অবিশ্বাসঘাতকতায় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

২০. ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কী কী? লজ্জা এবং ভয় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

১৮৫. ২১. ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কী কী? ক্রোধ এবং ঈর্ষা। এই দুই

বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

২২. ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

২৩. ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

২৪. ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কী কী? প্রবঞ্চনতা এবং বিশ্বাস ঘাতকতা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

২৫. ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কী কী? লজ্জা এবং ভয়হীনতা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত করে।

১৮৬. ২৬. ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কী কী? অক্রোধ এবং অনীর্ষা। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

২৭. ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কী কী? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষা। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

২৮. ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

২৯. ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

৩০. ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কী কী? লজ্জা এবং ভয়। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

১৮৭. ৩১. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? ক্রোধ এবং ঈর্ষা সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩২. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩৩. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩৪. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩৫. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৮৮. ৩৬. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কী কী? অক্রোধ এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

৩৭. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কী কী? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

৩৮. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্যে সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

৩৯. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

৪০. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কী কী? লজ্জা এবং ভয় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফলস্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

১৮৯. ৪১. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর

দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

৪২. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

৪৩. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্যে এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

৪৪. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতায়। এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

৪৫. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা। এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

১৯০. ৪৬. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? অক্রোধ এবং বিদ্বেষহীনতায়। এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

৪৭. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষায়। এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

৪৮. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্যে। এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

৪৯. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অনীর্ষায়। এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে

পুনর্জন্ম লাভ করে।

৫০. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতায়। এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোনো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

১৭. অকুসলপেয়্যালং

১৯১-২০০. ১. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কী কী? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

২. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কী কী? ভান এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

৩. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কী কী? ঈর্ষা এবং কৃপণতা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

৪. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

৫. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

৬. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কী কী? অক্রোধ এবং বিদ্বেষহীনতা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

৭. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কী কী? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

৮. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কী কী? অনীর্ষা এবং অকৃপণতা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

৯. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

১০. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কী কী? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

১১. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কী কী? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

১২. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

১৩. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য

এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

১৪. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

১৫. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কী কী? অলজ্জা এবং অভয় এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

১৬. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কী কী? অক্রোধ এবং অবিদ্বেষ এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

১৭. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কী কী? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

১৮. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

১৯. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

২০. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কী কী? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

২১. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কী কী? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

২২. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

২৩. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

২৪. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

২৫. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

২৬. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কী কী? অক্রোধ এবং অবৈরিতা এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

২৭. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কী কী? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

২৮. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

২৯. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং

অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

৩০. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কী কী? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

৩১. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

৩২. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

৩৩. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

৩৪. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

৩৫. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

৩৬. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? অক্রোধ এবং অবৈরিতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

৩৭. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

৩৮. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

৩৯. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

৪০. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কী কী? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

৪১. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কী কী? ক্রোধ এবং বৈরিতা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

৪২. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কী কী? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

৪৩. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কী কী? বিদ্বেষ এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

৪৪. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কী কী? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

৪৫. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কী কী?

লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

৪৬. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কী কী? অক্রোধ এবং অবৈরিতা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

৪৭. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কী কী? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

৪৮. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কী কী? অবিদ্বেষ এবং অকৃপণতা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

৪৯. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কী কী? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

৫০. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কী কী? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।”

১৮. বিনয়পেয়্যালং

২০১. “ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের নিমিত্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। কী কী? সংঘের উৎকর্ষতা এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

দুর্মূর্খ ভিক্ষুদের নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং উত্তম ভিক্ষুদের স্বস্তির জন্য; ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনেই) আশ্রব, বৈরিতা, দোষ, ভয়, অকুশলের সংযমের জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আসব, বৈরিতা, দোষ, ভয়, অকুশলের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের জন্য; ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

গৃহীদের প্রতি অনুকম্পাবশত এবং পাপেচ্ছুদের পাপ উৎপাটনের জন্য; ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য; ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

সদ্ধর্মের স্থিতি, বিনয়ের (শাসনের) সমর্থনের জন্য। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

২০২-২৩০. ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের নিমিত্ত তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। কী কী? প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ্য (নৈতিক দায়িত্ব)... প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি... প্রবারণা... প্রবারণা উদ্‌যাপন... তর্জনীয় কর্ম (মন্দ আচরণের নিন্দাবাদ)... নিস্‌সয় কর্ম পব্বাজনীয় কর্ম (নির্বাসন)... প্রতিসারণীয় কর্ম (পুনর্বাসন)... উৎক্ষেপনীয় কর্ম (সংঘ হইতে বহিষ্কার নির্বাসন)... পরিবাস দান... মূলায় প্রতিকর্ষণ (পদাবনতি)... মানত্তদান (আত্মনিগ্রহ)... অব্‌ভান (পুনর্বাসন)... বোসারণীয় (পুনঃপ্রতিষ্ঠা)... নিস্‌সারণীয় (নির্বাসন)... উপসম্পদা... ঞত্তিকর্ম (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মত যাচাই)... ঞত্তিদুতিয় কর্ম (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার মত যাচাই)... ঞত্তিচতুর্থ কর্ম (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চতুর্থবার মত যাচাই)... অপ্পঞ্‌ঞত্তে (নূতন বিধি অনুমোদন)... পঞ্‌ঞত্তে (বিধি সংশোধন করিয়া)... সম্মুখ বিনয় (উভয় পক্ষের সম্মুখে অনুসন্ধান)... সতিবিনয় (স্মৃতি বিনয়)... অমূল্‌হ বিনয় (মানসিক ব্যাধির পর পুনরুদ্ধার) পটিঞ্ঞাতকরণ (স্বপক্ষের সম্মতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ)... যেভুয্যসিক (সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কার্যসূচি)... তস্‌সপাপিয়সিক (দোষীর বিরুদ্ধে কার্যসূচি) তিনবত্থারক (তৃণ সদৃশ আচ্ছাদন)। এই সমস্ত ফলের জন্য তথাগত তাঁহার শ্রাবকদের জন্য দ্বিবিধ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন। দ্বিবিধ কী কী? সংঘের উৎকর্ষতা, শ্রীবৃদ্ধির... দুর্মূর্খ ভিক্ষুদের সংযত ও উত্তম ভিক্ষুদের স্বস্তির জন্য... ইহ জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের আশ্রব, বৈরিতা, দোষ, ভয়, অকুশলের বিরূদ্ধে সংযম রক্ষার জন্য... গৃহীদের প্রতি অনুকম্পাবশত, পাপেচ্ছুদের পাপ উৎপাটনের জন্য... অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং বিশ্বস্তদের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য... সদ্ধর্মের স্থিতি ও বিনয়ের (নীতির) অনুগ্রহের জন্য। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য তৃণসদৃশ আচ্ছাদন প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

১৯. রাগপেয়্যালং

২৩১. ভিক্ষুগণ, রাগের (কামের) পূর্ণ বোধগম্যতার জন্য এই দ্বিবিধ শর্ত অনুশীলন করিতে হইবে। দ্বিবিধ কী কী? শমথ (শান্ত) এবং বিদর্শন (অর্ন্তদর্শন)। ভিক্ষুগণ, রাগের পূর্ণ বোধগম্যতার জন্য এই দ্বিবিধ শর্ত অনুশীলন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ, কামের পূর্ণ বোধগম্যতার... সম্পূর্ণ ধ্বংসের, পরিত্যাগের,

সমাপ্তির, ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দ্বিবিধ বিষয় ভাবিতে হইবে।

২৩২-২৪৬. ভিক্ষুগণ,... ক্রোধ, মোহ, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বৈরিতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, একগুঁয়েমি, অহংকার, দাম্ভিকতা, মানসিক উত্তেজনা, অবহেলা ধ্বংসের, পরিত্যাগের জন্য এই দ্বিবিধ বিষয় অনুশীলন করিতে হইবে। কী কী? শমথ এবং বিদর্শন। এই দ্বিবিধ বিষয় অনুশীলন করিতে হইবে।”

॥ দুক নিপাত সমাপ্ত ॥

তিক নিপাত

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. মূর্খ বর্গ

১. ভয় সূত্র

১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত," ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, যেই সকল ভয় উৎপন্ন হয় সেইগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। যে কিছু বিপদ তাহাদের সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। যাহা কিছু উপদ্রব উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে।

"যেমন ভিক্ষুগণ, বাঁশের বা ঘাসের কুটির হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইলে কুটির জ্বলিয়া ত্রিকোণ ধার ছাদ বিশিষ্ট গৃহ, বাতাস প্রবেশ করে না এমন ভিতর-বাহির চুন, বালি, জল দ্বারা জমাট গৃহ, উত্তমরূপে সংযুক্ত দরজা-জানালাযুক্ত গৃহ জ্বলিয়া যায়, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু ভয় সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। যাহা কিছু বিপদ উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু উপদ্রব উৎপন্ন হয় মূর্খ ব্যক্তির নিকট, পণ্ডিত ব্যক্তির নহে। এইরূপে ভিক্ষুগণ, মূর্খের মধ্যে ভয়, বিপদের ভীতি, উপদ্রব উৎপন্ন হয়, জ্ঞানীর মধ্যে নহে। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ভয়, বিপদের ভীতি, উপদ্রব আসে না। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত : এই ত্রি-অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া (যে তিন প্রকার অবস্থা দ্বারা মূর্খকে জানা যায় সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়া) আমরা সেই ত্রি-অবস্থার অর্জন এবং অনুশীলন করিব যদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বয়ং এইরূপ শিক্ষা করিবে।"

২. লক্ষণ সূত্র

২. ভিক্ষুগণ, কর্মের দ্বারা মূর্খের লক্ষণ জানা যায়, কর্ম দ্বারা জ্ঞানীর লক্ষণ জানা যায়, আচরণে জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়। তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়। সেইগুলি কী কী? কায়, বাক্য ও মনের দুষ্কৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিন বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায়। সেই গুলি কী কী? কায়, বাক্য ও মনের পবিত্রতা দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিন বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত : যে তিনটি বিষয় দ্বারা মূর্খকে জানা যায় সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়া যে তিনটি বিষয় দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায় সেই ত্রি-অবস্থার অর্জন ও অনুশীলন করিব। ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

৩. চিহ্ন সূত্র

৩. ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির এই ত্রি-লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন। কী কী? ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্ভাষণকারী ও দুষ্কর্মকারী। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি কিভাবে জানিত যে, এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ? যেহেতু ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্ভাষণকারী ও দুষ্কর্মকারী সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন : এই ব্যক্তি মূর্খ অসৎপুরুষ। ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির এই ত্রি-লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন।

ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তির এই ত্রি-লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন। কী কী? ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তি সুচিন্তা করে, সুভাষিত বাক্য ভাষণ করে ও সুকর্ম সম্পাদন করে। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সুচিন্তাকারী, সৎ বাক্য ভাষী, সুকর্ম সম্পাদনকারী না হইতেন তাহা হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি কিভাবে জানিতেন যে এই ব্যক্তি সৎপুরুষ? যেহেতু ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তি সুচিন্তা করে, সুভাষিত বাক্য ভাষণ করে ও সুকর্ম সম্পাদন করে। সেই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে জানেন : এই ব্যক্তি জ্ঞানী, সৎপুরুষ। ভিক্ষুগণ, এইগুলি জ্ঞানী ব্যক্তির এই ত্রিলক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন।"

৪. অচ্চয় সূত্র

৪. "ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? সে দোষকে দোষ হিসেবে দর্শন করে না, যখন দোষ দেখে তাহার প্রতীকার করে না। কিন্তু অপরে দোষ স্বীকার করিলেও সে ক্ষমার যোগ্য বিষয়ে ক্ষমা

করে না। এই তিনটি বিষয় দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? তিনি দোষকে দোষ হিসেবে দর্শন করেন, যখন দোষ দেখেন তাহার প্রতিকার করে। অপরে দোষ স্বীকার করিলে তিনি ক্ষমার যোগ্য বিষয়ে ক্ষমা করেন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।"

৫. অযোনিশ সূত্র

৫. "ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? যথাযথ বিবেচনা না করিয়া সে প্রশ্ন করে, যথাযথ বিবেচনা না করিয়া সে উত্তর দান করে। অপরে বিবেচনাপূর্ণ, মার্জিত ভাষায় যথাযথ প্রশ্নোত্তর দান করিলেও সেইগুলি সে অনুমোদন করে না। ভিক্ষুগণ, এই তিন বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? যথাযথ বিবেচনা করিয়া সে প্রশ্ন করে, যথাযথ বিবেচনা করিয়া সে উত্তর দান করে। অপরে বিবেচনাপূর্ণ, মার্জিত ভাষায় যথাযথ প্রশ্নোত্তর দান করিলেও সেইগুলি তিনি অনুমোদন করেন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।"

৬. অকুশল সূত্র

৬. ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়। কী কী? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অকুশল কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কুশল কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।"

৭. সাবজ্জ সূত্র

৭. ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? কায়, বাক্য ও মনের নিন্দার্হ কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অনবদ্য কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।

৮. সব্যাবজ্জ সূত্র

৮. ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? ঈর্ষাপূর্ণ কায়িক, ঈর্ষাপূর্ণ বাচনিক ও ঈর্ষাপূর্ণ মানসিক কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কী কী? ঈর্ষাবিহীন কায়, ঈর্ষাবিহীন বাক্য ও ঈর্ষাবিহীন মনো কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।”

৯. খত সূত্র

৯. “ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া মূর্খ, পাপী, অসৎপুরুষ নিষ্প্রাণ, উৎপাটিত বস্তু সদৃশ হইয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিন্দিত তিরস্কৃত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। কী কী? কায়, বাক্য ও মনের অপবিত্রতা দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া মূর্খ, পাপী, অসৎপুরুষ নিষ্প্রাণ, উৎপাটিত বস্তু সদৃশ হইয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিন্দিত তিরস্কৃত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে গুণান্বিত, পুণ্যবান, সৎপুরুষ অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীবতা লাভ করিয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও বহু পুণ্য প্রসব করে। কী কী? কায়, বাক্য ও মনের পবিত্রতা দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে গুণান্বিত, পুণ্যবান, সৎপুরুষ অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীবতা লাভ করিয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও বহু পুণ্য প্রসব করে।

১০. মল সূত্র

১০ ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে সমর্পিত হইয়া তিন প্রকার দোষ পরিত্যাগ না করিয়া একজন লোক তাহার শাস্তির আচরণস্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনটি দোষ কী কী? সে দুঃশীল এবং তাহার দ্বারা দুঃশীলতা পরিত্যক্ত হয় না; সে ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তাহার ঈর্ষা পরিত্যক্ত হয় না; সে মাৎসর্যশীল (কৃপণ) হয় এবং তাহার মাৎসর্যশীলতা পরিত্যক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে সমর্পিত হইয়া তিন প্রকার দোষ পরিত্যাগ না করিয়া একজন লোক তাহার শাস্তির আচরণস্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে গুণান্বিত হইয়া এই তিনটি বিষয় পরিহার করিয়া যে-কোনো ব্যক্তি তাহার সুকৃতিস্বরূপ সুগতিতে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? সে শীলবান হয় এবং তাহার দুঃশীল মল পরিত্যক্ত হয়; সে ঈর্ষাহীন হয় এবং

তাহার ঈর্ষামল পরিত্যক্ত হয়; সে অকৃপণ হয় এবং তাহার কৃপণতা পরিত্যক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে গুণান্বিত হইয়া এই তিনটি বিষয় পরিহার করিয়া যে-কোনো ব্যক্তি তাহার সুকৃতিস্বরূপ সুগতিতে নিক্ষিপ্ত হয়।”

২. রথচক্র বর্গ

১. জ্ঞাত সূত্র

১১. ভিক্ষুগণ, উত্তমরূপে জ্ঞাত ভিক্ষু তিনটি বিষয়ে সমন্বিত হইলে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, দেব-মনুষ্য বহুজনের অনর্থ, অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। কী কী? সে অপরকে ধর্মের বিপরীত ধারণা লাভ করিতে উৎসাহিত করে। ভিক্ষুগণ, উত্তমরূপে জ্ঞাত ভিক্ষু তিনটি বিষয়ে সমন্বিত হইলে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, দেব-মনুষ্য বহুজনের অনর্থ, অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ, একজন উত্তমরূপে জ্ঞাত ভিক্ষু তিনটি গুণে ভূষিত হইলে বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, দেবমনুষ্য বহুজনের অর্থ, হিত ও সুখের কারণ হয়। কী কী? সে অপরকে ধর্মের বিধানানুসারে কাজ করিতে, ভাষণ করিতে উৎসাহিত করে; সে অপরকে ধর্মীয় ধারণা লাভে উৎসাহিত করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে ভূষিত হইলে বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, দেবমনুষ্য বহুজনের অর্থ, হিত ও সুখের কারণ হয়।

২. সারণীয় সূত্র

১২. “ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার যাবজ্জীবন মনে রাখার ব্যাপার। তিনটি কী কী? ভিক্ষুগণ, প্রথমত, যেইস্থানে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত রাজার প্রথম স্মরণীয় বিষয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যেই স্থানে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ইহা তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ক্ষত্রিয় রাজার যাবজ্জীবন তৃতীয় স্মরণীয় বিষয় হইল তিনি যে স্থানে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, যুদ্ধ জয়ী হিসেবে যেই স্থান তিনি অধিকার করিয়াছেন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার যাবজ্জীবন মনে রাখার বিষয়।

তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর এই তিনটি বিষয় যাবজ্জীবন স্মরণীয়।

কী কী? ভিক্ষুগণ, যে স্থানে একজন ভিক্ষু কেশ শ্মশ্রু ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র আবৃত হইয়া আগারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করেন সেই স্থান তাঁহার যাবজ্জীবন প্রথম স্মরণীয় বিষয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর যাবজ্জীবন দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় হইল যে স্থানে তাঁহার "ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা" এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যে স্থানে একজন ভিক্ষু আসব ক্ষয় করিয়া অনাসব (মুক্ত) চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করেন এবং দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে বিহার করেন ইহা তাঁহার তৃতীয় যাবজ্জীবন স্মরণীয় বিষয়। ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর এই তিনটি বিষয় যাবজ্জীবন স্মরণীয়।"

৩. আসংশ সূত্র

১৩. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? আশাহীন, আশাবাদী এবং যে আশা পরিহার করিয়াছে। ভিক্ষুগণ, আশাহীন ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি নীচ কুলে বা চণ্ডালকুলে বা ব্যাধকুলে বা ঝুড়ি তৈরিকারের পরিবারে বা রথচালক বা ঝাড়ুদারকুলে বা কোনো দরিদ্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে যার পক্ষে খাদ্যের সংস্থান করা বা জীবিকার্জন বা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা কষ্টকর। অধিকন্তু সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিৎ, বামন, রুগ্ণ, ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন, বক্র, খঞ্জ বা বিকলাঙ্গ। সে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালাগন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আসন, প্রদীপলাভী হয় না। সে এইরূপ শুনিতে পায় : "ক্ষত্রিয়ের বদান্যতায় ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অমুক অমুক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছে।" কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে এইরূপ হয় না; আমি আশ্চর্য হই ক্ষত্রিয়েরা কি আমাকে ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত করিবেন? ভিক্ষুগণ, এইরূপ পুদ্গল নিরাশ (আশাহীন) পুদ্গল বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, আশাবাদী পুদ্গল কিরূপ? মনে কর ভিক্ষুগণ, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অভিষেকের যোগ্য কিন্তু অভিষিক্ত হয় নাই এবং সে অভিষিক্ত হওয়ার বয়ঃপ্রাপ্ত। সে শুনিতে পায় "অমুক ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছে।" তাহার এইরূপ মনে হয় : ক্ষত্রিয়গণ কখন আমাকে ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত করিবেন? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি আশাবাদী বলিয়া কথিত। ভিক্ষুগণ, কীরূপ ব্যক্তি আশাহত? মনে কর ভিক্ষুগণ, ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত কোনো রাজা আছে। সে শুনিতে পায় : অমুক ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত। কিন্তু তাহার এইরূপ মনে হয় না : ক্ষত্রিয়গণ কখন আমাকে ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত করিবেন? তাহার কারণ কী? যেহেতু

ভিক্ষুগণ, পূর্বে অনভিষিক্ত ব্যক্তির অভিষেকের আশা সম্পূর্ণরূপে বিগত। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি আশাহত ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুদের মধ্যেও তিন প্রকার ভিক্ষু বিদ্যমান। কী কী? নিরাশ, আশান্বিত, আশাহত। ভিক্ষুগণ, নিরাশ পুদ্‌গল ভিক্ষু কেমন? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু দুঃশীল (নীতিহীন), মন্দকর্মা, সন্দেহপরায়ণ, গোপনে কার্য সম্পাদনকারী। যদিও সে শ্রমণ বলিয়া ভান করে প্রকৃতই সে শ্রমণ নহে, অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীর ভান করে, অভ্যন্তরীণ দোষযুক্ত এবং কামাসক্ত, চরিত্রহীন। সে এইরূপ শুনিতে পাইল : "অমুক অমুক ভিক্ষু আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসব, স্বয়ং ইহজীবনেই সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে।" কিন্তু তাহার এইরূপ চিন্তা হয় না—কখন আমি আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসব হইব এবং চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু নিরাশ বলিয়া পরিচিত। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ভিক্ষু আশান্বিত? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু শীলবান এবং কল্যাণ ধর্মপরায়ণ (নীতিবান ও উত্তম চরিত্রবান)। তিনি শুনিতে পাইলেন, "অমুক অমুক ভিক্ষু আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসব, স্বয়ং ইহজীবনেই সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে।" তখন তিনি এইরূপ ভাবেন : কখন আমি আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসব হইব এবং চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু আশান্বিত ভিক্ষু বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, কীরূপ ভিক্ষু আশাহত? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু ক্ষীণাসব, অর্হৎ। তিনি শুনিতে পাইলেন, "এইরূপ এইরূপ ভিক্ষু আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসব, স্বয়ং ইহজীবনেই সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে।" কিন্তু তাঁহার এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় না—কখন আমি আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসব হইব এবং চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব? তাহার কারণ কী? যেহেতু ভিক্ষুগণ, পূর্বে অবিমুক্তের বিমুক্তির আশা এখন উপশান্ত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু আশাহত বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে এইরূপ তিন প্রকার ভিক্ষু বিদ্যমান।

৪. চক্রবর্তী সূত্র

১৪. ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী রাজাও রাজা বিহীন নহে।” এইরূপ উক্ত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলেন, “ভন্তে, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তীর রাজা কে? “ভিক্ষুগণ, ধর্ম”, বুদ্ধ উত্তর দিলেন এবং বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা যোদ্ধাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন যাহারা তাঁহাকে অতিথি সৎকারক হিসেবে অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ এবং গৃহপতিদের, দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারীদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, পশুপাখিদের সমভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ভিক্ষু, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা যোদ্ধাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাহারা তাঁহাকে অতিথি সৎকারক হিসেবে অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ এবং গৃহপতিদের, দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারীদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, পশুপাখিদের সমভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধর্মরূপ চক্র প্রবর্তন করেন। সেই সার্বভৌমত্বের চক্র কোনো ধরনের মনুষ্য বা শত্রু দ্বারা বিধ্বস্ত করা যায় না।

তদ্রূপ ভিক্ষু, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার কায়কর্মের প্রহরী, সব সময় তিনি এইরূপ ভাবেন : এইরূপ কায়িক কর্ম অনুসরণযোগ্য, এইরূপ কায়িক কর্ম অনুসরণযোগ্য নহে। পুনঃ ভিক্ষু, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার বাচনিক কর্মের সুরক্ষক, সব সময় তিনি এইরূপ ভাবেন : এইরূপ

বাচনিক কর্ম অনুসরণযোগ্য, এইরূপ বাচনিক কর্ম অনুসরণযোগ্য নহে। পুনঃ ভিক্ষু, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার মানসিক কর্মের সুরক্ষক, সব সময় তিনি এইরূপ ভাবেন : এইরূপ মানসিক কর্ম অনুসরণযোগ্য, এইরূপ মানসিক কর্ম অনুসরণযোগ্য নহে। হে ভিক্ষু, সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম-নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার কায়িক কর্মের সুরক্ষক, সব সময় তিনি এইরূপ ধর্মত কায়িক কর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, বাচনিক কর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ও মানসিক কর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধর্মরূপ অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেই ধর্মচক্র জগতের কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, দেব বা মার বা ব্রহ্মা কাহারও দ্বারা উল্টান যায় না।”

৫. সচেতন[১]/পচেতন সূত্র

১৫. ১. এক সময় ভগবান বারাণসীর মৃগদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “ভিক্ষুগণ। হ্যাঁ ভন্তে”, ভিক্ষুগণ ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভিক্ষুগণ, এক সময় পচেতন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন রাজা পচেতন তাঁহার রথকারকে আহ্বান করিলেন, “সৌম্য রথকার, এখন হইতে ছয় মাস পরে এক যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। সৌম্য রথকার, আপনি কি আমাকে এক জোড়া নব চক্র তৈরি করিয়া দিতে পারেন?” “দেব, পারি” রথকার রাজাকে বলিলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণ, যখন ছয় দিন কম ছয় মাস হইল তখন রথকার মাত্র একটি চক্র তৈরি শেষ করিল। তখন রাজা রথকারকে বলিলেন, “সৌম্য রথকার, এখন হইতে ছয় দিন পর যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। নব চক্র তৈরি কি শেষ হইয়াছে?” “দেব, ছয় দিন কম এই ছয় মাসে একটি চক্র সমাপ্ত হইয়াছে।” “কিন্তু আপনি ছয় দিনে দ্বিতীয় চক্রটি শেষ করিতে পারিবেন?” “দেব, হ্যাঁ পারিব” রথকার উত্তর দিলেন।

২. অতঃপর ভিক্ষুগণ, ছয় দিনের মধ্যে দ্বিতীয় চক্র নির্মাণ সমাপ্ত করিয়া রথকার নূতন চক্র যুগল নিয়া রাজা পচেতন যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত

---

[১]। দেবনাগরী অক্ষরে ‘সচেতন’।

হন। সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, "দেব, আপনার এই নব চক্র যুগল সমাপ্ত হইয়াছে।" "সৌম্য রথকার, যে চক্রটি আপনি ছয় দিন কম ছয় মাসে তৈরি সমাপ্ত করিয়াছেন এবং যেইটি ছয় দিনে সমাপ্ত করিয়াছেন এই দুইটি চক্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য তো আমি দেখিতে পাইতেছি না।" "কিন্তু দেব, একটি পার্থক্য আছে। দেব, আপনি লক্ষ করুন!" এইরূপ বলিয়া, ভিক্ষুগণ, রথকার ছয় দিনে নির্মিত চক্রটি ঘুরাইলেন। চক্রটির গতি যতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইল। অতঃপর চতুর্দিকে ইহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তৎপর ছয় দিন কম ছয় মাসে নির্মিত চক্রটি তিনি ঘুরাইয়া দেন। চক্রটির গতি যতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইল, অতঃপর ইহা স্থির দাঁড়ানো রহিল। তোমরা মনে করিতে পার—অক্ষদণ্ডে লাগিয়া রহিয়াছে।

৩. "কিন্তু সৌম্য রথকার" রাজা বলিলেন, "কী কারণে কেন যে চক্রটি আপনি ছয় দিনে তৈরি করিয়াছিলেন তাহা সঞ্চারিত গতি পরিমাণ ঘুরিবার পর চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল; অথচ আপনি যেইটি ছয় দিন কম ছয় মাসে তৈরি করিয়াছিলেন তাহা যতটুকু গতি সঞ্চারিত হইয়াছিল ততটুকু ঘুরিল, অতঃপর ইহা স্থির রহিল, আপনি মনে করিতে পারেন—অক্ষদণ্ডে লাগিয়া রহিয়াছে।" "দেব, যে চক্রটি আমি ছয় দিনে তৈরি করিয়াছিলাম ইহার ধার বাঁকা, ত্রুটিপূর্ণ এবং ফাটলযুক্ত; তদ্রূপই ছিল চাকার চক্রের মধ্যবিন্দু বাঁকানো, দোষযুক্ত। ইহার ধার, অক্ষদণ্ড ও মধ্যবিন্দু (নাভি) বাঁকা, ত্রুটিপূর্ণ, ছিদ্রপূর্ণ হওয়ায় সঞ্চারিত গতি যতক্ষণ স্থায়ী ছিল ততক্ষণ ইহা ঘুরিয়াছিল। তৎপর চতুর্দিকে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু দেব, যেই চক্রটি আমি ছয় দিন কম ছয় মাসে সমাপ্ত করিয়াছিলাম ইহার ধার বাঁকা ছিল না; ইহা ছিল দোষমুক্ত নিশ্চিদ্র। তদ্রূপই ছিল চাকার দণ্ড ও মধ্যবিন্দু। চাকার ধার, দণ্ড ও নাভির মসৃণ, ত্রুটিহীন, নিশ্চিদ্র অবস্থাবশত চক্রদণ্ড ততক্ষণ ঘুরিয়াছিল যতক্ষণ ইহাতে সঞ্চারিত গতি স্থায়ী ছিল। তৎপর স্থির দাঁড়ানো রহিয়াছে, অক্ষদণ্ডে লাগিয়া রহিয়াছে—আপনি বলিতে পারেন।"

৪. এখন ভিক্ষুগণ, তোমরা মনে করিতেছ যে, সেই ক্ষেত্রে রথকার ছিলেন অন্য কোনো ব্যক্তি। কিন্তু তোমরা তদ্রূপ চিন্তা করিবে না। সেই সময় রথকার ছিলাম আমি নিজেই। ভিক্ষুগণ, আমি বাঁকা, ত্রুটিপূর্ণ, ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠের ক্ষেত্রে ছিলাম সুদক্ষ। এখন ভিক্ষুগণ, আমি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বক্রপথে কায়িক দোষ, কায়িক ত্রুটিতে সুদক্ষ। বাচনিক এবং মানসিক

বক্রপথে দোষ ও ক্রটিতে দক্ষ।

৫. ভিক্ষুগণ, যে-কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর কায়িক অঋজুতা, কায়িক দোষ, কায়িক ক্রটি; বাচনিক অঋজুতা বাচনিক দোষ, বাচনিক ক্রটি; মানসিক অঋজুতা মানসিক দোষ, মানসিক ক্রটি; পরিত্যক্ত হয় না তাহার ধর্ম বিনয় হইতে পতন ছয় দিনে নির্মিত চক্রসদৃশ। ভিক্ষুগণ, যে-কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর কায়িক, বাচনিক, মানসিক অঋজুতা, দোষ, ক্রটি পরিত্যক্ত হইয়াছে সে ধর্ম-বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ছয় দিন কম ছয় মাসে সমাপ্ত চক্র সদৃশ। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত—আমরা কায়িক অঋজুতা, দোষ, ক্রটি পরিহার করিব; বাচনিক অঋজুতা, দোষ, ক্রটি পরিত্যাগ করিব; মানসিক অঋজুতা, দোষ, ক্রটি পরিহার করিব। ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত।”

৬. অপণ্ণক সূত্র

১৬. “ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে গুণান্বিত হইয়া একজন ভিক্ষু নিশ্চিত পদ্ধতি অনুশীলনে পারদর্শী হয় এবং তাহার আসক্তি ক্ষয়ের জন্য বলিষ্ঠ কারণ আছে। তিন কী কী? ভিক্ষুগণ, একজন ইন্দ্রিয়দ্বার পাহারা দেয়, ভোজনে মাত্রজ্ঞ হয় এবং জাগ্রতশীল হয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বার পাহারা দেয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য)-বশত অসংযত চক্ষুন্দ্রিয়ে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয়। সে চক্ষুন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, চক্ষুন্দ্রিয় সংযত করে। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য)-বশত অসংযত শ্রোত্রন্দ্রিয়ে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয়। সে শ্রোত্রন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, শ্রোত্রন্দ্রিয় সংযত করে। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য)-বশত অসংযত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয়। সে ঘ্রাণন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, ঘ্রাণন্দ্রিয় সংযত করে। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য)-বশত অসংযত জিহ্বান্দ্রিয়ে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয়। সে জিহ্বান্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, জিহ্বান্দ্রিয় সংযত করে। কায় দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য)-বশত অসংযত

কায়েন্দ্রিয়ে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয়। সে কায়েন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, কায়েন্দ্রিয় সংযত করে। মন দ্বারা ধর্ম শ্রবণ করিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। কিন্তু লোভ এবং নৈরাশ্যবশত যে অসংযত শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়ে পাপ-অকুশল উৎপন্ন হয় সেই দ্বারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, সংযত করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারসমূহ পাহারা দেয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়? ভিক্ষুগণ, সে চিন্তা করিয়া জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করে; ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, ব্যক্তিগত মণ্ডণের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে। কিন্তু যাবৎ এই দেহ আছে তাবৎ তাহার স্থিতির জন্য, জীবন যাপনের জন্য, ব্যথা দূর করিবার জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহের জন্য এই চিন্তায় : "আমি পুরাতন বেদনা দমন করিব নূতন বেদনা উৎপন্ন করিব না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন আমি নির্দোষ এবং সুখে বিহরণ করিব।" ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়। কিভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু জাগ্রতশীল হয়? ভিক্ষুগণ, দিবসে ভিক্ষু চঙ্ক্রমণ করিয়া উপবেশন করিয়া আবরণীয় (বাধা সৃষ্টিকারী) বিষয় হইতে চিত্তকে মুক্ত করে। রাত্রির প্রথম যামে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন করিয়া চিত্তকে আবরণীয় বিষয় হইতে মুক্ত করে; রাত্রির মধ্যম ভাগে দক্ষিণপার্শ্ব হইয়া সিংহশয্যা গ্রহণ করে, পায়ের উপর পা রাখিয়া উত্থান সংজ্ঞায় স্মৃতি (মনোযোগ) নিবদ্ধ রাখে। রাত্রির শেষ ভাগে প্রত্যুত্থান করিয়া চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন করিয়া চিত্তকে আবরণীয় বিষয় হইতে মুক্ত করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই ভিক্ষু জাগ্রতশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন ধর্ম সমন্বাগত ভিক্ষু নিশ্চিত পদ্ধতি অনুশীলনে পারদর্শী হয় এবং তাহার আসক্তি ক্ষয়ের কারণ সৃষ্টি করে।"

৭. অত্তব্যাবাদ সূত্র

১৭. "ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের, অপরের, উভয়ের অসুখের কারণ হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের, অপরের, উভয়ের অসুখের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের, অপরের বা উভয়ের অসুখের কারণ হয় না। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের, অপরের, উভয়ের অসুখের কারণ হয় না।"

৮. দেবলোক সূত্র

১৮. "ভিক্ষুগণ, যদি অন্য মতবাদী পরিব্রাজকেরা তোমাদের এই প্রশ্ন করে : 'শ্রমণ গৌতম কি দেবলোকে উৎপত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করেন?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে কি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিরক্ত, দুঃখিত, অসন্তুষ্ট হইবে না?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "এইরূপ ভিক্ষুগণ, মনে হয় যে তোমরা দেব-জীবন, দেব-সৌন্দর্য, দেব-সুখ, খ্যাতি এবং আধিপত্য ধারণায় বিরক্ত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট। কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম ব্যাপারে তোমরা কতটুকু বিরক্ত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবে না?"

৯. প্রথম পাপনিক সূত্র

১৯. "তিনটি বৈশিষ্ট্য বলে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে অসমর্থ। কী কী? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার অতি প্রত্যুষে তাহার কাজে নিবিড়ভাবে মনোযোগ দেয় না, মধ্যাহ্ন বেলায়ও নহে, সন্ধ্যা বেলায়ও নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে অসমর্থ। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি কারণযুক্ত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশলধারণে বা বৃদ্ধিতে অসমর্থ। তিনটি কী কী? ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পূর্বাহ্ণ সময়ে সমাধি অনুশীলনে মনোনিবেশ করে না, মধ্যাহ্ন সময়েও না, সায়াহ্ন সময়েও না। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণযুক্ত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশলধারণে বা বৃদ্ধিতে অসমর্থ। ভিক্ষুগণ, তিনটি কারণ পূর্ণ হইলে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে সমর্থ। কী কী? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার অতি প্রত্যুষে তাহার কাজে নিবিড়ভাবে মনোযোগ দেয়, মধ্যাহ্ন বেলায়ও, সন্ধ্যা বেলায়ও। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি কারণ পূর্ণ হইলে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে সমর্থ। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণ গুণান্বিত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশল ধারণে বা বৃদ্ধিতে সমর্থ। তিনটি কী কী? ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পূর্বাহ্ণ সময়ে সমাধি অনুশীলনে মনোনিবেশ করে, মধ্যাহ্ন সময়েও, সায়াহ্ন সময়েও। ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-গুণসমন্বিত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশলধারণে বা বৃদ্ধিতে সমর্থ।"

১০. দ্বিতীয় পাপনিক সূত্র

২০. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলে একজন দোকানদার অতি শীঘ্র মহত্তা অর্জন এবং সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। কী কী? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার বুদ্ধিমান, বিশেষত সমর্থবান এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, সে কীরূপ বুদ্ধিমান? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার তাহার দ্রব্য সম্পর্কে এইরূপ অবহিত—এই দ্রব্যটি এত দামে ক্রীত, এত মূল্যে বিক্রীত হইলে এত টাকা হইবে এবং এত সঞ্চিত হইবে। ভিক্ষুগণ, এই প্রকারে একজন দোকানদার বুদ্ধিমান। ভিক্ষুগণ, একজন দোকানদার কিরূপে বিশেষত সমর্থবান? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার দ্রব্য ক্রয়ে-বিক্রয়ে সুদক্ষ। ভিক্ষুগণ, একজন দোকানদার এইরূপে বিশেষত সমর্থবান। ভিক্ষুগণ, কিভাবে সে দোকানদার বুদ্ধিমান, বিশেষত সমর্থবান এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করে? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র বা ধনী, মহাধনী, মহা ভোগসম্পত্তির অধিকারীদের সাথে এইভাবে পরিচিত হয়, এই দোকানদার চালাক, প্রধানত সমর্থবান, ফন্দীবাজ, পুত্রদারকে পোষণে দক্ষ এবং মাঝে মাঝে আমাদিগকে ঋণকৃত অর্থের জন্য সুদ প্রদানে সক্ষম। তাঁহারা তাহাকে এই বলিয়া সম্পদ প্রদান করে : "সৌম্য দোকানদার, এই অর্থ গ্রহণ করুন এবং তদ্বারা ব্যবসা করুন; আপনার পুত্র-দারকে পোষণ করুন এবং মাঝে মাঝে তাহা পরিশোধ করুন।" ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন দোকানদার বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসমন্বিত একজন দোকানদার অতি শীঘ্র মহত্তা লাভ করে এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্তা অর্জন করে এবং কুশল বর্ধিত করে। তিনটি কী কী? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ, সম্পূর্ণভাবে সমর্থবান এবং বিশ্বাস-সৃষ্টিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যথার্থই জানে ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসমন্বিত একজন ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্তা লাভ করে এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্তা অর্জন করে এবং কুশল বর্ধিত করে। তিনটি কী কী? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ, সম্পূর্ণভাবে সমর্থবান এবং বিশ্বাস-সৃষ্টিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, এইভাবে একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ হয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবেই একজন ভিক্ষু প্রধানত সমর্থবান? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অকুশল পরিহারে, কুশলধর্ম বৃদ্ধিতে আরব্ধবীর্য, সে নির্ভীক এবং দৃঢ় পরাক্রমী, কুশল ভারে

পতনশীল নহে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু প্রধানত সমর্থবান। ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বিশ্বাস সৃষ্টি করে? ভিক্ষুগণ, মাঝে মাঝে সে বহুশ্রুত (বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী), আগতাগম (প্রবাদ বাক্যে দক্ষ), ধর্মধর (ধর্মাভিজ্ঞ), বিনয়ধর, মাতিকাধর (প্রাতিমোক্ষের আইনসমূহে অভিজ্ঞ) প্রভৃতির নিকট গিয়া প্রশ্ন করে : "ভন্তে, ইহা কেমন? ইহার অর্থ কী?" সেই সকল ভিক্ষু তখন অজানা বিষয় উন্মোচন করে, অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করে, ধর্মের বিভিন্ন সন্দিগ্ধ বিষয়ে তাহার সন্দেহ অপনোদন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্ত্বতা অর্জন করে এবং কুশল বর্ধিত করে।"

৩. পুদ্গল বর্গ

১. সমিদ্ধ সূত্র

২১. আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সবিট্‌ঠ ও মহাকোট্‌ঠিত যেখানে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রের সাথে সম্মানসূচক সম্ভাষণের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র শ্রদ্ধেয় সবিট্‌ঠকে বলেন, আয়ুষ্মান সবিট্‌ঠ, জগতে এই তিন ব্যক্তি দেখা যায়। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। আয়ুষ্মান, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো (বন্ধু), এই তিন জনের মধ্যে শ্রদ্ধা বিমুক্ত ব্যক্তিই উত্তম এবং উৎকৃষ্টতর। কে? কারণ আবুসো, এই পুদ্‌গলের মধ্যে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় বেশি পরিমাণে বিকশিত। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রদ্ধেয় মহাকোট্‌ঠিতকে বলেন, শ্রদ্ধেয় কোট্‌ঠিত, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি অতি উত্তম ও উৎকৃষ্টতর?" "হ্যাঁ শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র, জগতে এই তিন জনের মধ্যে শ্রদ্ধাবিমুক্ত ব্যক্তিই উত্তম এবং উৎকৃষ্টতর। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। আবুসো, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যে কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষা করিয়াছে আমার নিকট সেই অতি উত্তম, উৎকৃষ্টতর। কেন? যেহেতু এই ব্যক্তির মধ্যে সমাধি ইন্দ্রিয় অধিক পরিমাণে বিকশিত। অতঃপর আয়ুষ্মান

মহাকোট্‌ঠিত শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে বলেন, আবুসো সারিপুত্র, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি চমৎকার, উৎকৃষ্টতর? আবুসো কোট্‌ঠিত, জগতে তিন জনের মধ্যে শ্রদ্ধাবিমুক্ত ব্যক্তিই উত্তম এবং উৎকৃষ্টতর। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। আবুসো, এই তিন ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই আমার নিকট শ্রেষ্ঠতর ও উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। কেন? যেহেতু আবুসো, এই ব্যক্তির মধ্যে প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় অধিক পরিমাণে বিকশিত। অতঃপর শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র শ্রদ্ধেয় সবিট্‌ঠ ও মহা কোট্‌ঠিতকে এই বলিলেন, "আয়ুষ্মানগণ, আমরা সবাই স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা অনুসারে মতামত প্রকাশ করিয়াছি। চলুন আয়ুষ্মানগণ, আমরা ভগবান যেখানে আছেন তথায় উপস্থিত হই। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই বিষয়টি অবহিত করি। ভগবান বিষয়টি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন আমরা তদ্রূপ ধারণ করিব।" শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে অপর দুইজন, "বন্ধু, উত্তম" বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপর তাঁহারা তিন জনেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র তাঁহারা তিনজনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল ভগবানকে তাহা অবহিত করেন। ভগবান বলিলেন, "সারিপুত্র, না ভাবিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে যে, তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর। অবশ্য ইহা উত্তম যে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিমুক্ত অর্হৎ এর সাথে প্রতিপন্ন (আরূঢ়), যে ব্যক্তি কায়সাক্ষী সে সকৃদাগামী (একবার আগমনকারী) বা অনাগামী আর যে ব্যক্তি দৃষ্টিপ্রাপ্ত সেও সকৃদাগামী বা অনাগামী। সারিপুত্র, না ভাবিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে যে, তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর। ইহাও হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি কায়সাক্ষী সে অর্হত্ত্বের পথে প্রতিপন্ন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিমুক্ত সে সকৃদাগামী বা অনাগামী, যে দৃষ্টিপ্রাপ্ত সেও সকৃদাগামী বা অনাগামী। সারিপুত্র, না ভাবিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে যে, তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর। ইহাও হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি দৃষ্টিসাক্ষী সে অর্হত্ত্বের পথে প্রতিপন্ন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিমুক্ত সে সকৃদাগামী বা অনাগামী, কায়সাক্ষী সে সকৃদাগামী বা অনাগামী সারিপুত্র, না ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে তিন

ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর।”

২. গিলান সূত্র

২২. “ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার রুগ্ণ ব্যক্তি বিদ্যমান। কে কে? ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ণ ব্যক্তি যথোপযুক্ত খাদ্য লাভ করুক বা না করুক, যথাযথ ওষুধ লাভ করুক বা না করুক, সেবা শুশ্রূষা লাভ করুক বা না করুক সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে না। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ণ ব্যক্তি যথোপযুক্ত খাদ্য লাভ করুক বা না করুক, যথাযথ ওষুধ লাভ করুক বা না করুক সেবা শুশ্রূষা লাভ করুক বা না করুক সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ণ ব্যক্তি যথোপযুক্ত খাদ্য লাভ করুক বা না করুক লাভ না করিয়া ওষুধ সেবন করুক বা না করুক, সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে না। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ণ ব্যক্তি যথোপযুক্ত খাদ্য লাভ করুক বা না করুক, যথাযথ ওষুধ লাভ করুক বা না করুক, সেবা-শুশ্রূষা লাভ না করিয়া সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। ভিক্ষুগণ, যে রুগ্ণ ব্যক্তি যথাযথ পথ্য বা ওষুধ বা সেবা-শুশ্রূষা লাভ করে সে সেই রোগ হইতে অব্যাহতি পায় (কিন্তু যদি এইগুলি লাভ না করে, সেই ক্ষেত্রে নহে)-এই নির্দিষ্ট রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য যথাযথ পথ্য, ওষুধ, সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহার নির্দিষ্ট স্বার্থের নিমিত্ত (তাহার রোগমুক্তিবশত) যে অন্যান্য রুগ্ণ ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হইবে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার রুগ্ণ ব্যক্তি বিদ্যমান। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার রুগ্ণ ব্যক্তির সমতুল্য তিন প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) দেখা যায়। কী কী? ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আছে যে তথাগতের দর্শন লাভের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক কুশলধর্মে পূর্ণতার নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে না। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি তথাগতের দর্শন লাভের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক কুশলধর্মে পূর্ণতার নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি তথাগতের দর্শন লাভের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে ব্যর্থ হয় না... শ্রবণের সুযোগ লাভ করে বা না করে, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে বা না করে কুশলধর্মে পূর্ণতার নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে, ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তির নিমিত্তেই ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার নিমিত্তেই অন্যদিগকে ধর্ম শিক্ষা

দিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি দেখা যায় যাহাদিগকে তিন প্রকার রুগ্‌ণ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যাইতে পারে।”

৩. সঙ্খার সূত্র

২৩. “ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি আছে। কী কী? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে কায়িক, বাচনিক, মানসিক এমন কর্ম সঞ্চয় করে যাহা বিরোধী। এইরূপ কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিরূদ্ধ কর্ম সঞ্চয় করার ফলে সে এমন এক স্থানে পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করে যাহা প্রতিকূল। এইরূপ স্থানে জন্মলাভ করার ফলে তথাকার বিরূপ সংস্পর্শ তাহাকে বিব্রত করে। এইভাবে বিরূদ্ধ সংস্পর্শ লাভ করিয়া সে এমন বেদনানুভব করে যাহা প্রতিকূল, একান্ত দুঃখজনক যাহা একমাত্র নারকীয় সত্ত্বগণ ভোগ করে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কায়িক, কোনো কোনো ব্যক্তি বাচনিক, কোনো কোনো ব্যক্তি মানসিক এমন কর্ম সঞ্চয় করে যাহা অনবদ্য। এইরূপ কায়িক, বাচনিক, মানসিক অনবদ্য কর্ম সঞ্চয়ের ফলে সে অনবদ্য অনুকূল স্থানে জন্ম লাভ করে। এইরূপ অনুকূল স্থানে উৎপন্ন হইয়া অনুকূল সংস্পর্শে আসে, অনুকূল বেদনানুভব করে যাহা একান্ত সুখকর এবং একমাত্র শুভকিন্ন দেবগণই অনুভব করিয়া থাকে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কায়িক, কোনো কোনো ব্যক্তি বাচনিক, কোনো কোনো ব্যক্তি মানসিক কর্ম সঞ্চয় করে যাহা প্রতিকূল এবং অনবদ্য উভয় প্রকার। সে সাবদ্য (প্রতিকূল) এবং অনবদ্য কায়িক কর্ম সঞ্চয় করিয়া, সে সাবদ্য এবং অনবদ্য বাচনিক কর্ম সঞ্চয় করিয়া, সে সাবদ্য এবং অনবদ্য মানসিক কর্ম সঞ্চয় করিয়া এমন স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে যাহা সাবদ্য ও অনবদ্য উভয় প্রকার। এইরূপ প্রতিকূল ও অনুকূল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিকূল এবং অনুকূল সংস্পর্শে আসে। এইরূপ প্রতিকূল ও অনুকূল সংস্পর্শে আসার ফলে সাবদ্য ও অনবদ্য উভয়বিধ (মিশ্রিত) সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে যেইরূপ কোনো কোনো মনুষ্য, দেব এবং নারকীয় (বিনিপাতিক) সত্ত্বগণ অনুভব করিয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান।”

৪. বহুকার সূত্র

২৪. “ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন ব্যক্তি অন্যের নিকট খুবই উপকারী। কে কে? যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো লোক বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করে, এই ব্যক্তি তাহার খুবই উপকারী। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তির দ্বারা

কোনো লোক ইহা যথাযথ জানে যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। এই ব্যক্তি তাহার খুবই উপকারী। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি কোনো লোকের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি জানিতে পারে, স্বয়ং ইহজীবনেই অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে, এই ব্যক্তি তাহার খুবই উপকারী। ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তি অন্যের নিকট খুবই উপকারী। ভিক্ষুগণ, আমি ইহা ঘোষণা করিতেছি যে, এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত তাহার নিকট অধিক উপকারী আর কোনো লোক হইতে পারে না। আমি ইহা বলিতেছি যে, অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, করজোড়ে অঞ্জলি, কর্তব্য পূর্ণ আচরণ বা বস্ত্র, আহার, শয্যা, আবাসস্থান, ভৈষজ্য এবং পরিষ্কারাদি দানের দ্বারা কেহ তাহাদের প্রতিদান করিতে পারে না।"

৫. বজ্জিরূপম সূত্র

২৫. "ভিক্ষুগণ, জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। তিন কী কী? উন্মুক্ত ক্ষত চিত্ত সদৃশ, বিদ্যুৎ উপম চিত্ত, হীরক চিত্ত। ভিক্ষুগণ, উন্মুক্ত ক্ষত চিত্ত সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ এবং অশান্ত। তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন উদাহরণস্বরূপ যখন লাঠি দ্বারা পুঁযযুক্ত ক্ষত আঘাত করা হইলে তখন বেশি পরিমাণে পুঁয বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ এবং অশান্ত। তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি উন্মুক্ত ক্ষত সদৃশ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, বিদ্যুতোপম চিত্ত ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। যেমন ভিক্ষুগণ, চক্ষুষ্মান পুরুষ বিদ্যুতের এক ঝলক দ্বারা ঘোর অন্ধকারে বস্তু দেখে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি যথার্থই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। এই ব্যক্তি বিদ্যুতোপম চিত্ত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, হীরক চিত্ত ব্যক্তি কেমন? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে। যেমন ভিক্ষুগণ, এমন কোনো মণি বা পাথর নাই যাহাকে হীরক কাটিতে

পারে না, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি হীরক চিত্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি দৃষ্ট হয়।"

৬. সেবিতব্য সূত্র

২৬. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে অনুসরণ অযোগ্য, অসেবনযোগ্য, অসম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তি অনুসরণ অযোগ্য, অসেবনযোগ্য, অসম্মানযোগ্য? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) আছে যে শীল (নীতি), সমাধি ও প্রজ্ঞায় হীন। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি আছে যে শীল (নীতি), সমাধি ও প্রজ্ঞায় হীন। অনুসরণ অযোগ্য, অসেবনযোগ্য, অসম্মানযোগ্য, একমাত্র বিবেচনা ও অনুকম্পা ব্যতীত। ভিক্ষুগণ, কি রকম ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য। তাহার কারণ কী? এই কারণে, যেহেতু আমরা উভয়ে শীলে পারদর্শী, আমাদের কথাবার্তা শীলসম্পন্ন হইবে, ইহা আমাদের কুশল অক্ষুণ্ন রাখিবে, তাহাতে আমাদের শান্তি বজায় রাখিবে। যেহেতু আমরা সমাধিতে ও প্রজ্ঞায় উভয়ে বিষয়ে পারদর্শী, আমাদের কথাবার্তা সমাধিমূলক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হইবে। এইগুলি আমাদের কুশল অক্ষুন্ন রাখিবে, তাহাতে আমাদের শান্তি বজায় থাকিবে। এই কারণে এইরূপ ব্যক্তি সম্মানযোগ্য।

ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তি পূজা ও শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞায় উন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার ব্যক্তি প্রথমে পূজার ও শ্রদ্ধার যোগ্য তৎপর অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য ও সম্মানযোগ্য। কেন? এই কারণে—"আমি অপরি-পূরিত শীল পূরণ করিব বা যখন শীলস্কন্ধ পরিপূরিত হইবে তখন আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা তত্র তত্র যোগ দিয়া পরিপূরণ করিব। অপরিপূরিত সমাধিস্কন্ধ পূরণ করিব বা যখন সমাধিস্কন্ধ পরিপূরিত হইবে তখন আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তত্র তত্র যোগ দিয়া তাহা পরিপূরণ করিব।"

এই কারণে এই প্রকার ব্যক্তি সৎকার, গৌরব-সহকারে অনুসরণযোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান।

যে হীনবন্ধুকে অনুসরণ করে সে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, কদাপি সমতুল্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত হইলে সে ব্যর্থ হয় না। যে মহৎ ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হয় তাহার শীঘ্র উত্থান হয়, তাই সেবা করিবে তোমার চেয়ে উত্তম লোকের।"

৭. ঘৃণাজনক সূত্র

২৭. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যাজ্য, অনুসরণ, সেবন বা সম্মানযোগ্য নহে। এক ধরনের লোক আছে যে অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের যোগ্য নহে। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য, সেবা ও সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি অনুসরণ অযোগ্য ও সেবা-সম্মান অযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, অপবিত্র, সন্দেহজনক আচরণসম্পন্ন, গোপন কর্মা। যদিও সে ভান করে সে শ্রমণ নহে, সে অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীর ভান করে। সে অভ্যন্তরীণ কলুষযুক্ত এবং সম্পূর্ণভাবে কামাসক্ত, ময়লা আবর্জনা স্তূপ। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি ঘৃণার সাথে পরিত্যাজ্য অনুসরণ, সেবন বা সম্মানযোগ্য নহে। এক ধরনের লোক আছে যে অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের যোগ্য নহে। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য, সেবা ও সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি অনুসরণ অযোগ্য ও সেবা-সম্মান অযোগ্য। কেন? যদিও কোনো ব্যক্তি তাহার মতের প্রতি দৃঢ় আসক্তি প্রকাশ করে না তবুও তাহার কুকীর্তির শব্দ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে—সে পাপীদের সাথে সংশ্রব করে, তাহার কু-সংসর্গ আছে, সে দুষ্ট লোকদের সাথে সংসর্গ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, মনে কর কোনো সর্প গোবরাদির স্তূপে প্রবেশ করে, যদিও ইহা তাহাকে (যে ইহাকে বাহির করে) কামড়ায় না তথাপি ইহা তাহাকে মলিন করে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যদিও কোনো ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্তির মতের প্রতি দৃঢ় আসক্তি প্রকাশ করে না তবুও তাহার কুকীর্তির শব্দ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে—সে পাপীদের সাথে সংশ্রব করে, তাহার কু-সংসর্গ আছে, সে দুষ্ট লোকদের সাথে সংসর্গ করে। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির ঘৃণার সাথে পরিত্যাজ্য অনুসরণ, সেবন বা সম্মানযোগ্য নহে। এক ধরনের লোক আছে যে অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ,

সেবা ও সম্মানের যোগ্য নহে। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য, সেবা ও সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি অনুসরণ অযোগ্য ও সেবা-সম্মান অযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তি অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের অযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ এবং অশান্ত। তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, যখন লাঠি দ্বারা পুঁযযুক্ত ক্ষত আঘাত করা হইলে তখন বেশি পরিমাণে পুঁয বাহির হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধ এবং অশান্ত। তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, তিণ্ডুক নামক কাষ্ঠখণ্ড লাঠি দ্বারা আঘাত করা হইলে অধিক ফোঁক ফোঁক শব্দ করে এবং পত্ পত্ করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের অযোগ্য। ইহার কারণ কী? কারণ সে ভাবে—সে আমাকে অভিশাপ দিতে পারে, গালি দিতে পারে, আমার ক্ষতি করিতে পারে। এই কারণে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের যোগ্য? "ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্‌গল শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি সেবা, অনুসরণ ও সম্মানযোগ্য। ইহার কারণ কী? কারণ ভিক্ষুগণ, যদিও কোনো কোনো ব্যক্তি তাহার মতে দৃঢ় অনুরক্তি প্রকাশ করে না তবুও তাহার সুকীর্তি ছড়াইয়া পড়ে যে, সে কল্যাণমিত্র (সৎলোকের সাথে মেলামেশা করে), তাহার যোগ্য বন্ধু আছে, সে যোগ্য লোকের সাথে সম্পর্ক করে। সেই কারণে এইরূপ ব্যক্তি অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের যোগ্য। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান।

যে হীনবন্ধুকে অনুসরণ করে সে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, কদাপি সমতুল্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত হইলে সে ব্যর্থ হয় না। যে মহৎ ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হয় তাহার শীঘ্র উত্থান হয়, তাই সেবা করিবে তোমার চেয়ে উত্তম লোকের।"

৮. গূথভাণী সূত্র

২৮. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? প্রবঞ্চনাকুশলী, সুভাষক, মধুভাষক। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি

প্রবঞ্চনাকুশলী? ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তিকে বিচারালয়ে, পরিষদ বা আত্মীয়স্বজন বা সমিতি বা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী জেরা করা হয় : "ওহে পুরুষ, আস, তুমি যাহা জান বল।" তখন যদিও সে অজ্ঞ, সে বলে যে সে জানে। যদিও সে জানে, সে সব জ্ঞাত বিষয় অস্বীকার করে। যদিও সে ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নহে তথাপি সে বলে যে, সে প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। যদিও সে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সে তাহা অস্বীকার করে। এইরূপে নিজেকে বা অপরকে রক্ষার জন্য বা সামান্য লাভের খাতিরে সে সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলে। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার ব্যক্তি প্রবঞ্চনাকুশলী হিসেবে কথিত। ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তি সু-ভাষক? ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তিকে বিচারালয়ে পরিষদ বা আত্মীয় স্বজন বা সমিতি বা রাজ প্রাসাদের সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী জেরা করা হয় : "ওহে পুরুষ, আস, তুমি যাহা জান বল।" তখন সে অজ্ঞ হইলে সে বলে যে, সে জানে না। যাহা জানে না তাহা স্বীকার করে। দেখিলে যাহা দেখিয়াছে তাহা স্বীকার করে। এইরূপে নিজেকে নিজেকে বা অপরকে রক্ষার জন্য বা সামান্য লাভের খাতিরে সে সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলে না। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি সুভাষক হিসেবে পরিচিত। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি মধুভাষক? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য প্রতিবিরত হয়, যাহা কিছু নির্দোষ, কর্ণ সুখকর, মনোরম, মর্মস্পর্শী, শিষ্ট, বহুজনের আনন্দজনক, বহু জনের মনোজ্ঞ—এইরূপ বাক্যই সে ব্যবহার করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি মধুভাষী বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, জগতে এইরূপ তিন প্রকার ব্যক্তি দেখা যায়।"

৯. অন্ধ সূত্র

২৯. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? অন্ধ, একচক্ষু বিশিষ্ট, দুই চক্ষুবিশিষ্ট। ভিক্ষুগণ, অন্ধ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির সেই চক্ষু নাই যদ্বারা অনর্জিত সম্পদ অর্জন করা যায়, অর্জিত সম্পদ বাড়ানো যায়। তাহার তদ্রূপ চক্ষু নাই যে চক্ষু দ্বারা কুশলাকুশল (ভালো-মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তিই অন্ধ। ভিক্ষুগণ, এক চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির সেই চক্ষু আছে যদ্বারা কুশলাকুশল (ভালো-মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত,

কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। কিন্তু তাহার তদ্রূপ চক্ষু নাই যে চক্ষু দ্বারা কুশলাকুশল (ভালো-মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি এক চক্ষুসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, দ্বি-চক্ষু ব্যক্তি কেমন? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির সেই চক্ষু আছে যদ্বারা কুশলাকুশল (ভালো-মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। তাহার তদ্রূপ চক্ষু আছে যে চক্ষু দ্বারা কুশলাকুশল (ভালো-মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল উভয় বিষয় জানা যায়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি দ্বিচক্ষু সম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।

দৃষ্টি বঞ্চিত অন্ধের তেমন কোনো সম্পদ নাই। সে পুণ্যকর্মাদিও সম্পাদন করে না। সে উভয় লোকে সৌভাগ্যহীন হয়। পুনঃ একচক্ষু তুল্য ব্যক্তি সম্পর্কে ইহা কথিত হয় যে, এই ব্যক্তি কৌশল, প্রবঞ্চনা মিথ্যা দ্বারা ধর্ম ও অধর্মযুক্ত হইয়া সম্পদ অন্বেষণ করে। কামভোগী ব্যক্তি ঐশ্বর্য গর্বিত এবং সম্পদ লাভে সে কৌশলী হয়। এই কারণে সে এখান হইতে নরকে গিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু দ্বিচক্ষু তুল্য ব্যক্তি সর্বোত্তম পুরুষ বলিয়া খ্যাত। যথালব্ধ সম্পদ ন্যায়ত লব্ধ সম্পদ সে শ্রেষ্ঠ অবিচল সংকল্পপরায়ণ হইয়া দান করে যাহার ফলে সে এমন এক স্থানে জন্ম নেয় যেখানে তাহাকে শোক করিতে হয় না। সুতরাং অন্ধতুল্য এবং এক চক্ষুতুল্য ব্যক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং দ্বিচক্ষু তুল্য ব্যক্তির সেবা করিবে।

১০. বিপর্যয় সূত্র

৩০. "ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? ভিক্ষুগণ, বিপর্যস্ত প্রজ্ঞাবান, ইতস্তত ছড়ানো প্রজ্ঞাসম্পন্ন, পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, বিপর্যস্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ভিক্ষুদের মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃপুন বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনোটাই কর্ণপাত করে না। যেমন ভিক্ষুগণ, যখন একটি পাত্র উল্টানো হয় পাত্রের জল পড়িয়া যায়, পাত্রে থাকে না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ভিক্ষুদের মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃপুন বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ,

সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনোটাই কর্ণপাত করে না। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি বিপর্যস্ত প্রজ্ঞাবান বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, ইতস্তত ছড়ানো প্রজ্ঞাসম্পন্ন (বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন) ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ভিক্ষুদের মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃপুন বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনোটাই তাহার স্মরণে থাকে না। যেমন ভিক্ষুগণ, কোনো লোকের কোলে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সন্নিবেশিত করা হয় যেমন তিল, তন্ডুল, মিষ্টি দ্রব্য, মিষ্টি ফল। যখন যে আসন হইতে উঠে সবগুলি অন্যমনস্কতাবশত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ভিক্ষুদের মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃপুন বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনোটাই কর্ণপাত করে। কিন্তু আসন... (স্মরণে থাকে না) ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হিসেবে কথিত। ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কেমন? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ভিক্ষুদের মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃপুন বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনোটাই কর্ণপাত করে। যখন সে আসন হইতে উঠে সে ইহা স্মরণে রাখে। যেমন ভিক্ষুগণ, কোনো একটি পাত্রে যখন জল ঢালা হয়, পাত্র পূর্ণ হয় সেই জল গড়াইয়া যায় না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনোটাই কর্ণপাত করে। যখন সে আসন হইতে উঠে সে ইহার আদি, মধ্য, অন্ত স্মরণে রাখে। এই প্রকার ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, এইরূপ তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।"

"অবকুব্জ প্রজ্ঞা, দুর্মেধ (প্রজ্ঞাহীন), অবিচক্ষণ যদিও ভিক্ষুদের নিকট পুনঃপুন গমন করে, তাঁহাদের ধর্মকথা শুনিয়া তাহার আদি, মধ্য, অন্ত কখনো ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু তাহার মধ্যে প্রজ্ঞা নাই।

বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাবান তাহার চেয়ে শ্রেয়, সে পুনঃপুন ভিক্ষুদের নিকট গমন করে, শ্রবণ করে তাঁহাদের আদি, মধ্য, অন্তিম বাণী, যতক্ষণ সে বসিয়া থাকে ততক্ষণ সে ইহা ধারণ করিতে পারে। কিন্তু আসন হইতে উঠিলে সে সব ভুলিয়া যায়, এমনকি পূর্বে যাহা ধারণ করিয়াছিল তাহা সে বিস্মৃত হয়।

পৃথু প্রজ্ঞা বা মহাজ্ঞানী পুরুষ শ্রেয়তর। সে পুনঃপুন ভিক্ষুর শরণ গ্রহণ করে, তাঁহাদের আদি, মধ্য, অন্তিম বাণী শ্রবণ করে এবং যখন আসনে স্থিত থাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে, ধারণ করিতে সক্ষম হয়। সে অবিচলিত সংকল্প, শ্রেষ্ঠ সংকল্পপরায়ণ হইয়া ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হইয়া দুঃখের অন্তসাধন করে।"

৪. দেবদূত বর্গ

১. সব্রহ্মক সূত্র

৩১. "ভিক্ষুগণ, যে সব পরিবারে মাতাপিতা পূজিত হন সেই পরিবার ব্রহ্ম সদৃশ। যে সব পরিবারে মাতাপিতা পূজিত হন সেই পরিবার পূর্বাচার্য পরিবারের সাথে তুলনীয়। ভিক্ষুগণ, সেই সব পরিবার আহ্বানের যোগ্য যে পরিবারে মাতাপিতা পূজিত হন। ভিক্ষুগণ, মাতাপিতা ব্রহ্মসদৃশ। মাতাপিতা পূর্বাচার্য হিসেবে আখ্যায়িত। মাতাপিতার উপাধি আহ্বানের যোগ্য। কেন? কারণ মাতাপিতা ছেলে মেয়ের জন্য অনেক কিছু করেন, ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করেন, পোষণ করেন এবং তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া তোলেন।

মাতাপিতা ব্রহ্ম এবং পূর্বাচার্য বা আদি গুরু বলিয়া অভিহিত। তাঁহারা পুত্র-কন্যাদের সেবা লাভের যোগ্য, কারণ তাঁহারা পুত্র-কন্যার প্রতি অনুকম্পাশীল। তদ্ধেতু তাহারা মাতাপিতাকে নমস্কার ও পূজা-সৎকার করিবে। পণ্ডিত পুত্র কন্যাগণ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা প্রদান, শরীর মর্দন (মার্জন), স্নান ও পাদধৌতকরণ প্রভৃতি দ্বারা মাতাপিতার সেবা করিয়া থাকে। মাতাপিতার প্রতি এইসব কর্তব্য পালনের জন্য তাহারা ইহজীবনে প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে এবং পরলোকে স্বর্গে প্রমোদিত হয়।

২. আনন্দ সূত্র

৩২. "অতঃপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবানকে বলেন, "ভন্তে কোনো

কোনো ভিক্ষু সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার "আমি" বা "আমার" বা বৃথা অহমিকার কোনো প্রবণতা থাকে না। তদ্রূপ বাহ্যিক সর্ব বিষয়ে তাঁহার এইরূপ কোনো ধারণা বা প্রবণতা নাই : তিনি কি চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করেন যাঁহার এইরূপ কোনো ধারণা বা প্রবণতা ("আমি" বা "আমার" ধারণা) নাই?" "হ্যাঁ আনন্দ, কোনো কোনো ভিক্ষু সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার "আমি" বা "আমার" বা বৃথা অহমিকার কোনো প্রবণতা নাই। তিনি চিত্তবিমুক্তি সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার "আমি" বা "আমার" বা বৃথা অহমিকার কোনো প্রবণতা নাই।" "ভদন্ত, কিভাবে ভিক্ষু সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার "আমি" বা "আমার" বাবৃথা অহমিকার কোনো প্রবণতা থাকে না। তদ্রুপ বাহ্যিক সর্ব বিষয়ে তাঁহার এইরূপ কোনো ধারণা বা প্রবণতা নাই—তিনি কী চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করেন?" অধিকন্তু আনন্দ, এই ব্যাপারে কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ধারণা আছে : ইহা প্রশান্ত, ইহা প্রণীত (উত্তম) যেমন : সর্ব সংস্কার-বর্জিত সর্ব উপাধি বর্জন (জন্মের হেতু নিরোধ), তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। এই উপায়ে কোনো কোনো ভিক্ষু সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার "আমি" বা "আমার" বা বৃথা অহমিকার কোনো প্রবণতা থাকে না। তদ্রুপ বাহ্যিক সর্ব বিষয়ে তাঁহার এইরূপ কোনো ধারণা বা প্রবণতা নাই—তিনি কী চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করে। অধিকন্তু আনন্দ, এই ব্যাপারে আমি পারায়ণে পুণ্যক প্রশ্নে ভাষণ করিয়াছি জগতে উচ্চ-নীচ সব বিষয় যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, জগতে অভিভূত করিতে পারে এমন কোনো বিষয় নাই, যে আসক্তিহীন, আনন্দিত, কামনাহীন আমি বলি : সে জন্ম-জরা উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

৩. সারিপুত্র সূত্র

৩৩. "অতঃপর মহামান্য সারিপুত্র যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিভাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। ভগবান সারিপুত্রকে বলেন, "সারিপুত্র, আমি সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করিতে পারি, পুনঃ আমি বিস্তৃতভাবেও ধর্ম পরিবেশন করিতে পারি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় প্রকারে ধর্মদেশনা করিতে পারি, উপলব্ধিকারীর সংখ্যা দুর্লভ। ভগবান, ইহা উপযুক্ত সময়, সুগত, এখনই

সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করার সঠিক সময়। ধর্ম উপলব্ধিকারী পাওয়া যাইবে।” “সারিপুত্র তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত : সবিজ্ঞান এই কায়ে “অহং” বা “আমার” এই বৃথা অহমিকা প্রবণতা থাকিবে না। তদ্রূপ, সকল বাহ্যিক বিষয়েও এইরূপ কোনো ধারণা বা প্রবণতা থাকিবে না। চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিলে অহংকার মমকার থাকে না। আমরা সেই চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিব। সারিপুত্র, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত। যেহেতু সারিপুত্র, একজন ভিক্ষুর সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার “আমি” বা “আমার” বা বৃথা অহমিকার কোনো প্রবণতা নাই। সে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করে যাহার এইরূপ কোনো ধারণা বা প্রবণতা (“আমি” বা “আমার” ধারণা) নাই। চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করে। সারিপুত্র, এই ভিক্ষু তৃষ্ণাক্ষয়কারী, বন্ধন ছেদনকারী, অহমিকা উপলব্ধি করিয়া দুঃখের অন্ত সাধনকারী হিসেবে অভিহিত। অধিকন্তু সারিপুত্র, এই ব্যাপারে পারায়ণে উদয় প্রশ্নে আমাকর্তৃক ভাষিত হইয়াছে :

কামসংজ্ঞা (কামলিপ্সা) এবং দুর্মনা ভাবসমূহের এই উভয়ের পরিহার, আলস্য পরিত্যাগ, কৌকৃত্য বা সন্দেহসমূহের নিবারণ, উপেক্ষা দ্বারা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধভাব এবং সম্যক সঙ্কল্প পূর্বগামী ও অবিদ্যার ভেদ করাকেই আমি “জ্ঞানবিমুক্তি” বলি।

৪. নিদান সূত্র

৩৪. ১. “ভিক্ষুগণ কর্মোৎপত্তির কারণ এই ত্রিবিধ। কী কী? লোভ কারণ, দ্বেষ কারণ, মোহ কারণ। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম লোভে কৃত, লোভ জাত, লোভে উৎপন্ন তাহা কর্ম সম্পাদনকারী যেখানে জন্ম নেয় সেখানে ফল প্রদান করে। যখন যেখানে সেই কর্ম পরিপক্ব হয় তথায় ইহজীবনে বা অন্য কোনো জীবনে তাহার ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম দ্বেষে (হিংসায়) কৃত হিংসা জাত, হিংসা উৎপন্ন তাহা কর্ম সম্পাদনকারী যেখানে জন্ম নেয় সেখানে ফল প্রদান করে। মোহে কৃত মোহ জাত, মোহ উৎপন্ন তাহা কর্ম সম্পাদনকারী যেখানে জন্ম নেয় সেখানে ফল প্রদান করে। যখন যেখানে সেই কর্ম পরিপক্ব হয় তথায় ইহজীবনে বা অন্য কোনো জীবনে তাহার ফল প্রদান করে। যেমন ভিক্ষুগণ, অখণ্ড, অপঁচা, বাত্যা দ্বারা অবিনষ্ট বীজ গজাইতে সক্ষম, উত্তম ক্ষেত্রে স্থাপিত, সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি ভূমিতে

রোপিত হইলে যদি যথাযথ বারিপাত হয় সেই বীজগুলি বাড়িয়া উঠে, বর্ধিত হয়, প্রাচুর্য ঘটে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, লোভে... দ্বেষে... মোহে... যে ধরনের কর্ম সম্পাদন করা হউক না কেন, তাহা ইহজীবনে বা পরবর্তী জীবনে তাহার ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই কর্মোৎপত্তির ত্রিবিধ কারণ।"

২. "ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির কারণ এই ত্রিবিধ। কী কী? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কর্মোৎপত্তির কারণ। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম অলোভে কৃত, অলোভ জাত, অলোভে উৎপন্ন, অলোভ হইতে উৎপন্ন, লোভ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম অবিদ্বেষে কৃত জাত, অবিদ্বেষে উৎপন্ন, অবিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন, বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে, অমোহে কৃত জাত, অমোহে উৎপন্ন, অমোহ হইতে উৎপন্ন, মোহ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে। যেমন ভিক্ষুগণ, অখণ্ড, অপঁচা, বাত্যা ও উত্তাপ দ্বারা অবিনষ্ট বীজ গজাইতে সক্ষম, উত্তম ক্ষেত্রে স্থাপিত, কোনো ব্যক্তি ঐগুলি আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দেয় এবং তদ্রূপ করিয়া ছাইয়ে পরিণত করে। এইরূপ করিয়া বাতাসে ছাই চালুনি করে বা এইগুলি খরস্রোতে ছাড়িয়া দেয়—ওই বীজ হে ভিক্ষুগণ, সমূলে বিনষ্ট হইবে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইবে, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যে কর্ম অলোভে কৃত, অলোভ জাত, অলোভে উৎপন্ন, অলোভ হইতে উৎপন্ন, লোভ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে, অবিদ্বেষে কৃত জাত, অবিদ্বেষে উৎপন্ন, অবিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন, বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে, অমোহে কৃত জাত, অমোহে উৎপন্ন, অমোহ হইতে উৎপন্ন, মোহ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে। এইগুলিই হে ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির কারণ। লোভ-দ্বেষ-মোহ হইতে জাত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে-কোনো

ধরনের কর্ম অজ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হইলে তাহার ফল তাহাকে ইহজীবনে অনুভব করিতে হয়, তাহার অন্যথা কখনও হয় না; তাই পণ্ডিতগণ লোভ-দ্বেষ-মোহ উৎপাদক কর্ম সম্পাদন করেন না, সুশীল ভিক্ষুরা বিদ্যা (মার্গজ্ঞান) উৎপাদন করিয়া সর্ববিধ দুর্গতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

৫. হত্থক সূত্র

৩৫. "আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান আলবীর গো-মার্গে সিংসপবনে পন্নসন্থারে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর আলবীর হস্তক তথায় পদব্রজে ভ্রমন করিতেছিলেন এবং যখন বিচরণ করিতেছিলেন তিনি দেখিতে পান যে ভগবান গো-মার্গে সিংসপবনে পন্নসন্থারে উপবিষ্ট। ভগবানকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আলবীর হস্তক ভগবানকে বলেন, "ভন্তে ভগবান, আপনি কি সুখে আছেন?" "হ্যাঁ কুমার, আমি সুখে আছি। জগতে যাঁহারা সুখে বাস করেন আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন।" "কিন্তু ভন্তে, শীতের রাত্রি ঠাণ্ডা, অন্ধকার, অর্ধমাস তুষারপাতের সময়। পশুদের খুর দ্বারা মাটি পদদলিত করা কষ্টকর। ঝরিয়া পড়া পত্রের গালিচা পাতলা, বৃক্ষপত্র বিরল, গাঢ় পীতবর্ণ বস্ত্র ঠাণ্ডা, প্রবহমান প্রচণ্ড ঝড়ও শীতল।" তখন ভগবান বলিলেন, "তথাপি কুমার, আমি সুখে বিহার করি। জগতে যাঁহারা যাঁহারা সুখে বাস করেন আমি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হে কুমার, আমি তোমাকে এখন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিব এবং তুমি যাহা উপযুক্ত মনে কর উত্তর দিবে। হে কুমার, তোমার কী মনে হয়? মনে কর একজন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের ত্রিকোণ ছাদযুক্ত একটি গৃহ আছে যাহার ভিতর বাহির প্রলেপযুক্ত ও দরজা-জানালা উত্তমভাবে সংযুক্ত। তাহার মধ্যে আছে একটি পালঙ্ক যাহার উপর দীর্ঘ লোমশযুক্ত পশমী কম্বল বিছানো। সাদা পশমী একখানা বিছানা, পুষ্পের সুচিকর্মযুক্ত বিছানার চাদর, দামি কৃষ্ণসার মৃগচর্ম বিস্তৃত, মাথার উপর চাঁদোয়া এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত বর্ণের একখানা করিয়া গদি আছে। এখানে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ এবং তাহার পরিচর্যার জন্য সর্বমোহিনীশক্তিসম্পন্না চারিজন স্ত্রীলোক আছে। কুমার, এখন তোমার কী মনে হয়? সে কি সুখে বাস করিবে না করিবে না? তুমি কী মনে কর?" "হ্যাঁ, ভন্তে, সুখে বাস করিবে। জগতে যাঁহারা সুখে বাস করেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।" "কুমার আমার, তোমার কী মনে হয়? সে গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের কি কায়িক বা মানসিক যন্ত্রণা উৎপন্ন হইবে না যাহা রাগজ

(কামযুক্ত), যদ্বারা নির্যাতিত হইয়া সে অসুখে বাস করিবে না?" হ্যাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হইবে।" "ওহে কুমার, সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র যে রাগজ পরিদাহে দগ্ধ হইয়া অসুখে বাস করিবে তথাগতের সেই রাগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, সমূলে ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্জন্মে অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কারণে আমি সুখে বাস করি। পুনঃ সেই গৃহপতি বা গৃহপতির পুত্রের কি কায়িক দ্বেষজ দ্বারা নির্যাতিত হইয়া সে অসুখে বাস করিবে না?" হ্যাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হইবে।" "ওহে কুমার, সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র যে রাগজ পরিদাহে দগ্ধ হইয়া অসুখে বাস করিবে তথাগতের সেই রাগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, সমূলে ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্জন্মে অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কারণে আমি সুখে বাস করি। পুনঃ সেই গৃহপতি বা গৃহপতির পুত্রের কি কায়িক মোহজ যদ্বারা নির্যাতিত হইয়া সে অসুখে বাস করিবে না?" হ্যাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হইবে।" "ওহে কুমার, সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র যে রাগজ পরিদাহে দগ্ধ হইয়া অসুখে বাস করিবে তথাগতের সেই রাগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, সমূলে ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্জন্মে অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃ অনুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কারণে আমি সুখে বাস করি।"

অর্হৎ মুক্ত হইয়া সুখে বাস করেন, লোভ তাঁহাকে অভিভূত করে না, তিনি শান্ত এবং সংযোজনমুক্ত, তিনি সকল বাধা ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা সংযত করিয়াছেন। সেই উপশান্ত ব্যক্তি সুখে বাস করেন এবং চৈতসিক প্রশান্তি লাভ করেন।"

৬. দেবদূত সূত্র

৩৬. ১. দেবদূত—(ক) "ভিক্ষুগণ, দেবদূত এই তিন প্রকার। কী কী?—ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ কায়িক, বাচনিক, মানসিক অবৈধ জীবনযাপন করে। সে কায়িক অবৈধ আচরণ করিয়া, বাচনিক অবৈধ আচরণ করিয়া, মানসিক অবৈধ আচরণ করিয়া দেহভেদে যখন মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পতিত হয়। তখন নিরয়পাল (নরকের অধ্যক্ষ) তাহার উভয় হাত ধরিয়া যমরাজের সম্মুখে আনিয়া এইরূপ বলে : "মহাশয়, এই লোকের মাতাপিতা ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি কোনো সম্মান ছিল না। তাহার বংশের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নাই। দেব,

তাহাকে শাস্তি প্রদান করুন।” তৎপর ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে পরীক্ষা করে, ঘনিষ্টভাবে তাহাকে প্রশ্ন করে এবং প্রথম দেবদূত সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে : “ওহে পুরুষ, তুমি কি মনুষ্যদের মধ্যে প্রথম দেবদূত দর্শন কর নাই?” সে এইরূপ উত্তর দেয় : “প্রভু, আমি তাহাকে দেখি নাই।” ভিক্ষুগণ, তখন মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলে, “ওহে পুরুষ, তুমি কি মানুষের মধ্যে কোনো স্ত্রী বা পুরুষ, আশি বা নব্বই বা শত বৎসর বয়স্ক, জরাজীর্ণ, ছাদের বরগা সদৃশ, বাঁকা গমনাগমনে দণ্ড-নির্ভর, পীড়িত, বিগত যৌবন, ভগ্ন দণ্ড, ধূসরবর্ণের চুল বা চুলবিহীনতা, টাক পড়া, ভ্রূ কোঁকড়ানো, সর্বাঙ্গ কালদাগযুক্ত ব্যক্তি দেখ নাই?” সে জবাব দেয় : “দেব, দেখিয়াছি।” তখন মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলে, “ওহে পুরুষ, একজন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোক হিসেবে তোমার কি এই চিন্তার উদ্রেক হয় নাই : আমিও জরা ধর্মের অধীন, আমি বার্ধক্যের অতীত হই নাই। আমি এখন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম করিব?” তখন সে বলে, না প্রভু, আমি অমনোযোগী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তখন বলে, “ওহে পুরুষ, অসাবধানতাবশত তুমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন কর নাই। তাহারাও তোমার প্রমত্ততানুযায়ী কাজ করিবে। সেই পাপকর্ম তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু এবং সাথি কর্তৃক কৃত হয় নাই, আত্মীয়স্বজন, দেব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃকও না। ইহা স্বয়ং তোমারই কৃত। সুতরাং তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।”

২. “ভিক্ষুগণ, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া এবং ঘনিষ্টভাবে প্রশ্ন করিয়া এবং প্রথম দেবদূত সম্পর্কে সম্বোধন করিয়া অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে বলিল, “ওহে পুরুষ, তুমি কি মনুষ্যদের মধ্যে দ্বিতীয় দেবদূত দেখ নাই?” সে উত্তর দিল, “আমি কখনো তাঁহাকে দেখি নাই প্রভু।” তখন মৃত্যুরাজ যম বলে, “তুমি কি মনুষ্যদের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের, রুগ্ণ, ক্লিষ্ট, দারুণ রোগে আক্রান্তকে, নিজের মলের উপর শায়িত অবস্থায় গড়াগড়ি দিতে, অন্য কিছু অবলম্বনে উঠিতে, অন্যদের দ্বারা শয্যায় শায়িত করাইতে দেখ নাই?” “হ্যাঁ প্রভু দেখিয়াছি।” ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলিল, “ওহে পুরুষ, একজন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোক হিসেবে তোমার কি এই চিন্তার উদ্রেক হয় নাই : আমিও জরা ধর্মের অধীন, আমি বার্ধক্যের অতীত হই নাই। আমি এখন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম করিব?” তখন সে বলে, “না প্রভু, আমি অমনোযোগী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তখন বলে, “ওহে পুরুষ, অসাবধানতাবশত তুমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন

কর নাই। তাহারাও তোমার প্রমত্ততানুযায়ী কাজ করিবে। সেই পাপকর্ম তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু এবং সাথি কর্তৃক কৃত হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন, দেব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃকও না। ইহা স্বয়ং তোমারই কৃত। সুতরাং তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।"

৩. তৎপর ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে তাহাকে পরীক্ষা ও ঘনিষ্টভাবে প্রশ্ন ও সম্বোধন করিয়া অনুরূপভাবে তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে বলিল, "ওহে পুরুষ, তুমি কি তৃতীয় দেবদূত দেখ নাই?" সে জবাব দিল, "প্রভু, দেখি নাই।" তখন ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলিল, "ওহে পুরুষ, মনুষ্যদের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে, একদিনের মৃত, দুই দিনের মৃতকে, অতিশয় গর্বিতকে, কালনীল, ক্ষত হইতে পুঁজ নির্গত হইতে দেখ নাই?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ প্রভু, দেখিয়াছি।" তখন ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলিল, "ওহে পুরুষ, একজন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোক হিসেবে তোমার কি এই চিন্তার উদ্রেক হয় নাই : আমিও জরা ধর্মের অধীন, আমি বার্ধক্যের অতীত হই নাই। আমি এখন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম করিব?" তখন সে বলে, না প্রভু, আমি অমনোযোগী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তখন বলে "ওহে পুরুষ, অসাবধানতাবশত তুমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন কর নাই। তাহারাও তোমার প্রমত্ততানুযায়ী কাজ করিবে। সেই পাপকর্ম তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু এবং সাথি কর্তৃক কৃত হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন, দেব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃকও না। ইহা স্বয়ং তোমারই কৃত। সুতরাং তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া নীরব রহিল। ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তখন তাহাকে পঞ্চবিধ বন্ধন দ্বারা নির্যাতন করে। তাহারা তাহার প্রতি হাতে পায়ে একটি করিয়া উত্তপ্ত লৌহ পিন প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং পঞ্চমটি বক্ষের মধ্য দিয়া প্রবেশ করায়। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর নিরয়পালগণ তাহাকে শোয়াইয়া কুঠার দ্বারা ছিন্ন করে। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে পা ঊর্ধ্বদিকে মাথা নিচের দিকে করিয়া ক্ষুর দ্বারা কর্তিত করে তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না।

ইহার পর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে রথে বন্ধন করে এবং প্রজ্জ্বলিত উত্তপ্ত ভূমিতে উপরে-নিচে চালিত করে। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে উত্তপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার পর্বতের উপর হইতে নিচে ঠেলিয়া দেয়। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে পা ঊর্ধ্বদিকে মাথা নিম্নদিকে করিয়া উত্তপ্ত পিতলের কড়ায় নিক্ষেপ করে। তথায় সে সিদ্ধ হয় এবং তরল পদার্থের উপরিভাগে উঠে। এইরূপ অবস্থায় একবার উপরে উঠে একবার নিচে যায় একবার আড়াআড়িভাবে যায়। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, সেই মহানিরয় এইরূপ :

চারি দ্বার বিশিষ্ট চারি কোণযুক্ত মহানরক দাঁড়ানো যাহা লৌহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও লৌহাবরণ দ্বারা বিভক্ত। সেই অবীচি মহা নরকে ছাদ লৌহময় ইহার মেঝেও লৌহ নির্মিত অতিশয় তেজযুক্ত ও উত্তপ্ত চতুর্দিকে শত যোজন পর্যন্ত অগ্নিশিখা ছড়াইয়া থাকে।

৫. ভিক্ষুগণ, এক সময় মৃত্যুরাজ যম নিজে এইরূপ চিন্তা করিল : ইহা সত্য যে জগতে যাহারা বিভিন্ন উপায়ে কুকর্ম সম্পাদন করে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। ওহে, আমি যদি মনুষ্য জীবন লাভ করিতাম! ওহে, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ যদি জগতে আবির্ভূত হইতেন! ওহে, তথাগতের পদপ্রান্তে আমি বসিতাম এবং তিনি আমাকে ধর্ম শিক্ষা দিতেন এবং আমি তাঁহার নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে পারিতাম। ভিক্ষুগণ, আমি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ হইতে শুনিয়া এই কথা বলিতেছি না। আমি স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছি এবং দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি তাহাই তোমাদের নির্দেশ করিতেছি।

৬. যেইসব মানুষ দেবদূত দ্বারা সতর্ককৃত হইয়াও দাম্ভিক, অসতর্ক উদাসীন, তাহারা হীনজন্ম লাভ করিয়া দীর্ঘকাল অনুশোচনায় ভোগে। সৎপুরুষ যখন দেবদূতের দ্বারা সচকিত হয়, আর্যধর্মে কখনো প্রমাদিত হয় না, জগতের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার ভয় দেখিয়া, তৃষ্ণাকে জন্ম-মৃত্যুর কারণ জানিয়া জন্ম-মৃত্যুর অবসান করিয়া তাহারা প্রশান্তি লাভ করে। এইরূপ প্রশান্ত ব্যক্তি ইহজীবনে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের শত্রুতা ভয় অতীত হইয়াছে, তাহারা সর্ব দুঃখের অতীত।”

৭. চারি মহারাজ সূত্র

৩৭. "ভিক্ষুগণ, অষ্টমী দিবসে চারি মহারাজার অমাত্য, পারিষদবর্গ মনুষ্যদের মধ্যে অনেক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিনা এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে কিনা ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কিনা তাহা দেখিবার জন্য পৃথিবী অবলোকন করেন। হে ভিক্ষুগণ, চতুর্দশী দিবসে চারি মহারাজার পুত্রগণ মনুষ্যদের মধ্যে অনেক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিনা এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে কিনা ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কিনা তাহা দেখিবার জন্য পৃথিবী অবলোকন করেন। হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে যদি অল্পসংখ্যক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে চারি মহারাজা তাবতিংস দেবতাদের সদ্ধর্ম সভায় উপবিষ্টদের মধ্যে তাহা পেশ করেন—"দেবগণ, মনুষ্যদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে।" হে ভিক্ষুগণ, তখন তাবতিংস দেবগণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "ওহে, দিব্যকায়া ক্ষীণ হইবে এবং অসুর দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে।" কিন্তু ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে যদি অনেক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে চারি মহারাজা তাবতিংস দেবগণকে সদ্ধর্ম সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে তাহা অবহিত করেন এবং বলেন, "ওহে প্রভু, মনুষ্যদের মধ্যে অনেকে মাতপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে চারি মহারাজা তাবতিংস দেবতাদের সদ্ধর্ম সভায় উপবিষ্টদের মধ্যে তাহা পেশ করেন—"দেবগণ, মনুষ্যদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে।" তাহাতে হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণ আনন্দিত হন এবং বলেন, "ওহে, দিব্য কায়া পরিপূর্ণ হইবে এবং অসুরকায়া ক্ষীণ হইবে।"

৮. দ্বিতীয় চারি মহারাজ সূত্র

৩৮. "ভিক্ষুগণ, এক সময় দেবরাজ শক্র তাবতিংস দেবগণকে উপদেশ দিতেছিলেন এবং এতদুপলক্ষে তিনি এই গাথাটি আবৃত্তি করেন—যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিত। কিন্তু ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র কর্তৃক এই গাথাটি মন্দভাবে গীত, সুগীত নহে। তাহা দুর্ভাষিত, সুভাষিত নহে। কেন? হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ ইন্দ্র রাগ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত নহে, একজন অর্হৎ ভিক্ষু যাহার আসব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, জীবন যাপিত, করণীয় কৃত, ভার মুক্ত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছে, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ, যে সম্যকভাবে জ্ঞানবিমুক্ত—এইরূপ কোনো ব্যক্তির এই উক্তি "যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিত" যথার্থই উচ্চারিত হইয়াছে। ইহার কারণ কী? যেহেতু সেই ভিক্ষু অনুরাগ, বিদ্বেষ ও মোহমুক্ত।

ভিক্ষুগণ, এক সময় দেবরাজ শক্র তাবতিংস দেবগণকে উপদেশ দিতেছিলেন এবং এতদুপলক্ষে তিনি এই গাথাটি আবৃত্তি করেন "যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিৎ। কিন্তু ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র কর্তৃক এই গাথাটি মন্দভাবে গীত, সুগীত নহে। তাহা দুর্ভাষিত, সুভাষিত নহে। কেন? ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, দৌর্মনস্য হইতে মুক্ত নহে। সে উপায়াস (হতাশা) ও দুর্দশা মুক্ত নহে। অথচ যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব, জীবন যাপিত, করণীয় কৃত, ভার মুক্ত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছে, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ, যে সম্যকভাবে জ্ঞানবিমুক্তি—এইরূপ কোনো ব্যক্তির উক্তি, "যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিৎ" যথার্থই উচ্চারিত হইয়াছে। কেন? হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে জন্ম, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পরিতাপ হইতে মুক্ত, দৌর্মনস্য, উপায়াস, দুঃখ হইতে পরিমুক্ত বলিতেছি।"

৯. সুকুমাল সূত্র

৩৯. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি মনোরমভাবে পরিপোষিত হইয়াছি, অত্যন্ত

কোমলভাবে, অতি মাত্রায় সূক্ষ্মভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছি। উদাহরণস্বরূপ—আমার পিতৃগৃহে পদ্ম সরোবর এইভাবে তৈরি ছিল—একটি নীল পদ্মের, একটি লাল, অন্যটি শ্বেত পদ্মের শুধুমাত্র আমার জন্য। কাশী হইতে না হইলে আমি অন্য কোন চন্দন কাষ্ঠের চূর্ণ ব্যবহার করিতাম না। আমার পাগড়ি ছিল কাশিক বস্ত্রের তৈরি, জামাও তদ্রূপ। দিনে এবং রাত্রে একটি সাদা চাঁদোয়া আমার উপর ধারণ করা হইত, কারণ ঠাণ্ডা বা গরম, ধুলা বা কুষবা শিশির আমাকে স্পর্শ করিতে পারে। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, আমার তিনটি রাজ-প্রাসাদ ছিল—একটি শীত, একটি গ্রীষ্ম ও একটি বর্ষা কালের জন্য। বর্ষার চারি মাস আমি চারণদের দ্বারা পরিচর্যা কৃত হইতাম যাহাদের সবাই ছিল মহিলা। ওই কয়েকমাস মাস আমি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতাম না। পুনঃ যেই ক্ষেত্রে অন্য লোকের গৃহে কটু যাগুর সাথে ভাঙ্গা চাউলের ভাত ভৃত্যদের খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার পিতৃগৃহে তাহাদিগকে ভাত, মাংস এবং দুগ্ধজাত খাদ্য দেওয়া হইত।

২. হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ অত্যধিক সুখী সমৃদ্ধিশালী হইয়া, মনোরম পরিবেশে পুষ্ট হইয়া আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল—নিশ্চয়ই অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) যদিও নিজে জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ধর্মের অতীত হয় নাই তখন সে অন্যকে জীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হয়, লজ্জিত, বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয় যে, সে নিজেও এইরূপ। এখন আমি নিজেও জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ও ব্যাধি ধর্মের অনতীত। আমাকেও যদি অন্যকে জরাধীন, ব্যাধির অধীনকে দেখিতে হয়, আমাকে দুঃখিতই হইতে হইবে। লজ্জিত এবং বিরক্ত হইতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এইরূপ হইবে না। এইরূপে ভিক্ষুগণ, আমি যখন বিষয়টি চিন্তা করিলাম আমার যৌবনের সকল অহংকার পরিত্যক্ত হইল। পুনঃ ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) যদিও নিজে জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ধর্মের অতীত হয় নাই তখন সে অন্যকে জীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হয়, লজ্জিত, বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয় যে, সে নিজেও এইরূপ। এখন আমি নিজেও জরাধীন, ক্ষয়ের অধীন, জরা ও ব্যাধি ধর্মের অনতীত। আমাকেও যদি অন্যকে জরাধীন, ব্যাধির অধীনকে দেখিতে হয়, আমাকে দুঃখিতই হইতে হইবে। লজ্জিত এবং বিরক্ত হইতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এইরূপ হইবে না। এইরূপে ভিক্ষুগণ, সে যখন বিষয়টিকে চিন্তা করে তাহার যৌবনের সকল অহংকার তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, আমি চিন্তা করিলাম, অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) যদিও নিজে জরাধীন, ক্ষয় ধর্মের

অধীন, জরা ধর্মের অতীত হয় নাই তখন সে অন্যকে জীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হয়, লজ্জিত, বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয় যে, সে নিজেও এইরূপ। এখন আমি নিজেও জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ও ব্যাধি ধর্মের অনতীত। আমাকেও যদি অন্যকে জরাধীন, ব্যাধির অধীনকে দেখিতে হয়, আমাকে দুঃখিতই হইতে হইবে। লজ্জিত এবং বিরক্ত হইতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এইরূপ মরণাধীন হইতে হইবে না। ভিক্ষুগণ, যেইমাত্র বিষয়টি আমি এইভাবে চিন্তা করিলাম আমার জীবনের সকল অহংকার আমাকে পরিত্যাগ করিল।"

হে ভিক্ষুগণ, অহংকার এই ত্রিবিধ। কী কী? যৌবনের অহংকার, নিরাময়তার (স্বাস্থ্য সম্পদের) অহংকার, জীবনের অহংকার। ভিক্ষুগণ, যৌবনমদে মত্ত হইয়া পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায়ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, স্বাস্থ্যমদে মত্ত হইয়া পৃথগজন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায়ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, স্বাস্থ্যমদে মত্ত হইয়া পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায়ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, জীবনমদে মত্ত হইয়া পৃথগজন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায়ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যৌবনমদে মত্ত কোনো কোনো ভিক্ষু শিক্ষা (সংঘকে) পরিত্যাগ করিয়া হীন জীবনে ফিরিয়া যায়। তদ্রূপ আরোগ্যমদে মত্ত কোনো কোনো ভিক্ষু শিক্ষা (সংঘকে) পরিত্যাগ করিয়া হীন জীবনে ফিরিয়া যায়। জীবনমদে মত্ত ভিক্ষুসংঘকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ জীবনে ফিরিয়া যায়।

যদিও জরা, ব্যাধি ও মরণাধীনে সাধারণ লোকে অন্যদের এমতাবস্থায় (জরা, ব্যাধি, মরণগ্রস্ত) ঘৃণা করে, আমাকেও যদি এইরূপ প্রাণীসমূহকে ঘৃণা করিয়া বাস করিতে হয় তাহা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া অবস্থান করিতে করিতে আমি সর্ব উপাধি (আসক্তি) বিরহিত নির্বাণ ধর্মকে জ্ঞাত হইয়া যৌবন, স্বাস্থ্য ও জীবনমদমত্ততা জয় করিয়াছি। বিমুক্তিকে (নির্বাণকে) নিরাপদরূপে দর্শন করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য

আমার উৎসাহ উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি এখন কাম সেবনের যোগ্য নহি, আমি ব্রহ্মচর্যপরায়ণ হইয়া বাস করিব এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিব না।"

১০. আধিপত্য সূত্র

৪০. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আধিপত্য এই ত্রিবিধ। তিন কী কী? আত্মাধিপত্য, লোকাধিপত্য, ধর্মাধিপত্য। আত্মাধিপত্য কিরূপ? এই ব্যাপারে যে ভিক্ষু অরণ্যে গত, বৃক্ষমূলে গত বা নির্জন স্থানে গত সে এইরূপ চিন্তা করে : আমি চীবরের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে আগমন করি নাই। ভিক্ষার জন্য বা শয্যাসনের জন্যও নহে, ভবিষ্যতে এইরূপ হইব এইজন্যও নহে। কেবল এই ধারণায় : জন্ম উত্তীর্ণ হইবার জন্য, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ হইতে অব্যাহতির জন্য, দুঃখ স্কন্ধের অন্তসাধনের জন্য, প্রজ্ঞা লাভের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হইয়াছি। তথাপি আমি যে গৃহজীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়াছি সেই অনুরাগ পূর্বাপেক্ষা যে আরও ব্যাপকভাবে আমাকে অনুসরণ করিবে ইহা হইতে পারে না। তৎপর সে এইরূপ চিন্তা করে : আমার প্রচেষ্টা হইবে এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে অবিচলভাবে। আমার শরীর হইবে শান্ত, অচঞ্চল। চিত্ত হইবে সুসংযত। এইরূপ নিজেকে অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে অকুশল পরিহার করে, কুশল অনুশীলন করে, সাবদ্য (নিন্দনীয়) পরিত্যাগ করে, অনবদ্য (নিষ্কলুষ) বিষয় অনুশীলন করে এবং নিজের দোষশূন্য বিশুদ্ধিতা রক্ষা করে। ইহা "আত্ম আধিপত্য" নামে অভিহিত।

২. লোকাধিপত্য কীরূপ, হে ভিক্ষুগণ? এই ব্যাপারে যে ভিক্ষু অরণ্যে গত, বৃক্ষমূলেগত বা নির্জন স্থানে গত সে এইরূপ চিন্তা করে : আমি চীবরের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হইয়াছি। তথাপি আমি যে আগার পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন গ্রহণ করিয়াছি, আমার কাম চিন্তা, ব্যাপাদ বিতর্ক (বিদ্বেষ চেতনা), বিহিংসা (ক্ষতিকারক চিন্তা) আমাকে পীড়িত করিবে না। এই জগৎ মহাজনতার বাসস্থান। এই মহাজনতার মধ্যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন, পরচিত্তজ্ঞ। তাঁহারা দূর হইতেও সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। সন্নিকটে হইলেও তাঁহারা অদৃশ্য এবং তাঁহারা নিজ চিত্ত দ্বারা আমার চিত্তের অবস্থা অবগত। তাঁহারা আমাকে এইভাবে জানেন : ওহে আগার পরিত্যাগ করিয়া

অনাগারিক জীবনে শ্রদ্ধা প্রব্রজিত কুলপুত্রকে দেখুন, যিনি পাপ-অকুশলে জীবনযাপন করিতেছেন। নিশ্চয়ই ঋদ্ধিমান, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন, পরচিত্তবিদ দেবগণ আছেন। তাঁহারা দূর তাঁহারা দূর হইতেও সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। সন্নিকটে হইলেও তাঁহারা অদৃশ্য এবং তাঁহারা নিজ চিত্ত দ্বারা আমার চিত্তের অবস্থা অবগত। তাঁহারা আমাকে এইভাবে জানেন : ওহে আগার পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে শ্রদ্ধা প্রব্রজিত কুলপুত্রকে দেখুন, যিনি পাপ-অকুশলে জীবনযাপন করিতেছেন। তখন সে এইরূপ চিন্তা করে : আমার প্রচেষ্টা হইবে এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে অবিচলভাবে। আমার শরীর হইবে শান্ত, অচঞ্চল। চিত্ত হইবে সুসংযত। এইরূপ নিজেকে অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে অকুশল পরিহার করে, কুশল অনুশীলন করে, সাবদ্য (নিন্দনীয়) পরিত্যাগ করে, অনবদ্য (নিষ্কলুষ) বিষয় অনুশীলন করে এবং নিজের দোষশূন্য বিশুদ্ধিতা রক্ষা করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে লোকাধিপত্য বলে।

৩. ভিক্ষুগণ, ধর্মাধিপত্য কিরূপ? এই ব্যাপারে যে ভিক্ষু অরণ্যে গত, বৃক্ষমূলেগত বা নির্জন স্থানে গত সে এইরূপ চিন্তা করে : আমি চীবরের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে আগমন করি নাই। ভিক্ষার জন্য বা শয্যাসনের জন্যও নহে, ভবিষ্যতে এইরূপ হইব এইজন্যও নহে। কেবল এই ধারণায় : জন্ম উত্তীর্ণ হইবার জন্য, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ হইতে অব্যাহতির জন্য, দুঃখ স্কন্ধের অন্তসাধনের জন্য, প্রজ্ঞা লাভের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হইয়াছি। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত যাহা ইহজীবনেই দৃষ্ট হয় এই বিষয়ের কোনো নির্দিষ্ট কাল নাই, আস এবং দেখ এইরূপ বলার যোগ্য, যাহা অগ্রে ধাবিত করায়, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বয়ং জ্ঞাত হন বা যাহা বিজ্ঞগণের নিজেদেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। এখন আমার সতীর্থগণ আছেন যাঁহারা জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিতে বিহার করেন। এখন সুব্যাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে আমি যে প্রব্রজিত হইয়াছি আমার মধ্যে কোনো আলস্য হীনবীর্য্য বিদ্যমান থাকা অনুচিত। তখন সে এইরূপ চিন্তা করে; আমার প্রচেষ্টা হইবে এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে অবিচলভাবে। আমার শরীর হইবে শান্ত, অচঞ্চল। চিত্ত হইবে সুসংযত, একাগ্র। এইরূপে নিজেকে অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে অকুশল পরিহার করে, কুশল অনুশীলন করে, সাবদ্য (নিন্দনীয়) পরিত্যাগ করে, অনবদ্য (নিষ্কলুষ) বিষয় অনুশীলন করে এবং নিজের দোষশূন্য বিশুদ্ধিতা রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই

ধর্মাধিপত্য নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ আধিপত্য এইরূপ।

জগতে পাপকর্ম সম্পাদনের জন্য নির্জন স্থান কোথাও নাই। হে পুরুষ! তোমার আত্মা তোমার সত্য-মিথ্যা কর্ম সম্বন্ধে অবগত আছে। হে পুরুষ! তোমার সাক্ষী তোমার কল্যাণ কর্ম, তুমি নিজেকে ঘৃণা করিতেছ, তুমি নিজের মধ্যে পাপ রাখিয়া তোমার আত্মার অজ্ঞাতে গোপন করিতেছ। জগতে বিসমাচারী মূর্খকে দেবগণ ও তথাগত বুদ্ধগণ দেখিয়া থাকেন। তাই আত্ম-প্রধান, স্মৃতিমান, লোক-শিক্ষক, জ্ঞানবান, ধ্যানপরায়ণ, ধর্মাধিপতি ও অনুধর্মাচরণকারী হইয়া বিচরণ করিবে। সত্যবাদী পরাক্রমশালী আসববিহীন মুনি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সে মারকে করে জয়, মৃত্যুকে করে পরাস্ত। প্রচেষ্টা বলে সে জাতিক্ষয়কে (পুনর্জন্মের ক্ষয়) স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপ লোকজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্মে (কাম ও মিথ্যাদৃষ্টি) অনুপলিপ্ত থাকে। সেই ক্ষীণাসব মুনির কখনও হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে না।"

৫. ক্ষুদ্র বর্গ

১. সম্মুখীভাব সূত্র

৪১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন বিষয়ের বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য প্রসব করে। কী কী? ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা, দানীয় বস্তু এবং উপযুক্ত গ্রহীতা এই তিনটি বিষয়ের বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য প্রসব করে।"

২. তিঠান সূত্র

৪২. "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণাবলি (বৈশিষ্ট্য) দ্বারা একজন শ্রদ্ধাবানকে জানা যায়। সেইগুলি কী কী? সে শীলবানকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, সদ্ধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হয়, বিগতমল অন্তরে সে গৃহে বাস করে, একজন উদারহস্ত, পরিচ্ছন্নহস্ত, দানে প্রসন্ন, অনুকুল যাচঞাকারী, অন্যদের সাথে দান বিভাগ করিয়া পরিভোগেচ্ছু। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিগুণের দ্বারাই একজন শ্রদ্ধাবানকে জানা যায়।

শীলবানকে দর্শন ও সদ্ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা, মাৎসর্যমল পরিত্যাগের ইচ্ছা যাহার আছে তাহাকে শ্রদ্ধাবান বলা হয়।"

৩. অত্থবস সূত্র

৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্মদেশক অপরের নিকট ধর্ম দেশনা করে। সেই তিনটি গুণ কী কী? যে ধর্মদেশনা করে তাহার

অর্থ-প্রতিসংবেদী এবং ধর্ম-প্রতিসংবেদী (অর্থ ও তাৎপর্যবহ) হওয়া উচিত। যে ধর্ম শ্রবণ করে সেও তদ্রূপ হইয়া ধর্ম শ্রবণ করে। যে ধর্মদেশনা ও ধর্ম শ্রবণ করে উভয়েই ও ধর্মোপলব্ধি (তাৎপর্যবাহী) করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্মদেশক অপরের নিকট ধর্মদেশনা করে।"

৪. কথাপবত্তি সূত্র

৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, ধর্মীয় কথা তিন ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক। কী কী? যে ধর্মদেশনা করে তাহার অর্থ-প্রতিসংবেদী এবং ধর্ম-প্রতিসংবেদী (অর্থ ও তাৎপর্যবহ) হওয়া উচিত। যে ধর্ম শ্রবণ করে সেও তদ্রূপ হইয়া ধর্ম শ্রবণ করে। যে ধর্মদেশনা ও ধর্ম শ্রবণ করে উভয়েই ও ধর্মোপলব্ধি (তাৎপর্যবাহী) করে। ভিক্ষুগণ, ধর্মীয় কথা এই তিন ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক।"

৫. পণ্ডিত সূত্র

৪৫. "ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় জ্ঞানী ও সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত। কী কী? ভিক্ষুগণ, দান, প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং মাতাপিতার ব্যয় নির্বাহ, ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় জ্ঞানী ও সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত।

দান, অহিংসা, আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয় দমন, মাতাপিতার সেবা, ব্রহ্মচর্য যাপনকারীদের সেবা—যে পণ্ডিত সৎপুরুষগণ প্রশংসিত এইসব কর্তব্য পালন করেন, যিনি অর্থনীতি দর্শনসম্পন্ন তিনি দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন।"

৬. শীলবান সূত্র

৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, যে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া শীলবান প্রব্রজিতগণ বাস করে তথায় মানুষেরা তিনটি বিষয়ে বহু পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক। ভিক্ষুগণ, সে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া শীলবান প্রব্রজিতগণ বাস করে তথায় মানুষের তিনটি বিষয়ে বহু পুণ্য লাভ করিয়া থাকে।"

৭. সংস্কারের লক্ষণ সূত্র

৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারের এই ত্রিবিধ সংস্কার লক্ষণ। কী কী? ইহার উৎপত্তি স্পষ্ট, ইহার অবসান স্পষ্ট, ইহার পরিবর্তনশীলতা যখন স্থিত হয় তাহা স্পষ্ট। ভিক্ষুগণ, সংস্কারের এই ত্রিবিধ সংস্কার লক্ষণ।"

৮. অসংস্কারের লক্ষণ সূত্র

৪৮. হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কারের এই ত্রিবিধ অসংস্কার লক্ষণ। কী কী? ইহার উৎপত্তি অস্পষ্ট, ইহার বিলয় অস্পষ্ট, ইহার পরিবর্তনশীলতা যখন স্থিত হয় তখন অস্পষ্ট। এইগুলিই ভিক্ষুগণ, অসংস্কারের এই ত্রিবিধ লক্ষণ।"

৯. পর্বতরাজ সূত্র

৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়ের মহাশাল বৃক্ষ ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত। কী কী? তাহারা শাখা-পত্র পল্লবে বর্ধিত, ছাল ও কঠিন আবরণে বর্ধিত, কোমল কাষ্ঠ ও মজ্জায় বর্ধিত। ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়ের মহাশাল বৃক্ষ ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপতির গৃহাভ্যন্তরের লোকও ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত হয়। কী কী? শ্রদ্ধা দ্বারা বর্ধিত, শীলের দ্বারা বর্ধিত, প্রজ্ঞা দ্বারা বর্ধিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপতির গৃহাভ্যন্তরের লোকও ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত। যেমন পর্বত শৈল অরণ্যে মহাবনে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই বৃক্ষের আশ্রয়ে বনস্পতিসমূহ বর্ধিত হয়। তদ্রূপ শীলসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, অমাত্য, আত্মীয়স্বজন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যখন তাহারা সেই শীলবানের বদান্যতা, তাহার গুণ এবং যে ধর্মীয় জীবনযাপন করে সে তাহা দর্শন করে যদি তাহাদের বিচক্ষণতা বুদ্ধিমত্তা থাকে তাহা হইলে তাহারা তাঁহার উদাহরণ অনুসরণ করিয়া থাকে—সুতরাং এই জীবনে ধর্মপথে বিচরণ করিয়া তাহারা সুগতিগামী হয়, দেবলোকে নন্দিত হয় এবং যে সুখ চায় তাহা লাভ করে।"

১০. আতপ্পকরণীয় সূত্র

৫০. "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি ক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ শক্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কী কী? অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলের অনুৎপত্তিতে, অনুৎপন্ন কুশলধর্মের উৎপত্তিতে এবং শারীরিক উৎপন্ন বেদনা, দুঃখ যাহা দুঃখদায়ক, তীব্র, তিক্ত, অত্যন্ত ক্লেশকর এবং অনভিপ্রেত যাহা জীবন অতিপাত করে তাহা সহনের শক্তি উৎপাদন করণীয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ শক্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, যখন কোনো ভিক্ষু এই ত্রি-বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে তাহাকে দুঃখাবসানের জন্য, "তেজস্বী, বিচক্ষণ, মনোযোগী ভিক্ষু হিসেবে অভিহিত করা হয়।"

১১. মহাচোর সূত্র

৫১. ১. "ভিক্ষুগণ, তিন কারণে একজন ডাকাত প্রধান সিঁদ কাটে, চুরি করে, লুঠ করে, সিঁধেল চোর হয় এবং ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া থাকে। কী কী? এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অগম্য, অপ্রবেশ্য ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করে। সে কিভাবে অগম্যের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অনতিক্রম্য নদী এবং পর্বতাদির উপর নির্ভর করে। এইভাবে একজন ডাকাত প্রধান সিঁদ কাটে, চুরি করে, লুঠ করে, সিঁধেল চোর হয় এবং ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া থাকে। কী কী? এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অগম্য, অপ্রবেশ্য ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করে। ভিক্ষুগণ, কিভাবে সে অপ্রবেশ্যের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান তৃণ বা বৃক্ষের জঙ্গল, বনজঙ্গল বা মহাবনের উপর নির্ভর করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ প্রধান অনতিক্রম্য নদী এবং পর্বতাদির উপর নির্ভর করে। কিভাবে সে ক্ষমতাবানদের উপর নির্ভর করে? ভিক্ষুগণ, এই ব্যাপারে একজন ডাকাত প্রধান রাজা বা রাজার মহামাত্যের উপর নির্ভর করে। সে ভাবে—যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে এই রাজাগণ বা রাজার মহামাত্যগণ আমার রক্ষার জন্য একটি ব্যাখ্যা দিবেন। তাঁহারা তদ্রূপ করেন। এইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অগম্য, অপ্রবেশ্য ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করে। এই তিনটি কারণবশত একজন ডাকাত প্রধান সিঁদ কাটে, চুরি করে, লুঠ করে, সিঁধেল চোর হয় এবং ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া থাকে।"

২. তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু জীবনহীন, আহত হইয়া থাকে; সে নিন্দিত, বিজ্ঞজন কর্তৃক তিরস্কৃত এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। কী কী? ভিক্ষুগণ, একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু অসরল, অপ্রবেশ্য, ক্ষমতাশালীর উপর নির্ভর করে। কিভাবে সে অসরলের উপর নির্ভর করে? এই ব্যাপারে একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মে অসরল হয়। এইভাবে সে অসরলের উপর নির্ভর করে। কিভাবে ভ্রষ্ট ভিক্ষু অপ্রবেশ্যের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, চরম মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করে। এইভাবে সে অপ্রবেশ্যের উপর নির্ভর করে। হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে সে ক্ষমতাবানদের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু রাজা বা রাজার মহামাত্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। সে এইরূপ ভাবে—যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে রাজা বা রাজার মহামাত্য আমার রক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান

করিবে। তাহারা তাহা করে। ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু জীবনহীন, আহত হইয়া থাকে; সে নিন্দিত, বিজ্ঞজন কর্তৃক তিরস্কৃত এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে।"

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. ১. ব্রাহ্মণ বর্গ

১. প্রথম দুই ব্রাহ্মণ সূত্র

৫২. ১. "অতঃপর দুই বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত একশত বিশ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় ভগবানকে বলিলেন, "ভবৎ গৌতম, আমরা বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একশত বিশ বৎসর বয়সের অধিকারী। কিন্তু আমরা কোনো মহৎ কার্য, কুশলকর্ম যেই কর্মে আমাদের ভয়ে আশ্বস্ত করিতে পারে তদ্রূপ কোনো কার্য সম্পাদন করি নাই। ভবৎ গৌতম, আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন, ভবৎ গৌতম আমাদিগকে অনুশাসন করুন যাহাতে আমাদের দীর্ঘকালের হিত ও সুখ সাধিত হয়।" "সত্যই ব্রাহ্মণ, আপনারা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একশত বিশ বৎসর বয়সের অধিকারী। কিন্তু আমরা কোনো মহৎ কার্য, কুশলকর্ম যেই কর্মে আমাদের ভয়ে আশ্বস্ত করিতে পারে তদ্রূপ কোনো কার্য সম্পাদন করি নাই। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ, এই জগৎ প্রতিনিয়ত জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু দ্বারা তাড়িত হইতেছে। যেহেতু ইহার ব্যতিক্রম নাই সেইজন্য ইহজীবনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক আত্মসংযম অনুশীলনীয়—যে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে যাহার জন্য ইহার আশ্রয়, আশ্রয় গুহা, প্রতিরক্ষা দ্বীপ, বিশ্রাম স্থান ও উপশমস্বরূপ হউক।

জীবনে প্রতিনিয়ত তাড়িত হইতেছে; আয়ু অতি সংক্ষিপ্ত; জরা ও বার্ধক্যের তাড়ন হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। তোমার চোখের সম্মুখে মৃত্যুর ভয় রাখ এবং সুখদায়ক কর্ম সম্পাদন কর। ইহজীবনে অনুশীলিত কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযম, পুণ্যকর্ম মৃত ব্যক্তির সুখ সৃষ্টি করে।"

২. দ্বিতীয় দুই ব্রাহ্মণ সূত্র

৫৩. ২. "অতঃপর দুই বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত একশত বিশ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় ভগবানকে বলিলেন, "ভবৎ গৌতম, আমরা বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একশত বিশ বৎসর বয়সের অধিকারী। কিন্তু আমরা কোনো মহৎ কার্য, কুশলকর্ম যেই কর্মে আমাদের ভয়ে আশ্বস্ত করিতে পারে তদ্রূপ কোনো কার্য সম্পাদন করি নাই। হে ব্রাহ্মণ, এই জগৎ জরা, ব্যাধি, মরণ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। যেহেতু ইহার ব্যতিক্রম নাই সেইজন্য ইহজীবনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক আত্মসংযম অনুশীলনীয়—যে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে যাহার জন্য ইহার আশ্রয়, আশ্রয় গুহা, প্রতিরক্ষা দ্বীপ, বিশ্রাম স্থান ও উপশমস্বরূপ হউক ভবিষ্যৎ জীবন।

যখন একটা গৃহ প্রজ্জ্বলিত হয় সেখান হইতে সড়ানো দ্রব্যাদি গৃহস্থের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, যাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া যায় তাহা আর ব্যবহারে আসে না। এইরূপ জগৎ জরা-মৃত্যুতে জ্বলিতেছে। তাই দানের দ্বারা নিজেকে রক্ষা কর, দান দিলে তাহা সুনিহিত (রক্ষিত) হয়। ইহজীবনে অনুশীলিত কায়িক-বাচনিক-মানসিক সংযম, পুণ্যকর্ম মৃত্যুর পর তাহার সুখ সাধন করে।"

৩. অন্যতর ব্রাহ্মণ সূত্র

৫৪. "অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেন, "ভবৎ গৌতম, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট হয়। ভবৎ গৌতম, কিভাবে ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট হয়? কিভাবে ইহা অকালিক (সময়ের ব্যাপারে নহে), আস দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, সমৃদ্ধির পথে গমনকারী (বিকাশমুখী), যাহা বিজ্ঞকর্তৃক উপলব্ধিযোগ্য?" "ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি রাগাভিভূত (কামাভিভূত), অনুরক্ত, তদ্বারা মোহিত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি রাগ (কামনা) পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইভাবেই হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি দোষে (দ্বেষে) দুষ্ট, দোষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ

চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই, ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি মোহে স্বয়ং মুগ্ধ, মোহানুরক্ত, মোহাভিভূত প্রত্যক্ষ করে। যদি মোহ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপে হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। ধর্ম অকালিক (সময়ের ব্যাপারে নহে), আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, ধর্ম উপনায়িক (বিকাশমুখী) যাহা বিজ্ঞগণ কর্তৃক উপলব্ধিযোগ্য।" "ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য, অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ গৌতম বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

৪. পরিব্রাজক সূত্র

৫৫. "অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেন, "ভবৎ গৌতম, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট।" হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি দোষে (দ্বেষে) দুষ্ট, দোষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রুপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না।" "ব্রাহ্মণ, রাগানুরক্ত, রাগাভিভূত, রাগের দ্বারা মোহিত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম আচরণ করে। রাগ (কামনা) পরিত্যক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কোনোভাবেই দুষ্কর্ম আচরণ করে না। হে ব্রাহ্মণ, রাগানুরক্ত, রাগাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল জানে না, পরেরও মঙ্গল জানে না, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে না। রাগ পরিত্যক্ত হইলে নিজের মঙ্গল জানে, পরের মঙ্গলও জানে, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে। এইরূপেই হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। যে ব্যক্তি দ্বেষে দুষ্ট দ্বেষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট।" "ব্রাহ্মণ, দ্বেষে দুষ্ট, দ্বেষানুরক্ত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল জানে না, পরেরও মঙ্গল জানে না, নিজের ও

পরের উভয়ের মঙ্গল জানে না। দ্বেষ পরিত্যক্ত হইলে নিজের মঙ্গল জানে, পরের মঙ্গলও জানে, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে।” “ব্রাহ্মণ, মোহিত, মোহাভিভূত, মোহানুরক্ত ব্যক্তি দ্বেষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। হে ব্রাহ্মণ, মোহাভিভূত, মোহানুরক্ত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম আচরণ করে। মোহ পরিত্যক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কোনোভাবেই দুষ্কর্ম আচরণ করে না। হে ব্রাহ্মণ, মোহিত, মোহানুরক্ত, মোহাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল জানে না, পরেরও মঙ্গল জানে না, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে না। মোহ পরিত্যক্ত হইলে নিজের মঙ্গল জানে, পরের মঙ্গলও জানে, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে। এইরূপই হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট, ধর্ম অকালিক, আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, উপনায়িক, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধিযোগ্য।” “ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য, অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ গৌতম বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।”

৫. নিব্বুত সূত্র

৫৬. “তৎপর জানুস্‌সোনি নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। জানুস্‌সোনি নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, “ভবৎ গৌতম, নির্বাণ স্বয়ং ইহজীবনেই দৃষ্ট হয় বলিয়া কথিত। ভবৎ গৌতম, নির্বাণ কিরূপে স্বয়ং ইহজীবনেই দৃষ্ট, কিভাবে? ইহা অকালিক (সময়ের ব্যাপার নহে), আস, দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, সমৃদ্ধির পথে গমনকারী (বিকাশমুখী), যাহা বিজ্ঞ কর্তৃক উপলব্ধিযোগ্য।” “ব্রাহ্মণ, রাগাভিভূত (কামাভিভূত), অনুরক্ত, তদ্বারা মোহিত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে, যদি রাগ (কামনা) পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রুপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ ইহজীবনেই দৃষ্ট। নির্বাণ অকালিক

(সময়ের ব্যাপার নহে), আস, দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, সমৃদ্ধির পথে গমনকারী (বিকাশমুখী), যাহা বিজ্ঞ কর্তৃক উপলব্ধিযোগ্য। ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি দ্বেষে দুষ্ট দোষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে, যদি রাগ (কামনা) পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রুপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এই রূপেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ ইহজীবনেই দৃষ্ট, নির্বাণ অকালিক আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, উপনায়িক, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধিযোগ্য। ব্রাহ্মণ, মোহে মোহিত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে, যদি রাগ (কামনা) পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রুপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ স্বয়ং দৃষ্ট, সন্দৃষ্টিক পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাইয়া, যাহা গন্তব্য স্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। যেহেতু ব্রাহ্মণ, যখন অনবশেষ এই রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয় প্রত্যক্ষকৃত হয় তাহাতেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ স্বয়ং দৃষ্ট, অকালিক, আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য। "ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ গৌতম বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

৬. পরলোক সূত্র

৫৭. "অতঃপর জনৈক ধনবান ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। জনৈক ধনবান ব্রাহ্মণ ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ধনবান ব্যক্তি ভগবানকে বলেন, "ভবৎ গৌতম, আমি প্রাচীন কালের বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, আচার্য-প্রাচার্যদের কথা শুনিয়াছি যে, এক সময় এই জগৎ মনুষ্য দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ ছিল যে কেহ চিন্তা করিতে পারে অবীচি সদৃশ গভীর যে গ্রাম, নিগম (শহরতলি) এবং রাজধানীর খুবই কাছাকাছি ছিল যাহাতে মোরগের পক্ষেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করা সহজ ছিল। "ভবৎ গৌতম, কী কারণে মনুষ্যের ক্ষয় এবং হ্রাস হইয়াছে? কিভাবে ইহা সম্ভব যে, গ্রামগুলি আর গ্রাম নহে, নিগমগুলি আর নিগম নহে,

নগরগুলি নগর নহে এবং জেলাগুলি জনহীন?" "এখন ব্রাহ্মণ, মানুষেরা অবৈধ অনুরাগে অনুরক্ত, লোভাভিভূত, মিথ্যা মতবাদে আচ্ছন্ন। এইভাবে অবৈধ রাগে অভিভূত, লোভাভিভূত, অবৈধ লোভে অভিভূত ব্যক্তিগণ ধারাল ছুরি ধরে এবং একজন অপর জনের জীবন সংহার করে। ইহাতে অনেক লোকের জীবনাবসান হয়। হে ব্রাহ্মণ, এই কারণেই গ্রাম, নিগম, জনপদ জনহীন হইতেছে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, যেহেতু জনগণ অবৈধ রাগাভিভূত, অসম লোভাভিভূত, মিথ্যা মতবাদের আচ্ছন্ন সেই কারণে সম্যকভাবে বারিপাত হয় না। তাহাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শস্য উৎপন্ন হয় না ডাঁটাই মাত্র জন্মে। তাহাতে বহু লোক মৃত্যু বরণ করে, সেই কারণে হে ব্রাহ্মণ, মানুষ মৃত্যু বরণ করিলে গ্রাম, নিগম, জনপদ জনহীন হইয়া পড়ে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, যেহেতু জনগণ অবৈধ রাগাভিভূত, লোভাভিভূত, মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে যক্ষেরা মনুষ্যগণকে পরিহার করে। তাহাতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই লোকক্ষয়ের কারণ। এই কারণে গ্রামগুলি আর গ্রাম নহে, নিগমগুলি আর নিগম নহে, নগরগুলি আর নগর নহে, জেলাগুলি জনহীন। "ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য, অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ গৌতম বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

৭. বচ্ছগোত্র সূত্র

৫৮. "অতঃপর পরিব্রাজক বৎসগোত্র ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। জনৈক পরিব্রাজক বৎস্রগাত্র ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক ভগবানকে বলেন, "ভবৎ গৌতম, আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলিয়া থাকেন, "আমাকেই দান দেওয়া উচিত, আমার শ্রাবকদের দান দেওয়া উচিত, অন্যদের নহে, আমার শ্রাবকদের দানের ফল মহৎ, অন্য শ্রাবকদের নহে।" "ভবৎ গৌতম, যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন তাঁহারা কি অসত্য উক্তি দ্বারা ভুল বিবরণ না দিয়া সঠিকভাবে ভবৎ গৌতমের মতবাদের পুনরুল্লেখ করিয়া থাকেন? তাঁহারা কি তাহার শিক্ষানুসারে তাঁহাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যাহার ফলে যে তাঁহার মতবাদী ও চিন্তাধারার সে ইহা ব্যক্ত করিতে গিয়া উপহাস করিয়া না বসে?

অবশ্য আমরা ভবৎ গৌতমের ব্যাপারে ভুল বিবরণ না দেওয়ার পক্ষপাতী।” “বৎস, যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদের এই বক্তব্য আমার চিন্তাধারা প্রসূত নহে। অধিকন্তু যাহা সত্য নহে মিথ্যা তাহা বিবৃত করিয়া আমার সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বৎস, যে অন্যকে দান দিতে বারণ করেন তাহাকে তিন বিষয়ে অন্তরায় করেন, তিনটি বিষয়ে পরিপন্থী কাজ করেন। কী কী? তিনি দাতাকে পুণ্যকর্মে বাধা দেন, গ্রহীতাকে দান গ্রহণ হইতে বাধা দেন এবং তিনি নিজেকে নিজে ধ্বংস করেন, সম্পূর্ণ ধ্বংস। বৎস, যে ব্যক্তি অন্যকে দান প্রদানে বাধা দেয় সে তাহাকে এই তিন প্রকারে বাধা দেয়, তিন বিষয় কাড়িয়া নেয়। কিন্তু বৎস, আমি ইহাই ঘোষণা করিতেছি যে যদি কেহ প্রাণীদের প্রতি হিতকামী হইয়া থালাবাসন ধোয়া জল বা মলে যে প্রাণী আছে তাহাদের উদ্দেশ্য নিক্ষেপ করে তাহাও তাহার পুণ্যের উৎস হইবে; আর মনুষ্যদের খাদ্য প্রদান করিলে তো কথাই নাই। বৎস, তবুও আমি ইহা বলিতেছি যে, শীলবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানের ফল যেইরূপ মহান হয় দুঃশীলকে দান দিলে সেইরূপ মহৎ হয় না। “শীলবান, শব্দটি দ্বারা আমি বুঝি সেই ব্যক্তিকে যে পাঁচটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে পাঁচটি গুণসম্পন্ন। তাহার পরিত্যক্ত পাঁচটি বিষয় কী কী? কামচ্ছন্দ (কামস্পৃহা), ব্যাপাদ (হিংসা), স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা), ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য (গর্ব-অনুশোচনা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ-দোদুল্যমানতা)। এই পাঁচটি বিষয় পরিত্যক্ত হয়। কোন পাঁচটি গুণে সে গুণবান হয়? সে অশৈক্ষ্যের (অর্হতের) শীলস্কন্ধ ভূষিত হয়, অশৈক্ষ্যের সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, বিমুক্তিস্কন্ধ, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনস্কন্ধে ভূষিত হয়। এই পাঁচটি গুণে সে ভূষিত হয়। এইরূপ পাঁচটি বিষয় পরিত্যক্ত এবং পাঁচটি গুণে ভূষিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয় বলিয়া আমি বলি।

পশুর পালে যেমন শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত, তামাটে, চিত্রবিচিত্র, একইরূপ আকার-বিশিষ্ট, পারাবত বর্ণসম্পন্ন-বর্ণ যাহাই হোক না কেন, একটি পোষা ষাঁড় ভারবাহী, শক্তিমান, সুন্দর ও দ্রুতগামী হইলে বর্ণের ভ্রুক্ষেপ না করিয়া লোকেরা ইহাকে ভার বহনে যোয়াল দেয়। তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও সে যেই কুলে জন্ম নেয়, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুস প্রভৃতি কুলে জাত-যাহাই হউক না, যে দান্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়বান, শীলবান, সত্যবাদী, লজ্জাশীল, জন্ম-জরাবিহীন ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ, ভারমুক্ত, পার্থিব বন্ধন ছিন্ন, যাহার কর্ম কৃত, যে অনাসক্ত, নির্মল, সর্ব বিষয় উত্তীর্ণ, কোনো কিছুতেই লিপ্ত নহে, সর্বতোভাবে মুক্ত-এরূপ নিষ্কাম ক্ষেত্রে দানের ফল হয় প্রচুর-অপ্রমেয়। কিন্তু

নির্বোধ, অজ্ঞতা, বুদ্ধিহীন, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার বহির্ভূত ক্ষেত্রে দান দেয়, শান্তগণের নিকট উপস্থিত হয় না। যাহারা সৎ সংসর্গে আসেন যাহারা প্রজ্ঞাবান, ঋদ্ধিমান হিসেবে শ্রদ্ধার যোগ্য তাহারা সুগত বুদ্ধের শাসনে বৃক্ষমূলের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা দেবলোকে জন্ম নেন বা এখানে উত্তম পরিবারে জন্ম নিয়া থাকেন, ক্রমান্বয়ে পণ্ডিতগণ নির্বাণ লাভ করেন।”

৮. ত্রিকর্ণ সূত্র

৫৯. ১. তৎপর ত্রিকর্ণ নামক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ত্রিকর্ণ ব্রাহ্মণ যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ তাঁহাদের প্রশংসা করেন। ভগবান তখন বলেন, “হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, সেইসব ব্রাহ্মণের ত্রিবিদ্যা আছে। আপনি যেইরূপ বলিতেছেন তাঁহাদের তাহা আছে। কিন্তু আপনি বলুন ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা কিরূপে ব্যাখ্যা করেন?” “এই ক্ষেত্রে ভবৎ গৌতম, একজন ব্রাহ্মণ উভয় দিকে সুজাত, পবিত্র মাতাপিতার বংশজাত, যাঁহার বংশানুক্রমে সপ্ত বংশ পর্যন্ত পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, জন্মের ক্ষেত্রে অনিন্দনীয়, অধ্যয়নশীল, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে পারদর্শী, ধর্মাচরণ পদ্ধতিসহ শুচিতে পারদর্শী, শব্দ বিজ্ঞানে পারদর্শী, পৌরাণিক বিষয়ে দক্ষ, পদ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, লোকায়ত এবং মহাপুরুষ লক্ষণে নিপুণ। “ভবৎ গৌতম, এইভাবেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা বর্ণনা করেন।” “ব্রাহ্মণ, উত্তম, ত্রিবিদ্যা ব্রাহ্মণের এই বর্ণনা এক। আর্যবিনয়ে যে ত্রিবিদ্যা হয় তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর।” “কিন্তু ভবৎ গৌতম, আর্যবিনয়ে ত্রিবিদ্যালাভী কিরূপ? “ভবৎ গৌতম, আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় যদি আর্যবিনয়ে ত্রিবিদ্যা লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।” “তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করুন, মনোযোগ-সহকারে, আমি ভাষণ করিতেছি।”

২. “ভবৎ গৌতম, অতি উত্তম”, ব্রাহ্মণ ত্রিকর্ণ উত্তর দিলেন। ভগবান বলেন, “ওহে ব্রাহ্মণ, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল (পাপ) ধর্ম হইতে বিরত হইয়া বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তৎপর সেই ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল বা না-দুঃখ না সুখ ভাবাপন্ন হইয়া এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান হইয়া কায়িক সুখ অনুভব করে। আর্যগণ

যাহাকে "উপেক্ষাশীল স্মৃতি সুখবিহারী" বলিয়া আখ্যায়িত করে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। কায়িক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে।

৩. তৎপর সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, উপক্লেশ-বিহীন, নমনীয়, কমনীয়, স্থিত, অবিচলিত অবস্থায় পূর্ব জন্মের জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে। বিভিন্ন উপায়ে সে পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুস্মরণ করে : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র, শত সহস্রজন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্প পর্যন্ত আমি অমুক অমুক স্থানে ছিলাম, এইরূপ ছিল নাম, এইরূপ গোত্র, এইরূপ জাতি, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, এইরূপ আয়ু (এতদিন পর্যন্ত) সম্পন্ন ছিলাম, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছি—সেখানেও আমি ছিলাম, এইরূপ ছিল নাম, এইরূপ গোত্র, এইরূপ জাতি, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, এইরূপ আয়ু (এতদিন পর্যন্ত)-সম্পন্ন ছিলাম, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবেই সে বিশেষ বিস্তৃত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অনেক প্রকার উপায়ে তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি অনুস্মরণ করে। ইহাই তাহার অধিগত প্রথম বিদ্যা। অবিদ্যা তিরোহিত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিগত, আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রশান্ত বিহরণকারীতেই বিরাজ করে।

৪. তৎপর সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, উপক্লেশ-বিহীন, নমনীয়, কমনীয়, স্থিত, অবিচলিত অবস্থায় পূর্বজন্মের জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপন্ন জ্ঞান অর্জনে। সে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা এবং মানবিক কায়া অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগণকে চ্যুত এবং উৎপন্ন হইতে দেখে-হীন-উত্তম, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, তাহাদের কর্মানুসারে সুগতি এবং দুর্গতি গমনে—হায়! এইসব গুণবান লোকেরা কায়িক দুষ্কর্ম, বাচনিক দুষ্কর্ম, মানসিক দুষ্কর্ম ও আর্যনিন্দা করিয়া, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এবং মিথ্যাদৃষ্টির ফল ভোগ করিয়া এইসব সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইয়াছে—এইসব গুণবান ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিয়া আর্যনিন্দা না করিয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক দৃষ্টির ফল ভোগ করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় বিদ্যা যাহা সে লাভ

করে, তাহার অবিদ্যা বিগত এবং বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিদূরীত এবং আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত উৎসাহী প্রশান্ত বিহরণকারীতে বিরাজ করে।

৫. তৎপর সে এইভাবে সমাহিত চিত্তে পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, উপক্লেশ-বিহীন, নমনীয়, কমনীয়, স্থিত, অবিচলিত অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে। সে "ইহা দুঃখ" যথাযথভাবে জানে। "ইহা দুঃখ সমুদয়" যথাভাবে জানে, "ইহা দুঃখ নিরোধ" যথাভাবে জানে, "ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা" যথাযথভাবে জানে। "ইহা আসব" যথাভাবে জানে, "ইহা আসব নিরোধগামিনী প্রতিপদা" যথাযথভাবে জানে। সে এইরূপ জানিয়া, এইরূপ দর্শন করিয়া কামাসব, ভবাসব (জন্ম লাভের আসক্তি), অবিদ্যাসব হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া জানে যাহার ফলে সে বুঝিতে পারে—জন্ম নিরোধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য যাপিত হইয়াছে, করণীয় কর্ম কৃত, আমাকে আর উৎপন্ন হইতে হইবে না। এই তৃতীয় বিদ্যা সে লাভ করে, তাহার অবিদ্যা বিগত এবং বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিদূরীত এবং আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রশান্ত বিহরণকারীতে বিরাজ করে।

৬. শীলে অপরিবর্তনশীল, বিজ্ঞ, ধ্যানপরায়ণ, চিত্ত যাহার সংযত, একাগ্র, সুসমাহিত সেই মুনি অন্ধকার বিদূরীত করিয়া ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছে এবং মৃত্যুকে পরাভূত করিয়াছে—মানুষেরা তাহাকে "দেব এবং মনুষ্য উভয়ের হিতকামী", "সর্ব পরিত্যাগী", "ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন", "অবিহ্বল", "জ্ঞানদীপ্ত", "জগতে অন্তিম দেহধারী" হিসেবে অভিহিত করে। লোকেরা গৌতমকে এইসব নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

যিনি পূর্বজন্ম দেখেন, স্বর্গ-নরক দেখেন, যাঁহার জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে—যদি কোনো ব্রাহ্মণের এই ত্রিবিদ্যা অর্জিত হইয়া থাকে, অভিজ্ঞাভূষিত মুনি তাঁহাকেই আমি "ত্রিবিদ্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকি, লোকের দ্বারা অসার বাক্যে অভিহিত অন্য কোনো ব্যক্তিকে নহে। এইভাবেই ব্রাহ্মণ, আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"ভবৎ গৌতম, এই ত্রিবিদ্যা অন্য ত্রিবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভবৎ গৌতম, ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত ত্রিবিদ্যা আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যার ষোড়াংশের একাংশও হয় না। আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ গৌতম বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসক

হিসেবে গ্রহণ করুন।”

৯. জানুশ্যোনি সূত্র

৬০. “অতঃপর জানুশ্যোনি নামক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট জানুশ্যোনি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলেন, “যদি কেহ দান দিতে চায় বা শ্রাদ্ধ করিতে চায় অন্নদান বা ভিক্ষুককে দেওয়ার যোগ্য বস্তু, তাহা হইলে তাহা ত্রিবিদ্য ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত।” “কিন্তু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা কিরূপে বর্ণনা করেন?” “এই ক্ষেত্রে ভবৎ গৌতম, একজন ব্রাহ্মণ উভয় দিকে সুজাত, পবিত্র মাতাপিতার বংশজাত, যাঁহার বংশানুক্রমে সপ্ত বংশ পর্যন্ত পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, জন্মের ক্ষেত্রে অনিন্দনীয়, অধ্যয়নশীল, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে পারদর্শী, ধর্মাচরণ পদ্ধতিসহ শুচিতে পারদর্শী, শব্দ বিজ্ঞানে পারদর্শী, পৌরাণিক বিষয়ে দক্ষ, পদ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, লোকায়ত এবং মহাপুরুষ লক্ষণে নিপুণ। “ভবৎ গৌতম, এইভাবেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা বর্ণনা করেন।” “ব্রাহ্মণ, উত্তম, ত্রিবিদ্য ব্রাহ্মণের এই বর্ণনা এক। আর্যবিনয়ে যে ত্রিবিধ হয় তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর।” “কিন্তু ভবৎ গৌতম, আর্যবিনয়ে ত্রিবিদ্যালাভী কিরূপ? ভবৎ গৌতম, আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় যদি আর্যবিনয়ে ত্রিবিদ্যা লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।” “তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, আপনি মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করুন, আমি ভাষণ করিতেছি।” “ভগবান, অতি উত্তম,” জানুশ্যোনি ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন; ভগবান বলেন, “ওহে ব্রাহ্মণ, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল (পাপ) ধর্ম হইতে বিরত হইয়া বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তৎপর সেই ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও বিচার বিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল বা না-দুঃখ না-সুখ ভাবাপন্ন হইয়া এবং স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান হইয়া কায়িক সুখ অনুভব করে। আর্যগণ তাহাকে “উপেক্ষাশীল স্মৃতি সুখবিহারী” বলিয়া আখ্যায়িত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। কায়িক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে।

তৎপর সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, উপক্লেশ-বিহীন, নমনীয়, কমনীয়, স্থিত, অবিচলিত অবস্থায় পূর্ব জন্মের জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে। বিভিন্ন উপায়ে সে পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুস্মরণ করে : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র, শত সহস্রজন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্প পর্যন্ত আমি অমুক অমুক স্থানে ছিলাম, এইরূপ ছিল নাম, এইরূপ গোত্র, এইরূপ জাতি, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, এইরূপ আয়ু (এতদিন পর্যন্ত)-সম্পন্ন ছিলাম, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছি—সেখানেও আমি ছিলাম, এইরূপ ছিল নাম, এইরূপ গোত্র, এইরূপ জাতি, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, এইরূপ আয়ু (এতদিন পর্যন্ত)-সম্পন্ন ছিলাম, তথা হইতে চত্যত হইয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবেই সে বিশেষ বিস্তৃত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অনেক প্রকার উপায়ে তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি অনুস্মরণ করে। ইহাই তাহার অধিগত প্রথম বিদ্যা। অবিদ্যা তিরোহিত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিগত, আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রশান্ত বিহরণকারীতেই বিরাজ করে।

তৎপর সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, উপক্লেশ-বিহীন, নমনীয়, কমনীয়, স্থিত, অবিচলিত অবস্থায় পূর্বজন্মের জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান অর্জনে। সে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা এবং মানবিক কায়া অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগণকে চ্যুত এবং উৎপন্ন হইতে দেখে—হীন-উত্তম, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, তাহাদের কর্মানুসারে সুগতি এবং দুর্গতি গমনে—হায়! এইসব গুণবান লোকেরা কায়িক দুষ্কর্ম, বাচনিক দুষ্কর্ম, মানসিক দুষ্কর্ম ও আর্যনিন্দা করিয়া, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এবং মিথ্যাদৃষ্টির ফল ভোগ করিয়া এইসব সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইয়াছে—এইসব গুণবান ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিয়া আর্যনিন্দা না করিয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক দৃষ্টির ফল ভোগ করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় বিদ্যা যাহা সে লাভ করে, তাহার অবিদ্যা বিগত এবং বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিদূরীত এবং আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত উৎসাহী প্রশান্ত বিহরণকারীতে বিরাজ করে। যিনি শীলব্রতসম্পন্ন, নির্বাণ প্রবণ চিত্ত, সমাহিত, যাঁহার চিত্ত বশীভূত, একাগ্র, সুসমাহিত, প্রশান্ত, যিনি তাঁহার পূর্বজন্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, স্বর্গ-নরক

দর্শন করেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, অভিজ্ঞাভূষিত মুনি, যদি কোনো ব্রাহ্মণের এই ত্রিবিদ্যা থাকে তবেই তো আমি তাঁহাকে ত্রিবিদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করি, নিষ্ফল বাক্যে ব্যবহৃত তথাকথিত ব্যক্তিকে নহে।

এইভাবেই ব্রাহ্মণ, কোনো ব্যক্তি আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হন।

"ভবৎ গৌতম, এই ত্রিবিদ্যা অন্য ত্রিবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভবৎ গৌতম, ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত ত্রিবিদ্যা আর্যবিনয়ে ত্রিবিদ্যার ষোড়াংশের একাংশও হয় না। আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ গৌতম বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

১০. সঙ্গারব সূত্র

৬১. ১. "অতঃপর ব্রাহ্মণ সংগারব ভগবানকে দর্শনে আসেন। ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ সঙ্গারব ভগবানকে বলেন, "ভবৎ গৌতম, আমাকে বলিতে হয়, আমরা ব্রাহ্মণ হিসেবে যজ্ঞ করি এবং অপরকেও যজ্ঞ করিতে বলি। সুতরাং ভবৎ গৌতম, যাঁহারা তদ্রূপ করেন বা করান তাঁহারা সবাই যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে বহু লোককে পুণ্য প্রতিপদায় প্রতিপন্ন করেন (পুণ্যকার্যে উদ্বুদ্ধ করেন)। কিন্তু ভবৎ গৌতম, যে ব্যক্তি আগারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হন তিনি শুধু মাত্র নিজেকেই নিজে দমন করেন, সংযত করেন, নিজেই শুধু পরিনির্বাপিত হন। এইভাবে ভবৎ গৌতম, প্রব্রজ্যা গ্রহণের ফলে তিনি শুধু একাই পুণ্য প্রতিপদায় উদ্বুদ্ধ হন।" "ব্রাহ্মণ, উত্তম, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি যাহা উত্তম মনে করেন তদ্রূপ উত্তর দিবেন। আপনার কি মনে হয় ব্রাহ্মণ? এই ব্যাপারে—তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন যিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ভগবান। তিনি বলেন, "ইহাই মার্গ, প্রতিপদা যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মচর্যের প্রবর্তন করি। আপনিও আসুন! অনুশীলন করুন সেই ধর্মের যেইভাবে অনুশীলিত হইলে আপনিও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" এইভাবে

এই শাস্তা ধর্ম শিক্ষা দেন এবং অন্যরাও সেই উদ্দেশ্য লাভে অনুশীলন করেন। অধিকন্তু, এইরূপ অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক শত-সহস্রও আছে। ব্রাহ্মণ, আপনি এখন কী মনে করেন? যেহেতু ইহা এইরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণের ফলে ইহা কি পুণ্য প্রতিপদায় শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে না অধিক লোককে প্রভাবিত করে?"

২. এইরূপ বলা হইলে মহামান্য আনন্দ ব্রাহ্মণ সংগারবকে বলেন, "ব্রাহ্মণ, এই দুই প্রতিপদা (আচরণ পদ্ধতি)-র মধ্যে কোনটি সহজতর, কম কষ্টদায়ক, অধিকতর ফলদায়ক, অধিকতর হিতকর হিসেবে আপনাকে আকৃষ্ট করে?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণ সংগারব মহামান্য আনন্দকে বলেন, "ভবৎ গৌতম ও ভবৎ আনন্দ উভয়েই আমার নিকট সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য।" দ্বিতীয়বার শ্রদ্ধেয় আনন্দ ব্রাহ্মণ সংগারবকে বলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে কে সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি : এই দুই প্রতিপদা (আচরণ পদ্ধতি)-র মধ্যে কোনটি সহজতর, কম কষ্টদায়ক, অধিকতর ফলদায়ক, অধিকতর হিতকর হিসেবে আপনাকে আকৃষ্ট করে?" পুনরায় ব্রাহ্মণ সংগারব পূর্বের মতই উত্তর দিলেন। তৃতীয়বার শ্রদ্ধেয় আনন্দ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং ব্রাহ্মণ তৃতীয়বারও একই উত্তর প্রদান করেন।

৩. তাহাতে ভগবান এইরূপ চিন্তা করেন : আনন্দ কর্তৃক উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াও তৃতীয়বারও ব্রাহ্মণ ইহা এড়াইয়া যাইতেছেন, উত্তর দিতেছেন না। আমি তাঁহাকে কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিলাম। অতঃপর ভগবান সংগারব ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলেন, "ব্রাহ্মণ, বলুন। অদ্য রাজপ্রাসাদে রাজ-পরিষদ যখন একত্রে বসিয়াছিল তখন আলোচ্য বিষয় কি ছিল?" "ভবৎ গৌতম, রাজপরিষদের আলোচ্য বিষয় ছিল : "প্রাচীন কালে আপনারা জানেন, ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল স্বল্প, কিন্তু অলৌকিক শক্তির অধিকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাহারা অধিক আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকিত। কিন্তু বর্তমানে তাহার বিপরীত। বর্তমানে ভিক্ষুর সংখ্যা অধিক কিন্তু অলৌকিক শক্তিধারীদের মধ্যে কম হওয়ায় তাহারা কম আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।" অদ্য রাজপ্রাসাদে রাজপরিষদের ইহাই ছিল আলোচ্য বিষয়।"

৪. ব্রাহ্মণ, প্রাতিহার্য (অলৌকিক ঘটনা) এই তিন প্রকার। কী কী? ঋদ্ধি প্রাতিহার্য, অদেশনা প্রাতিহার্য (চিন্তাপ্রসূত প্রাতিহার্য), অনুশাসন প্রাতিহার্য। ব্রাহ্মণ, ঋদ্ধি প্রাতিহার্য কিরূপ?

এইক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ বিভিন্ন উপায়ে অনেক প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন

করে। এক হইতে বহু হয়, বহু হইতে এক হয়—আকাশ মার্গে গমনের ন্যায় অনায়াসে দেওয়ালের মধ্য দিয়া, দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে দিয়া, পর্বতের মধ্য দিয়া তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্য দিয়া জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় গমন করে, জলের উপরেও শক্ত মাটির উপর দিয়া গমনের ন্যায় করে, আকাশেও পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বিহগ সদৃশ ডানায় ভর করিয়া বিচরণ করে, এমনকি প্রাণীদের প্রতি মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব চন্দ্র-সূর্যকে সে স্পর্শ করে ও হাত বুলাইয়া দেয়—ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সে সশরীরে গমন করে। ব্রাহ্মণ, ইহাকে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য বলা হয়।"

৫. ব্রাহ্মণ, অদেশনা প্রাতিহার্য কিরূপ? এইক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারে : "তোমার মন এইরূপ। তোমার চিত্ত এইরূপ। তোমার চেতনা এইরূপ।" সে যতই বেশি বলুক না কেন তাহা এই, অন্যথা নহে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য, অমনুষ্য বা দেবতাদের শব্দ শ্রবণ করিয়া বলিতে পারে এবং বলে, "তোমার মন এইরূপ। তোমার চিত্ত এইরূপ। এইরূপ তোমার চেতনা।" সে যতই বেশি বলুক না কেন, তাহা এই, অন্যথা নহে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এইসব বিষয় লক্ষণ দ্বারা বা মনুষ্য বা অমনুষ্য বা দেবতাদের শব্দ শুনিয়া বলিতে পারে না, কিন্তু সে যে শব্দ শুনিয়াছে তাহা হইতে যে উক্তিটি বুদ্ধিমত্তার সাথে কোন ব্যক্তি দ্বারা বুদ্ধিমত্তার সাথে বিচার করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া সে তদ্রূপ করিতে পারে। তদ্রূপ শুনিয়া সে বলে, "এইরূপ তোমার মন। তোমার চিত্ত এইরূপ। এইরূপ তোমার চেতনা।" সে যতই বেশি বলুক তাহা এইরূপ, অন্যথা নহে।

পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারে : "তোমার মন এইরূপ। তোমার চিত্ত এইরূপ। তোমার চেতনা এইরূপ।" সে যতই বেশি বলুক না কেন তাহা এই, অন্যথা নহে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারে না। কিন্তু সে যখন অবিতর্ক অবিচার সমাধি লাভ করে সে অপরের চিত্ত বুঝিতে পারে এবং এইরূপ জানে : এই ভদন্তের মনঃসংস্কার অনুযায়ী এই এই বিষয়ে সে অতি শীঘ্রই তাহার চিত্ত নির্দেশ করিবে। সে যতই বেশি বলুক তাহা এই, অন্যথা নহে। ব্রাহ্মণ, ইহাকে "অদেশনা প্রাতিহার্য (চিত্ত বুঝায়)" বলে।

৬. ব্রাহ্মণ, অনুশাসন প্রাতিহার্য কিরূপ? ব্রাহ্মণ, এইক্ষেত্রে কেহ কেহ এইরূপ শিক্ষা দেয় : "এইরূপ বিচার করে, এইরূপ বিচার কর না। এইরূপ চিন্তা কর, এইরূপ চিন্তা কর না। ইহা পরিত্যাগ কর, তাহা অর্জন করিয়া

তাহাতে অবস্থান কর।" ব্রাহ্মণ, ইহাকে "অনুশাসন প্রাতিহার্য" বলে। ব্রাহ্মণ, তিনটি প্রাতিহার্য এইরূপ। ব্রাহ্মণ, এই তিন প্রাতিহার্যের মধ্যে কোন প্রাতিহার্য আশ্চর্য এবং চমৎকার হিসেবে আপনাকে আকৃষ্ট করে?" "ভবৎ গৌতম, প্রাতিহার্যগুলির মধ্যে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য যেমন কেহ কেহ বিভিন্ন উপায়ে অনেক প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করে। এক হইতে বহু হয়, বহু হইতে এক হয়—আকাশমার্গে গমনের ন্যায় অনায়াসে দেওয়ালের মধ্যে দিয়া, দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে দিয়া, পর্বতের মধ্যে দিয়া তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্য দিয়া জলে উম্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় গমন করে, জলের উপরেও শক্ত মাটির উপর দিয়া গমনের ন্যায় করে, আকাশে ও পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বিহগ সদৃশ ডানায় ভর করিয়া বিচরণ করে, এমনকি প্রাণীদের প্রতি মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব চন্দ্র-সূর্যকে সে স্পর্শ করে ও হাত বুলাইয়া দেয়—ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সে সশরীরে গমন করে (যে ইহা সম্পাদন করে তাহার অভিজ্ঞতা আছে। যাহার ইহা আছে সে ইহা সম্পাদন করে) ভবৎ গৌতম, ইহা আমার নিকট মায়াধর্মী বলিয়া মনে হয়। পুনঃ ভবৎ গৌতম, অদেশনা প্রাতিহার্য—কোনো কোনো ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারে : "তোমার মন এইরূপ। তোমার চিত্ত এইরূপ। তোমার চেতনা এইরূপ।" সে যতই বেশি বলুক না কেন তাহা এই, অন্যথা নহে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোনো ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা এইরূপ বুঝিতে পারে এবং এইরূপ জানে : ভবৎ গৌতম, এই প্রাতিহার্য যে সম্পাদন করে তাহার সেই প্রাতিহার্যের অনুভূতি আছে, যে ইহা সম্পাদন করে তাহার ইহা আছে। ভবৎ গৌতম, এই প্রাতিহার্যও আমার নিকট মায়াধর্মী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভবৎ গৌতম, অনুশাসন প্রাতিহার্য—কেহ কেহ এইরূপ শিক্ষা দেয়—"এইরূপ বিচার কর, এইরূপ বিচার কর না। এইরূপ চিন্তা কর, এইরূপ চিন্তা কর না। ইহা পরিত্যাগ কর, তাহা অর্জন করিয়া তাহাতে অবস্থান কর।" এই তিন প্রাতিহার্যের মধ্যে এইটি (অনুশাসন প্রাতিহার্য) আমার নিকট আশ্চর্যজনক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাকে আকৃষ্ট করে।

ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম কত সুন্দরভাবে ইহা ভাষিত! আমরা সমর্থন করি ভবৎ গৌতম এই তিন অলৌকিক ব্যাপার ধারণ করেন। ভবৎ গৌতম নিশ্চয়ই বিভিন্ন উপায়ে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য উপভোগ করেন—এক হইতে বহু হয়, বহু হইতে এক হয়—আকাশ মার্গে গমনের ন্যায় অনায়াসে দেওয়ালের মধ্য দিয়া, দুর্গ প্রাচীরের মধ্য দিয়া, পর্বতের মধ্যে দিয়া তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্য দিয়া জলে উম্মজ্জন-

নিমজ্জনের ন্যায় গমন করে, জলের উপরেও শক্ত মাটির উপর দিয়া গমনের ন্যায় গমন করে, আকাশে ও পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বিহগ সদৃশ ডানায় ভর করিয়া বিচরণ করে, এমনকি প্রাণীদের প্রতি মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব চন্দ্র-সূর্যকে সে স্পর্শ করে ও হাত বুলাইয়া দেয়—ব্রহ্মালোক পর্যন্ত তিনি সশরীরে গমন করেন। নিশ্চয়ই ভবৎ গৌতম যখন অবির্তক-অবিচার সমাধি লাভ করে তখন তিনি অপরের চিত্ত বুঝিতে পারেন এবং এইরূপ জানেন : এই ভদন্তের মনঃসংস্কার অনুযায়ী এই এই বিষয়ে অতি শীঘ্রই তাঁহার চিত্ত নির্দেশ করিবেন। পুনঃ ভবৎ গৌতম নিশ্চয়ই অনুশাসন করেন—"এইরূপ বিচার কর এইরূপ বিচার কর না। এইরূপ চিন্তা কর, এইরূপ চিন্তা কর না। ইহা পরিত্যাগ কর, তাহা অর্জন করিয়া তাহাতে অবস্থান কর।"

৭. ব্রাহ্মণ, আপনার ভাষণ অবিকল এবং আমাকে একটি উক্তিতে আহ্বান করে। তৎসত্ত্বেও আমি আপনাকে উত্তর দানে সন্তুষ্ট করিব। ব্রাহ্মণ, আমি বিভিন্ন উপায়ে অনেক প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করে। এক হইতে বহু হই, বহু হইতে এক হই—আকাশ মার্গে গমনের ন্যায় অনায়াসে দেওয়ালের মধ্য দিয়া, দুর্গ প্রাচীরের মধ্য দিয়া, পর্বতের মধ্যে দিয়া তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্য দিয়া জলে উম্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় গমন করি, জলের উপরেও শক্ত মাটির উপর দিয়া গমনের ন্যায় গমন করি, আকাশেও পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বিহগ সদৃশ ডানায় ভর করিয়া বিচরণ করি, এমনকি প্রাণীদের প্রতি মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব চন্দ্র-সূর্যকে সে স্পর্শ করি ও হাত বুলাইয়া দিই—ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সশরীরে গমন করি। ব্রাহ্মণ, যখন আমি অবির্তক-অবিচার সমাধি লাভ করি আমি অপরের চিত্ত বুঝিতে পারি এবং এইরূপ জানি—এই ভদন্তের মনঃসংস্কার অনুযায়ী এই এই বিষয়ে সে অতি শীঘ্রই তাহার চিত্ত নির্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণ, আমি এইরূপ অনুশাসন করি—এইরূপ বিচার কর, এইরূপ বিচার করিও না। এইরূপ চিন্তা কর, এইরূপ চিন্তা করিও না। ইহা পরিত্যাগ কর, ইহা অর্জন করিয়া তাহাতে অবস্থান কর।"

"কিন্তু ভবৎ গৌতম, ভবৎ গৌতম ব্যতীত অন্য কোনো ভিক্ষু কি এই তিনটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আছেন?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আছেন। ব্রাহ্মণ, এই তিনটি অলৌকিক ক্ষমতালাভী ভিক্ষুর সংখ্যা শুধুমাত্র এক, দুই বা তিন, চার বা পাঁচ, সাত নহে, কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।" "ভবৎ গৌতম, ওই সকল ভিক্ষু এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?" "ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে।" "ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, যেমন

অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রূপ ভবৎ গৌতম, বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।”

৭. ২. মহাবর্গ

১. তীর্থিয়াদি সূত্র

৬২. ১. “হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিক সম্প্রদায়ের এই তিনটি ভিত্তি জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক কঠোরভাবে প্রশ্ন, অনুসন্ধান এবং আলোচনা করা হইলে অক্রিয়া (অকার্য) বাদ (মতবাদ) প্রতিষ্ঠা করে। তিন কী কী?”

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ শিক্ষা দেন, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : পুরুষ সুখ বা দুঃখ বা সুখও না দুঃখও না (সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষতা) এইরূপ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু পূর্বকর্মহেতু। ভিক্ষুগণ, অন্য কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ, বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনূভব করে সবকিছু ঈশ্বর নির্মাণের হেতু (ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টির হেতু)। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু হেতুবিহীন-প্রত্যয়বিহীন (কারণ-শর্তহীন)।

২. হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ শিক্ষা দেন, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে সবকিছু পূর্বকর্ম হেতু, আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলি : “মহাশয়গণ, ইহা কি সত্য আপনারা যে বলিয়া থাকেন, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন, পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু পূর্বকর্ম হেতু?” আমা দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা আমাকে উত্তর দেন : “হ্যাঁ, আমরা ইহা জানি।” তখন আমি তাঁহাদিগকে বলি : “তাহা হইলে পূর্বকর্ম হেতু মানুষ প্রাণিহত্যাকারী, চোর, ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কর্কশ ভাষী, সম্প্রলাপী (বৃথা আলাপী), লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইবে। এইরূপে অত্যাবশ্যক কারণ হিসেবে যাহারা পূর্বকর্মের ওপর নির্ভর করে তাহাদের এই কর্ম করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোনো ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং

বাস্তবে কর্ম বা অকর্মের প্রয়োজনীয়তা, অবিদ্যমানতা হেতু আপনাদের ক্ষেত্রে "শ্রমণ" শব্দ যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না, যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত বিহ্বলতায় বাস করেন।" হে ভিক্ষুগণ, যে সকল সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন তাঁহাদের প্রতি আমার এই যুক্তিসঙ্গত দ্বিতীয় তিরস্কার।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ বা অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সব কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু, আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করি—"মহাশয়গণ, ইহা কি সত্য যে, আপনারা এই মতবাদ শিক্ষা দেন, এই দৃষ্টি পোষণ করেন যে, পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু? আমা দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা উত্তর দেন : 'হ্যাঁ, আমরা এইরূপ জানি।'"

তখন আমি তাঁহাদিগকে বলি : "তাঁহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টিবশত মানুষ হত্যাকারী, চোর, ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কর্কশ ভাষী, সম্প্রলাপী (বৃথা আলাপী), লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইবে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে যাহারা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এই কার্য করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোনো ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং বাস্তবে কর্ম বা অকর্মের অবিদ্যমানতা হেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে 'শ্রমণ' শব্দটি আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত অবস্থায় বাস করেন।" ভিক্ষুগণ, সেইসব সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণকারী তাহাদের প্রতি আমার এই যুক্তিসঙ্গত দ্বিতীয় তিরস্কার।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন : পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে তাহা কারণহীন, শর্তহীন। আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলি : "মহাশয়গণ ইহা কি সত্য যে, আপনারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টি পোষণ করেন যে পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ তাহা কারণহীন, শর্তহীন?" আমা দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা উত্তর দেন—"হ্যাঁ, আমরা এইরূপ জানি।"

তখন আমি তাঁহাদিগকে বলি : "তাহা হইলে মহাশয়গণ, আদৌ কারণহীন, শর্তহীনবশত মানুষ হত্যাকারী, চোর, ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কর্কশ

ভাষী, সম্প্রলাপী (বৃথা আলাপী), লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইবে। এইরূপে মূল কারণ হিসেবে যাঁহারা কারণবিহীন, শর্তহীনতায় নির্ভর করে তাঁহাদের এই কার্য করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোনো ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে কর্ম বা অকর্মের প্রয়োজনীয়তা অবিদ্যমানতা হেতু আপনাদের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে 'শ্রমণ' শব্দটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত বিহ্বলতায় বাস করেন।" হে ভিক্ষুগণ, সেইসব সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা এইরূপ বাদী এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন তাঁহাদের প্রতি আমার এই তৃতীয় যুক্তিসঙ্গত তিরস্কার। হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিক সম্প্রদায়ের এই তিনটি বিষয় জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক প্রশ্ন, অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইলে অক্রিয়াবাদই প্রতিষ্ঠা করে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম প্রচার করি তাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত ধর্ম কিরূপ? ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত ধর্ম এই ষড়ধাতু যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক দেশিত ধর্ম এই ষড় স্পর্শায়তন যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক দেশিত এই অষ্টাদশ মনোপবিচার ধর্ম যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক দেশিত ধর্ম এই চারি আর্য সত্য যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক দেশিত ষড় ধাতু যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত, কোন সম্পর্কে ষড় ধাতুর কথা বলিয়াছি? ষড় ধাতু হইল—পৃথিবীধাতু, জলধাতু, তাপধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু। ভিক্ষুগণ, এই ষড় ধাতু কর্তৃক দেশিত যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত যাহা আমি এই উদ্দেশ্যে বলিয়াছি।

৭. ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক ষড় স্পর্শায়তন দেশিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। কোন ব্যাপারে ইহা বলা হইয়াছে? ছয় স্পর্শায়তন হইল—চক্ষু স্পর্শায়তন, শ্রোত্র স্পর্শায়তন, ঘ্রাণ স্পর্শায়তন, জিহ্বা স্পর্শায়তন, কায় স্পর্শায়তন, মন

স্পর্শায়তন। ভিক্ষুগণ, এই ষড় স্পর্শায়তন ধর্ম আমাকর্তৃক দেশিত যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত যাহা আমি এই উদ্দেশে বলিয়াছি।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক এই অষ্টাদশ মনোপবিচার ধর্ম দেশিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। ইহা কোন কারণে বলা হইয়াছে? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া দর্শনকারীর বিবেচনার বিষয় হইল রূপ, তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক বা উপেক্ষনীয় যাহাই হউক না কেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রবণকারীর বিবেচনার বিষয় হইল শব্দ, তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক বা উপেক্ষনীয় যাহাই হউক না কেন। ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আঘ্রাণকারীর বিবেচনার বিষয় হইল গন্ধ, তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক বা উপেক্ষনীয় যাহাই হউক না কেন। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া আস্বাদনকারীর বিবেচনার বিষয় হইল রস, তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক বা উপেক্ষনীয় যাহাই হউক না কেন। কায়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া স্পর্শকারীর বিবেচনার বিষয় হইল স্পর্শ, তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক বা উপেক্ষনীয় যাহাই হউক না কেন। মনের দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হইয়া জ্ঞাতার বিবেচনার বিষয় হইল ধর্ম-দর্শন, তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক, উপেক্ষামূলক যাহাই হউক না কেন। ভিক্ষুগণ, অষ্টাদশ মনোপবিচার ধর্ম বলিতে আমি ইহাই বুঝিয়া থাকি যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত।

৯. হে ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্য আমাকর্তৃক দেশিত ধর্ম যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। কোন উপলক্ষে আমি ইহা উল্লেখ করিয়াছি। ভিক্ষুগণ, ষড় ধাতুর উপর করিয়া গর্ভে প্রতিসন্ধি হয়। প্রতিসন্ধি ঘটিলেই নাম এবং রূপ (সাকার) এর আবির্ভাব হয়। নামরূপের প্রত্যয়ে (কারণে) ষড় আয়তন (বিস্তার), ষড় আয়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা (অনুভূতি), বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দুর্মনতা। ইহাই সমগ্র দুঃখের কারণ। ইহা দুঃখের নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায় বলিয়া জানাইতেছি।

১০. হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য কিরূপ?

জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তু অলাভজনিত দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধ

দুঃখ। ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখ আর্যসত্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্যসত্য কিরূপ?

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের হেতুতে নামরূপ, নামরূপের হেতুতে ষড় আয়তন, ষড় আয়তনের হেতুতে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা (অনুভূতি), বেদনার কারণে তৃষ্ণা (আকাঙ্ক্ষা), তৃষ্ণার হেতুতে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব (হওয়া), ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা মরণ শোক পরিদেবন দুঃখ দুর্মনতা নৈরাশ্য। ইহাই দুঃখ উৎপত্তির হেতু। ভিক্ষুগণ, ইহাকে দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্যসত্য বলা হয়।

১২. ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য কিরূপ?

অবিদ্যার অশেষ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড় আয়তন নিরোধ, ষড় আয়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ, জন্ম নিরোধে জরামরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য, উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এইভাবেই দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিরোধের উপায়) আর্যসত্য কিরূপ?

ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়, যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক দেশিত এই চারি আর্যসত্য বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলঙ্কিত, অনিন্দিত, অতিরস্কৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণে বলা হইয়াছে।

২. ভয় সূত্র

৬৩. ১. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথগ্‌জন (সাধারণ লোক) এই তিন প্রকার ভয়ের কথা বর্ণনা করে যাহা মাতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে। তিন প্রকার কী কী?"

কোনো এক সময়ে মহা অগ্নি উৎপন্ন হয়। আগুন লাগিলে গ্রাম, নিগম, নগর জ্বলিয়া যায়। আগুন জ্বলিতে থাকিলে মাতা তাহার পুত্রের নিকট পৌঁছিতে পারে না, পুত্রও মাতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহা

প্রথম ভয় যাহা মাতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে।

২. পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো এক সময় মহামেঘ বর্ষিত হয়। ইহার ফলে মহাপ্লাবন দেখা যায়। প্লাবন সংঘটিত হইলে গ্রাম, নিগম, নগর ভাসিয়া যায়। এমতাবস্থায় মাতা তাহার পুত্রের নিকট পুত্রও মাতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, মাতাপুত্র যে বিচ্ছিন্ন হয় ইহা দ্বিতীয় ভয় যাহা সাধারণ পৃথগ্‌জন বর্ণনা করিয়া থাকে।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো এক সময় আসে যখন বনদস্যু ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে দেশের জনতা শকটে চড়িয়া পলাইয়া যায়। যখন এইরূপ হয় তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শকটে মাতা পুত্রের নিকট পুত্র মাতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, মাতা পুত্র যে বিচ্ছিন্ন হয় ইহা তৃতীয় ভয় যাহা সাধারণ লোক বর্ণনা করিয়া থাকে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, সাধারণ লোক তিন প্রকার ভয় বর্ণনা করে যখন মাতা পুত্র কখনো মিলিত হয় বা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়। তিন প্রকার কী কী?

ভিক্ষুগণ, এক সময় মহা অগ্নি উৎপন্ন হয়। আগুন লাগিলে গ্রাম, নিগম, নগর জ্বলিতে থাকে। সেই সময়ে কখনও কখনও ইহা সম্ভব মাতা পুত্রের ও পুত্র মাতার নিকট পৌঁছায়। ভিক্ষুগণ, মাতা পুত্র যে কখনো কখনো মিলিত হয় বা বিচ্ছিন্ন হয় ইহা প্রথম বিপদ যাহা পৃথগ্‌জন বর্ণনা করিয়া থাকে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো এক সময় মহামেঘ বর্ষিত হয়। ইহার ফলে প্লাবন দেখা দেয়। প্লাবন সংঘটিত হইলে গ্রাম, নিগম, নগর ভাসিয়া যায়। এমতাবস্থায় কখনো কখনো মাতা পুত্র পরস্পরের নিকট মিলিত হয় কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মাতা পুত্র যে কখনো কখনো মিলিত হয় কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয় ইহা দ্বিতীয় ভয় যাহা পৃথগ্‌জন বর্ণনা করিয়া থাকে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো এক সময় বনদস্যু ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে দেশের জনতা শকটে চড়িয়া পলাইয়া যায়। যখন এইরূপ হয় তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শকটে কখনো কখনো মাতা পুত্র পরস্পরের নিকট মিলিত হয় কখনো কখনো মাতাপুত্র বিচ্ছিন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মাতাপুত্র যে কখনো কখনো মিলিত হয়, কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয় ইহা তৃতীয় ভয় যাহা সাধারণ লোক বর্ণনা করিয়া থাকে।

৫. ভিক্ষুগণ, এই ত্রিভয় মাতা-পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে। তিন কী কী? জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মৃত্যু ভয়। মাতা তাহার পুত্র বৃদ্ধ হউক তাহা চায় না। সে বলে, "আমি বৃদ্ধ হইতেছি, আমার পুত্র বৃদ্ধ না হউক।" পুত্রও অনুরূপভাবে চায় না তাহার মাতা বৃদ্ধ হউক। সে বলে, "আমি বৃদ্ধ হইতেছি। আমার

মাতা বৃদ্ধ না হউক।”

হে ভিক্ষুগণ, মাতা চায় না যে তাহার পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হউক। সে বলে, “আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি কিন্তু আমার পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত না হউক।” পুত্রও অনুরূপভাবে চায় না যে তাহার মাতা ব্যাধিগ্রস্ত হউক। সে বলে, “আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি কিন্তু আমার মাতা ব্যাধিগ্রস্ত না হইক।”

হে ভিক্ষুগণ, মাতা চায় না যে তাহার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হউক। সে বলে, “আমি মৃত্যু বরণ করিতেছি কিন্তু আমার পুত্র মৃত্যু বরণ না করুক।” তদ্রূপ পুত্রও বলে, “আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি কিন্তু আমার মাতা মৃত্যু বরণ না করুক।” ভিক্ষুগণ, এই ত্রিভয় মাতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, মাতা-পুত্রের মিলিত হওয়ার এই ত্রিভয়, মাতা-পুত্রের বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই ত্রিভয় দূর করার উপায় আছে। ভিক্ষুগণ, মাতাপুত্রকে বিচ্ছিন্নকারী ত্রিভয় ও মাতাপুত্রকে সংযোগ করার এই ত্রিভয় দূর করার উপায় কী?

সেই উপায় হইল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই মার্গই মাতা পুত্রের বিচ্ছিন্নকারী ত্রিভয়, মাতাপুত্রকে সংযোগকারী ত্রিভয় পরিত্যাগ, অতিক্রম করিতে সাহায্য করে।”

৩. বেনাগপুর সূত্র

৬৪. ১. এক সময় ভগবান কোশলে বিচরণ করিতে করিতে মহা ভিক্ষুসংঘসহ বেনাগপুর নামে কোশলদের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হন। তখন বেনাগপুরের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে শাক্যকুল প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম বেনাগপুরে আসিয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের সুখ্যাতি এইভাবে প্রকাশিত : “সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব মনুষ্যসহ এই জগৎকে পরিজ্ঞাত করেন। তিনি সেই ধর্মদেশনা করেন যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ আমাদের জন্য উত্তম হইবে।”

২. তৎপর বেনাগপুরের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ, ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন,

কেহ কেহ সৌজন্যমূলক সম্ভাষণের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ অঞ্জলিবদ্ধভাবে প্রণাম করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। কেহ কেহ তাঁহাদের নাম ও গোত্র ঘোষণা করিয়া এক পার্শ্বে বসেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট বেনাগপুরের ব্রাহ্মণ বৎসগোত্র ভগবানকে বলেন,

৩. ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতমের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, চেহারা স্বচ্ছ। যেমন : ভবৎ গৌতম, শরৎকালে কুল ফল স্বচ্ছ পরিষ্কার হয় তদ্রূপ ভবৎ গৌতমের চেহারাও প্রসন্ন, ছবিবর্ণ সদৃশ পরিষ্কার। যেমন—ভবৎ গৌতম, সদ্য বৃন্তচ্যুত তাল স্বচ্ছ, পরিষ্কার তদ্রূপ ভবৎ গৌতমের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, চেহারা পরিষ্কার। ভবৎ গৌতম, ধাতু গলাইবার পাত্রে জম্বোনদের স্বর্ণ গলাইয়া যেমন নিপুণ স্বর্ণকার কর্তৃক নিপুণভাবে পিটানো এবং পীতবর্ণের বস্ত্রে রক্ষিত হইলে ঝকমক করে, জ্বলজ্বল করে, দীপ্ত হয় তদ্রূপ ভবৎ গৌতমের ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত, সংযত, চেহারা স্বচ্ছ পরিষ্কার। উচ্চশয্যা মহাশয্যা যেমন—পালঙ্ক, সোফা, আসন, পশমী লোমযুক্ত দীর্ঘ কার্পেট, অশ্বের লোম দ্বারা তৈরি বিছানার চাদর, বিভিন্ন রংয়ের সাদা বিছানার চাদর, পশমের উপর পুষ্পঙ্কিত বিছানার চাদর, কার্পাস ও পশমের তৈরি লেপ, সুন্দর সুচিকর্মযুক্ত বিছানার চাদর, পশমের চাদর, অন্যান্য সজ্জা যেমন—নর্তকের কার্পেট, হস্তী, অশ্ব, রথের জন্য কম্বল, মৃগের চামড়ার কম্বল, মেঝে আচ্ছাদনের কদলী মৃগের চর্ম, চাঁদোয়াযুক্ত পালঙ্ক এবং প্রতিপাশে একটি লাল পাশবালিশ ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে নিঃসন্দেহে বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে এইসব উচ্চাশয্যা মহাশয্যা লাভ করিতে পারেন।"

৪. হে ভিক্ষুগণ, উচ্চশয্যা মহাশয্যা যেমন—পালঙ্ক, সোফা, আসন, পশমী লোমযুক্ত দীর্ঘ কার্পেট, অশ্বের লোম দ্বারা তৈরি লেপ, সুন্দর সুচিকর্মযুক্ত বিছানার চাদর, পশমের চাদর, অন্যান্য সজ্জা যেমন—নর্তকের কার্পেট, হস্তী, অশ্ব, রথের জন্য কম্বল, মৃগের চামড়ার কম্বল, মেঝে আচ্ছাদনের কদলী মৃগের চর্ম, চাঁদোয়াযুক্ত পালঙ্ক এবং প্রতিপাশে একটি লাল পাশ বালিশ প্রকৃত পক্ষে প্রব্রজিতদের কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে এবং লাভ করিলেও ব্যবহারযোগ্য নহে। হে ব্রাহ্মণ, এই তিন প্রকার উচ্চশয্যা মহাশয্যা এখন আমি ইচ্ছা করিলে বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে লাভ করিতে পারি। সেইগুলি কী কী?"

"দিব্য উচ্চশয্যা মহাশয্যা, মহান উচ্চশয্যা মহাশয্যা এবং আর্যোচিত উচ্চশয্যা মহাশয্যা। এই ত্রিবিধ উচ্চশয্যা মহাশয্যা এখন আমি ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারি।"

৫. ভবৎ গৌতম, দিব্য উচ্চশয্যা মহাশয্যা কীরূপ যাহা ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে এখন লাভ করিতে পারেন?"

হে ব্রাহ্মণ, যে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া আমি এখন বাস করিতেছি তথায় আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া সেই গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি। ভিক্ষাচরণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিণ্ড (আহার) গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া আমি বনান্তে গমন করি। তথায় ঘাস বা পত্র যাহা কিছু আছে সবগুলি এক স্থানে জড়ো করিয়া শরীর সোজা করিয়া স্মৃতি অভিমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করি। এইরূপে আমি কাম ও অকুশলধর্মে নির্লিপ্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। বিতর্ক বিচার উপশান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তে একাগ্রভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। প্রীতিতে বিরাগ এবং উপেক্ষাশীল হইয়া বিহার করি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে কায়িক সুখ অনুভব করি যে ধ্যান স্তরে পৌঁছিলে আর্যগণ স্মৃতিসুখ বিহারী বলিয়া অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করি। সুখ-দুঃখ প্রহীন করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অবসান করিয়া সুখও না দুঃখও না এইরূপ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করি। ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ স্তরে পৌঁছি এমতাবস্থায় যদি আমি চঙ্ক্রমণ করি আমার এই চঙ্ক্রমণ হয় দিব্য। এই সময়ে যদি আমি আসন গ্রহণ করি আমার এই আসন হয় দিব্য আসন। এই সময় যদি শয়ন করি আমার এই শয্যা হয় উচ্চশয্যা মহাশয্যা। ব্রাহ্মণ, এখন আমি ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে এই উচ্চশয্যা মহাশয্যা লাভ করিতে পারি।"

ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম ব্যতীত কে বিনাশ্রমে বিনা কষ্টে দিব্য উচ্চশয্যা মহাশয্যা লাভ করিতে পারেন?"

৬. ভবৎ গৌতম, মহান উচ্চশয্যা, মহাশয্যা কীরূপ যাহা ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে এখন বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারেন?"

হে ব্রাহ্মণ, যে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া আমি এখন বাস করিতেছি তথায় আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া সেই গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি। ভিক্ষাচরণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিণ্ড (আহার) গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া আমি বনান্তে গমন করি। তথায় ঘাস বা পত্র যাহা কিছু আছে সবগুলি এক স্থানে জড় করিয়া শরীর সোজা করিয়া স্মৃতি অভিমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করি। আমি মৈত্রীসহগত

চিত্তে একদিক পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করি। তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিকও। সেইরূপ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্য্যক, সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি মৈত্রীসহগত চিত্তে, বিপুল ব্যাপক অপ্রমাণ অবৈরী ও দুঃখহীন হইয়া অবস্থান করি। তদ্রূপ আমি করুণাসহগত চিত্তে, মুদিতা (সহানুভূতি)-সহগত চিত্তে, উপেক্ষা (সমভাব)-সহগত চিত্তে প্রথম দিক, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করি। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি চঙ্ক্রমণ করি সেই চঙ্ক্রমণ হয় মহৎ। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি স্থিত হই আমার স্থিতি হয় মহৎ। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি উপবেশন করি সেই উপবেশন হয় মহৎ। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি শয়ন করি সেই শয়ন হয় মহৎ। ইহাই ব্রাহ্মণ, উচ্চশয্যা মহাশয্যা যাহা আমি এখন ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারি।" "ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! একমাত্র ভবৎ গৌতম ব্যতীত কে এইরূপ মহৎ উচ্চশয্যা মহাশয্যা বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারেন?"

৭. ভবৎ গৌতম, আর্যোচিত উচ্চশয্যা মহাশয্যা কীরূপ যাহা ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে এখন বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারেন?"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি যে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া আমি এখন বাস করিতেছি তথায় আমি পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া সেই গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি। ভিক্ষাচরণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিণ্ড (আহার) গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া আমি বনান্তে গমন করি। তথায় ঘাস বা পত্র যাহা কিছু আছে সবগুলি এক স্থানে জড়ো করিয়া শরীর সোজা করিয়া স্মৃতি অভিমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করি। আমি নিশ্চিত জানি—আমা দ্বারা তীব্র অনুরাগ ছিন্ন হইয়াছে। ইহা সমূলে ছিন্ন হইয়া তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে যাহা পুনঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে অক্ষম। তদ্রূপ দ্বেষ, মোহও পরিত্যক্ত হইয়াছে যাহা পুনরায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে অক্ষম। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি চঙ্ক্রমণ করি আমার এই চঙ্ক্রমণ হয় আর্যদের চঙ্ক্রমণ। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি স্থিত হই আমার স্থিতি হয় আর্য স্থিতি। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি উপবেশন করি আমার উপবেশন হয় আর্য উপবেশন। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি শয়ন করি আমার শয়ন হয় আর্য শয়ন। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপই আর্যোচিত উচ্চশয্যা মহাশয্যা যাহা ইচ্ছা করিলে আমি

এখন বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারি।"

"ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে তাহা লাভ করিতে পারেন?" ভবৎ গৌতম, যেমন কেহ অধোমুখীকে করে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে করে উন্মোচিত, দিগ্ভ্রান্তকে করে পথের দর্শন, অন্ধকারে ধারণ করে তৈল প্রদীপ যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে তদ্রূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন। আমরা এখন ভবৎ গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও। অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে আজ হইতে আমৃত্যু শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

৪. সরভ সূত্র

৬৫. ১. আমি এক সময় শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সরভ নামক পরিব্রাজক এই ধর্ম-বিনয় পরিত্যাগের অল্পকাল পরে রাজগৃহ পরিষদে বলাবলি করিতেছিল—"আমি শাক্যপুত্র শ্রমণদের ধর্ম জানি। আমি ইহা জানি বলিয়াই ধর্ম-বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছি।"

২. তৎপর অনেক সংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া পিণ্ডচারণের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করে। ভিক্ষুগণ, পরিব্রাজক সরভকে রাজগৃহ পরিষদের মধ্যে এইরূপ ভাষণ করিতে শুনেন : "আমাকর্তৃক শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জ্ঞাত, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জানি বলিয়াই আমি সেই ধর্ম-বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছি।" সেই ভিক্ষুগণ, পিণ্ডচারণের পর প্রত্যাবর্তন করিয়া পিণ্ডপাত (আহার) গ্রহণ করিয়া ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ বলেন, "ভন্তে সরভ নামক পরিব্রাজক এই ধর্ম-বিনয় পরিত্যাগের অল্পকাল পরে রাজগৃহ পরিষদের মধ্যে এইরূপ ভাষণ করিতেছে : "আমাকর্তৃক শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জ্ঞাত, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জানি বলিয়াই আমি সেই ধর্ম-বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছি।" ভন্তে ভগবান অনুকম্পাবশত যদি সর্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে যেখানে পরিব্রাজক সরভ আছেন তথায় উপস্থিত হন তাহা উত্তম হয়।" ভগবান নীরবে সম্মতি জানান।

৩. অতঃপর সায়াহ্ন সময়ে ভগবান ধ্যান হইতে উঠিয়া সর্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে যেখানে পরিব্রাজক সরভ আছেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন, উপবিষ্ট হইয়া পরিব্রাজক

সরভকে বলেন, "সরভ, ইহা কি সত্য তুমি নাকি বলিতেছ—"আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জানি। আমি ইহা জানি বলিয়াই ধর্ম-বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সরভ নীরব রহিলেন। দ্বিতীয়বার ভগবান পরিব্রাজক সরভকে বলেন, "সরভ, বল তুমি কিভাবে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জ্ঞাত হইয়াছ? যদি ইহা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা আমি পরিপূর্ণ করিব। যদি ইহা তোমার সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে আমি আনন্দের সাথে তাহা গ্রহণ করিব"। দ্বিতীয়বারও সরভ নীরব রহিলেন। তৃতীয়বারও ভগবান পরিব্রাজক সরভকে বলেন : "আমা দ্বারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম প্রকাশিত। সরভ, বল, তুমি কিভাবে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছ? যদি ইহা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা আমি পরিপূর্ণ করিব। যদি ইহা তোমার সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে আমি আনন্দের সাথে তাহা গ্রহণ করিব।" তৃতীয়বারও সরভ নীরব রহিলেন।

৪. তৎপর রাজগৃহের পরিব্রাজকবৃন্দ পরিব্রাজক সরভকে বলিলেন, "বন্ধু, শ্রমণ গৌতমের নিকট যদি আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আপনাকে সেই জন্য সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। বলুন শ্রদ্ধেয় সরভ, আপনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম কীরূপ জানেন। যদি আপনার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে তাহা হইলে শ্রমণ গৌতম তাহা পূর্ণ করিবেন। যদি আপনার জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে শ্রমণ গৌতম আপনার নিকট হইতে সানন্দে গ্রহণ করিবেন।" এই কথায়ও পরিব্রাজক সরভ নীরব রহিলেন, হতবুদ্ধি, মস্তক অধোমুখী ও হতাশ হইলেন এবং উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন।

৫. অতঃপর ভগবান পরিব্রাজক সরভকে নীরব, হতবুদ্ধি, মস্তক অধোমুখী, হতাশ জানিয়া পরিব্রাজকগণকে বলিলেন, "পরিব্রাজকগণ, যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে বলে : "সম্যকসম্বুদ্ধের এইসব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই যদিও তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে বলিয়া দাবি করেন," আমি তাহাকে ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা করিব, প্রশ্ন করিব এবং তাহার সাথে কথা বলিব। সে এইভাবে ঘনিষ্টভাবে যাচাইকৃত, প্রশ্নকৃত ও আলাপিত হইবে এবং নিশ্চিত ও অপরিহার্যভাবে তিনটি বিষয়ের অন্যতর যে-কোনো একটি শর্তের সম্মুখীন হইবে—হয় সে প্রশ্নটি ফেলিয়া রাখিবে, নইলে বাহ্যিক একটি বিষয়ের প্রতি কথোপকথনটি পরিচালিত করিবে অথবা ক্রোধ, বিদ্বেষ, বিষণ্নতা প্রকাশ করিবে অথবা নীরব থাকিবে, স্কন্ধ নোয়াইবে, অধোমুখী, নিরাশ ও উত্তর দানে অসমর্থ হইবে যেইরূপ এখন পরিব্রাজক সরভ হইয়াছেন।"

পরিব্রাজকগণ, যদি কেহ আমাকে বলিত, "যাহারা এইরূপ উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে আপনার দেশিত ধর্ম তাহাদের সম্যক দুঃখ ক্ষয়ের উদ্দেশ্য সাধন করে না।," আমি তাহাকে ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা করিব , প্রশ্ন করিব এবং তাহার সাথে কথা বলিব। সে এইভাবে ঘনিষ্টভাবে যাচাইকৃত, প্রশ্নকৃত ও আলাপিত হইবে এবং নিশ্চিত ও অপরিহার্যভাবে তিনটি বিষয়ের অন্যতর যে-কোনো একটি শর্তের সম্মুখীন হইবে—হয় সে প্রশ্নটি ফেলিয়া রাখিবে, নইলে বাহ্যিক একটি বিষয়ের প্রতি কথোপকথনটি পরিচালিত করিবে অথবা ক্রোধ, বিদ্বেষ, বিষণ্নতা প্রকাশ করিবে অথবা নীরব থাকিবে, স্কন্ধ নোয়াইবে, অধোমুখী, নিরাশ ও উত্তর দানে অসমর্থ হইবে যেইরূপ এখন পরিব্রাজক সরভ হইয়াছেন।" অতঃপর ভগবান সর্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে তিনবার সিংহনাদ করিয়া বায়ুর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

৬. ভগবান চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে ওই পরিব্রাজকগণ পরিব্রাজক সরভকে চারিদিক হইতে বিদ্রূপ করিয়া আক্রমণ করিল এবং বিদ্রূপ কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল; "বন্ধু সরভ, মহা বনে একটি বৃদ্ধ শৃগাল সিংহনাদ করিবার চিন্তা করিয়া যেমন শুধু মাত্র শৃগালের ন্যায় শব্দই করে, তদ্রূপ বন্ধু সরভ, যে সিংহনাদ শ্রমণ গৌতম ব্যতীত কেহ করিতে পারে না, সেই সিংহনাদের চিন্তা করিয়া তুমি কেবল মাত্র শৃগালের ডাকই দিয়াছ। বন্ধু সরভ, বেচারী ক্ষুদ্র মুরগী যেমন মোরগের ন্যায় ডাকিতে ভাবে কিন্তু শুধু মাত্র মুরগীর ডাকই ডাকে, তদ্রূপ তুমিও মোরগের ন্যায় ডাক হাঁকিবার চিন্তা করিয়া কেবল মাত্র মুরগীর ডাকই হাঁকিয়াছ, যে ডাক শ্রমণ গৌতম ব্যতীত কেহ করিতে পারে না। বন্ধু সরভ, যেমন সদ্য এঁড়ে বাছুর শূন্য গোশালায় গাভীর ডাক দিতে চিন্তা করে তুমিও ষাঁড়ের গম্ভীর ডাক দিতে চিন্তা করিয়া শুধু এঁড়ে বাছুরের ডাকই দিলে।" এইভাবে পরিব্রাজকগণ সরভ পরিব্রাজককে বিদ্রূপ-সহকারে আক্রমণ করিল।"

৫. কেশপুত্র সূত্র

৬৬. ১. আমাকর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে—এক সময় ভগবান কোশলে বিচরণ করিতে করিতে মহা ভিক্ষুসংঘের সাথে কেশপুত্র নামে কালামদের নিগমে উপনীত হন। কেশপুত্রের কালামগণ শুনিতে পান যে শাক্যকুল প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম কেশপুত্রে উপনীত হইয়াছেন। ভগবান গৌতমের সুকীর্তি এইভাবেই বিঘোষিত—সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ,

বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ শুভ।

অতঃপর কেশপুত্রের কালামগণ ভগবান যেইখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ সম্মানসূচক সম্ভাষণের পর একপ্রান্তে উপবেশন, কেহ কেহ ভগবানকে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ তাঁহাদের নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ নীরবে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কেশপুত্রের কালামগণ ভগবানকে বলেন,

২. ভদন্ত, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কেশপুত্রে আগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব মত প্রচার করেন এবং ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু পরবাদকে গালি দেন, অপবাদ দেন, নিন্দা করেন এবং অসমর্থ করেন। অধিকন্তু ভন্তে, অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণও কেশপুত্রে আসিয়া তদ্রূপ করেন। ভন্তে, যখন আমরা এইসব শ্রবণ করি আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা ইতস্তত করি কে সত্য বলিতেছেন বা কে মিথ্যা বলিতেছেন।

৩. "হ্যাঁ কালামগণ, আপনারা সন্দেহ করিবেন, ইতস্তত করিবেন বৈ কি! সন্দেহজনক বিষয়ে ইতস্তত ভাবের উৎপত্তি হয়।

হে কালামগণ, জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না, পুরুষ পরস্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এইরূপ বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রোক্তি বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্কপ্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো বিষয় গ্রহণ করিবেন না, নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি আছে বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হইবেন না। কিন্তু কালামগণ, যখন নিজেরাই জানিবেন যে, এই ধর্ম অকুশল, এইগুলি দোষজনক, এইগুলি বিজ্ঞজন নিন্দিত, এইগুলি সম্পাদিত হইলে, গৃহীত হইলে অহিতাবহ ও দুঃখাবহ হইবে, কেবল তখনিই আপনারা তাহা বর্জন করিবেন।"

৪. "কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের মনে যে লোভ উৎপন্ন হয় তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?" "ভন্তে, তাহা অহিত সাধন করে।

কালামগণ, লুব্ধ লোভাভিভূত ব্যক্তি লোভের বশীভূত হইয়া প্রাণিহত্যা করে, পরদ্রব্য হরণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যা কথা বলে এবং অপরকেও সেই অধর্মের পথে নেয় যাহা চিরকালের জন্য তাহার দুঃখ

উৎপাদন করে, অহিত সাধন করে।” “হ্যাঁ ভন্তে।”

৫. “হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের মনে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয় তাহা কি তাহার হিতের জন্য উৎপন্ন হয়, না অহিতের জন্য উৎপন্ন হয়?” “ভদন্ত, তাহার অহিতের জন্য উৎপন্ন হয়।”

“হে কালামগণ, প্রদুষ্ট, দ্বেষাভিভূত ব্যক্তি কী দ্বেষের বশীভূত হইয়া কী প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, পরদার লংঘন, মিথ্যা ভাষণ করে এবং অপরকেও সেই অধর্মের পথে নেয় যাহা চিরকালের জন্য তাহার দুঃখ ও অহিত সাধন করে?” “হ্যাঁ ভদন্ত, করে।”

৬. “হে কালামগণ, আপনাদের কী মনে হয়, যখন মানুষ মোহের বশীভূত হইয়া মোহগ্রস্ত হয় তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?” “ভদন্ত, তাহা অহিত সাধন করে।”

“হে কালামগণ, মোহ দ্বারা মোহিত ব্যক্তি কি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং অপরকেও কি অধর্মের পথে নেয় না যাহা চিরকালের জন্য তাহার দুঃখ ও অহিত সাধন করে? “হ্যাঁ ভদন্ত, করে।”

৭. “হে কালামগণ, আপনাদের কী মনে হয়? এইগুলি কি কুশলমূলক না অকুশলমূলক?” “ভন্তে, অকুশলমূলক।” “হে কালামগণ, এইগুলি কি দোষজনক না দোষজনক নহে?” “ভদন্ত, দোষজনক।” “হে কালামগণ, এইগুলি কি বিজ্ঞ-নিন্দিত না অনিন্দিত?” “ভদন্ত, বিজ্ঞ-নিন্দিত।” “হে কালামগণ, এইগুলি সম্পাদিত ও গৃহীত হইলে কি অহিত ও দুঃখ সাধিত হয় না নহে?” “মনে হয় এইগুলি দ্বারা দুঃখই সাধিত হয়।”

৮. “হে কালামগণ, তাই আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য হইল—“জনশ্রুতিবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। পুরুষ পরম্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এই রকম বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো কিছু গ্রহণ করিবেন না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু কালামগণ, যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে, এই ধর্মগুলি অকুশল, এইগুলি দোষজনক, এইগুলি বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত, এইগুলি সম্পাদিত ও গৃহীত হইলে অহিত ও দুঃখই উৎপন্ন হইবে তখন আপনারা এইগুলি পরিত্যাগ করিবেন।” এইসব বলার পিছনে আমার এই যুক্তি।”

৯. “হে কালামগণ, আপনারা জনশ্রুতিবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ

করিবেন না। পুরুষ পরস্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এই রকম বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্কপ্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো কিছু গ্রহণ করিবেন না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ করিবেন না। কিন্তু কালামগণ, যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে, এই ধর্মগুলি কুশলমূলক, এইগুলি নির্দোষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত, এইগুলি অনুসরণ করিলে মঙ্গল সাধিত হইবে এবং সুখ উৎপন্ন হইবে তখন আপনারা এইগুলি সম্পাদন করিবেন।"

১০. "হে কালামগণ, আপনাদের কী মনে হয়, মানুষের অন্তর লোভশূন্য হয় তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?"

"ভদন্ত, হিত সাধন করে।"

"হে কালামগণ, অলুব্ধ লোভে অনভিভূত পুরুষ কি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরত হয় না, ব্যভিচার করা হইতে বিরত হয় না, মিথ্যাভাষী হইতে বিরত হয় না এবং পরকেও কি সেইসব হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার হিত ও সুখের কারণ হয়?" "হ্যাঁ ভদন্ত।"

১১. "হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের অন্তর বিদ্বেষপরায়ণ না হইলে তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?"

"ভদন্ত, তাহা মানুষের হিত সাধন করে।"

"হে কালামগণ, অদুষ্ট, বিদ্বেষে অনভিভূত পুরুষ কি প্রাণিহত্যা বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরত হয় না, ব্যভিচার বিরত হয় না, মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় না এবং অপরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকাল তাহার হিত ও সুখ উৎপাদন করে?" "হ্যাঁ ভদন্ত।"

১২. "হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, অমূঢ়, মোহে অনভিভূত পুরুষ কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?" "ভদন্ত, হিত সাধন করে।" "হে কালামগণ, মূঢ়, মোহে অনভিভূত পুরুষ কি প্রাণিহত্যা বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ বিরত হয় না, পরদার গমন বিরত হয় না, মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় না, এবং অপরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার হিত ও সুখ সাধন করে?" "হ্যাঁ ভদন্ত।"

১৩. "হে কালামগণ, আপনাদের কী মনে হয়, এইগুলি কি কুশল না

অকুশল?” “ভন্তে কুশল।” “এইগুলি কি দোষাবহ না দোষাবহ নহে?” “ভন্তে, দোষাবহ নহে।” “এইগুলি কি বিজ্ঞদের নিন্দিত না প্রশংসিত?” “ভদন্ত, প্রশংসিত।” “এইগুলি সম্পাদিত ও কৃত হইলে কি হিত সাধন করে না অহিত সাধন করে?” “ভদন্ত, হিত সাধন করে।” “ইহাই আমার বলিয়া যুক্তি।”

১৪. “হে কালামগণ, আপনারা জনশ্রুতিবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। পুরুষ পরম্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এই রকম বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্কপ্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো কিছু গ্রহণ করিবেন না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে, এইগুলি কুশলমূলক, এইগুলি নির্দোষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত, এইগুলি অনুসরণ করিলে মঙ্গল সাধিত হইবে এবং সুখ উৎপন্ন হইবে তবে এইগুলি সম্পাদন করিবেন এবং তাহাতে অবস্থান করিবেন।”

১৫. “হে কালামগণ, যখন আর্যশ্রাবক লোভহীন, বিদ্বেষহীন, মোহহীন, জ্ঞানসম্পন্ন আত্ম-সংযত স্মৃতিযুক্ত মৈত্রীচিত্ত, করুণা-চিত্ত, মুদিতাচিত্ত, উপেক্ষাশীল হন তিনি সমগ্র জগৎকে বিপুল অপ্রমাণ মৈত্রীধারায় প্লাবিত করিয়া একদিক পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিকও। তদ্রূপ উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বত্র সর্ব প্রকার সর্বাবস্থায় জগৎ পূর্ণ করিয়া উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল ও অপ্রমাণ মৈত্রী পোষণ করিয়া বিহার করেন। এইভাবে সেই আর্যশ্রাবক বৈরীশূন্য, বিদ্বেষশূন্য অসংক্লিষ্ট বিশুদ্ধচিত্ত হন, তিনি ইহজীবনেই চারি আশ্বাস লাভ করেন।”

১৬. “যদি পরলোক থাকে, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল থাকে বিপাক থাকে তবে দেহভেদে মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই আমি সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইব।” ইহা তাঁহার প্রথম আশ্বাস। “যদি পরলোক না থাকে সুকর্ম দুষ্কর্মের ফল না থাকে তাহা হইলেও আমি ইহজীবনেই শত্রুতাশূন্য, দ্বেষশূন্য, উপদ্রবশূন্য সুখময় জীবনযাপন করি।” ইহা তাঁহার দ্বিতীয় আশ্বাস। “যদি পাপ করিলে পাপ হয় আমি পাপ চেতনা মনে স্থান দিই না। সুতরাং যদি আমি পাপ চিন্তা পোষণ না করি তাহা হইলে কিভাবে পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে?” ইহা তাঁহার তৃতীয় আশ্বাস। “যদি কর্মের ফলবশত আমি কোনো পাপ কর্ম না করি তাহা হইলে আমি উভয় প্রকারে শুদ্ধ জীবনযাপন করি।” ইহা তাঁহার

চতুর্থ সুখ। "এইরূপেই কালামগণ, সেই আর্যশ্রাবক বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য, উপদ্রবশূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ইহজীবনেই এই চারি সুখ লাভ করেন।"

১৭. "ভগবান, তাহা এইরূপ, সুগত, তাহা এইরূপ। যে আর্যশ্রাবকের চিত্ত বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য, অসংক্লিষ্ট, বিশুদ্ধচিত্ত তিনি ইহজীবনেই চারি সুখ লাভ করেন। যদি পরলোক থাকে, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল থাকে বিপাক থাকে তবে দেহ ভেদে মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই আমি সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইব।" ইহা তাঁহার প্রথম আশ্বাস। যদি পরলোক না থাকে, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল না থাকে তাহা হইলেও আমি ইহজীবনেই শত্রুতাশূন্য, দ্বেষশূন্য, উপদ্রবশূন্য সুখময় জীবনযাপন করি।" ইহা তাঁহার দ্বিতীয় আশ্বাস। সুতরাং যদি আমি পাপ চিন্তা পোষণ না করি, তাহা হইলে কিভাবে পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে?" ইহা তাঁহার তৃতীয় আশ্বাস। যদি কর্মের ফলবশত আমি কোনো পাপ কর্ম না করি, তাহা হইলে আমি উভয় প্রকারে শুদ্ধ জীবনযাপন করি।" ইহা তাঁহার চতুর্থ সুখ। এইরূপে ভদন্ত, সেই আর্যশ্রাবক বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য, অসংক্লিষ্ট, বিশুদ্ধচিত্ত, তিনি ইহজীবনেই চারি সুখ লাভ করেন। "ভদন্ত, অদ্ভুত! আশ্চর্য! ভদন্ত, আমরা এখন ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও। ভন্তে ভগবান। আজ হইতে আমৃত্যু আমাদিগকে শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

৬. শাল্‌হ সূত্র

৬৭. ১. "আমাকর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে—এক সময় আয়ুষ্মান নন্দক শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর মিগারের পৌত্র শাল্‌হ এবং পেখুনিয়ার পৌত্র রোহণ আয়ুষ্মান নন্দক যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া মহামান্য নন্দককে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট মিগারের পৌত্র শাল্‌হকে আয়ুষ্মান নন্দক এইরূপ বলেন :

২. "হে শাল্‌হ, আপনারা জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। পুরুষ পরম্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এই রকম বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো কিছু গ্রহণ করিবেন না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু শাল্‌হ, যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে, এই ধর্মগুলি অকুশল,

এইগুলি দোষজনক, এইগুলি বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত, এইগুলি সম্পাদিত হইলে, গৃহীত হইলে অহিতাবহ ও দুঃখাবহ হইবে এইগুলি পরিত্যাগ করিবেন, কেবল তখনিই শাল্‌হ, আপনারা তাহা বর্জন করিবেন।

৩. "শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? লোভ আছে তো? "হ্যাঁ প্রভু।" "শাল্‌হ, আমি ইহাকে অভিধ্যা বলি। শাল্‌হ, লুব্ধ ব্যক্তি কি প্রাণিহত্যা করে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে না, পরদার গমন করে না, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং পরকেও কি তাহাতে প্ররোচিত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার অহিত ও দুঃখের কারণ হয়?" "হ্যাঁ ভদন্ত।"

৪. "শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? দ্বেষ আছে তো?" "হ্যাঁ প্রভু, আছে।" "আমি ইহাকে বিদ্বেষ বলি। শাল্‌হ, যাহার অন্তর বিদ্বেষপূর্ণ সে কি প্রাণিহত্যা করে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে না, পরদার গমন করে না, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং পরকেও কি তাহাতে প্ররোচিত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার অহিত ও দুঃখের কারণ হয়?" "হ্যাঁ ভদন্ত।"

৫. "পুনঃ শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? মোহ আছে তো? "হ্যাঁ ভদন্ত।" "শাল্‌হ, আমি ইহাকে অবিদ্যা বলি। শাল্‌হ, যাহার অন্তর অবিদ্যাচ্ছন্ন সে কি প্রাণিহত্যা করে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে না, পরদার গমন করে না, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং পরকেও কি তাহাতে প্ররোচিত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার অহিত ও দুঃখের কারণ হয়?" "হ্যাঁ ভদন্ত।"

৬. "শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? ইহা কি কুশল না অকুশল?" "ভদন্ত অকুশল।" "এইগুলি কি দোষাবহ না নির্দোষ?" "ভদন্ত, দোষাবহ।" "এইগুলি কি বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত না প্রশংসিত?" "ভন্তে, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত।" "এইগুলি অনুসরণ করিলে কি অহিত ও দুঃখ উৎপন্ন হয়?" "ভদন্ত, অহিত ও দুঃখ উৎপন্ন হয়।"

৭. "সুতরাং শাল্‌হ, এখন আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য হইল—হে শাল্‌হ, জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না, পুরুষ পরম্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এইরূপ বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রোক্তি বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো বিষয় গ্রহণ করিবেন না, নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি আছে বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হইবেন না। কিন্তু শাল্‌হ, যখন নিজেরাই জানিবেন যে, এই ধর্ম অকুশল, এইগুলি দোষজনক, এইগুলি বিজ্ঞজন

নিন্দিত, এইগুলি সম্পাদিত হইলে, গৃহীত হইলে অহিতাবহ ও দুঃখাবহ হইবে, কেবল তখনিই আপনারা তখন বর্জন করিবেন।” ওই সমস্ত উক্তির পিছনে আমার এই যুক্তি।

“এইরূপে শাল্‌হ, জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না, পুরুষ পরস্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এইরূপ বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রোক্তি বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো বিষয় গ্রহণ করিবেন না, নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি আছে বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হইবেন না। কিন্তু শাল্‌হ, যখন নিজেরাই জানিবেন যে, এইসব ধর্ম কুশল, এইগুলি নির্দোষ, এইগুলি বিজ্ঞজন প্রশংসিত, এইগুলি সম্পাদিত হইলে, গৃহীত হইলে হিতাবহ ও সুখ উৎপন্ন হইবে, তখনই শাল্‌হ আপনারা এইগুলি সম্পাদন করিয়া তাহাতে অভিরমিত হইবেন।”

৮. শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? লোভহীনতা আছে তো? “হ্যাঁ ভদন্ত, আছে।” “শাল্‌হ, আমি ইহাকে অনভিধ্যা বলি। শাল্‌হ, অলুব্ধ লোভশূন্য ব্যক্তি কি প্রাণিহত্যা বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ বিরত হয় না, পরদার গমন বিরত হয় না, মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় না এবং পরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার হিত ও সুখ সাধন করে?” “হ্যাঁ ভদন্ত।”

৯. “হে শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? দ্বেষশূন্যতা আছে তো?” “হ্যাঁ ভদন্ত।” “শাল্‌হ, আমি ইহাকে অব্যাপাদ বা দ্বেষহীনতা নামে অভিহিত করি। শাল্‌হ, বিদ্বেষশূন্য দ্বেষমুক্ত ব্যক্তি কি প্রাণিহত্যা বিরত হয় না, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত হয় না, পরদার গমন বিরত হয় না, মিথ্যাভাষণ বিরত হয় না এবং পরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার হিত ও সুখ সাধন করে?” “হ্যাঁ ভদন্ত।”

১০. “হে শাল্‌হ, আপনাদের কী মনে হয়? অমোহ আছে তো? “হ্যাঁ ভদন্ত, আছে।” “আমি ইহাকে বিদ্যা বলি। শাল্‌হ, অমূঢ় বিদ্যাযুক্ত ব্যক্তি কি প্রাণিহত্যা বিরত হয় না, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত হয় না, পরদার গমন বিরত হয় না, মিথ্যাভাষণ বিরত হয় না এবং পরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার হিত ও সুখ সাধন করে?” “হ্যাঁ ভদন্ত।”

১১. “হে শাল্‌হ, আপনাদের কি মনে হয়, এইগুলি কি কুশল না অকুশল?” “ভদন্ত, কুশল।” দোষাবহ না নির্দোষ?” “ভদন্ত, নির্দোষ।”

"বিজ্ঞজন গর্হিত না প্রশংসিত?" "ভদন্ত, বিজ্ঞজন প্রশংসিত।" এইগুলি সম্পাদিত ও কৃত হইলে কি হিত ও সুখ সাধন করে, না অহিত ও অসুখ সাধন করে?" "ভদন্ত, হিত ও সুখ সাধন করে।"

১২. "হে শাল্হ, তাই আপনাদের প্রতি আমার উক্তি হইল—জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করিবেন না, পুরুষ পরম্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এইরূপ বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রোক্তি বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমানবশত কোনো বিষয় গ্রহণ করিবেন না, নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি আছে বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হইবেন না। কিন্তু শাল্হ, যখন নিজেরাই জানিবেন যে, এইসব ধর্ম কুশল, এইগুলি নির্দোষ, এইগুলি বিজ্ঞজন প্রশংসিত, এইগুলি সম্পাদিত হইলে, গৃহীত হইলে হিতাবহ ও সুখ উৎপন্ন হইবে, তখনই শাল্হ আপনারা এইগুলি সম্পাদন করিয়া তাহাতে অভিরমিত হইবেন। ওই সমস্ত উক্তির পিছনে আমার এই যুক্তি।"

১৩. "হে শাল্হ যখন আর্যশ্রাবক লোভহীন, বিদ্বেষহীন, মোহহীন, জ্ঞানসম্পন্ন আত্ম-সংযত স্মৃতিযুক্ত মৈত্রীচিত্ত, করুণা-চিত্ত, মুদিতাচিত্ত, উপেক্ষাশীল হন তিনি সমগ্র জগৎকে বিপুল অপ্রমাণ মৈত্রীধারায় প্লাবিত করিয়া একদিক পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিকও। তদ্রূপ উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বত্র সর্ব প্রকার সর্বাবস্থায় জগৎ পূর্ণ করিয়া উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল ও অপ্রমাণ মৈত্রী পোষণ করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি যথার্থই জানেন যে হীন অবস্থা আছে, উত্তম আছে, এই সংজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি আছে। যখন তিনি এইরূপ জানেন, এইরূপ প্রত্যক্ষ করেন তাঁহার মন কামাসব হইতে মুক্ত হয়, ভবাসব হইতে মুক্ত হয়, চিত্ত অবিদ্যাসব হইতে মুক্ত হয়। এইভাবে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, তিনি মুক্ত এবং তিনি আশ্বস্ত হন যে তাঁহার পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্যাপিত, করণীয় কৃত, এইরূপ অবস্থা তাঁহার আর হইবে না। ইহাও তাঁহার উপলব্ধি হয় যে—পূর্বে আমার লোভ ছিল, ইহা ছিল অকুশল, এখন ইহা আর নাই, ইহা কুশল। পূর্বে আমার বিদ্বেষ ছিল, ইহা অকুশল। এখন ইহা আর নাই। ইহা কুশল। পূর্বে আমি মোহিত হইতাম। ইহা ছিল অকুশল। বর্তমানে ইহা আর বিদ্যমান নাই, ইহা কুশল। এইরূপে তিনি ইহজীবনেই তৃষ্ণামুক্ত, মুক্ত, শান্ত হইয়াছেন। তিনি নিজে ব্রহ্ম হইয়া সুখ অনুভব করেন এবং তাহাতে অবস্থান করেন।"

৭. আলোচ্য বিষয় সূত্র

৬৮. ১. "হে ভিক্ষুগণ, কথাবস্তু (আলোচ্য বিষয়) এই ত্রিবিধ। ত্রিবিধ কী কী? "হে ভিক্ষুগণ, কেহ অতীত সম্পর্কে বলিতে পারে—এইরূপ অতীতে ছিল" অথবা যে-কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলিতে পারে—"এইরূপ ভবিষ্যতে হইতে পারে।" অথবা যে-কোনো লোক বর্তমান সম্পর্কে বলিতে পারে—"এইরূপ এখন বর্তমান আছে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি আলাপে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাহা সে প্রশ্নের প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষ উত্তর প্রদান করে না, প্রশ্নের উপযোগী বিবেচনাপ্রসূত উত্তর প্রদান করে না, প্রশ্নের উপযোগী প্রতি প্রশ্ন দ্বারা উত্তর প্রদান করে না এবং পরিত্যাজ্য প্রশ্ন পরিত্যাগ করে না—ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি কথোপকথনে অদক্ষ।

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, সে যদি ব্যাখ্যার যোগ্য প্রশ্ন যথাযথ ব্যাখ্যা করে, যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা করে, প্রতি প্রশ্নযোগ্য প্রশ্ন প্রতি প্রশ্ন দ্বারা যথাযথ ব্যাখ্যা করে, পরিত্যাজ্য প্রশ্ন পরিত্যাগ করে তাহা হইলে হে ভিক্ষুগণ, সে কথোপকথনে দক্ষ ব্যক্তি।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি আলাপনে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সঠিক বা ভুল কোনো প্রকার উপসংহার প্রদান না করে, অনুমান অনুসরণ না করে, স্বীকৃত যুক্তি অনুসরণ না করে, স্বাভাবিক পদ্ধতি মানিয়া না চলে এইরূপ ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি আলাপে অদক্ষ। কিন্তু সে যদি যথাযথ এইসব করে সে আলাপে দক্ষ।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্য একটি প্রশ্ন দ্বারা মূল প্রশ্নটি এড়াইয়া যায়, অথবা বিষয় হইতে বাদ দেয় অথবা বিরক্তি, বিদ্বেষ এবং মুখভারিতা প্রকাশ করে এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, সে আলাপে অদক্ষ। কিন্তু সে যদি এইগুলি না করে তাহা হইলে সেই আলাপে দক্ষ।

৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া তিরস্কার করে এবং প্রশ্নকারীকে দমন করে, বিদ্রূপ করে, আধ আধ কথা বলাতে দোষ দর্শন করে, সে আলাপে অদক্ষ। যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নকারীকে

তিরস্কার না করে, দমন না করে, আধ আধ কথা বলাতে দোষ দর্শন না করে তাহা হইলে সে আলাপে দক্ষ।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি আলাপের দ্বারা আশ্বস্ত কি অনাশ্বস্ত তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যে শ্রবণ করে না সে অনাশ্বস্ত। যে শ্রবণ করে সে আশ্বস্ত। সে আশ্বস্ত হইয়া একটি বিষয় উপলব্ধি করে, ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, কোনো বিষয় পরিত্যাগ করে, কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করে। সে এইভাবে কোনো বিষয় উপলব্ধি করিয়া, কোনো বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কোনো বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিমুক্তি লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, তাহাতেই আলাপের লাভ, চিন্তার লাভ, আশ্বস্ততার লাভ, উপদেশ শ্রবণের লাভ যেমন—লোভ ব্যতীত চিত্তের বিমুক্তি।"

৭. "যাহারা কোপজনিত বিরুদ্ধ বাক্য দ্বারা অভিনিবিষ্ট হইয়া উদ্ধত, গর্বিতভাবে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণকারী তাহারাই অনার্যগুণ লিপ্ত হইয়া আলাপ সালাপ করিয়া থাকে।

কোনো কোনো ব্যক্তি পরস্পর আলাপ সময়ে দুর্ভাষিত, বিস্‌খলিত বা অল্পমাত্র মুখ নিঃসৃত, অল্পমাত্র প্রমাদকর ও পরাজয়জনিত বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আর্য সজ্জনগণ, সেইরূপ বাক্য ব্যবহার করেন না এবং বাক্যজনিত সামান্য দোষকে ন্যস্ত করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেও চাহেন না।

যদি পণ্ডিত ব্যক্তি সময় বুঝিয়া কথা বলিতে ইচ্ছা করেন তিনি যাহা ধর্ম প্রতিসংযুক্ত আর্য চরিত কথা তাহাই বলিয়া থাকেন অবিরুদ্ধবাদী বা অক্রোধ, অনভিমানী পণ্ডিত ব্যক্তি উপাদান বিরহিত অনুদ্ধত চিত্ত দ্বারা অবৈরতাজনক ও রাগ-দ্বেষ-মোহ সাহস বশে সাহস না করিয়া অসাহসকর বা পাপক্রোধ বিহীন যেই বাক্য সেই বাক্যেই বলেন। পণ্ডিত সুজন ঈর্ষাপরবশ না হইয়া ভালমন্দ জ্ঞাত হওত কোনো কোনো বাক্য বলিয়া থাকেন এবং সুভাষিত বাক্য অনুমোদন করেন, কদাচ দুর্ভাষিত বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন বা অবসাদন করেন না।

কদাচ উপারম্ভ বা সরোষপূর্ণ বাক্য শিখিবে না, সামান্য মুখস্খলিত বাক্য গ্রহণ করিবে না, বাক্যের উপর বাক্য চাপিয়া দিবে না। এক কথাতে অন্য কথা দ্বারা মর্দন বা কাটাকাটি করিবে না এবং সত্য মিথ্যা সংযুক্ত বাক্য বলিবে না।

সাধু পুরুষগণ, মন্ত্রণা জ্ঞাতার্থ ও আনন্দার্থ হইয়া থাকে, আর্যগণ, এইরূপ মন্ত্রণাই করিয়া থাকেন, জ্ঞানদায়ক ও আনন্দদায়ক বিষয়ই আর্যদিগের

মন্ত্রণা; মেধাবী ব্যক্তি ইহা জানিয়া মানগর্বিতভাবে মন্ত্রণা বা বাক্যালাপ করেন না।”

৮. অন্যতীর্থিয় সূত্র

৬৯. **১.** “হে ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন : “বন্ধুগণ, ধর্ম তিন প্রকার। কী কী? রাগ, দ্বেষ ও মোহ। বন্ধুগণ, ধর্ম এই তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ বিষয়ের মধ্যে কী বিভেদ, বিশেষ কী বৈশিষ্ট্য, কী পার্থক্য?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে কী ব্যাখ্যা করিবে? “ভদন্ত, আমাদের জন্য ভগবান এই বিষয়ে মূল, ভগবান আমাদের পথ প্রদর্শক, ভগবানই আশ্রয়। আমাদের জন্য উত্তম হয় ভগবান যাহা বলিয়াছেন যদি তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ভগবানের ভাষণ ভিক্ষুগণ, ধারণ করিবেন।”

“তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, মন সংযম কর, আমি ভাষণ করিতেছি।” ভিক্ষুগণ উত্তরে বলিলেন, “ভদন্ত, তাই হউক।” ভগবান বলিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা যদি জিজ্ঞাসা করেন, ধর্ম তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? রাগ, দ্বেষ, মোহ। আবুসো, ধর্ম এই তিন প্রকার। আবুসো, এই ত্রিবিধ ধর্মের মধ্যে কী ভেদ, কী বৈশিষ্ট্য, কী পার্থক্য?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে ভিক্ষুগণ, তোমরা অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে : হে বন্ধুগণ, রাগ সামান্য পরিমাণে নিন্দিত, ধীরে পরিবর্তনীয়, দ্বেষ অধিক দোষাবহ কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনীয়, মোহ অধিক দোষাবহ কিন্তু ধীরে পরিবর্তনীয়।

২. কিন্তু বন্ধু, কী কারণে অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়? “শুভ নিমিত্তবশত”। অজ্ঞানপূর্বক শুভ নিমিত্তবশত অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন রাগের বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটে। আবুসো, ইহাই অনুৎপন্ন রাগের উৎপত্তির এবং উৎপন্ন রাগের বৃদ্ধির বিপুলতার কারণ।

৩. “আবুসো, কী কারণে অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন দ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বৈপুল্য ঘটে? পটিঘ (ক্রোধ) নিমিত্তবশত। পটিঘ নিমিত্তে অজ্ঞানবশত অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন দ্বেষ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। আবুসো, এই কারণে অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন দ্বেষ

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বৈপুল্য ঘটে, প্রতিঘ (ক্রোধ) নিমিত্তবশত; প্রতিঘনিমিত্ত অজ্ঞানবশত অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন দ্বেষ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৪. বন্ধুগণ, কী কারণে অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন মোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়? "অজ্ঞানবশত।" অজ্ঞানবশত অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন মোহ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। আবুসো, এই কারণে অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন মোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বৈপুল্য ঘটে, পটিঘ (ক্রোধ) নিমিত্তবশত; পটিঘ নিমিত্তে অজ্ঞানবশত অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন মোহ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৫. আবুসো, কী কারণে অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন রাগ পরিত্যক্ত হয়? "অশুভ নিমিত্ত গ্রহণবশত।" অশুভ নিমিত্তকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন রাগ পরিত্যক্ত হয়। আবুসো, এই কারণেই অনুৎপন্ন উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়? "অশুভ নিমিত্ত গ্রহণবশত।" অশুভ নিমিত্তকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন রাগ পরিত্যক্ত হয়।

৬. আবুসো, কী কারণে অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়? "মৈত্রী চিত্তবিমুক্তিবশত।" মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তিকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীন হয়। আবুসো, এইভাবে অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়? "মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তিবশত।" মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তিকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীন হয়।

৭. আবুসো, কী কারণে অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন মোহ পরিত্যক্ত হয়? "জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত"। জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন মোহ প্রহীন হয়। আবুসো, এই কারণে বা হেতুতে উৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন মোহ পরিত্যক্ত হয়। "মৈত্রী চিত্তবিমুক্তিবশত।" মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তিকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণবশত অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন মোহ প্রহীন হয়।"

৯. অকুশল মূল সূত্র

৭০. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অকুশল মূল এই তিন প্রকার। তিন কী কী? লোভ, দ্বেষ, মোহ। লোভ অকুশল। লোভাতুর ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কর্ম সম্পাদন করুক না কেন তাহা দোষজনক। লুব্ধক

লোভাভিভূত অসংযত চিত্ত অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে যেন "জোর যাহার মুল্লুক তাহার"। ইহা অকুশল। এইভাবে এইসব মন্দ অবস্থা লোভজাত, লোভ সংযুক্ত, লোভ হইতে উৎপন্ন, লোভ তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

২. হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ অকুশল। বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কর্মই সম্পাদন করুক না কেন অসংযত চিত্তে অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে যেন "জোর যাহার মুল্লুক তাহার"। তাহা অকুশল। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার দ্বেষজ অকুশল দ্বেষজাত, দ্বেষসংযুক্ত, দ্বেষ হইতে উৎপন্ন, দ্বেষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৩. হে ভিক্ষুগণ, মোহ অকুশল। মোহাভিভূত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কর্মই সম্পাদন করুক না কেন ইহা অকুশল। এইভাবে বিভিন্ন মন্দ অবস্থা মোহজাত, মোহসংযুক্ত, মোহ হইতে উৎপন্ন, মোহের ফল তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৪. অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অকালবাদী, অসত্যবাদী, অনর্থবাদী (যে ধর্মের বিরোধ উক্তি করে), অবিনয়বাদী বলিয়া কথিত। কেন সে এইভাবে কথিত হয়? কারণ সে অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি, বন্ধন, সম্পদের ক্ষতি, গালি ও নির্বাসন প্রদান করিয়া দুঃখ প্রদান করে যেন "জোর যাহার মুল্লুক তাহার।" যখন সে সত্যের সম্মুখীন হয় সে তাহা অস্বীকার করে, ইহা উপলব্ধি করে না। যখন মিথ্যার সম্মুখীন হয় সে বিজড়িত হইতে চেষ্টা করে না এই বলিয়া, "ইহা ভিত্তিহীন, ইহা মিথ্যা।" সেই কারণে সে অকালবাদী, অসত্যবাদী, অনর্থবাদী, অবিনয়বাদী বলিয়া কথিত।

এইরূপ ব্যক্তি লোভজ পাপ-অকুশল দ্বারা অসংযত চিত্ত হইয়া ইহজীবনেই সবিঘাত, সউপায়াস, সপরিদাহ দুঃখ ভোগ করে এবং দেহ ভেদে মৃত্যুর পর তাহার দুর্গতি অবধারিত। এইরূপ ব্যক্তি দ্বেষজ পাপ-অকুশল দ্বারা অসংযত চিত্ত হইয়া ইহজীবনেই সবিঘাত, সউপায়াস, সপরিদাহ দুঃখ ভোগ করে এবং দেহ ভেদে মৃত্যুর পর তাহার দুর্গতি অবধারিত। এইরূপ ব্যক্তি মোহজ পাপ-অকুশল দ্বারা অসংযত চিত্ত হইয়া ইহজীবনেই সবিঘাত, সউপায়াস, সপরিদাহ দুঃখ ভোগ করে এবং দেহ ভেদে মৃত্যুর পর তাহার দুর্গতি অবধারিত।

৫. যেমন হে ভিক্ষুগণ, শাল বা ধব বা ফন্দন এই তিন প্রকার মালুবালতা

আক্রান্ত এবং আবৃত করা হইলে দুঃখের কারণ হয়, ধ্বংসের কারণ হয়, দুঃখপূর্ণ পরিণতি হয়, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, এইরূপে লোভজ-দ্বেষজ-মোহজ পাপ-অকুশল দ্বারা অসংযত চিত্ত ব্যক্তি ইহজীবনে ঘাতপূর্ণ, উপায়াস, পরিদাহপূর্ণ দুঃখ ভোগ করে এবং মৃত্যুর পর তাহার দুর্গতি অবধারিত।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কুশলের মূল এই তিন প্রকার। তিন কী কী? অলোভ কুশলের মূল. অদ্বেষ কুশলের মূল, অমোহ কুশলের মূল।

হে ভিক্ষুগণ, লোভশূন্য ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে-কোনো কর্ম সম্পাদন করুক না কেন তাহা দোষাবহ নহে। অলুব্ধ, সংযত চিত্ত, লোভে অনভিভূত হইয়া অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পদের ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে না যেন "জোর যাহার মুল্লুক তাহার" হয় না, ইহা কুশল। এইভাবে এই কুশল অলোভজাত, অলোভযুক্ত, অলোভ হইতে উৎপন্ন, অলোভের ফল তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৭. হে ভিক্ষুগণ, অদ্বেষ কুশলের মূল। বিদ্বেষহীন ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে-কোনো কর্ম সম্পাদন করুক না কেন তাহা দোষাবহ নহে। অদ্বেষ, সংযত চিত্ত, দ্বেষে অনভিভূত হইয়া অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পদের ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে না যেন "জোর যাহার মুল্লুক তাহার" হয় না, ইহা কুশল। এইভাবে এই কুশল অদ্বেষজাত, অদ্বেষযুক্ত, অদ্বেষ হইতে উৎপন্ন, অদ্বেষের ফল তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৮. হে ভিক্ষুগণ, অমোহ কুশলের মূল। মোহশূন্য ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে-কোনো কর্ম সম্পাদন করুক না কেন তাহা দোষাবহ নহে। অমোহ, সংযত চিত্ত, মোহে অনভিভূত হইয়া অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পদের ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে না যেন "জোর যাহার মুল্লুক তাহার" হয় না, ইহা কুশল। এইভাবে এই কুশল অমোহজাত, অমোযুক্ত, অমোহ হইতে উৎপন্ন, অমোহের ফল তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৯. অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি কালবাদী, সত্যবাদী, অর্থবাদী, বিনয়বাদী হিসেবে কথিত। কেন সে এইভাবে কথিত হয়? কারণ সে অন্যায়ভাবে অপরকে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া, তিরস্কার, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে না, "জোর যাহার মুল্লুক তাহার" হয় না। যখন সে সত্যের সাথে সম্মুখীন হয় সে ইহা উপলব্ধি করে এবং ইহা অস্বীকার করে না। যখন মিথ্যার সাথে মুখোমুখি হয় সে ইহা বলিয়া

বিজড়িত হইতে চেষ্টা করে, "ইহা ভিত্তিহীন, ইহা মিথ্যা।" এই কারণে এইরূপ ব্যক্তি যথাবাদী, সত্যবাদী, অর্থবাদী, বিনয়বাদী হিসেবে অভিহিত।

১০. হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির লোভজ পাপ-অকুশল প্রহীন হইয়াছে, মূল ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে। পুনর্জন্মের অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহজীবনে সে সুখে অতিবাহিত করে, ঘাতবিহীন, উপায়াসহীন, পরিদাহহীন হয়। ইহজীবনেই সে পরিনির্বাণ লাভ করে। দ্বেষজ পাপ-অকুশল প্রহীন হইয়াছে, মূল ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে। পুনর্জন্মের অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহজীবনে সে সুখে অতিবাহিত করে, ঘাতবিহীন, উপায়াসহীন, পরিদাহহীন হয়। ইহজীবনেই সে পরিনির্বাণ লাভ করে। মোহজ পাপ-অকুশল প্রহীন হইয়াছে, মূল ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে। পুনর্জন্মের অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহজীবন সে সুখে অতিবাহিত করে, ঘাতবিহীন, উপায়াসহীন, পরিদাহহীন হয়। ইহজীবনেই সে পরিনির্বাণ লাভ করে।

১১. যেমন ভিক্ষুগণ, শালবৃক্ষ বা ধব বা ফন্দন বৃক্ষ তিন প্রকার মালুবালতা (পরগাছা) দ্বারা আক্রান্ত হয়। অতঃপর কোনো পুরুষ কুদালসহ আসে এবং সেই মালুবালতার মূল ছেদন করিয়া ফেলে। সমূলে কাটিয়া সে চতুর্দিকে একটি পরিখা খনন করে। এইরূপ করিয়া সে শিকড়টি উপড়াইয়া ফেলে যদিও সেইগুলি উষীড় আঁশ সদৃশ। তৎপর সে মালুবলতাটি কাটিয়া টুকরা করিয়া ফেলে। সেই টুকরাগুলি পুনঃ টুকরা টুকরা করে। সেই টুকরাগুলিকে সে বাতাসে ও রৌদ্রে শুকায়। তৎপর সেইগুলিকে আগুন দিয়া জ্বালাইয়া ফেলে এবং ছাই দ্বারা স্তূপ তৈরি করে! এইরূপ করিয়া সে প্রচণ্ড বাতাসে ছাই হইতে তুষ উড়াইয়া দেয় অথবা সেইগুলিকে খরস্রোতা নদীতে ভাসাইয়া দেয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই মালুবালতা এইভাবে সমূলে কাটিয়া ছিন্নতালবৃক্ষ সদৃশ করা হইলে পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে না, ভবিষ্যতে গজাইতে পারে না।

তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তির লোভজ পাপ-অকুশল, দ্বেষজ পাপ-অকুশল, মোহজ পাপ-অকুশল পরিত্যক্ত হইয়াছে, সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। ছিন্নতালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনরায় জন্ম লাভ করিতে পারে না। ইহজীবনে সে সুখে বাস করে। ঘাতবিহীন, উপায়াসবিহীন, পরিদাহবিহীন হইয়া ইহজীবনেই সে মুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ত্রিবিধ কুশল মূল।"

১০. উপোসথ সূত্র

৭১. ১. "আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিশাখা মিগারমাতা উপোসথ দিবসে ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট মিগারমাতা বিশাখাকে ভগবান এইরূপ বলেন, "বিশাখে, আপনি অপরাহ্নে আসিলেন যে?" "ভদন্ত, আমি আজ উপোসথ পালন করিতেছি।" "বিশাখে, উপোসথ তিন প্রকার। কী কী? গোপালক উপোসথ, নির্গ্রন্থ উপোসথ, আর্য উপোসথ।"

২. হে বিশাখে, গোপালক উপোসথ কিরূপ? বিশাখে, সায়াহ্ন সময়ে যেমন গোপালক গরুর মালিককে গরুগুলি ফেরৎ দিয়া এইরূপ চিন্তা করে : অদ্য গোসমূহ অমুক অমুক স্থানে চড়িয়াছে এবং অমুক অমুক স্থানে জল পান করিয়াছে। আগামীকল্য অমুক অমুক স্থানে গরুগুলি চড়িবে এবং অমুক অমুক স্থানে জল পান করিবে। তদ্রূপ হে বিশাখে, কোনো কোনো উপোসথিকও এইরূপ চিন্তা করে : আমি আজ এই এই খাদ্য ভোজন করিয়াছি। আগামীকল্য আমি এইরূপ এইরূপ খাদ্য খাইব, এইরূপ এইরূপ ভোজ্য ভোজন করিব। সে এইরূপ লোভসহগত চিত্তে বাস করে। হে বিশাখে, গোপালক উপোসথ এইরূপ। এইরূপ উপোসথ মহা ফলদায়ক হয় না, মহা আনিশংস প্রদায়ী হয় না, ইহা উজ্জ্বল ফলসম্পন্ন হয় না, মহা দীপ্তিমান হয় না।

৩. হে বিশাখে, নির্গ্রন্থ উপোসথ কিরূপ? বিশাখে, নির্গ্রন্থ নামে এক শ্রমণ সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শ্রাবকদিগকে এইরূপ উপদেশ দেন— "ওহে শ্রাবক, পূর্বদিকে শত যোজনের মধ্যে যেইসব প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে না, পশ্চিমদিকে শত যোজনের মধ্যে যেইসব প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে না। উত্তরদিকে শত যোজনের মধ্যে যেইসব প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে না, দক্ষিণ দিকে শত যোজনের মধ্যে যেইসব প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে না।" এইভাবে তাঁহারা শ্রাবকগণকে কিছু কিছু প্রাণীর প্রতি দয়া, অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেন, কোনো কোনো প্রাণীর প্রতি নির্দয়া অননুকম্পা শিক্ষা দেন। তাঁহারা উপোসথ দিবসে শ্রাবককে এইরূপ শিক্ষা দেন—"ওহে, তুমি তোমার সব বস্ত্র পরিহার কর এবং বল, আমার কোথাও কিছু নাই এবং কোনো বস্তুর প্রতি আমার কোনো আসক্তি নাই।"

তৎসত্ত্বেও তাহার মাতাপিতা তাহাকে তাহাদের পুত্ররূপে জানে এবং তাহাদিগকে মাতাপিতারূপে জানে। তাহার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী তাহাকে পিতা এবং স্বামী হিসেবে জানে এবং সেও তাহাদিগকে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীরূপে জানে। তাহার দাস এবং কর্মচারী তাহাকে তাহাদের প্রভু হিসেবে জানে এবং সেও তাহাদিগকে তাহার দাস এবং কর্মচারীরূপে জানে। এইরূপে সকলে যখন উপোসথ পালন করার জন্য উপদিষ্ট হইবে ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে যে তাঁহারা তাহাদিগকে উপদেশ দেন। আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ইহা মিথ্যা ভাষণের সমতুল্য। সেই রাত অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই সে সেইসব দ্রব্য ভোগ করিতে শুরু করে যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হয় নাই। আমি ইহাকে চুরি বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। হে বিশাখে, নির্গ্রন্থ উপোসথ এইরূপ। এইভাবে নির্গ্রন্থ উপোসথের দ্বারা মহা ফল মহা আনিশংস লাভ হয় না, ইহা অত্যুজ্জ্বল মহা দীপ্তিমান হয় না।

৪. হে বিশাখে, আর্য উপোসথ কিরূপ? বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা ক্লেশযুক্ত চিত্তের পরিশোধনই আর্য উপোসথ। হে বিশাখে, কিভাবে উপক্লিষ্ট (দূষিত) চিত্তের পরিশোধন সম্ভব?”

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে তথাগতকে স্মরণ করেন—সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ভগবান। তথাগতকে এইভাবে যখন স্মরণ করেন তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়। বিশাখে, ইহা দূষিত মস্তককে পরিষ্কৃতকরণ সদৃশ। বিশাখে, কিভাবে অপরিষ্কৃত মস্তক পরিষ্কার করা হয়? সুগন্ধি দ্রব্য, মাটি, জল এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা অপরিষ্কৃত মস্তক পরিষ্কার করা হয়।

হে বিশাখে, কিভাবে যথাযথ পদ্ধতিতে দূষিত চিত্ত পরিষ্কৃত হয়? হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক তথাগতকে এইভাবে স্মরণ (চিন্তা) করেন—সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ভগবান। তথাগতকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়। হে বিশাখে, এই আর্যশ্রাবক ব্রহ্ম উপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি ব্রহ্মার সাথে বাস করেন। ব্রহ্মাবশত তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্ত ক্লেশমুক্ত হয়। হে বিশাখে, এইরূপেই যথাযথ পদ্ধতিতে চিত্তের ক্লেশ ধ্বংস হয়।

৫. হে বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। কিভাবে?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে ধর্মকে স্মরণ করেন—ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত, স্বয়ংদৃষ্ট, অকালিক (যে-কোনো সময় পালনযোগ্য), "আস এবং দেখ" বলিয়া আহ্বান করার যোগ্য। ইহা শ্রীবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয়। এইভাবেই ধর্মের অনুস্মরণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত সংযম হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ ক্ষয় হয়, যেমন, ময়লাযুক্ত দেহ পরিষ্কৃত হয়।

হে বিশাখে, ক্লেশযুক্ত দেহ কিভাবে যথাযথ পদ্ধতিতে পরিষ্কৃত হয়? শামুকের খোলশ, পাউডার, জল এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা ময়লাযুক্ত দেহ পরিষ্কৃত হয়। তদ্রূপ বিশাখে, ক্লেশযুক্ত চিত্তের মালিন্য যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। বিশাখে, ক্লেশযুক্ত চিত্তের মালিন্য কিভাবে যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিষ্কৃত হয়? হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে ধর্ম অনুস্মরণ করেন—ভগবানের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত, স্বয়ংদৃষ্ট, অকালিক (যে-কোনো সময় পালনযোগ্য), "আস এবং দেখ" বলিয়া আহ্বান করার যোগ্য। ইহা শ্রীবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয়। এইভাবে ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা করিলে তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয় চিত্তের ক্লেশ ক্ষয় হয়। হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে ধর্মোপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি ধর্মের সাথে বাস করেন। ধর্ম দ্বারা তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রসন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়। হে বিশাখে, এইভাবে চিত্ত ক্লেশমুক্ত হয়।

৬. হে বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা চিত্তের ক্লেশ মুক্ত হয়। কিভাবে যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা চিত্ত ক্লেশ মুক্ত হয়?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে সংঘানুস্মৃতি চিন্তা করেন : ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, যে সংঘ যুগল ভেদে চারি যুগল, পুদ্গল ভেদে অষ্টপুদ্গল, আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সংঘকে স্মরণ করিলে তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় যেমন বিশাখে, মলিন বস্ত্র যথাযথ পদ্ধতিতে পরিষ্কৃত হয়। বিশাখে, মলিন বস্ত্র কিভাবে পরিষ্কৃত হয়? লবণযুক্ত মাটি, ক্ষারযুক্ত জল, গোবর, জল এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়। হে বিশাখে, এইভাবেই ক্লেশযুক্ত চিত্তও যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। কিভাবে?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে সংঘানুস্মৃতি ভাবেন—ভগবানের শ্রাবক

সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, যে সংঘ যুগল ভেদে চারি যুগল, পুদ্গল ভেদে অষ্টপুদ্গাল, আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। এইভাবে সংঘকে অনুস্মরণ করিলে চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ দূরীভূত হয়। বিশাখে, এই আর্যশ্রাবক সংঘোপোসথ পালন করেন বলিয়া অভিহিত। সংঘের সাথে বাস করেন। তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তক্লেশ ক্ষয় হয়। বিশাখে, এই উপায়ে চিত্ত যথাযথ ক্লেশমুক্ত হয়।

৭. হে বিশাখে, উপক্লিষ্ট চিত্ত যথাযথ পদ্ধতিতে ক্লেশমুক্ত হয়। বিশাখে, কিভাবে ক্লেশযুক্ত চিত্ত যথাযথ পরিমুক্ত হয়?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক অখণ্ডভাবে, নিচ্ছিদ্রভাবে, অকলঙ্কিতভাবে, স্বাধীনভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশংসিত, কামনা বাসনা দ্বারা অমলিন শীলানুস্মৃতি ভাবেন যাহা চিত্তকে সমাধির পথে পরিচালিত করে। তিনি নিজের শীল অনুস্মরণ করিলে চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় যেমন বিশাখে, যথাযথ উপায়ে আয়নার ময়লা দূরীভূত হয়। বিশাখে, কোন পদ্ধতিতে ময়লাযুক্ত আয়না পরিষ্কৃত হয়?

তৈল, ছাই, চিরুনী এবং ব্যক্তির সঠিক প্রচেষ্টা দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত হয়। তদ্রূপ বিশাখে, উপক্লিষ্ট চিত্ত যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিষ্কৃত হয়।

বিশাখে, কিভাবে ক্লিষ্ট চিত্ত যথাযথভাবে পরিষ্কৃত হয়? বিশাখে, আর্যশ্রাবক নিজে অখণ্ডভাবে, নিচ্ছিদ্রভাবে, অকলঙ্কিতভাবে, স্বাধীনভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশংসিত, কামনা বাসনা দ্বারা অমলিন শীলানুস্মৃতি ভাবেন যাহা চিত্তকে সমাধির পথে পরিচালিত করে। তিনি নিজের শীল অনুস্মরণ করিলে চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ প্রহীন হয়।

হে বিশাখে, এইভাবে আর্যশ্রাবক শীলোপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি শীলের সাথে বাস করেন, শীলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, চিত্তের উপক্লেশ (মালিন্য) ধ্বংস হয়। এইভাবে বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।

৮. হে বিশাখে, সঠিক পদ্ধতি দ্বারা দূষিত চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশাখে, কিভাবে সঠিক পদ্ধতি দ্বারা দূষিত চিত্ত বিশুদ্ধ হয়?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে দেবতানুস্মৃতি ভাবেন—দেবতাদের মধ্যে চতুর্মহারাজিক দেবতা, ত্রয়ত্রিংশ দেবতা, যাম দেবতা, তুষিত দেবতা, নির্মাণরতি দেবতা, পরনির্মিত বশবর্তী দেবতা, ব্রহ্মকায়িক দেবতা, তাহার

অধিক দেবতা আছেন। সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান (এই জগৎ) হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন আমিও তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আমিও তদ্রূপ শীলসম্পন্ন যেইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তদ্রূপ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী যেইরূপ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তদ্রূপ ত্যাগসম্পন্ন যেইরূপ ত্যাগসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তাদৃশ প্রজ্ঞাসম্পন্ন যাদৃশ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। যখন তিনি (আর্যশ্রাবক) আপন ও দেবতাদের শ্রদ্ধা, শীল, ধর্মীয় জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা স্মরণ (ভাবেন) তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের অপবিত্রতা পরিত্যক্ত যেমন বিশাখে স্বর্ণের ময়লা যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা বিদূরীত হয়। কিভাবে?

অগ্নিকুণ্ড, লবণ, লাল মাটি, ফুঁ দেওয়ার পাইপ, চিমটা এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা স্বর্ণের ময়লা দূরীভূত হয়। তদ্রূপ বিশাখে, দূষিত চিত্ত যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। কোন পদ্ধতি দ্বারা?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে দেবতানুস্মৃতি ভাবেন—দেবতাদের মধ্যে চতুর্মহারাজিক দেবতা, ত্রয়ত্রিংশ দেবতা, যাম দেবতা, তুষিত দেবতা, নির্মাণ রতি দেবতা, পরনির্মিত বশবর্তী দেবতা, ব্রহ্মকায়িক দেবতা, তাহার অধিক দেবতা আছেন। সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান (এই জগৎ) হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন আমিও তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আমিও তদ্রূপ শীলসম্পন্ন যেইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তদ্রূপ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী যেইরূপ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তদ্রূপ ত্যাগসম্পন্ন যেইরূপ ত্যাগসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তাদৃশ প্রজ্ঞাসম্পন্ন যাদৃশ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। যখন তিনি (আর্যশ্রাবক) আপন ও দেবতাদের শ্রদ্ধা, শীল, ধর্মীয় জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা স্মরণ (ভাবেন) তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের অপবিত্রতা পরিত্যক্ত হয়।

এই আর্যশ্রাবক দেবোপসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়—তিনি দেবতাদের সাথে বাস করেন, চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ প্রহীন হয়। হে বিশাখে, এইভাবেই যথাযথ পদ্ধতিতে চিত্তের ক্লেশ মুক্ত হয়।

৯. হে বিশাখে, সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ চিন্তা করেন : অর্হতেরা যাবজ্জীবন প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণিহত্যা বিরত হইয়া, দণ্ড পরিহার করিয়া, শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাশীল, বিনয়, দয়াশীল, সর্ব প্রাণীর প্রতি হিত ও অনুকম্পাপরায়ণ। তদ্রূপ আমিও দিবারাত্রি প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণিহত্যা বিরত হইয়া, দণ্ড পরিহার, শস্ত্র পরিহার করিয়া লজ্জাশীল, দয়াশীল, সর্ব প্রাণীর প্রতি হিত ও অনুকম্পাশীল হইয়া বিহার করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথও পালিত হইবে।

১০. অর্হতেরা যাবজ্জীবন অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিহার করিয়া, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হইয়া, প্রদত্তবস্তু গ্রহণ করিয়া, প্রদত্তবস্তু গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া, চৌর্যবৃত্তিহীন হইয়া পরিশুদ্ধভাবে বাস করেন। তদ্রূপ আমিও অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিহার করিয়া, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হইয়া, প্রদত্তবস্তু গ্রহণ করিয়া, প্রদত্তবস্তু গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া, চৌর্য বৃত্তিহীন হইয়া পরিশুদ্ধভাবে এই দিনরাত্রি বিহার করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হইবে।

১১. অর্হতেরা যাবজ্জীবন অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিয়া, অব্রহ্মচর্য বিরত হইয়া, মৈথুন সেবন (গ্রাম্য ধর্ম) বিরত হইয়া বিহার করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিন রাত্রি অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিয়া, অব্রহ্মচর্য বিরত হইয়া, মৈথুন সেবন বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং উপোসথ পালন করিব।

১২. অর্হতেরা যাবজ্জীবন মিথ্যা ভাষণ পরিহার করিয়া, মিথ্যা ভাষণ বিরত হইয়া, সত্যবাদী হইয়া, সত্য ভাষণে অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপথগামী না হইয়া বিশ্বস্ত, জগতের অবিসংবাদী হইয়া বাস করেন। আমি স্বয়ং এই দিবারাত্রি মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া, মিথ্যা ভাষণ বিরত হইয়া, সত্যবাদী হইয়া, সত্য ভাষণে অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপথগামী না হইয়া, বিশ্বস্ত ও জগতের অবিসংবাদী হইয়া বাস করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং উপোসথ পালন করিব।

১৩. যাবৎ অর্হতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা সুরা, মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য পরিহার করিয়া, সুরা-মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য বিরত হইয়া বাস করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিবারাত্রি সুরা-মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া সুরা-মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং উপোসথ পালন করিয়া থাকিব।

১৪. যাবৎ অর্হতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা দিনে একবার মাত্র ভোজন করিয়া, বিকালে ভোজন গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া, অসময়ে খাদ্য গ্রহণে বিরত হইয়া বাস করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিবারাত্রি একাহারী হইয়া, বিকাল ভোজন বিরত হইয়া অসময়ে খাদ্য গ্রহণ বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং আমার উপোসথ পালিত হইবে।

১৫. যাবৎ অর্হতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা নৃত্যগীত দর্শন, সুগন্ধি মালা ধারণ, মণ্ডণ, বিভূষণ, বিলেপন প্রভৃতি বিরত হইয়া বাস করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিনরাত্রি নৃত্যগীত দর্শন, সুগন্ধি মালা বিলেপন, ধারণ মণ্ডণ বিভূষণ বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং আমার উপোসথ পালিত হইবে।

১৬. যাবৎ অর্হতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করিয়া, উচ্চশয্যা, মহাশয্যা বিরত হইয়া বাস করেন। নীচু শয্যায় মঞ্চ বা তৃণ শয্যায় শয়ন করেন। তদ্রূপ আমিও দিবারাত্রি উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করিয়া উচ্চশয্যা মহাশয্যা বিরত হইয়া নীচু শয্যায়, মঞ্চে বা তৃণাচ্ছাদনীযুক্ত শয্যায় শয়ন করি। এই আচরণ দ্বারা আমি অর্হতের অনুকরণ করি এবং আমার উপোসথ পালিত হইবে। হে বিশাখে, আর্য উপোসথ এইরূপ। বিশাখে, এইরূপ উপোসথ পালিত হইলে তাহা মহাফল, মহাহিত সাধন করে অতীব উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়।

১৭. কিভাবে ইহা মহাফল, মহা হিত সাধন করে, অতীব উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়? যেমন বিশাখে, এই ষোড়শ মহাজনপদে কোনো ব্যক্তি যদি প্রভূত সপ্ত রত্নসহ আধিপত্য বা রাজত্ব করে, যেমন—অঙ্গগণ, মগধগণ, কাশীগণ, কোশলগণ, বজ্জীগণ, মল্লগণ, চেতিগণ, বংশগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মৎস্যগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীগণ, গন্ধারগণ, কম্বোজগণ এর উপর আধিপত্য অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালনকারীর ষোল ভাগের একাংশ ফলও লাভ হয় না। ইহার কারণ কী? হে বিশাখে, দিব্য

(স্বর্গীয়) সুখের নিকট মানবিক আধিপত্য নগণ্য হেতু।

১৮. হে বিশাখে, মনুষ্যদের পঞ্চাশ বৎসরে চতুর্মহারাজিক দেবতাদের এক দিবারাত্রি। তদ্রূপ ত্রিশদিন ও রাত্রিতে এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর। এইরূপ পাঁচশত বৎসর চতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। কিন্তু বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন। হে বিশাখে, এই কারণেই আমি বলিয়াছি; "দিব্যসুখের নিকট মানবিক আধিপত্য নগণ্য।"

১৯. পুনঃ বিশাখে, মনুষ্যদের এক শত বৎসরে তাবতিংস (ত্রয়স্ত্রিংশ) দেবগণের এক দিবারাত্রি। তদ্রূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর। এইরূপ সহস্র বৎসর দিব্য আয়ু এই তাবতিংস দেবতাদের। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালনের দ্বারা মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছি, "দিব্যসুখের নিকট মানবিক প্রভুত্ব নগণ্য।"

২০. হে বিশাখে, মনুষ্যদের দ্বিশত বৎসরে যাম দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিন-রাত্রিতে এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ দ্বি সহস্র বৎসর যাম দেবগণের আয়ু প্রমাণ। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর যাম দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন, এই কারণেই আমি বলিয়াছি, "দিব্যসুখের নিকট মানবিক রাজত্ব নগণ্য।"

২১. হে বিশাখে, মনুষ্যদের চারি শত বৎসরে তুষিত দেবতাদের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ চারি সহস্র বৎসর তুষিত দেবগণের আয়ু। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছি, "দিব্যসুখের নিকট মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।"

২২. হে বিশাখে, মনুষ্যদের আটশত বৎসরে নির্মাণরতি দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ দিব্য আট সহস্র বৎসর নির্মাণরতি দেবগণের আয়ু প্রমাণ। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ

করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছি, "দিব্যসুখের নিকট মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।"

২৩. হে বিশাখে, মনুষ্যদের ষোড়শ শত বৎসরে পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের এক দিনরাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ ষোড়শ সহস্র দিব্য আয়ু পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের আয়ু। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছি, "দিব্যসুখের নিকট মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।"

২৪. প্রাণিহত্যা করিবে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিবে না,
মিথ্যা ভাষণ করিবে না, মদ্যপান করিবে না।
অব্রহ্মচর্য হইতে বিরত হইবে।
রাত্রিতে ভোজন করিবে না, অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করিবে না,
মালা পরিবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না,
মাটির উপর বিস্তৃত মাদুরে শয্যা গ্রহণ করিবে।
ইহাই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল। বুদ্ধকর্তৃক দুঃখের অন্তসাধনের
উপায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।
চন্দ্র ও সূর্য যাহা দেখিতে মধুর সেইগুলি এইদিক
সেইদিক ঘুরাফেরা করে, সেইখানে ঘুরে তথায় আলো দেয়,
আকাশপথে ঘুরিতে ঘুরিতে অন্ধকার দূর করে,
মেঘমালা দীপ্তিমান সর্বত্র আলোকিত করে।
এই ভুমণ্ডলে সর্ববিধ ধন পাওয়া যায়—
মুক্তা, স্ফটিক, পান্না, ভাগ্য প্রস্তর, স্বর্ণ থালা;
দীপ্তিমান স্বর্ণ এবং যাহা হাটক নামে অভিহিত।
তথাপি এইসব অষ্টাঙ্গ উপোসথের ষোলাংশের
একাংশ যোগ্য নহে।
তারাগণ পরিবৃত চন্দ্রও না।
সুতরাং নর বা নারী যাহারা অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল রক্ষা করে,
পুণ্য অর্জন করে তাহারা অনিন্দিত স্বর্গে জন্ম লাভ করে।"

৮. ৩. আনন্দ বর্গ

১. ছন্ন সূত্র

৭২. ১. শ্রাবস্তী এই কথোপকথনের স্থান।

অতঃপর ছন্ন নামক পরিব্রাজক শ্রদ্ধেয় আনন্দকে দর্শন করিতে আসেন। উপনীত হইয়া বিনীতভাবে তাহাকে অভিবাদন করেন। অভিবাদন কার্য সম্পাদন করিয়া তিনি একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক ছন্ন মহান আনন্দকে এইরূপ বলেন, "শ্রদ্ধেয় আনন্দ, আপনি কি রাগ (কাম লিপ্সা) দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের কথা প্রচার করেন?" "বন্ধুবর, হ্যাঁ আমরা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের কথা প্রচার করি।" "বন্ধুবর, কি অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনারা তদ্রূপ প্রচার করেন?"

২. "কেন মহাশয়, রাগাভিভূত ব্যক্তি চিত্তের নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া এমন চিন্তা করে যাহা তাহাকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দেয়, নিজ ও অপর উভয়কে দুঃখ দেয় এবং তদ্রূপ মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে। কিন্তু রাগ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজে, অপরে, নিজে ও পরে উভয়ে দুঃখ ভোগ করে না এবং তাহার ফলে সে মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে না। পুনঃ মহাশয়, রাগাভিভূত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু রাগ প্রহীন হইলে সে তদ্রূপ করে না। পুনঃ মহাশয়, রাগাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল, অপরের মঙ্গল, নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে না। কিন্তু রাগ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজের অপরের কিংবা নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে। পুনঃ রাগ অন্ধত্ব, অচক্ষুত্ব, অজ্ঞানতা, অপ্রজ্ঞার কারণ। ইহা (রাগ) দুঃখ সংযুক্ত, ইহা নির্বাণে পৌঁছায় না।

বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিও চিত্তের নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া এমন চিন্তা করে যাহা তাহাকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দেয়, নিজ ও অপর উভয়কে দুঃখ দেয় এবং তদ্রূপ মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে। কিন্তু দ্বেষ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজে, অপরে, নিজে ও পরে উভয়ে দুঃখ ভোগ করে না এবং তাহার ফলে সে মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে না। পুনঃ মহাশয়, দ্বেষাভিভূত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু দ্বেষ প্রহীন হইলে সে তদ্রূপ করে না। পুনঃ মহাশয়, দ্বেষাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল, অপরের মঙ্গল, নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে না। কিন্তু দ্বেষ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজের অপরের কিংবা নিজের ও পরের

উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে। পুনঃ দ্বেষ অন্ধত্ব, অচক্ষুত্ব, অজ্ঞানতা, অপ্রজ্ঞার কারণ। ইহা (দ্বেষ) দুঃখ-সংযুক্ত, ইহা নির্বাণে পৌঁছায় না।

মহাশয়, মোহপরায়ণ ব্যক্তি চিত্তের নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া এমন সব চিন্তা করে যাহা তাহাকে, অপরকে, নিজ ও অপর উভয়কে দুঃখ দেয় এবং তদ্রূপ মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে। কিন্তু মোহ পরিত্যক্ত হইলে সে তদ্রুপ করে না এবং তাহার ফলে মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে না। পুনঃ মহাশয়, মোহিত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু মোহ প্রহীন হইলে সে তদ্রূপ করে না। পুনঃ মহাশয়, মোহাভিভূত ব্যক্তি নিজের, অপরের কিংবা নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে না। কিন্তু মোহ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজের, অপরের কিংবা নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে। পুনঃ মোহ অন্ধত্ব, অচক্ষুত্ব, অজ্ঞানতা অপ্রজ্ঞার কারণ। মোহ দুঃখ-সংযুক্ত, ইহা নির্বাণে উপনীত করে না।

৩. "কিন্তু মহাশয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "হ্যাঁ মহাশয়, রাগ, দ্বেষ ও মোহ, প্রহীণের উপায়, প্রতিপদা নিশ্চয়ই আছে।" "মহাশয়, সেই উপায়টি কী? সেই প্রতিপদাটি কী?" "মহাশয়, ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।" "মহাশয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের এইটি উৎকৃষ্ট মার্গ, এইটি উৎকৃষ্ট প্রতিপদা। অধিকন্তু মহাশয় আনন্দ, অপ্রমাদের (উদ্যোগ গ্রহণে) পথে ইহা উপযোগী।"

২. আজীবক সূত্র

৭৩. ১. "এক সময় মহামান্য আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর জনৈক আজীবক (সন্ন্যাসী) শ্রাবক গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধেয় আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একান্তে উপবিষ্ট আজীবক শ্রাবক গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলেন, "ভবৎ আনন্দ, কাঁহার ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত? জগতে কাঁহারা সৎপথে প্রতিপন্ন? কে জগতে সুগত?" "গৃহপতি, এখন আমি আপনাকে প্রতি প্রশ্ন করিব, আপনি যাহা উপযুক্ত মনে করেন তাহা উত্তর দিবেন। গৃহপতি, আপনার কী মনে হয়? যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য ধর্ম ভাষণ করেন তাঁহাদের

ধর্ম কি সু-ব্যাখ্যাত না সু-ব্যাখ্যাত নহে? এই বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?" "ভন্তে, যাঁহারা রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের জন্য ধর্ম ভাষণ করেন তাঁহাদের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত। ইহাই আমার অভিমত।"

২. "গৃহপতি, আপনার অভিমত কী? যাঁহাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত তাঁহারা কি জগতে সৎপথে প্রতিপন্ন না, সৎপথে প্রতিপন্ন নহে?" "হ্যাঁ ভন্তে, তাঁহারা সৎপথে প্রতিপন্ন। ইহাই আমার অভিমত।"

৩. "গৃহপতি, আপনি কী মনে করেন? যাঁহাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত, মূল ছিন্ন, তালবৃক্ষ সদৃশ ছিন্ন, অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত, ভবিষ্যতে পুনঃ গজাইতে পারে না এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহারা কি জগতে সুগত না সুগত নহেন? আপনার মতামত কী?" "হ্যাঁ ভন্তে, তাঁহারা জগতে সুগত, আমার ইহাই মনে হয়।"

৪. "তাহা হইলে আপনি ব্যাপকভাবে স্বীকার করিলেন—যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য ধর্ম প্রচার করেন তাঁহাদের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত। যাঁহাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত, তাহারা জগতে সৎপথে প্রতিপন্ন, যাঁহাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত, মূল ছিন্ন, তালবৃক্ষ সদৃশ ছিন্ন, অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত, ভবিষ্যতে পুনঃ গজাইতে পারে না এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা জগতে সুগত।" "ভন্তে, ইহা আশ্চর্য! অদ্ভুত! এখানে স্ব ধর্মের কোনো প্রচার নাই, পর ধর্মেরও নিন্দা নাই, কিন্তু যথাযথ ক্ষেত্রে ধর্মের শিক্ষা, এই মাত্র। আপনি মানবের কল্যাণ সম্পর্কে বলিয়াছেন অথচ নিজের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই।"

৫. "ভন্তে আনন্দ, আপনি নিজেই রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের ধর্ম প্রচার করেন। আপনি রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য নিজেকে পরিচালিত করেন এবং জগতে আপনি সৎপথে প্রতিপন্ন। ভবৎ আনন্দ, আপনার রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যক্ত, মূল ছিন্ন, তালবৃক্ষ সদৃশ ছিন্ন, অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত, ভবিষ্যতে পুনঃ গজাইতে পারে না এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই জগতে সুগত।"

৬. "ভন্তে আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ আনন্দ, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে, তদ্রুপ ভবৎ আনন্দ বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ আনন্দ, আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

৩. মহানাম শাক্য সূত্র

৭৪. ১. "এক সময় ভগবান কপিলবাস্তু সন্নিকট নিগ্রোধারামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান সবেমাত্র রোগারোগ্য লাভ করিয়াছেন, রোগমুক্তি হইয়াছেন দীর্ঘ সময় হয় নাই। তখন মহামান্য শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। একান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে বলেন, "ভন্তে ভগবান, দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত যাহা শিক্ষা দেয়—সমাহিতদের জ্ঞান আছে, অসমাহিতে নাই। ভন্তে, প্রথমে কি সমাধি আসে, তৎপর জ্ঞান? না প্রথমে আসে জ্ঞান, পরে সমাধি?"

২. অতঃপর মহান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করেন : ভগবান সবে মাত্র রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অতি সম্প্রতি তিনি রোগমুক্তি অমনি মহানাম শাক্য তাঁহাকে অতি গভীর বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মনে করা যাক, এখন আমি মহানাম শাক্যকে একপ্রান্তে নিয়া গিয়া ধর্ম পরিবেশন করি। অতঃপর মহামান্য আনন্দ মহানাম শাক্যকে বাহু ধরিয়া এক পার্শ্বে নিয়া তাঁহাকে ইহা বলেন :

৩. "মহানাম, ভগবান কর্তৃক শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থী (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী প্রভৃতি পদ লাভে চেষ্টাশীল উদ্যমী) শীল সম্পর্কে ভাষিত হইয়াছে এবং অশৈক্ষ্যের (অর্হত্ত্বপদলাভীর) শীলের বিষয়ও বলা হইয়াছে। এইভাবে শৈক্ষ্যের সমাধি এবং অশৈক্ষ্যের (অর্হত্ত্বলাভীর) সমাধি সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক ভাষিত তাহা শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা সম্পর্কেও ভগবান কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে।

৪. মহানাম, শৈক্ষ্যের শীল কিরূপ? মহানাম, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের সংযমে সংযত হয়, সে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও পালন করে, ইহাই শৈক্ষ্যের শীল।

৫. মহানাম, শিক্ষার্থীর সমাধি কিরূপ? মহানাম, ভিক্ষু কামনা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, অকুশল হইতে বিরত হইয়া চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। ইহাই শৈক্ষ্যের সমাধি।

৬. মহানাম, এখন শৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা কিরূপ? মহানাম, ভিক্ষু যথাযথই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। ইহা শৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা। মহানাম, আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত হইয়া চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। মহানাম, ইহা অশৈক্ষ্যের বিষয়। মহানাম, এইভাবে শৈক্ষ্যের সমাধি

এবং অশৈক্ষ্যের (অর্হত্তলাভীর) সমাধি সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক ভাষিত তাহা শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা সম্পর্কেও ভগবান কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে।"

৪. নির্গ্রন্থ সূত্র

৭৫. ১. "এক সময় মহামান্য আনন্দ বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর অভয় লিচ্ছবী ও পণ্ডিত কুমার লিচ্ছবী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে উপবিষ্ট অভয় লিচ্ছবী আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলেন, "ভন্তে, নির্গ্রন্থ নাথপুত্র সর্বজ্ঞাতা, সর্বদর্শী অপরিশেষ জ্ঞানদর্শনের অধিকারী বলিয়া দাবি করেন। তিনি বলেন, "আমি বিচরণ করি বা স্থিত হই বা শয়ন করি বা জাগ্রত থাকি সব সময় অবিরত আমার সম্মুখে জ্ঞান ও দর্শন উপস্থিত হয়।" তিনি দাবি করিয়া থাকেন তপস্যা প্রভাবে তিনি পুরাতন কর্ম ক্ষয় করেন এবং নূতন কর্মের শক্তি ভাঙ্গিয়া নিষ্ক্রিয় করেন। এইভাবে কর্মক্ষয় হইয়া দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয় হইয়া বেদনাক্ষয়, বেদনাক্ষয় হইয়া সর্ব দুঃখ নিঃশেষিত হইবে। এইভাবে এই দৃশ্যমান পদ্ধতি দ্বারা জরা অতিক্রম করিয়া নির্জরা বিশুদ্ধি যে-কোনো ব্যক্তি লাভ করে। ভন্তে, ভগবান এই ব্যাপারে কী বলেন?"

২. "অভয়, জরা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধির জন্য ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ যিনি জানেন, দেখেন তৎকর্তৃক প্রাণীদের বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রম করিয়া দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া জ্ঞান লাভের জন্য, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য এই তিনটি উপায় সম্যকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিন কী কী? অভয়, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের সংযমে সংযত হয়, সে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও পালন করে, সে কোনো নূতন কর্ম সম্পাদন করে না, পুরাতন কর্ম যাহা তাহার ক্ষতি করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করে। ইহাই জরাহীন প্রথম বিশুদ্ধ উপায়, সন্দৃষ্টিক পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানায়, যাহা গন্তব্য স্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। সেই ভিক্ষু কাম অকুশল হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। সে কোনো নূতন কর্ম সম্পাদন করে না, পুরাতন কর্ম যাহা তাহার ক্ষতি করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করে। ইহাই জরাহীন প্রথম বিশুদ্ধ উপায়, সন্দৃষ্টিক পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানায়, যাহা গন্তব্য স্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। ইহা দ্বিতীয় বিশুদ্ধ উপায় সন্দৃষ্টিক

পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানায়, যাহা গন্তব্য স্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। অভয়, সেই শীলসম্পন্ন ভিক্ষু কাম অকুশল হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। সে আসক্তি ক্ষয় করিয়া দৃষ্টধর্মে... অবস্থান করে। সে নূতন কর্ম সম্পাদন করে না, পুরাতন কর্ম যাহা তাহার ক্ষতি করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করে। ইহাই জরাহীন প্রথম বিশুদ্ধ উপায়, সন্দৃষ্টিক পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানায়, যাহা গন্তব্য স্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। ইহা জরাহীন তৃতীয় বিশুদ্ধ উপায়, সন্দৃষ্টিক পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানায়, যাহা গন্তব্য স্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। অভয়, এই তিনটি জরাহীন বিশুদ্ধি লাভের পথ, জরা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধির জন্য ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ যিনি জানেন, দেখেন তৎকর্তৃক প্রাণীদের বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রম করিয়া দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া জ্ঞান লাভের জন্য, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য এই তিনটি উপায় সম্যকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"

৩. এইরূপ বলা হইলে পণ্ডিত কুমার লিচ্ছবী অভয় লিচ্ছবীকে এইরূপ বলেন, সৌম্য বন্ধু! "হ্যাঁ সৌম্য বন্ধু! আমি কি তাহা সমর্থন না করিয়া পারি? যে আয়ুষ্মান আনন্দের সুভাষণকে সুভাষণ হিসেবে সমর্থন না করিবে তাহাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।"

৫. নিবেশক সূত্র

৭৬. ১. "অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বলেন, "আনন্দ, যাহার জন্য তোমার অনুকম্পা আছে এবং যাহারা মনে করে যে তাহাদের কথা তোমার শ্রবণযোগ্য, তাহারা বন্ধু বা সহচর বা জ্ঞাতি বা রক্তের সম্পর্কিত যাহাই হউক না কেন, তাহারা তিন কারণে বা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশযোগ্য। কী কী?

২. তাহারা বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ভিত্তি করিয়া, স্থাপন করিয়া উপদিষ্ট হওয়া উচিত যেমন—সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের

শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তাহারা ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ভিত্তি করিয়া, স্থাপন করিয়া উপদিষ্ট হওয়া উচিত; যেমন—ভগবানের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত... বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধিযোগ্য। তাহারা সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ভিত্তি করিয়া, স্থাপন করিয়া উপদিষ্ট হওয়া উচিত, যেমন—ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন... জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৩. আনন্দ, চতুর্মহাভূত—মাটি, জল, তাপ, বায়ুর পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের পরিবর্তন অসম্ভব। "পরিবর্তন" দ্বারা আমি বুঝি—এইরূপ ব্যক্তির নিরয় বা তির্যক বা প্রেতযোনিতে পুনর্জন্ম যাহা অসম্ভব।

৪. আনন্দ, চতুর্মহাভূত—মাটি, জল, তাপ, বায়ুর পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের পরিবর্তন যাহা অসম্ভব। আনন্দ, চতুর্মহাভূত—মাটি, জল, তাপ, বায়ুর পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের পরিবর্তন যাহা অসম্ভব। সুতরাং আনন্দ, যাহার জন্য তোমার অনুকম্পা আছে এবং যাহারা মনে করে যে তাহাদের কথা তোমার শ্রবণযোগ্য তাহারা বন্ধু বা সহচর বা জ্ঞাতি বা রক্তের সম্পর্কিত যাহাই হউক না কেন, তাহারা তিন কারণে বা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশযোগ্য।"

৬. প্রথম ভব সূত্র

৭৭. ১. "তৎপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবানের দর্শনে আসেন। আসিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলেন, "ভন্তে, ভব" বলা হয়। ভন্তে, ভব কতটুকু পর্যন্ত? "আনন্দ, যদি কামেন্দ্রিয়-জগৎ না থাকিত এবং তথায় কোনো কর্ম পরিপক্ব না হইত তাহা হইলে ইন্দ্রিয় ভব কি প্রকাশিত হইত?" ভন্তে, কিছুতেই না।" এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের বিজ্ঞান হীনলোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়। আনন্দ, এইভাবে ভব আছে।

২. আনন্দ, যদি রূপধাতু না থাকিত এবং তথায় কোনো কর্ম পরিপক্ব না হইত তাহা হইলে কি রূপভব প্রকাশ পাইত?" "ভন্তে, নিশ্চয়ই না।" "এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের বিজ্ঞান মধ্যম লোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়।

৩. পুনঃ আনন্দ, যদি অরূপ ধাতু (জগৎ) না থাকিত এবং তথায় কোনো কর্ম পরিপক্ব হওয়ার না থাকিত তাহা হইলে কি অরূপভব প্রকাশ পাইত?" "ভন্তে, নিশ্চয়ই না।" "এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের বিজ্ঞান উত্তম লোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়। আনন্দ, এইভাবে ভব আছে।"

৭. দ্বিতীয় ভব সূত্র

৭৮. ১. "যদি চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা না থাকিত এবং তথায় কোনো কর্ম পরিপক্ব না হইত তাহা হইলে চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা কি প্রকাশিত হইত?" "ভন্তে, কিছুতেই না।" "এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা হীনলোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়।

২. যদি চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা না থাকিত এবং তথায় কোনো কর্ম পরিপক্ব না হইত তাহা হইলে ইন্দ্রিয় ভব কি প্রকাশিত হইত?" "ভন্তে, কিছুতেই না।" "এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা মধ্যম লোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়।

৩. "আনন্দ, যদি রূপধাতু না থাকিত এবং তথায় কোনো কর্ম পরিপক্ব না হইত তাহা হইলে কি অরূপ ভব প্রকাশ পাইত?" "ভন্তে, নিশ্চয়ই না।" এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা উত্তমলোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়। আনন্দ, এইভাবে ভব আছে।"

৮. শীলব্রত সূত্র

৭৯. "অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বলেন, "আনন্দ, তুমি কী মনে কর? প্রতিটি নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য), উত্তম সেবার কি পরে ফল আছে?" "ভন্তে, আমি বলি না যে অপরিহার্যরূপে তদ্রূপ"। "আনন্দ, তাহা

হইলে শ্রেণিবিভাগ করিয়া দেখাও।” “যেমন ভন্তে, নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং উত্তম সেবা যাহার অকুশল বৃদ্ধি করে কুশল হ্রাস করে : এইরূপ নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং সেবা নিষ্ফল। কিন্তু যে নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং উত্তম সেবা কাহারও কুশল বৃদ্ধি করে এবং অকুশল হ্রাস করে—এইরূপ নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং সেবা সফল।” আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ বলিলে ভগবান তাঁহার সাথে একমত হন। তৎপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবান তাঁহার সাথে একমত হইয়াছেন চিন্তা করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “ভিক্ষুগণ, আনন্দ একজন শিক্ষার্থী (শৈক্ষ্য)। তথাপি তাহা সদৃশ প্রজ্ঞাবান পাওয়া দুষ্কর।”

৯. গন্ধজাত সূত্র

৮০. ১. “অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলেন, “ভন্তে, এই তিন প্রকার গন্ধ বায়ুর অনুকূলে বহে, প্রতিকূলে নহে। তিন কী কী? মূলগন্ধ, সারগন্ধ ও পুষ্পগন্ধ। ভন্তে, এই তিন প্রকার গন্ধ বায়ুর অনুকূলে বহে, প্রতিকূলে নহে। ভন্তে, এমন কোনো গন্ধ আছে কি যাহা বায়ুর অনুকূলে, প্রতিকূলে এবং উভয় প্রকারে সমভাবে প্রবাহিত হয়?” “হ্যাঁ আনন্দ, অনুরূপ একটি গন্ধ আছে, যাহা বায়ুর অনুকূলে, প্রতিকূলে এবং উভয় প্রকারে সমভাবে প্রবাহিত হয়।” “সেই গন্ধ কী?”

২. এই ব্যাপারে আনন্দ, যে-কোনো গ্রামে বা নিগমে (জেলায়) স্ত্রী বা পুরুষ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করে, যে প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যা-কামাচার, মিথ্যা-কথন, সুরা, মদ্যপান হইতে বিরত হয়; যে শীলবান কল্যাণ ধর্মপরায়ণ, যে মাৎসর্য মল পরিত্যাগ করিয়া চেতনাযুক্ত হইয়া গৃহবাস করে, যে মুক্ত-হস্ত, পবিত্র হস্ত, ত্যাগে উৎসাহী, যাচক, দান ভাগ করিয়া উপভোগে উৎসাহী—শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ, সর্বত্র এইরূপ ব্যক্তির গুণ প্রশংসা করে, যেমন—এইরূপ গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করে, যে প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যা-কামাচার, মিথ্যা-কথন, সুরা, মদ্যপান হইতে বিরত হয়; যে শীলবান কল্যাণ ধর্মপরায়ণ, যে মাৎসর্য মল পরিত্যাগ করিয়া চেতনাযুক্ত হইয়া গৃহবাস করে, যে মুক্ত-হস্ত, পবিত্র-হস্ত, ত্যাগে

উৎসাহী, যাচক, দান ভাগ করিয়া উপভোগে উৎসাহী। অধিকন্তু দেবগণ ও অমনুষ্যগণও অনুরূপভাবে তাহার গুণ প্রশংসা করে। আনন্দ, এই প্রকার গন্ধ বায়ুর অনুকূল, প্রতিকূল এবং উভয় প্রকারে সমভাবে প্রবাহিত হয়।

৩. পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে বহে না, চন্দন, তগর বা মল্লিকা পুষ্পের গন্ধও তদ্রূপ যায় না, কিন্তু সৎপুরুষদের শীলরূপ গুণ সৌরভ প্রতিকূলেও বহে, সৎপুরুষের গন্ধ সর্বত্রই প্রবাহিত হয়।"

১০. চূলনিকা সূত্র

৮১. ১. "অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে দর্শনে আসেন। আসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ একপাশে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলেন, ভগবানের সম্মুখে ইহা শুনিয়াছি। ভগবানের সম্মুখেই ইহা লাভ করিয়াছি—"আনন্দ, শিখী বুদ্ধের শ্রাবক অভিভূ ব্রহ্মলোকে স্থিত হইয়া সহস্র লোকধাতু শব্দ দ্বারা অবহিত করিতে পারিতেন।" ভন্তে, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কতদূর পর্যন্ত তাঁহার শব্দ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন?" "আনন্দ, অভিভু ছিল শ্রাবক মাত্র। তথাগতের ক্ষেত্রে অপ্রমেয়।"

দ্বিতীয়বার আয়ুষ্মান ভগবানকে এইরূপ বলেন, ভগবানের সম্মুখে ইহা শুনিয়াছি। ভগবানের সম্মুখেই ইহা লাভ করিয়াছি—"আনন্দ, শিখী বুদ্ধের শ্রাবক অভিভু ব্রহ্মলোকে স্থিত হইয়া সহস্র লোকধাতু শব্দ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন?" "আনন্দ, সহস্র ছোটো লোকধাতু (জগৎ) সম্পর্কে কখনও শুনিয়াছ কি?" ভগবান, ইহাই সময়! সুগত ইহাই কাল! ভগবানকে এই ব্যাপারে ভাষণের! ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ ইহা মনে ধারণ করিবেন।" "তাহা হইলে আনন্দ, শ্রবণ কর, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর আমি ভাষণ করিতেছি।" "ভন্তে, তাহাই হউক", আনন্দ ভগবানের উত্তর দিলেন। ভগবান এইরূপ বলেন :

২. "আনন্দ, যাবৎ চন্দ্র-সূর্য তাহাদের গতিপথে ঘুরে এবং তাহাদের প্রভায় সর্বত্র আলোকিত করে ততদূর পর্যন্ত সহস্রগুণ জগৎ। তাহাতে আছে সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য, সহস্র পর্বতরাজ সিনেরু, সহস্র জম্বুদ্বীপ, সহস্র অপরগোয়ান, সহস্র উত্তর কুরু, সহস্র পূর্ববিদেহ, চারি মহাসমুদ্র, চারি সহস্র শক্তিশালী রাজা। সহস্র চারি মহারাজ, সহস্র তাবতিংস স্বর্গ, সহস্র যামলোক, সহস্র তুষিত স্বর্গ, সহস্র নির্মাণরতি স্বর্গ, সহস্র পরনির্মিত বশবর্তী, সহস্র ব্রহ্মলোক আনন্দ, ইহাকেই বলা হয় "সহস্র ক্ষুদ্র লোকধাতু"। আনন্দ, সহস্র

ক্ষুদ্র লোকধাতুর সহস্রগুণ হইল "দুই সহস্র মধ্যম লোকধাতু", আনন্দ, দুই সহস্র মধ্যম লোকধাতুর সহস্রগুণ হইল "ত্রি-সহস্র মহাসহস্র লোকধাতু (জগৎ)।" এখন আনন্দ, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তথাগত তাঁহার শব্দ ত্রি-সহস্র মহা সহস্র লোকধাতু পর্যন্ত বা যদি আকাঙ্ক্ষা করেন তাহারও অধিক পর্যন্ত শ্রবণ করাইতে পারেন।"

৩. "ভন্তে, ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তাঁহার শব্দ ত্রি-সহস্র মহাসহস্র লোকধাতু পর্যন্ত শ্রবণ করাইতে পারেন তাহা কিরূপে করা যাইতে পারে?" "আনন্দ, তথাগত ত্রি-সহস্র মহাসহস্র লোকধাতু আলো দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন। যখন এইসব জগতের অধিবাসীরা ইহা অনুভব করে তখনই তথাগত শব্দ উচ্চারণ করেন এবং শব্দ শ্রবণ করান। এইভাবেই তিনি তাহা করেন।"

৪. এইরূপ উক্ত হইলে শ্রদ্ধেয় আনন্দ আয়ুষ্মান উদায়ীকে এইরূপ বলেন : "প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য ইহা লাভ! আমার পক্ষে সুলব্ধ যে আমার শাস্তা (শিক্ষক) এইরূপ মহা শক্তিধর এবং মহানুভবসম্পন্ন!" ইহাতে আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান আনন্দকে বলেন, "আয়ুষ্মান আনন্দ, ইহা কীরূপ যে, আপনারই শাস্তা এইরূপ মহা শক্তিধর এবং মহানুভবসম্পন্ন?" এই কথা পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে উক্তি করেন—"উদায়ী, এইরূপ বল না! উদায়ী, এইরূপ বল না! দুঃখের অবসানকারী আনন্দ অদ্যাবধি অবীতরাগ (রাগমুক্ত) হইলেও তাহার চিত্তের প্রসন্নতা গুণে সে সাতবার দেবতাদের মধ্যে রাজত্ব করিত, সাতবার এই জম্বুদ্বীপের রাজত্ব লাভ করিত। কিন্তু উদায়ী, আনন্দ ইহজীবনেই পরিনির্বাণ লাভ করিবে।"

৯. ৪. শ্রমণ বর্গ

১. শ্রমণ সূত্র

৮২. "ভিক্ষুগণ, শ্রমণের শ্রমণোচিত কার্য এই তিন প্রকার। কী কী? অধিশীল (উচ্চতর নৈতিক) শিক্ষা, অধিচিত্ত (উচ্চতর মনন) শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা (উচ্চতর প্রজ্ঞা) শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই শ্রমণের শ্রমণোচিত তিন ধরনের কার্য। অতএব ভিক্ষুগণ, তোমরা অবশ্যই শিক্ষা করিবে—উচ্চতর শীল-শিক্ষা গ্রহণ আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে তীব্র, উচ্চতর চিত্ত-শিক্ষা গ্রহণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে প্রবল, উচ্চতর প্রজ্ঞা-শিক্ষা গ্রহণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে প্রবল। এইভাবেই তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

২. গদ্রভ সূত্র

৮৩. "যেমন ভিক্ষুগণ, গদ্রভ গো পালের পিছনে পিছনে ঘনিষ্টভাবে এই ভাবিয়া অনুসরণ করে : আমিও গাভী বটে! আমিও গাভী বটে! কিন্তু বর্ণ, শব্দ ও খুর বিবেচনায় সে গাভী সদৃশ নহে। সে ঘনিষ্টভাবে গো পালের পিছনে পিছনে এই ভাবিয়া অনুসরণ করে : আমিও গাভী বটে! আমিও গাভী বটে! তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুসংঘের মধ্যেও কিছু সংখ্যক ভিক্ষু আছে যাহারা ঘনিষ্টভাবে ভিক্ষুসংঘকে এই ভাবিয়া পিছনে পিছনে অনুসরণ করে : আমিও ভিক্ষু বটে! আমিও ভিক্ষু বটে! কিন্তু উচ্চতর শীল শিক্ষা গ্রহণে তাহার ইচ্ছাশক্তি নাই যাহা অন্যান্য ভিক্ষুগণের মধ্যে রহিয়াছে, উচ্চতর চিত্তের শিক্ষা গ্রহণে এবং উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছাশক্তি নাই যাহা অন্যান্য ভিক্ষুদের রহিয়াছে। সে শুধুমাত্র এই ভাবিয়া ভিক্ষুদের পিছনে পিছনে ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করে : আমিও ভিক্ষু বটে! আমিও ভিক্ষু বটে! সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা করা উচিত : উচ্চতর শীলের শিক্ষা, উচ্চতর চিত্তের শিক্ষা, উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে প্রবল। এইভাবেই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।"

৩. ক্ষেত্র সূত্র

৮৪. ১. "ভিক্ষুগণ, এই তিনটি কৃষক গৃহপতির করণীয় বিষয়। কী কী? ভিক্ষুগণ, জোতদার কৃষক সর্ব প্রথম ভালোভাবে তাহার ক্ষেত্র কর্ষণ করে ও মই দেয় এবং এই সকল কাজ সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। যথাসময়ে বীজ বপন করিয়া যথাসময়ে জল প্রবেশ করায় এবং পুনঃ জল বাহির করিয়া দেয়। ভিক্ষুগণ, এই সবই হইল কৃষক গৃহপতির প্রাথমিক তিন করণীয় কার্য।

২. একইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুকে প্রাথমিক এই তিনটি কাজ সম্পাদন করিতে হয়। তিন কী কী? উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ, উচ্চতর মনন শিক্ষা গ্রহণ, উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণ। এই তিনটি একজন ভিক্ষুর প্রাথমিক করণীয় কাজ। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত : উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা, উচ্চতর চিত্তের শিক্ষা, উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে প্রবল। এইভাবেই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।"

৪. বজ্জিপুত্র সূত্র

৮৫. ১. "আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক বজ্জিপুত্র ভিক্ষু ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। অতঃপর বজ্জিপুত্র ভিক্ষু একপাশে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট বজ্জিপুত্র ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলেন, "মাসে দুইবার আমাকে যে শিক্ষাপদসমূহ আবৃত্তি করিতে হয় তাহার পরিমাণ একশত পঞ্চাশেরও অধিক। ভন্তে, আমি এই পরিমাণ শিক্ষা করিতে সক্ষম নই।" "বেশ ভালো, ভিক্ষু, তুমি কি বিশেষ তিন বিষয়ে—উচ্চতর নৈতিক, উচ্চতর মনন এবং উচ্চতর প্রজ্ঞা বিষয়ে শিক্ষা করিতে পারিবে?" "হ্যাঁ ভন্তে, পারিব।"

২. "তাহা হইলে ভিক্ষু, তুমি এগুলি শিক্ষা কর। তৎপর ভিক্ষু, যখন তুমি উচ্চতর নৈতিক, উচ্চতর মনন এবং উচ্চতর প্রজ্ঞা পারদর্শী হইয়া উঠিবে তখন তোমার রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত হইবে। এইসব পরিত্যক্ত হইলে তুমি যাহা অকুশল ও পাপমূলক তাহা অনুসরণ করিবে না।"

৩. অতঃপর সেই ভিক্ষু উচ্চতর নৈতিকতা, মননশীলতা ও প্রজ্ঞায় শিক্ষিত হওয়ার পরে তাহার রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত হইল। তৎপর সে অকুশল ও পাপমূলক কার্য অনুসরণ করে নাই।"

৫. শৈক্ষ্য সূত্র

৮৬. ১. "তৎপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু একপাশে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষু ভগবানকে বলেন, ভন্তে, শেখো (শিক্ষার্থী), শেখো বলিয়া যে অভিহিত করা হয়, শিক্ষার্থী কতটুকু পর্যন্ত?" "ভিক্ষু, শিক্ষাধীন, এই অর্থে যে শেখো (শিক্ষার্থী) কি সে শিক্ষা করে? সে শিক্ষা করে উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা, উচ্চতর প্রজ্ঞা। ভিক্ষু, এই কারণে সে "শেখো" নামে অভিহিত।

ঋজু আর্যমার্গ প্রতিপন্ন শিক্ষাকারী শেখ ব্যক্তির প্রথমত, ক্লেশ ক্ষয়কর মার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপর চতুর্থ মার্গজ্ঞানের অনন্তর অর্হৎ ফলজ্ঞান, তদনন্তর সম্যকরূপে তিনি জানিতে পারেন যে, নিশ্চয়ই আমার বিমুক্তি, ভববন্ধন হেতু অকোপিত হইয়াছে। তাদৃশ লাভ-যশাদি হেতু অকম্পিত ব্যক্তির অর্হৎ ফল-বিমুক্তি দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।"

৬. প্রথম শিক্ষা সূত্র

৮৭. ১. "ভিক্ষুগণ, প্রতিমাসে দুইবার শিক্ষাপদসমূহের যে আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শিক্ষাপদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশেরও অধিক, যেখানে উৎসাহী ও মঙ্গলকামী কুলপুত্রগণ শিক্ষা লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইসব একত্রে যুক্ত হইয়া শিক্ষার তিনটি আকার হয়। কী কী? উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা, উচ্চতর প্রজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শিক্ষা ইহাতে একত্রে যুক্ত।

২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী হয়, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। সে তিনটি সংযোজন ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন হয়, যাহার পতন হয় না, সে বোধিজ্ঞান লাভে আশ্বস্ত হয়।

৩. অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী হয়, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। সে তিনটি সংযোজন ক্ষয় করিয়া এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ দুর্বল করিয়া সকৃদাগামী হয়। জগতে আর মাত্র একবার আসিয়া দুঃখের অবসান করে।

৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী, সমাধি পরিপূরণকারী কিন্তু সে মাঝারিভাবে প্রজ্ঞায় চেষ্টাশীল হয়। সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। সে পঞ্চ সংযোজন যেইগুলি নীচ জগতে আবদ্ধ করে সেইগুলি ধ্বংস করিয়া আপনা হইতে জন্ম নেয়, তাহা হইলে পরিনির্বাণ লাভ করে, তথা হইতে আর এইখানে আগমন করে না।

৫. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিপূর্ণভাবে শীল পালন করে, পরিপূর্ণভাবে সমাধি ও

প্রজ্ঞার মূলনীতিসমূহ প্রতিপালন করে। সে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র হয়, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইরূপ ভিক্ষু আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্তের বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সে পুরোপুরি অবগত হয় এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, আংশিক শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ আংশিক ফল লাভ করে এবং সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি ঘোষণা করি যে শিক্ষাপদসমূহ নিষ্ফল হয় না।”

৭. দ্বিতীয় শিক্ষা সূত্র

৮৮. ১. “ভিক্ষুগণ, প্রতিমাসে দুইবার শিক্ষাপদসমূহের যে আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শিক্ষাপদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশেরও অধিক, যেখানে উৎসাহী ও মঙ্গলকামী কুলপুত্রগণ শিক্ষা লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইসব একত্রে যুক্ত হইয়া শিক্ষার তিনটি আকার হয়। কী কী? উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা, উচ্চতর প্রজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শিক্ষা ইহাতে একত্রে যুক্ত।

২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণ করে, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। সে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া বেশি হইলে সাতবার অধিক জন্ম নেয়, দেব এবং মনুষ্যদের মধ্যে অধিক সাতবার বিচরণ করে এবং তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। সে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া উত্তম পরিবারে জন্ম পরিগ্রহ করে। দুই বা তিন পরিবারে দেহান্তে গমনের পর সে দুঃখের অন্তসাধন করে। অথবা পুনঃ তিন সংযোজন ধ্বংস করিয়া একবীজী হয়—সে শুধুমাত্র একবার মানব হিসেবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। এই ভিক্ষু তিন সংযোজন ধ্বংস করিয়া এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ দুর্বল করিয়া সকৃদাগামী (একবার মাত্র আগমনকারী) হয়। পুনরায়

সে একবার মাত্র এই ভবে আগমন করে এবং দুঃখ সমাপ্ত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণ করে, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। সে পাঁচটি সংযোজন (বন্ধন) ধ্বংস করিয়া (যাহা নীচ লোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ঊর্ধ্বগামী হয়, সে অকনিষ্ঠগামী হয়। অথবা সে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে (অতি কষ্ট বিনা বিমুক্তি)। অথবা এই পঞ্চ সংযোজন ক্ষয় করিয়া সামান্য কষ্টে সে বিমুক্তি লাভ করে (অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে)। অথবা এই পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া সে তাহার সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ (উপহচ্চ পরিনির্বাণ) লাভ করে। অথবা এই পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া অন্তরা পরিনির্বাণ (মধ্যপথে পরিনির্বাণ) লাভ করে।

৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিপূর্ণভাবে শীল পালন করে, পরিপূর্ণভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার মূলনীতিসমূহ প্রতিপালন করে, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইরূপ ভিক্ষু আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্তের বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সে পুরোপুরি অবগত হয় এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, আংশিক শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ আংশিক ফল লাভ করে এবং সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি ঘোষণা করি যে, শিক্ষাপদসমূহ নিষ্ফল হয় না।”

৮. তৃতীয় শিক্ষা সূত্র

৮৯. ১. “ভিক্ষুগণ, প্রতিমাসে দুইবার শিক্ষাপদসমূহের যে আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শিক্ষাপদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশেরও অধিক, যেখানে উৎসাহী ও মঙ্গলকামী কুলপুত্রগণ শিক্ষা লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইসব একত্রে যুক্ত হইয়া শিক্ষার তিনটি আকার হয়। কী কী? উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা, উচ্চতর প্রজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শিক্ষা ইহাতে একত্রে

যুক্ত।

২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী হয়, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যেসব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। সে তিনটি সংযোজন ক্ষয় করিয়া পালন করে। সে আসক্তি ক্ষয় করিয়া ইহজীবনেই স্বয়ং ইহা জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণভাবে চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তি উপলব্ধি করে এবং তাহাতে অবস্থান করে।

৩. যদি সে লাভ করে, যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া (যেইগুলি নিম্ন জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে) মধ্যপথে পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া সে তাহার সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া সসংস্কার (অতি কষ্ট ব্যতীত) পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া অসংস্কার (সামান্য কষ্টে) পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া অকনিষ্ঠগামী হয়। অথবা যদি সে লাভ না করে, যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহ দুর্বল করিয়া সকৃদাগামী (একবার আগমনকারী) হয়—জগতে অধিক একবার মাত্র জন্ম নিয়া সে দুঃখের অবসান করে। তথাপি যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া একবীজী হয়, সে শুধুমাত্র একবার মানব হিসেবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া উত্তম পরিবারে জন্ম পরিগ্রহ করে। দু ইবা তিন পরিবারে দেহান্তে গমনের পর সে দুঃখের অন্তসাধন করে। অথবা যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া বেশি হইলে সাতবার জন্ম নেয়, দেব এবং মনুষ্যদের মধ্যে সাতবার বিচরণ করে এবং তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, আংশিক শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ আংশিক ফল লাভ

করিয়া থাকে। আমি ঘোষণা করি যে শিক্ষাপদসমূহ নিষ্ফল হয় না।”

৯. প্রথম শিক্ষাত্রয় সূত্র

৯০. “ভিক্ষুগণ, শিক্ষা এই তিন প্রকার। কী কী? অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল (উচ্চতর নৈতিক) শিক্ষা কী? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং প্রাতিমোক্ষের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী দ্বারা সংযত হইয়া বিহার করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়। বর্জনীয় বিষয় সামান্য মাত্র হইলেও তাহাতে ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অধিশীল শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত শিক্ষা কী? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম অকুশল মুক্ত হইয়া প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অধিচিত্ত (উচ্চতর মননশীলতা) শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কী? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। ভিক্ষুগণ, ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই তিন প্রকার শিক্ষা।”

১০. দ্বিতীয় শিক্ষাত্রয় সূত্র

৯১. ১. “ভিক্ষুগণ, শিক্ষা এই তিন প্রকার। কী কী? অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং প্রাতিমোক্ষের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী দ্বারা সংযত হইয়া বিহার করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়। বর্জনীয় বিষয় সামান্য মাত্র হইলেও তাহাতে ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অধিশীল শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত শিক্ষা কী? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম অকুশল মুক্ত হইয়া প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অধিচিত্ত শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কী? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায় যথাযথ জানে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এইগুলিই তিন প্রকার শিক্ষা।”

২. অধিশীল বা শীল সংযম, অধিচিত্ত বা প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যান সমাধি, অধিপ্রজ্ঞা বা অর্হৎ ফল এই ত্রিবিধ শিক্ষায় বীর্যবান, শক্তিবান, ধ্যায়ী ব্যক্তি সতত ইন্দ্রিয় সংরক্ষণে রত হইয়া বিচরণ করেন।

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমে যেমন শিক্ষা করেন পরেও তেমনি শিক্ষা করেন,

আগে-পাছেও তদ্রূপ শিক্ষা করেন, যেমনি অধঃ তেমনি ঊর্ধ্ব তেমনি অধঃ দেখিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন দিনে শিক্ষা করেন তেমনি শিক্ষা করেন রাত্রিতে, তদ্রূপ রাত্রিদিন শিক্ষা করেন এবং অপ্রমাণ সমাধি দ্বারা সর্বদিক জয় করেন। সেই শিক্ষাকেই শেষ প্রতিপদ বলে অথচ সেই পরিশুদ্ধ শীলকে এই জগতে বীর প্রতিপদান্তগুসম্বুদ্ধ বলে। তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত ক্ষীণাসবের চরম বিজ্ঞান নিরোধ দ্বারা প্রজ্বলিত প্রদীপের নির্বাণতুল্য চিত্তবিমোক্ষ লাভ হয়।

১১. সঙ্কবা/পঙ্কধা সূত্র

৯২. ১. "এক সময় ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘসহ কোশলে বিচরণ করিতে করিতে পঙ্কধা নামক কোশলদিগের এক নিগমে (জেলায়) আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ভগবান পঙ্কধায় বাস করিতেছিলেন। পঙ্কধা হইল কোশলদিগের একটি নিগম (জেলা)। সেই সময় কশ্যপ গোত্রীয় জনৈক ভিক্ষু পঙ্কধায় আবাসিক ভিক্ষু হিসেবে ছিলেন। তখন ইহা ঘটিল যে, ভগবান উপদেশমূলক ধর্ম কথা দ্বারা ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিতেছিলেন। ভগবান যখন এই ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ভিক্ষু কশ্যপ এইগুলি সমর্থন করেন নাই, অসন্তুষ্ট হইলেন (তিনি চিন্তা করিতেছিলেন)—এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু।

২. সুতরাং পঙ্কধায় যতদিন ইচ্ছা ততদিন অবস্থান করার পর ভগবান বিচরণ করিতে করিতে রাজগৃহে পৌঁছেন। সেখানে ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর কশ্যপ গোত্রীয় ভিক্ষু কশ্যপ ভগবানের চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে মনস্তাপ ও দুঃখ অনুভব করিলেন, ভাবিলেন, ইহা আমার পক্ষে মহা ক্ষতিকর! ইহা আমার পক্ষে লাভের কারণ নহে। ইহাতে আমার অন্যায় লাভ হইয়াছে! আমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে যে, যখন ভগবান ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিতেছিলেন ধর্ম কথা দ্বারা আমি সেইগুলি সমর্থন করি নাই বরং অসন্তুষ্ট হইলাম এবং চিন্তা করিলাম—এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। এখন আমার উচিৎ তাঁহার সমীপে গমন করা, উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আমার লংঘনের বিষয় ব্যাখ্যা করা।

৩. অতঃপর কশ্যপ গোত্রীয় ভিক্ষু তাঁহার আবাস ঠিকঠাক রাখিয়া পাত্র-চীবর নিয়া রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে গৃধ্রকুট পর্বতে যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট

কশ্যপ গোত্রীয় ভিক্ষু ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, এইমাত্র ভগবান পঙ্কধা নামক কোশলদিগের নিগমে বাস করিতেছিলেন। তখন ইহা ঘটিল যে, ভগবান উপদেশমূলক ধর্ম কথা দ্বারা ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎপুল্ল করিতেছিলেন। ভগবান যখন এই ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ভিক্ষু কশ্যপ এইগুলি সমর্থন করেন নাই, অসন্তুষ্ট হইলেন (তিনি চিন্তা করিতেছিলেন) : এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। অতঃপর পঙ্কধায় ভগবান যতদিন ইচ্ছা ততদিন অবস্থান করার পর রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। অতঃপর ভন্তে ভগবানের চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে আমি মনস্তাপ ও দুঃখ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম : ইহা আমার পক্ষে মহা ক্ষতিকর! ইহা আমার পক্ষে লাভের কারণ নহে। ইহাতে আমার অন্যায় লাভ হইয়াছে! আমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে যে, যখন ভগবান ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিতেছিলেন ধর্ম কথা দ্বারা আমি সেইগুলি সমর্থন করি নাই বরং অসন্তুষ্ট হইলাম এবং চিন্তা করিলাম, এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। এখন আমার উচিৎ তাঁহার সমীপে গমন করা, উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আমার লংঘনের বিষয় ব্যাখ্যা করা। ভন্তে, আমার অন্যায় হইয়াছে, আমার নির্বুদ্ধিতা, বিহ্বলতা, অমূলক কাজ হইয়াছে—ভগবান তখন উপদেশমূলক ধর্ম কথা দ্বারা ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিতেছিলেন। ভগবান যখন এই ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন আমি এইগুলি সমর্থন করি নাই, আমি অসন্তুষ্ট হইলাম, চিন্তা করিলাম, এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। ভন্তে, আমার অন্যায় হইয়াছে, ভগবান আমি পাপ স্বীকার করিতেছি ভবিষ্যতে আমাকে সংযত করুন।"

৪. "সত্য সত্যই কশ্যপ, তোমার অন্যায় হইয়াছে, ইহাতে তোমার নির্বুদ্ধিতা, বিহ্বলতা, অমূলক কাজেরই প্রকাশ পাইয়াছে—উপদেশমূলক কথা দ্বারা ভিক্ষুগণ যখন আমাকর্তৃক উপদিষ্ট, উৎসাহিত, উৎফুল্ল হইতেছিল তখন তুমি এইগুলি সমর্থন কর নাই, তুমি চিন্তা করিয়াছিলে—এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। তথাপি কশ্যপ, যেহেতু তুমি তোমার অন্যায় হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ এবং দোষ স্বীকার করিয়াছ যাহা সত্য, সেই কারণে আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। কশ্যপ, আর্যদের বিনয়ে যে অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে স্বীকার করিয়া যথাধর্ম প্রতিকার করে অর্থাৎ ভবিষ্যতে আত্ম-সংযম অনুশীলন করে তাহাতে আর্য বিনয়ের বাস্তবিকই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

৫. কশ্যপ, যদি স্থবির ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি আগ্রহী না হয়, যদি সে শিক্ষা

গ্রহণের প্রশংসা না করে এবং অন্য ভিক্ষুরা যদি শিক্ষার প্রতি ইচ্ছুক না হয় এবং যদি সে তাহাদিগকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্দীপিত না করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ভিক্ষুগণকে যথাসময়ে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহার প্রশংসা না করে, কশ্যপ, আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি না। কেন? যেহেতু অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে এই বলিয়া—"শাস্তা (শিক্ষক) তাহার প্রশংসা করেন।" এখন যাহারা তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে তাহাদিগকে তাহার মতামতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহারা এইরূপ করে ইহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতি ও দুঃখের কারণ হইবে। সুতরাং কশ্যপ, এই কারণে আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি না।

৬. পুনঃ কশ্যপ, মধ্যম স্তরের ভিক্ষু... নব দীক্ষিত ভিক্ষু যদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী না হয়, যদি সে শিক্ষা গ্রহণের প্রশংসা না করে এবং অন্য ভিক্ষুরা যদি শিক্ষার প্রতি ইচ্ছুক না হয় এবং যদি সে তাহাদিগকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্দীপিত না করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ভিক্ষুগণকে যথাসময়ে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহার প্রশংসা না করে কশ্যপ আমি এইরূপ মধ্যম স্তরের ভিক্ষু বা নব দীক্ষিত ভিক্ষুর অনুরূপ কারণে (যেহেতু... দুঃখের কারণ হইবে) প্রশংসা করি না।

৭. কিন্তু কশ্যপ, যদি স্থবির ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হয়, যদি সে শিক্ষা গ্রহণে প্রশংসা করে, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল নহে এমন অন্য ভিক্ষুকে যে উদ্দীপিত করে, যে অন্যান্য আগ্রহী ভিক্ষুগণকে যথাসময়ে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহার প্রশংসা করে কশ্যপ, আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি। কেন? যেহেতু অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে এই বলিয়া— "শাস্তা (শিক্ষক) তাহার প্রশংসা করেন।" এখন যাহারা তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে তাহাদিগকে তাহার মতামতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহারা এইরূপ করে ইহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের জন্য হিত ও সুখের কারণ হইবে। কশ্যপ, এই কারণে আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি।

৮. কশ্যপ মধ্যম স্তরের ভিক্ষু... নব দীক্ষিত ভিক্ষু যদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হয়, যদি সে শিক্ষা গ্রহণের প্রশংসা না করে এবং অন্য ভিক্ষুরা যদি শিক্ষার প্রতি ইচ্ছুক না হয় এবং যদি সে তাহাদিগকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্দীপিত না করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ভিক্ষুগণকে যথাসময়ে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহার প্রশংসা না করে কশ্যপ আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি না। কেন? যেহেতু অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে এই বলিয়া—"শাস্তা (শিক্ষক) তাহার প্রশংসা করেন।" এখন

যাহারা তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে তাহাদিগকে তাহার মতামতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহারা এইরূপ করে ইহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতি ও দুঃখের কারণ হইবে। সুতরাং কশ্যপ, এই কারণে আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি।"

১০. ৫. লোণফল বর্গ

১. অত্যাবশ্যক সূত্র

৯৩. ১. "ভিক্ষুগণ, একজন কৃষক গৃহপতির অত্যাবশ্যক এই তিনটি দায়িত্ব আছে। কী কী? ভিক্ষুগণ, কৃষক গৃহপতি তাহার ক্ষেত্র অতি দ্রুত ভালোভাবে কর্ষণ করে এবং মই দেয়। এই সমস্ত কার্য করার পর শীঘ্রই সে বীজ বপন করে। ইহা করিয়া সে শীঘ্রই জল প্রবেশ করায় এবং আবার জল বাহির করিয়া দেয়। এই তিনটি তাহার জরুরি কর্তব্য। ভিক্ষুগণ, সেই কৃষক গৃহপতির তেমন কোনো যাদু শক্তি বা কর্তৃত্ব নাই এইরূপ বলার—"অদ্য আমার ফসল গজাইয়া উঠুক, আগামীকাল শীষ ফলুক, পরের দিন ঐগুলি পক্ব হউক।" না! যথা ঋতুতেই তাহা হয় (ঠিক সময়ে সেই কৃষক গৃহপতির শস্য গজায়, শীষ ফলে এবং পক্ব হয়)।

২. এইরূপই ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর এই তিনটি জরুরি করণীয় কার্য আছে। কী কী? উচ্চতর নৈতিকতা, মননশীলতা এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা। এইগুলি তিন জরুরি শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এমন কোনো ঋদ্ধি বা অনুভাব নাই এইরূপ বলার—"অদ্য আমার চিত্ত আসক্তি হইতে মুক্ত হউক, আগামীকল্য বা পরের দিনও।" ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা এই তিনটি শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে যথাসময়ে তাহার চিত্ত আসক্তি মুক্ত হয়। এই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত : শিক্ষার এই তিন শাখায় শিক্ষা গ্রহণে তীব্র হউক আমাদের ইচ্ছাশক্তি। এইরূপ তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।"

২. প্রবিবেক সূত্র

৯৪. ১. "ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এই তিন প্রকার নির্জনতা আদেশ করেন। কী কী? চীবর প্রবিবেক, পিণ্ডপাত (আহার) প্রবিবেক, আবাস প্রবিবেক। চীবর প্রবিবেকের ক্ষেত্রে অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ মোটা কাপড়, শনের বস্ত্র, বিবিধ আঁশনির্মিত বস্ত্র, বাতিল মৃত বস্ত্র, জঞ্জাল স্তূপের

কম্বল, গাছের বাকলের আঁশ, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, মৃগচর্মের ফালি, কুশ-তৃণ-বস্ত্র, বৃক্ষ-বাকলের বস্ত্র, তক্তার আঁশ, কেশ কম্বল, মনুষ্যচুল-নির্মিত কম্বল, পেঁচকের ডানা পরিধানের আদেশ করেন। ভিক্ষুগণ, চীবর সম্পর্কে তাঁহারা এই প্রবিবেক প্রজ্ঞাপন করেন। তৎপর ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আহার সম্পর্কে এইরূপ প্রবিবেক নির্দেশ করেন—তাঁহারা শাক-সব্জি, জোয়ার, শুকনা চাউল, বন্য চাউল, চাউলের গুঁড়া, ভাতের জ্বলন্ত গাঁজলা, বীজ তৈলের ময়দা, তৃণ এবং গোবর ভক্ষণ করেন। তাঁহারা বনের শিকড় এবং ফল, পতিত ফলাহার করিয়া নিজেদের বাঁচাইয়া রাখেন। তাঁহাদের আহার প্রবিবেক এইরূপ।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ, আবাস নির্জনতা ব্যাপারে এইরূপ নিয়ম ঘোষণা করেন—অরণ্যে বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, নির্জন জঙ্গল পথে, মুক্ত আকাশে, খর স্তূপে, খড়কুটার চালাবিশিষ্ট আশ্রয়ে-পরিব্রাজকগণ এইরূপ আবাসের নির্দেশ করেন। ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকদের নির্জনতার এই তিনটি নির্দেশ।

২. ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে ভিক্ষুর তিন প্রকার নির্জনতা (প্রবিবেক) আছে। কী কী? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান, সে দুঃশীলতা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা হইতে সে নির্জন। তাহার আছে সম্যক দৃষ্টি, সে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা হইতে সে নির্জন। সে আসক্তি ক্ষয় করিয়াছে, তাহা দ্বারা আসক্তি পরিত্যক্ত, তাহা হইতে সে নির্জন। ভিক্ষুগণ, এই তিন, "পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে," সার প্রাপ্ত হইয়াছে, শুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত" (শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাসার)।

৩. যেমন ভিক্ষুগণ, কোনো কৃষক গৃহপতির শালিক্ষেত্র যথাযথ পর্যায়ে আছে। সেই কৃষক শীঘ্রই ধান্য কর্তন করে এবং এইরূপ করিয়া শীঘ্রই শস্য সংগ্রহ করে, শীঘ্রই আঁটি হইতে মাড়াইয়া লয়, ছাড়াইয়া লয়, তুষ উড়াইয়া দেয়, চাউল সংগ্রহ করে, ঝাড় দেয়, শীঘ্রই তুষ বাহির করে। এইভাবে সেই কৃষক গৃহপতির শস্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সার প্রাপ্ত হয়, পরিষ্কৃত ও শুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. শরৎ সূত্র

৯৫. "যেমন ভিক্ষুগণ, শরৎকালে যখন আকাশ স্বচ্ছ এবং মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য স্বর্গের সকল অন্ধকার অপসারিত করে এবং আলো দেয় প্রজ্জ্বলিত হয় এবং দীপ্তি পায় তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের বিরজ

(নিখুঁত), বীতমল (নিষ্কলঙ্ক) প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয় এবং ইহার উৎপত্তিতে ত্রি-সংযোজন (বন্ধন) পরিত্যক্ত হয়, যেমন সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (দোদুল্যমানভাব-সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ) কেবল তাহাই নহে, (লোভ এবং দ্বেষ) এই দুই বিষয় হইতে সে মুক্ত হয়। এই শ্রাবক কাম এবং অকুশল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত হইয়া সবিতর্ক-সবিচার (মননশীল পর্যবেক্ষণশীলতাসহ) বিবেকজনিত প্রীতিসুখযুক্ত প্রথম ধ্যান লাভ করে এবং তাহাতে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে যদি আর্যশ্রাবক মৃত্যুবরণ করেন তাঁহার সংযোজন থাকে না যদ্বারা তাঁহাকে পুনশ্চ এই জগতে আগমন করিতে হয়।

৪. পরিষদ সূত্র

৯৬. ১. "ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই তিন প্রকার। কী কী? বিশিষ্ট পরিষদ, বিরোধী পরিষদ, সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষদ। ভিক্ষুগণ, বিশিষ্ট পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের স্থবির ভিক্ষুগণ বাহুল্য প্রবৃত্ত (বিলাসপ্রিয়) নহে, লম্পট নহে, পাপের প্রদর্শক হয় না, নির্জন জীবনভার পরিত্যাগী হয় না কিন্তু যাহা অলব্ধ তাহা লাভ করিতে চেষ্টাশীল হয়, অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনুপলব্ধির বিষয় উপলব্ধির জন্য, পরবর্তী জনগণ তাহাদের মতের উপর নির্ভর করে : ভিক্ষুগণ, এই পরিষদ "বিশিষ্ট পরিষদ" নামে অভিহিত।

২. ভিক্ষুগণ, বিরোধী পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুগণ কলহপ্রিয়, বিবাদ-পরায়ণ, তর্কপ্রিয়, পরস্পর পরস্পরকে জিহ্বাস্ত্র দ্বারা আহত করে : এইরূপ পরিষদ "বিরোধী পরিষদ" হিসেবে খ্যাত।

৩. ভিক্ষুগণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, বিনীত, বিবাদ-পরায়ণ নহে, দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন, একে অপরকে প্রিয় চক্ষে দর্শন করে : এইরূপ পরিষদ "সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষদ" নামে অভিহিত।

৪. ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষুরা একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, বিনীত, বিবাদ-পরায়ণ নহে, দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন, একে অপরকে প্রিয় চক্ষে দর্শন করে সেই সময়ে তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, এই সময়ে তাহারা ব্রহ্ম বিহার করে অর্থাৎ মুদিতা (সহানুভূতি) দ্বারা চিত্ত বিমুক্তিতে প্রমোদিত হইলে যাহার প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিযুক্ত ভিক্ষুর দেহ প্রশান্ত হয় যাহার দেহ প্রশান্ত হয় সে সুখ অনুভব করে। সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিযুক্ত (সমতাপ্রাপ্ত) হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, যখন পর্বতোপরি ভারী বৃষ্টিপাত হয় সেই জলধারা জায়গার ঢালুতানুসারে পর্বত-কন্দর, পর্বত-কন্দর শাখা পরিপূর্ণ করে এবং যখন এইগুলি পরিপূর্ণ হয় তখন পূর্ণ করে ক্ষুদ্র ডোবা, পুনঃ ক্ষুদ্র ডোবা, বড় জলাশয় এবং পুনঃ এইগুলি ক্ষুদ্র নদী, এইগুলি আবার নদী এবং বড় নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া সমুদ্র পরিপূর্ণ করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে ভিক্ষুরা একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, বিনীত, বিবাদ-পরায়ণ নহে, দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন, একে অপরকে প্রিয় চক্ষে দর্শন করে, সেই সময়ে তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে ভিক্ষুগণ, এই সময়ে তাহারা ব্রহ্ম বিহার করে অর্থাৎ মুদিতা (সহানুভূতি) দ্বারা চিত্ত বিমুক্তিতে প্রমোদিত হইলে যাহার প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিযুক্ত ভিক্ষুর দেহ প্রশান্ত হয় যাহার দেহ প্রশান্ত হয় সে সুখ অনুভব করে। সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিযুক্ত (সমতাপ্রাপ্ত) হয়। এইগুলিই ত্রিবিধ পরিষদ"।

৫. প্রথম আজানীয় সূত্র

৯৭. ১. "ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ, রাজার গৌরব। তিনটি গুণ কী কী? ভিক্ষুগণ, রাজার ভদ্র অশ্ব বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ, বলসম্পদে সমৃদ্ধ এবং গতিবান। এই তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ, রাজার গৌরব।

২. তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। তিনটি গুণ কী কী? বর্ণ (জীবনের)-সম্পন্ন, বল (চরিত্র)-সম্পন্ন এবং গতি (প্রজ্ঞারূপ)-সম্পন্ন।

৩. ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কিভাবে বর্ণসম্পন্ন হয়? ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়, সামান্য দোষেও ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইভাবে সে (জীবনের) বর্ণসম্পন্ন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হইয়া বাস করে। অকুশল বিষয় পরিত্যাগে এবং কুশল গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশলধর্মের ভার অপরিত্যাগী হয়। এইভাবে ভিক্ষু বলসম্পন্ন (চরিত্র বলে বলীয়ান) হয়।

৫. কিভাবে ভিক্ষু গতিবান হয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী

প্রতিপদা। এইভাবে ভিক্ষু গতিবান (প্রজ্ঞা উপলব্ধিতে) হয়। ভিক্ষুগণ, এইভাবে ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।”

৬. দ্বিতীয় আজানীয় সূত্র

৯৮. “ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ, রাজার গৌরব। তিনটি গুণ কী কী? ভিক্ষুগণ, রাজার ভদ্র অশ্ব বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ, বলসম্পদে সমৃদ্ধ এবং গতিবান। এই তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ, রাজার গৌরব।

২. তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। তিনটি গুণ কী কী? বর্ণ (জীবনের)-সম্পন্ন, বল (চরিত্র)-সম্পন্ন এবং গতি (প্রজ্ঞারূপ)-সম্পন্ন।

৩. ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কিভাবে বর্ণসম্পন্ন হয়? ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়, সামান্য দোষেও ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইভাবে সে (জীবনের) বর্ণসম্পন্ন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হইয়া বাস করে। অকুশল বিষয় পরিত্যাগে এবং কুশল গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশলধর্মের ভার অপরিত্যাগী হয়। এইভাবে ভিক্ষু বলসম্পন্ন (চরিত্র বলে বলীয়ান) হয়।

৫. কিভাবে ভিক্ষু গতিসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, পঞ্চ সংযোজন যেইগুলি নিম্নতর জগতে আবদ্ধ করে সেই সমস্ত ধ্বংস করিয়া উপপাতিক (আপনা হইতেই জন্মগ্রহণ করে), সেইখান হইতে পরিনির্বাণ লাভ করে, তথা হইতে আর এইখানে প্রত্যাবর্তন করে না। এইভাবে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গতিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণযুক্ত ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।”

৭. তৃতীয় আজানীয় সূত্র

৯৯. ১. “ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ, রাজার গৌরব। তিনটি গুণ কী কী? ভিক্ষুগণ, রাজার ভদ্র অশ্ব বর্ণ সম্পদে সমৃদ্ধ, বল সম্পদে সমৃদ্ধ এবং গতিবান। এই তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ,

রাজার গৌরব।

২. তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। তিনটি গুণ কী কী? বর্ণ (জীবনের)-সম্পন্ন, বল (চরিত্র)-সম্পন্ন এবং গতি (প্রজ্ঞারূপ)-সম্পন্ন।

৩. ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কিভাবে বর্ণসম্পন্ন হয়? ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়, সামান্য দোষেও ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইভাবে সে (জীবনের) বর্ণসম্পন্ন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হইয়া বাস করে। অকুশল বিষয় পরিত্যাগে এবং কুশল গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশলধর্মের ভার অপরিত্যাগী হয়। এইভাবে ভিক্ষু বলসম্পন্ন (চরিত্র বলে বলীয়ান) হয়।

৫. কিভাবে ভিক্ষু গতিসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত হয়, ইহজীবনেই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হইয়া চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইভাবে সে গতিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি তিনটি গুণযুক্ত ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।”

৮. পোত্থক সূত্র

১০০. ১. “ভিক্ষুগণ, তন্তু বস্ত্র খণ্ড নিকৃষ্ট বর্ণের, স্পর্শ ক্লেশকর এবং সামান্য মানের। মধ্যম মান এবং জীর্ণ বস্ত্রের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। লোকেরা পুরাতন তন্তু বস্ত্র রান্নার পাত্রাদি মোচার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে অথবা আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করে।

২. তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যদি কোনো নব দীক্ষিত ভিক্ষুও দুঃশীল এবং পাপধর্মী হয় আমি ইহাকে তাহার “দুর্বর্ণ” বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন নিকৃষ্ট বর্ণের আমি এই ভিক্ষুকেও ঠিক তদ্রূপ বলিয়া অভিহিত করি। যাহারা তাহার সেবা (অনুসরণ) করে, সংসর্গ করে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাহার মতানুদর্শী হয় তাহা তাহাদের দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। আমি ইহাকে “দুঃখদায়ক স্পর্শ” বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্রের স্পর্শ যেমন দুঃখকর এই ব্যক্তিও ঠিক তদ্রূপ বলিয়া আমি ঘোষণা করি। অধিকন্তু যাহাদের নিকট হইতে সে চীবর, পিণ্ডপাত, আবাস,

রোগে ওষুধ গ্রহণ করে তাহাদের এই দান মহা ফলদায়ক এবং হিতকর হয় না। আমি ইহাকে তাহার "সামান্য মূল্যমানের" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন সামান্য মানের আমি এই পুদ্গলকেও (ব্যক্তিকে) ঠিক তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

৩. পুনঃ ভিক্ষুগণ, মধ্যম স্তরের ভিক্ষু... স্থবির ভিক্ষুর ক্ষেত্রেও যদি সে দুঃশীল এবং পাপধর্মপরায়ণ হয় আমি ইহাকে তাহার "দুর্বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন নিকৃষ্ট বর্ণের আমি এই ভিক্ষুকেও ঠিক তদ্রূপ বলিয়া অভিহিত করি। যাহারা তাহার সেবা (অনুসরণ) করে, সংসর্গ করে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাহার মতানুদর্শী হয় তাহা তাহাদের দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। আমি ইহাকে "দুঃখদায়ক স্পর্শ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্রের স্পর্শ যেমন দুঃখকর এই ব্যক্তিও ঠিক তদ্রূপ বলিয়া আমি ঘোষণা করি। অধিকন্তু যাহাদের নিকট হইতে সে চীবর, পিণ্ডপাত, আবাস, রোগে ওষুধ গ্রহণ করে তাহাদের এই দান মহা ফলদায়ক এবং হিতকর হয় না। আমি ইহাকে তাহার "সামান্য মূল্যমানের" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন সামান্য মানের আমি এই পুদ্গলকেও (ব্যক্তিকে) ঠিক তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

৪. মনে কর ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর ন্যায় একজন স্থবির ভিক্ষু সংঘের মধ্যে উক্তি করে। ভিক্ষুগণ, তাহাকে বলে, কি হে! তুমি কী কথা বলিতে চাও? তোমার নির্বোধ ও নিরর্থক কথার কী অর্থ আছে? সে ইহাতে ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হইয়া এমন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে যেইরূপ বাক্যে সংঘ তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দেয় যেমন, কোনো ব্যক্তি তন্তু বস্ত্র আবর্জনা স্তূপে যেইভাবে নিক্ষেপ করে।"

৫. ভিক্ষুগণ, বেনারসী বস্ত্র উত্তম বর্ণসম্পন্ন, সুখস্পর্শ এবং মহা মূল্যবান। মধ্যম মানের ও পুরাতন বেনারসী বস্ত্রও তদ্রূপ। লোকেরা পুরাতন বেনারসী বস্ত্র রত্ন জড়ানোর কাজে ব্যবহার করে বা গন্ধদ্রব্য রাখিবার পাত্রে রাখিয়া দেয়।

৬. সেইরূপ ভিক্ষুগণ, নব দীক্ষিত ভিক্ষুও যদি শীলবান ও উন্নত প্রকৃতির হয় আমি ইহাকে তাহার "উত্তম বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। বেনারসী বস্ত্র যেমন উত্তম বর্ণযুক্ত এই ভিক্ষুকেও আমি তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি। যাহারা তাহাকে অনুসরণ করে, তাহার সাথে সংসর্গ করে, যাহারা তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মতানুদর্শী হয় তাহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত ও সুখের কারণ হয়। আমি ইহাকে তাহার "সুখস্পর্শ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই

বেনারসী বস্ত্র যেমন সুখস্পর্শ সেই ভিক্ষুও তদ্রূপ বলিয়া আমি ঘোষণা করি। অধিকন্তু সে যাহাদের নিকট হইতে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগে ওষুধ লাভ করে তাহা মহা ফলদায়ক ও হিতকর হয়। ইহাকে আমি তাহার "মহৎ যোগ্যতা"র কারণ বলিয়া অভিহিত করি। সেই বেনারসী বস্ত্র যেমন মহা মূল্যবান এই ভিক্ষুকেও আমি তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

৭. ভিক্ষুগণ, মধ্যম স্তরের ভিক্ষু... স্থবির ভিক্ষু যদি শীলবান ও উন্নত প্রকৃতির হয় আমি ইহাকে তাহার "উত্তম বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। বেনারসী বস্ত্র যেমন উত্তম বর্ণযুক্ত এই ভিক্ষুকেও আমি তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি। যাহারা তাহাকে অনুসরণ করে, তাহার সাথে সংসর্গ করে, যাহারা তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মতানুদর্শী হয় তাহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত ও সুখের কারণ হয়। আমি ইহাকে তাহার "সুখ স্পর্শ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই বেনারসী বস্ত্র যেমন সুখস্পর্শ সেই ভিক্ষুও তদ্রূপ বলিয়া আমি ঘোষণা করি। অধিকন্তু সে যাহাদের নিকট হইতে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগে ওষুধ লাভ করে তাহা মহা ফলদায়ক ও হিতকর হয়। ইহাকে আমি তাহার "মহৎ যোগ্যতা"র কারণ বলিয়া অভিহিত করি। সেই বেনারসী বস্ত্র যেমন মহা মূল্যবান এই ভিক্ষুকেও আমি তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

৮. মনে কর ভিক্ষুগণ, এইরূপ একজন স্থবির ভিক্ষুসংঘের মধ্যে উক্তি করে, তখন ভিক্ষুগণ এইরূপ বলে, আয়ুষ্মানগণ, নীরব হউন! একজন স্থবির ভিক্ষু ধর্ম এবং বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।" তাহার বচন সঞ্চয় করার যোগ্য, যেমনি করিয়া থাকে যে-কোনো লোক গন্ধদ্রব্য রাখার পাত্রে। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা করা উচিত : আমরা বেনারসী বস্ত্র সদৃশই হইব, তন্তুবস্ত্র সদৃশ নহে। এইভাবেই তোমরা শিক্ষা করিবে।"

৯. লবণ কণিকা সূত্র

১০১. ১. "ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এইরূপ বলে, "পুরুষ যেরূপ কর্ম সম্পাদন করে সে সেইরূপ ভোগ করিয়া থাকে।" এই কারণে কোনো ব্রহ্মচর্যবাস নাই, সম্যকভাবে দুঃখ ধ্বংসের কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যদি কেহ বলে, "এই পুরুষ যে কর্ম করে তাহা যেমন বেদনীয় (ভোগ করার যোগ্য) সে সেইরূপ ফলই ভোগ করে।" এই কারণে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য জীবন আছে, সম্যকভাবে দুঃখ ধ্বংসের সুযোগও আছে। ভিক্ষুগণ, উদাহরণস্বরূপ কোনো কোনো ব্যক্তির সামান্য পাপকর্ম করিতে পারে যাহা

তাহাকে নরকে নিয়া যাইতে পারে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম থাকে যাহা ইহজীবনে ভোগ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

২. ভিক্ষুগণ কোন ধরনের ব্যক্তির সামান্যমাত্র কৃত পাপকর্ম তাহাকে নরকে উপনীত করে? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা অনুশীলনে অসতর্ক। সে তুচ্ছ তাহার আত্মা সীমিত, তাহার জীবন সীমিত এবং শোচনীয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপকর্মও তাহাকে নরকে নিয়া যায়। ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম আছে যাহা ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়? কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না? এই ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল বা চিত্ত সতর্কতার সাথে অনুশীলন করিয়াছে—তাহার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তুচ্ছ নহে, সে মহত্মা, তাহার জীবন অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম ইহজীবনে ভোগ্য (বেদনীয়), কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য মাত্রও দেখা যায় না।

৩. এখন মনে কর ভিক্ষুগণ, কোনো এক ব্যক্তি একপেয়ালা সামান্য পানির মধ্যে লবণ কণিকা নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তোমাদের কী মনে হয়? সেই পেয়ালার সামান্য পরিমাণ জল কি লবণ হইয়া যাইবে এবং লবণ কণিকাবশত অপেয় হইয়া যাইবে?" "হ্যাঁ ভন্তে, তাহা হইবে।" "কেন?" "ভন্তে, পেয়ালার জল সামান্য হওয়ায় লবণ হইয়া যাইবে এবং তাহাতে অপেয় হইয়া যাইবে।" "পুনঃ ভিক্ষুগণ, মনে কর কোনো লোক গঙ্গায় লবণ কণিকা নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, কি মনে হয় তোমাদের? সেই গঙ্গার জল কি লবণ হইয়া যাইবে এবং পানের অযোগ্য হইবে?" "ভন্তে, নিশ্চয়ই না।" "কেন নহে?" "ভন্তে, গঙ্গার জলের পরিমাণ ব্যাপক। সেই কারণে ইহা লবণাক্ত এবং অপেয় হইবে না।" "তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, অমুক অমুক ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপ তাহাকে নরকে নিয়া যায়—পুনঃ কোনো ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম তাহাকে ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়, শুধু তাহাই নহে ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

৪. পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তির সামান্য পাপ তাহাকে নরকে নিয়া যায়? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা অনুশীলনে অসতর্ক। সে তুচ্ছ তাহার আত্মা সীমিত, তাহার জীবন সীমিত এবং শোচনীয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপকর্মও তাহাকে নরকে

নিয়া যায়। ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম আছে যাহা ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়? কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না? এই ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল বা চিত্ত সতর্কতার সাথে অনুশীলন করিয়াছে—তাহার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তুচ্ছ নহে, সে মহত্মা, তাহার জীবন অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম ইহজীবনে ভোগ্য (বেদনীয়), কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য মাত্রও দেখা যায় না।

৫. পুনঃ ভিক্ষুগণ, এই ব্যাপারে মনে কর কোনো ব্যক্তিকে অর্ধ পেনি বা এক পেনি ঋণের দায়ে কারাগারে যাইতে হয় বা একশত পেন্স চুরির দায়ে কারাগারে যাইতে হয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, মনে কর এক ব্যক্তিকে সম পরিমাণ চুরির জন্য কারাগারে যাইতে হয় না। ভিক্ষুগণ, প্রথমটি কী প্রকার? সে একজন দরিদ্র, অল্প বিত্তবান, সামান্য অর্থসম্পন্ন। এইরূপ ব্যক্তিকে ঋণের দায়ে কারাগারে যাইতে হয়। ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তিকে অর্ধ পেনি বা এক পেনি বা একশত পেন্সের জন্য কারাগারে যাইতে হয় না? ভিক্ষুগণ, সে ধনী, তাহার অধিক বিত্ত, বিশাল অর্থ সম্পদ। এইরূপ ব্যক্তিকে ঋণের দায়ে কারাগারে যাইতে হয় না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম তাহাকে ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়, শুধু তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

৬. ভিক্ষুগণ কোন ধরনের ব্যক্তির সামান্যমাত্র কৃত পাপকর্ম তাহাকে নরকে উপনীত করে? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা অনুশীলনে অসতর্ক। সে তুচ্ছ তাহার আত্মা সীমিত, তাহার জীবন সীমিত এবং শোচনীয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপকর্মও তাহাকে নরকে নিয়া যায়। ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম আছে যাহা ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়? কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না? এই ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল বা চিত্ত সতর্কতার সাথে অনুশীলন করিয়াছে—তাহার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তুচ্ছ নহে, সে মহত্মা, তাহার জীবন অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম ইহজীবনে ভোগ্য (বেদনীয়), কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য মাত্রও দেখা যায় না।

৭. এখন মনে কর ভিক্ষুগণ, একজন কসাই যে ছাগল হত্যা করে সে যে-কোনো ব্যক্তি যে ছাগল চুরি করে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ আঘাত বা বন্ধন বা হত্যা ইচ্ছানুসারে আচরণ করার ক্ষমতা তাহার আছে কিন্তু অন্য ব্যক্তি যে

একইরূপ করে তাহাকে নহে। "ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তিকে সে যখন ছাগল চুরি করে কসাই তাহাকে আঘাত বা হত্যা বা যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিতে পারে?

ভিক্ষুগণ, এই ব্যপারে সে একজন দরিদ্র, অল্প বিত্তবান, সামান্য অর্থবান।

এইরূপ ব্যক্তিকে সে যখন ছাগল চুরি করে কসাই তাহাকে আঘাত বা হত্যা বা যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিতে পারে।

ভিক্ষুগণ, সে কোন ধরনের লোক যাহাকে কসাই একইরূপ দোষের জন্য আঘাত বা হত্যা বা যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিতে পারে না? এই ক্ষেত্রে সেই লোক ধনী, তাহার অধিক বিত্ত, বিশাল সম্পদ অথবা সে রাজা বা রাজার মন্ত্রী। এইরূপ ব্যক্তিকে কসাই তাহাকে আঘাত বা হত্যা বা যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিতে পারে না। তাহার (ছাগল চোরের) তেমন করার কিছুই নাই করজোড়ে কসাইকে এইরূপ অনুরোধ করা ব্যতীত—"মহাশয়, আমার ছাগলটি ফেরত দিন বা ইহার মূল্যটি"। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, অমুক অমুক ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপ তাহাকে নরকে নিয়া যায়—পুনঃ কোনো ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম তাহাকে ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়, শুধু তাহাই নহে ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

৮. ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম আছে যাহা ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়? কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না? এই ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যক্তি কায়, শীল বা চিত্ত সতর্কতার সাথে অনুশীলন করিয়াছে—তাহার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তুচ্ছ নহে, সে মহাত্মা, তাহার জীবন অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম ইহজীবনে ভোগ্য (বেদনীয়), কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য মাত্রও দেখা যায় না। এখন ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এইরূপ বলে, "এই পুরুষ যেইরূপ কর্ম সম্পাদন করে ঠিক অনুরূপ ফলই সে ভোগ করে," এই কারণে ব্রহ্মচর্য বাস নাই, যথাযথভাবে দুঃখ অতিক্রম করার কোনো অবকাশ নাই। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এইরূপ বলে, "কোনো ব্যক্তি যেইরূপ বেদনীয় (পরবর্তীতে ভোগ করার) কর্ম করে তাহার অনুরূপ ফলই সে ভোগ করে" এই কারণে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য (পবিত্র জীবন) যাপন আছে—দুঃখের চরম অবসানের সুযোগ আছে।"

১০. স্বর্ণপরিশোধক সূত্র

১০২. ১. “ভিক্ষুগণ, স্বর্ণের স্থূল মালিন্য আছে, যেমন—ধূলা, বালি, কঙ্কর, পাথরের কুচি। ময়লা ধৌতকার বা তাহার শিক্ষানবীশ লম্বা সরু জল পাত্রে ইহা স্তূপ করে এবং ধৌত করে, উপরে নিচে ধৌত করিয়া ময়লা পরিষ্কার করে। যখন এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়, সমাপ্ত হয় স্বর্ণের মধ্যে তবুও মাঝারি ধরনের মালিন্য থাকে, যেমন—মিহি পাথরের কুচি, মোটা বালি। ময়লা পরিশোধক বা তাহার লোক পুনরায় ধৌত করে, উপরে নিচে ধৌত করিয়া ময়লা পরিষ্কার করে। যখন ইহা পরিত্যক্ত হয় এবং সমাপ্ত হয় তথাপি সামান্য ময়লা যেমন—মিহি বালি এবং কাল ধূলা। ময়লা পরিশোধক বা তাহার লোক পুনরায় ওই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তৎপর অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র স্বর্ণ-বালি।

২. তৎপর স্বর্ণকার বা তাহার লোক স্বর্ণ গলাইবার মাটির মুচিতে স্বর্ণ স্তূপ করে এবং না গলা পর্যন্ত ফুঁ দেয়, স্বর্ণ গলায় কিন্তু মাটির মুচির বাহির করে না।

সেই স্বর্ণের গলিয়া যাওয়া পর্যন্ত ফুঁ দেওয়া হয়। ইহা গলিত ধাতুনির্মিত কিন্তু নিখুঁত নহে, তথাপি ইহা শেষ হয় না। ইহা নমনীয় নহে কিংবা কর্ম যোগ্য নহে কিংবা চকচক করে না। ইহা ভঙ্গুর, সম্পূর্ণ শিল্প কৌশল প্রয়োগের উপযুক্ত হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একটি সময় আসে যখন সেই স্বর্ণকার অথবা তাহার লোক সেই স্বর্ণ গলা পর্যন্ত ফুঁ দেয়, গলায় এবং মাটির মুচির বাহির করে। তৎপর ইহা গলে, তরল হয়, নিখুঁত হয়, শেষ হয়, ইহার মালিন্য ছাঁকা হয়। ইহা হয় নমনীয় কর্ম যোগ্য এবং ইহা চকচক করে। ইহা ভঙ্গুর হয় না, সম্পূর্ণ শিল্প কৌশল প্রয়োগে ইহা উপযুক্ত হয়। যেই ধরনের অলঙ্কার হউক না কেন, স্বর্ণ থালা বা আংটি বা গলার হার বা স্বর্ণ চেইন যাহাই হউক না, সে সেই উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

৩. তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, উচ্চতর চিত্ত বিকাশের পথে একজন ভিক্ষুর কায়িক, বাচনিক ও মানসিক স্থূল মালিন্য রহিয়াছে। চিন্তাশীল পণ্ডিত ভিক্ষু এই দোষ পরিত্যাগ করে, বাধা দেয়, দূরীভূত করে, পুনরায় উৎপন্ন হইতে দেয় না। এই দোষ প্রহীন এবং দূরীভূত হইলেও উচ্চতর চিত্ত বিকাশে সেই ভিক্ষুতে কতিপয় মাঝারি ধরনের মালিন্য নিহিত থাকে যেইগুলি তাহাতে লাগিয়া থাকে। যেমন, কামচিন্তা, ঈর্ষাপূর্ণ এবং নিষ্ঠুর চিন্তা। এইসব দোষ সে পরিত্যাগ করে। এইসব দোষ পরিত্যক্ত ও দূরীভূত হইলে তথাপি উচ্চতর চিত্ত বিকাশে সেই ভিক্ষুতে কতিপয় সূক্ষ্ম ধরনের মালিন্য নিহিত থাকে

যেইগুলি তাহাতে লাগিয়া থাকে। যেমন, তাহার জ্ঞাতি, জনপদ এবং খ্যাতি (নিন্দিত না হওয়ার) চিন্তা। চিন্তাশীল পণ্ডিত ভিক্ষু এইসব দোষ পরিত্যাগ করে, বাধা দেয়, দূরীভূত করে, পুনরায় উৎপন্ন হইতে দেয় না।

৪. তাহা প্রহীন এবং দূরীভূত হইলে তথাপি ধর্মবিতর্ক (চিত্ত বিষয়ে চিন্তা) থাকিয়া যায়। এই প্রকার সমাধি উত্তম কিংবা মহৎ নহে, ইহা প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) ও একাগ্রভাব লাভ করে নাই; কিন্তু ইহা এমন একটি অবস্থা যাহা দুঃখদায়ক সাধারণ সংযমের উপর নির্ভরশীল। তথাপি একটি সময় আসে যখন তাহার চিত্ত (মন) আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির হয়, একাগ্র, এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয়। এইরূপ সমাধি হয় প্রশান্ত, মহৎ, প্রশ্রদ্ধি লব্ধ ও একাগ্রভাব লাভ করিয়াছে, দুঃখদায়ক সাধারণ সংযমের উপর নির্ভরশীল নহে। জ্ঞানের বিশেষ যে যে শাখায় সে উপলব্ধির জন্য তাহার চিত্ত নমিত করুক না, তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ উপলব্ধির ক্ষমতা লাভ করে।

৫. যদি সে এই আকাঙ্ক্ষা করে যে, সে নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি অনুভব করিবে, এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হইবে, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারিবে, প্রাচীর প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারিবে—আকাশে গমনের মতো; স্থলে (পৃথিবীতে) উঠানামা করিতে পারিবে—জলে ডুবা-উঠার মতো; জলে পদব্রজে গমন করিতে পারিবে—স্থলে গমনের মতো; আকাশেও পদ্মাসন করিয়া বিহঙ্গগণের মতো গমন করিতে পারিবে; মহাকায় মহা শক্তিসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবে। চন্দ্র-সূর্যের গায়ে হাত বুলাইতে পারিবে, আব্রহ্ম ভূবন স্ববশে আনিতে পারিবে। তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

৬. যদি সে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে : দিব্য, পরিশুদ্ধ লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিব, যাহা দিব্য ও মনুষ্য, যাহা দূরে ও নিকটে—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

৭. যদি সে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে : স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিব, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ (কামলিপ্সাবিহীন) হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত হইলে মহদ্গত, অমহদ্গত হইলে অমহদ্গত, স-উত্তর

হইলে স-উত্তর, অনুত্তর (অতুলনীয়) হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত (অনিয়ন্ত্রিত), বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়া জানিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

৮. যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে : বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিব; যথা : এক জন্ম, দুইজন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র জন্ম এমনকি বহু সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্প, অমুক জন্মে আমার ছিল এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু; তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে তদ্রূপ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

৯. যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে : বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবগণকে দেখিতে পাইব, যাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, জীবসমূহকে জানিতে পারিব—এইসকল জীব কায় দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র, মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইয়াছে; পক্ষান্তরে এই সকল জীব কায়-সুচরিত্র, বাক্-সুচরিত্র, মন-সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি উদ্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা জীবগণকে দেখিতে পাইব, যাহারা চ্যুত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, যদি সে ইচ্ছা করে সে তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করে।

১০. যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে : আসব ক্ষয়ে অনাসব হইয়া বর্তমান জন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া বিচরণ করিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে তদ্রুপ করার ক্ষমতা লাভ করে।”

১১. নিমিত্ত সূত্র

১০৩. ১. "ভিক্ষুগণ, উচ্চতর চিত্ত বিকাশের পক্ষে একজন ভিক্ষুর মাঝে মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রতিপালনীয়—মাঝে মাঝে সমাধির বৈশিষ্ট্য, উদ্যমশীল প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, উপেক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রতিপালন করিতে হইবে।

২. ভিক্ষুগণ, উচ্চতর চিত্ত বিকাশের জন্য একজন ভিক্ষু যদি একান্তভাবে সমাধিতে মনঃসংযোগ করে ইহা সম্ভবপর যে তাহার চিত্ত আলস্যপ্রবণ হইতে পারে। যদি সে উদ্যমশীল প্রয়োগে একান্তভাবে মনঃসংযোগ করে ইহা সম্ভবপর যে তাহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটিতে পারে। যদি সে উপেক্ষা নিমিত্তে একান্তভাবে মনঃসংযোগ করে তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর যে, আসক্তি ক্ষয়ের জন্য তাহার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সমতাপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই তিনটি নিমিত্তে (বৈশিষ্ট্যে) মনঃসংযোগ করে তাহা হইলে তাহার চিত্ত হয় মৃদু, কর্মনীয়, প্রভাস্বর কিন্তু অবাধ্য হয় না, আসক্তি ক্ষয়ের জন্য পুরোপুরি সমভাব প্রাপ্ত হয়।

৩. মনে কর ভিক্ষুগণ, একজন স্বর্ণকার অথবা তাহার লোক তাহার অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করে, অগ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে, সাঁড়াশী দ্বারা স্বর্ণ লইয়া স্বর্ণ গলাইবার পাত্রে জোরে ঠেলিয়া দেয়, এবং মাঝে মাঝে ইহাতে ফুঁ দেয়, মাঝে মাঝে ইহাতে জল ছিটাইয়া দেয়, মাঝে মাঝে ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এখন ভিক্ষুগণ, স্বর্ণকার বা তাহার লোক যদি সেই স্বর্ণে অনবরত ফুঁ দিতে থাকে ইহা সম্ভব যে, স্বর্ণ জ্বলিয়া যাইতে পারে। যদি সে ইহাতে শুধু জলই ছিটাইতে থাকে সে ইহা শীতল করিয়া ফেলিবে। যদি সে সর্বদাই পরীক্ষা করিতে থাকে ইহা সম্ভব যে, স্বর্ণ খাঁটিত্ব লাভ করিবে না। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই সব করে তাহা হইলে ইহা কারুকার্য প্রয়োগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া পড়িবে। যেই ধরনের অলংকার একজন লোক আকাঙ্ক্ষা করে স্বর্ণ থালা হউক বা আংটি হউক বা গলার হার হউক বা স্বর্ণের মালা হউক, সে সেই উদ্দেশ্যে তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

৪. তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত বিকাশে একজন নিবিষ্ট ভিক্ষুকে মাঝে মাঝে এই তিনটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হয় (সমাধি, উদ্যমশীলতা ও উপেক্ষা নিমিত্তে)। যদি সে একান্তভাবে সমাধিতেই মনঃসংযোগ করে তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর যে, আসক্তি ক্ষয়ের জন্য তাহার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সমতাপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই তিনটি নিমিত্তে (বৈশিষ্ট্যে) মনঃসংযোগ করে তাহা হইলে তাহার চিত্ত হয় মৃদু, কর্মনীয়, প্রভাস্বর কিন্তু

অবাধ্য হয় না, আসক্তি ক্ষয়ের জন্য পুরোপুরি সমভাব প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের বিশেষ যে-কোনো শাখাতেই উপলব্ধির জন্য তাহার চিত্ত মনোনিবেশ করুক না কেন, তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে ব্যক্তিগতভাবে তদ্রূপ করার ক্ষমতা লাভ করে।

৫. উদাহরণস্বরূপ ভিক্ষুগণ, যদি সে এই আকাঙ্ক্ষা করে যে—সে নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি অনুভব করিবে, এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হইবে, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারিবে, প্রাচীর প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারিবে—আকাশে গমনের মতো; স্থলে (পৃথিবীতে) উঠানামা করিতে পারিবে—জলে ডুবা-উঠার মতো; জলে পদব্রজে গমন করিতে পারিবে—স্থলে গমনের মত; আকাশেও পদ্মাসন করিয়া বিহঙ্গগণের মতো গমন করিতে পারিবে; মহাকায় মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবে। চন্দ্র-সূর্যের গায়ে হাত বুলাইতে পারিবে, আব্রহ্ম ভুবন স্ববশে আনিতে পারিবে। তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

যদি সে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে : দিব্য, পরিশুদ্ধ লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিব, যাহা দিব্য ও মনুষ্য, যাহা দূরে ও নিকটে—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

যদি সে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে : স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিব, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ (কামলিপ্সাবিহীন) হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্‌গত হইলে মহদ্‌গত, অমহদ্‌গত হইলে অমহদ্‌গত, স-উত্তর হইলে স-উত্তর, অনুত্তর (অতুলনীয়) হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত (অনিয়ন্ত্রিত), বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়া জানিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে : বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিব; যথা : এক জন্ম, দুইজন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র জন্ম এমনকি বহু সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্প, অমুক জন্মে আমার ছিল এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু; তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই যোনিতে জন্মগ্রহণ

করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিব-তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে তদ্রূপ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে : বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবগণকে দেখিতে পাইব, যাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, জীবসমুহকে জানিতে পারিব—এইসকল জীব কায় দুশ্চরিত্র, বাক্দুশ্চরিত্র, মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইয়াছে; পক্ষান্তরে এই সকল জীব কায়-সুচরিত্র, বাক্-সুচরিত্র, মন-সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি উদ্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা জীবগণকে দেখিতে পাইব, যাহারা চ্যুত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, যদি সে ইচ্ছা করে সে তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করে।

যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে : আসব ক্ষয়ে অনাসব হইয়া বর্তমান জন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া বিচরণ করিব—তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে তদ্রুপ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার ষড়ভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করা উচিত। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই তিনটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করে ও ষড়ভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে তাহার চিত্ত হয় মৃদু, কর্মনীয়, প্রভাস্বর কিন্তু অবাধ্য হয় না, আসক্তি ক্ষয় করিয়া তাহাতে অবস্থান করে : তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে নিজে তদ্রুপ করার ক্ষমতা লাভ করে।”

দ্বিতীয় মহা পঞ্চাশক সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় পঞ্চাশক

১১. ১. সম্বোধি বর্গ

১. পূর্বে সম্বোধি সূত্র

১০৪. ১. "ভিক্ষুগণ, বোধিজ্ঞান লাভের পূর্বে যখন আমি বোধিসত্ত্ব ছিলাম আমার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইল : জগতে সন্তুষ্টি কিসে? জগতে দুঃখ কী? তাহা হইতে কিসে অব্যাহতি? তৎপর ভিক্ষুগণ, আমার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইল : জগতে যে কারণে আনন্দ, সুখ উৎপন্ন হয়—জগতে তাহাই সন্তুষ্টি। জগতে যাহা অনিত্য, দুঃখ, পরিবর্তনশীলতা—জগতে তাহাই দুঃখ। যাহা সংযম, আকাঙ্ক্ষা এবং কাম হইতে মুক্তি—ইহাই জগতে নিষ্কৃতি।

২. ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, আমি দেব সহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখনই আমি জগতের সন্তুষ্টি, দুঃখ ও তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি তখনই হে ভিক্ষুগণ, আমি দেব সহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইল—আমার এই অর্হত্ত্বফল বিমুক্তি অকোপিত, এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন হইতে আমার আর পুনর্জন্ম নাই।"

২. প্রথম আস্বাদ সূত্র

১০৫. ১. "ভিক্ষুগণ, জগতে সন্তুষ্টি অন্বেষণে আমি নিজস্ব পথ অনুসরণ করি। জগতের সেই সন্তুষ্টি আমার দৃষ্ট হয়। জগতে যাহাতে সন্তুষ্টি বিদ্যমান আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা ভালোভাবে দর্শন করি। ভিক্ষুগণ, জগতে দুঃখ অন্বেষণে আমি নিজস্ব পথ অনুসরণ করি। জগতে যে দুঃখ তাহা আমার দৃষ্ট হইয়াছে। জগতে যাহাতে দুঃখ বিদ্যমান আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা ভালোভাবে দৃষ্ট হই। ভিক্ষুগণ, জগতে দুঃখ হইতে অব্যাহতি অন্বেষণে আমি নিজস্ব পথ অনুসরণ করি। জগতে সেই অব্যাহতি আমি দর্শন করি। জগতে যাহাতে

দুঃখ হইতে অব্যাহতি বিদ্যমান আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা ভালোভাবে দর্শন করি।

২. ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, আমি দেব সহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখনই আমি জগতের সন্তুষ্টি, দুঃখ ও তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি তখনই হে ভিক্ষুগণ, আমি দেব সহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইল—আমার এই অর্হত্ত্বফল বিমুক্তি অকোপিত, এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন হইতে আমার আর পুনর্জন্ম নাই।

৩. দ্বিতীয় আস্বাদ সূত্র

১০৬. "এখন ভিক্ষুগণ, যদি জগতে সন্তুষ্টি না থাকিত তাহা হইলে সত্ত্বগণ জগতের প্রতি অনুরক্ত হইত না। কিন্তু যেহেতু জগতে সন্তুষ্টি আছে সেই কারণে সত্ত্বগণ ইহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, জগতে যদি দুঃখ না থাকিত তাহা হইলে সত্ত্বগণ জগৎ দ্বারা বিরক্ত হইত না। কিন্তু যেহেতু জগতে দুঃখ আছে সেই হেতু সত্ত্বগণ জগৎ দ্বারা বিরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি জগৎ হইতে পরিত্রাণ না থাকিত তাহা হইলে সত্ত্বগণ তাহা হইতে মুক্তি পাইত না। কিন্তু যেহেতু জগৎ হইতে পরিত্রাণ আছে সেই হেতু সত্ত্বগণ তাহা হইতে অব্যাহতি পায়। ভিক্ষুগণ, যাবৎ সত্ত্বগণ সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে পরিত্রাণ যথাযথ জানিতে পারে নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বেরা দেব-সহিত লোকে, মার সাথে, ব্রহ্ম সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে দেব-মনুষ্য লোকে মুক্ত হইয়া, বি-সংযুক্ত হইয়া, বিমুক্ত হইয়া, জগৎ দ্বারা অনাবদ্ধ চিত্ত হইয়া বসবাস করে নাই। ভিক্ষুগণ, যখন হইতে সত্ত্বগণ সন্তুষ্টি, দুঃখ, জগৎ পরিত্রাণ যথাযথ জানিতে পারিয়াছে তখন হইতে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বেরা দেব-সহিত, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্য লোকে মুক্ত, বিসংযুক্ত, বিমুক্ত, জগৎ দ্বারা অনাবদ্ধ চিত্ত হইয়া বাস করিতেছে।"

৪. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১০৭. "বাস্তবিকই ভিক্ষুগণ, শ্রমণই হউক বা ব্রাহ্মণই হউক যাহাতে জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ এবং তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করে না, আমার মতে এইসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে উক্ত নামে বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য, ওইসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ ইহজীবনে নিজেরা যথাযথ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জানে না বা তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, শ্রমণ হউক বা ব্রাহ্মণ হউক যাহারা জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ এবং তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করে আমার মতে এইসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে উক্ত নামে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, ওইসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ইহজীবনে নিজেরা যথাযথ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জানিবে বা তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে।"

৫. রুণ্ন সূত্র

১০৮. "ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে ইহাকে শোক হিসেবে গণ্য করা হয়, যেমন—গীত। আর্য বিনয়ে ইহাকে উন্মত্তকারী বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন—নৃত্য। আর্য বিনয়ে ইহাকে ছেলেমি বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন—অপরিমিত হাস্য যাহা দন্ত প্রদর্শন করে। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, নৃত্য-গীতে সেতুঘাত (যাহা সেতু ধ্বংস করে) হও। ন্যায়ত শুধুমাত্র আনন্দ প্রদর্শনার্থে হাসিই যথেষ্ট।"

৬. অতিত্তি সূত্র

১০৯. "ভিক্ষুগণ, তিন বিষয়ে প্রমাদে পরিপূর্ণতা নাই। তিন কী কী? নিদ্রা, সুরা এবং মৈথুন সেবন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে অমিতাচারে কোনো পরিপূর্ণতা নাই।"

৭. অরক্ষিত সূত্র

১১০. "অতঃপর অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি ভগবান যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে ভগবান বলেন, "গৃহপতি, চিত্ত অরক্ষিত হইলে কায়িক কর্মও অরক্ষিত হয়, তেমনি বাচনিক ও মানসিক কর্মও হয় অরক্ষিত। যাহাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম অরক্ষিত তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয়। যখন এইগুলি কামে সম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায়। যখন এইগুলি পঁচিয়া যায় কোনো

ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয় না, সুখী সমাপ্ত হয় না। যেমন গৃহপতি, যখন ছুঁচাল গৃহ দুচ্ছন্ন (ছাউনী দেওয়া যায় না) শিখর রক্ষিত হয় না, ছাদের বীম, দেওয়াল রক্ষিত হয় না। শিখর, ছাদের বীম, দেওয়াল সম্পৃক্ত হয়, নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, চিত্ত অরক্ষিত হইলে কায়িক কর্মও অরক্ষিত হয়, তেমনি বাচনিক ও মানসিক কর্মও হয় অরক্ষিত। যাহাদের কায়িক, বাচনিক ও মনসিক কর্ম অরক্ষিত তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয়। যখন এইগুলি কামে সম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায়। যখন এইগুলি পঁচিয়া যায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয় না, সুখী সমাপ্ত হয় না। কিন্তু গৃহপতি, চিত্ত রক্ষিত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয় তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয় না। যখন এইগুলি (কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম) কামে অসম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায় না। এইগুলি পঁচিয়া না গেলে যে-কোনো ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয়, তাহার সুখী পরিসমাপ্তি হয়। যেমন গৃহপতি, যখন উচ্চ চূড়ার একটি গৃহ সুচ্ছন্ন (সু-আচ্ছাদিত) হইলে কুট, ছাদের বীম এবং দেওয়াল রক্ষিত হয়, এইগুলি সিক্ত হয় না, নষ্ট হইয়া যায় না; তদ্রুপ গৃহপতি; চিত্ত রক্ষিত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয় তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয় না। যখন এইগুলি (কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম) কামে অসম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায় না। এইগুলি পঁচিয়া না গেলে যে-কোনো ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয়, তাহার সুখী পরিসমাপ্তি হয়।"

৮. ব্যাপন্ন সূত্র

১১১. ১. "একপ্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে ভগবান বলেন, "গৃহপতি, চিত্ত ব্যাপন্ন (ঈর্ষাযুক্ত) হইলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মও ঈর্ষাযুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষাপূর্ণ হয় তাহাদের মৃত্যু শুভ হয় না, আনন্দপূর্ণ পরিসমাপ্তি হয় না।

২. যেমন গৃহপতি, কূটাগার সু-আচ্ছাদিত না হইলে কূট হয় দুর্বল, গোপানসী (ছাদের বীম), ভিত্তি হয় দুর্বল, তদ্রূপ গৃহপতি, চিত্ত ব্যাপন্ন (ঈর্ষাযুক্ত) হইলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মও ঈর্ষাযুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষাপূর্ণ হয় তাহাদের মৃত্যু শুভ হয় না, আনন্দপূর্ণ পরিসমাপ্তি হয় না।

৩. হে গৃহপতি, চিত্ত ঈর্ষামুক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মও

ঈর্ষামুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষামুক্ত তাহাদের মৃত্যু শুভ, আনন্দপূর্ণ। যেমন গৃহপতি, কূটাগার সু-আচ্ছাদিত হইলে কূট, গোপানসী, ভিত্তি হয় শক্ত, তদ্রূপ গৃহপতি, চিত্ত ঈর্ষামুক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মও ঈর্ষামুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষামুক্ত তাহাদের মৃত্যু শুভ, আনন্দপূর্ণ।"

৯. প্রথম নিদান সূত্র

১১২. "ভিক্ষুগণ, কর্মের উৎপত্তির এই তিন কারণ। কী কী? লোভ, দ্বেষ, মোহ কর্মোৎপত্তির তিন কারণ। ভিক্ষুগণ, লোভে, লোভ-জাত, লোভ-ঘটিত ও লোভোৎপন্ন যে কর্ম তাহা অকুশলমূলক, নিন্দার্হ, ফল দুঃখদায়ক, তাহা অধিক কর্ম সৃষ্টিকারী, কর্ম নিরোধক নহে। দ্বেষ ও মোহ প্রভাবিত কর্মও তদ্রূপ। এই কর্মও অকুশলমূলক নিন্দার্হ, ফল দুঃখদায়ক, তাহা অধিক কর্ম সৃষ্টিকারী, কর্ম নিরোধক নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই কর্মোৎপত্তির কারণ।"

ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। কী কী? অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। অলোভে কৃত, অলোভজাত, অলোভঘটিত, অলোভে উৎপন্ন কর্ম কুশলমূলক, প্রশংসার্হ, ইহার ফল সুখমূলক, ইহা কর্ম নিরোধক, কর্ম উৎপাদক নহে। অদ্বেষ, অমোহ প্রভাবিত কর্মও তদ্রূপ। এইরূপ কর্মও কুশলমূলক প্রশংসার্হ, ইহার ফল সুখমূলক, ইহা কর্ম নিরোধক, কর্ম উৎপাদক নহে।

ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। কী কী? ভিক্ষুগণ, অতীতের ছন্দের (আকাঙ্ক্ষার) উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়ের জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যতে ও বর্তমানেও তদ্রূপ।

ভিক্ষুগণ, কিভাবে অতীতের বিষয়ের জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, অতীতে আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়ের জন্য যে-কোনো লোক তাহার মনে চিন্তা স্মরণ করে, বিচরণ করে। যখন সে এইরূপ করে তখন তাহার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অভিলাষী হইয়া সে ঐসব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আমি ইহাকে সংযোজন বলিয়া অভিহিত করি ভিক্ষুগণ, যাহার চিত্ত সরাগ। এইভাবে অতীতে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে কিভাবে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে অভিলাষের উপর ভিত্তি করিয়া যে-কোনো লোক বিষয়ের জন্য মনে মনে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে। যখন সে এইরূপ করে তাহার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অভিলাষী হইয়া সে ঐসব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আমি

ইহাকে সংযোজন বলিয়া অভিহিত করি ভিক্ষুগণ, যাহার চিত্ত সরাগ। এইভাবে ভবিষ্যতে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিভাবে বর্তমান বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, বর্তমান অভিলাষের উপর ভিত্তি করিয়া যে-কোনো লোক বিষয়ের জন্য মনে মনে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে। যখন সে এইরূপ করে তাহার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অভিলাষী হইয়া সে ঐসব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আমি ইহাকে সংযোজন বলিয়া অভিহিত করি ভিক্ষুগণ, যাহার মন সরাগ। এইভাবে বর্তমান বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই কর্মোৎপত্তির কারণ।"

১০. দ্বিতীয় নিদান সূত্র

১১৩. ১. "ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। কী কী? ভিক্ষুগণ, অতীতের অভিলাষের উপর ভিত্তি করিয়া অভিলাষ উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ ভবিষ্যৎ ও বর্তমানেও।"

২. ভিক্ষুগণ, কি প্রকারে অতীতের এইরূপ অভিলাষ উৎপন্ন হয় না? অতীতের অভিলাষের (বস্তুর জন্য) ভবিষ্যৎ ফল একজন লোক ভালোভাবে উপলব্ধি করে। এই বিপাক পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তদ্রূপ করিয়া অন্তরে ইহার জন্য অভিলাষ পোষণ না করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে অতীতে বস্তুর জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় না।

৩. ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভবিষ্যতে বস্তুর জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় না? ভিক্ষুগণ, অনাগত বস্তুর জন্য অভিলাষের ফল সে ভালোভাবে উপলব্ধি করে। এই বিপাক পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তদ্রূপ করিয়া অন্তরে ইহার জন্য অভিলাষ পোষণ না করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে ভবিষ্যতে বস্তুর জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় না।

৪. ভিক্ষুগণ, কিভাবে বর্তমান বস্তুর জন্য অভিলাষের ফল উৎপন্ন হয় না? বর্তমান বিষয়ের জন্য অভিলাষের ভবিষ্যৎ ফল সে ভালোভাবে উপলব্ধি করে। বিপাক পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তদ্রূপ করিয়া অন্তরে ইহার জন্য অভিলাষ পোষণ না করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে বর্তমান বস্তুর জন্য অভিলাষের ফল উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু এই তিনটি কারণ। কর্মোৎপত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।

১২. ২. পতন বর্গ

১. অপায় সূত্র

১১৪. "ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তি অপায়-নরকগামী, যদি না তাহারা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে। তিন কী কী? যে ব্যক্তি অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারী দাবি করে। যে ব্যক্তি একজন সৎ জীবন (কামদোষে অদুষ্ট) যাপনকারীকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করে। যে ব্যক্তি এইরূপ প্রচার করে, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, কাম সেবনে কোনো দোষ নাই, সে কামে উন্মত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তি অপায়-নরকগামী হয়, যদি না তাহারা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে।"

২. দুর্লভ সূত্র

১১৫. "ভিক্ষুগণ, জগতে তিন ব্যক্তির আবির্ভাব বড়ই দুর্লভ। কে কে? ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব—তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় প্রচারক—মনোযোগী এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তির আবির্ভাব জগতে দুর্লভ।"

৩. অপ্রমেয় সূত্র

১১৬. "ভিক্ষুগণ, জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কী কী? সহজে পরিমেয়, দুষ্প্রমেয়, অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তি সহজে পরিমেয়? কোনো কোনো ব্যক্তি চপল, রিক্ত-মস্তিষ্ক, ব্যস্ত দেহ, মুখরা, বিকীর্ণ (কর্কশ) বাক্য ব্যবহারকারী, স্মৃতিবিহ্বল, অসমাহিত, অস্থির, অশান্ত, বিভ্রান্ত অসংযতেন্দ্রিয়। এই ব্যক্তি সহজে পরিমেয়। কোন ধরনের ব্যক্তি দুষ্প্রমেয়? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি অচপল, অরিক্ত-মস্তিষ্ক, ব্যস্ততা বিহীন দেহ, অবিকীর্ণ বাক্য ব্যবহারকারী, উপস্থিত স্মৃতিযুক্ত, সমাহিত, স্থির, শান্ত, একাগ্র চিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার ব্যক্তি দুষ্প্রমেয়। ভিক্ষুগণ, কোন ধরনের ব্যক্তি অপরিমেয়? কোনো কোনো ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব। এই প্রকার পুদ্গাল অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।"

৪. অনেঞ্জা সূত্র

১১৭. ১. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। কী কী? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘসংজ্ঞার

(বিপরীত চেতনা) অবসানে নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়া, আকাশকে অনন্ত ভাবিয়া আকাশ অনন্ত আয়তন লাভ করে তাহাতে অবস্থান করে। সে ইহা উপভোগ করে, ইচ্ছা করে এবং তাহাতে সুখ পায়। তাহাতে স্থিত, প্রবৃত্ত, সাধারণত তাহাতে সময় ব্যয় করিয়া, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া যখন সে কালপ্রাপ্ত (মৃত্যু) হয় তখন আকাশ অনন্ত আয়তনে দেবতাদের মধ্যে জন্মপরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, আকাশানন্তায়তনের দেবগণের আয়ু বিশ হাজার বছর। সাধারণ লোক ওই দেবগণের আয়ুপ্রমাণ সেখানে অবস্থান করে। তথা হইতে সে নরকে, তির্যক (প্রাণী) যোনিতে বা প্রেতযোনিতে চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবক দেবগণের আয়ু পরিমাণ সেখানে অবস্থান করে সেখান হইতেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ভাগ্য এবং পুনর্জন্মের ব্যাপারে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্যশ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের (সাধারণ লোকের) মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

২. পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আকাশ অনন্ত আয়তন অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানকে অনন্ত ভাবিয়া বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। সে ইহা উপভোগ করে, ইচ্ছা করে এবং তাহাতে সুখ লাভ করে। তাহাতে স্থিত, প্রবৃত্ত, সাধারণত তাহাতে সময় ব্যয় করিয়া, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া যখন সে কালপ্রাপ্ত (মৃত্যু) হয় তখন বিজ্ঞান আয়তনে দেবতাদের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, ওই দেবগণের আয়ু চল্লিশ হাজার বছর। সাধারণ লোক ওই দেবগণের আয়ুপ্রমাণ সেখানে অবস্থান করে। তথা হইতে সে নরকে, তির্যক (প্রাণী) যোনিতে বা প্রেতযোনিতে চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবক দেবগণের আয়ু পরিমাণ সেখানে অবস্থান করে সেখান হইতেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ভাগ্য এবং পুনর্জন্মের ব্যাপারে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্যশ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের (সাধারণ লোকের) মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

৩. পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যাহারা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই বিদ্যমান থাকে না" এই ভাবিয়া আকিঞ্চন আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। সে ইহা উপভোগ করে, ইচ্ছা করে এবং তাহাতে সুখ লাভ করে। আকিঞ্চন আয়তন দেবগণের আয়ু ষাট হাজার বছর। সাধারণ লোক ওই দেবগণের আয়ু প্রমাণ সেখানে অবস্থান করে। তথা হইতে সে নরকে, তির্যক (প্রাণী) যোনিতে বা প্রেত যোনিতে চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবক দেবগণের আয়ু পরিমাণ

সেখানে অবস্থান করে সেখান হইতেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ভাগ্য এবং পুনর্জন্মের ব্যাপারে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্যশ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের (সাধারণ লোকের) মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।"

৫. বিপত্তি সম্পদা সূত্র

১১৮. ১. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যর্থতা। কী কী? শীলবিপত্তি (ব্যর্থতা), চিত্তবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি। শীলবিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ করে, নিষ্ফল বাক্য ভাষণ করে। ইহাই শীলবিপত্তি।"

২. ভিক্ষুগণ, চিত্তবিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি লোভী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। ভিক্ষুগণ, ইহাই চিত্তবিপত্তি।

৩. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিবিপত্তি কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন, বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন যে দান, যে ত্যাগের কোনো ফল নাই, আত্মত্যাগের কোনো ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোনো ফল নাই—ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতাপিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোনো সত্তা নাই, এই জগতে কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টিবিপত্তি বলে।

৪. ভিক্ষুগণ, শীলবিপত্তি, চিত্তবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি-হেতু সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন প্রকার বিপত্তি।

৫. ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ (কৃতকার্যতা)। কী কী? শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই শীলসম্পদ।

৬. ভিক্ষুগণ, চিত্তসম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ লোভহীন ও ঈর্ষাহীন চিত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় চিত্তসম্পদ।

৭. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদ কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্তা আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন

আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টিসম্পদ।

৮. ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদবশত সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তদ্রূপ চিত্তসম্পদ ও দৃষ্টিসম্পদবশত সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন সম্পদ।"

৬. অপণ্ণক সূত্র

১১৯. ১. "ভিক্ষুগণ, বিপত্তি এই তিন প্রকার। কী কী? শীলবিপত্তি, চিত্তবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি। "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যর্থতা। কী কী? শীলবিপত্তি (ব্যর্থতা), চিত্তবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি। শীলবিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ করে, নিষ্ফল বাক্য ভাষণ করে। ইহাই শীলবিপত্তি।"

ভিক্ষুগণ, চিত্তবিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি লোভী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। ভিক্ষুগণ, ইহাই চিত্তবিপত্তি।

ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিবিপত্তি কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন, বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন যে দান, যে ত্যাগের কোনো ফল নাই, আত্মত্যাগের কোনো ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোনো ফল নাই—ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতাপিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোনো সত্তা নাই, এই জগতে কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টিবিপত্তি বলে।

ভিক্ষুগণ, শীলবিপত্তি, চিত্তবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি হেতু সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন প্রকার বিপত্তি।

ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ (কৃতকার্যতা)। কী কী? শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই শীলসম্পদ।

২. যেমন ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধ মণি ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হইলে যেই দিক হউক না কেন, ইহা সমতলে অবস্থান করে। তদ্রুপ শীলবিপত্তি, চিত্তবিপত্তি,

দৃষ্টিবিপত্তিবশত সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন প্রকার বিপত্তি।

৩. ভিক্ষুগণ, সম্পদ তিন প্রকার। শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই শীলসম্পদ।

ভিক্ষুগণ, চিত্তসম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ লোভহীন ও ঈর্ষাহীন চিত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় চিত্তসম্পদ।

ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদ কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্ত্ব আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টিসম্পদ।

ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদবশত সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তদ্রূপ চিত্তসম্পদ ও দৃষ্টিসম্পদবশত সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন সম্পদ।

৪. যেমন ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধ মণি ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হইলে যেই দিক হউক না কেন, ইহা সমতলে অবস্থান করে। তদ্রূপ শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, দৃষ্টিসম্পদ-হেতু সত্ত্বগণ সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই তিন প্রকার সম্পদ।”

৭. কম্মন্ত সূত্র

১২০. ১. “ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বিপত্তি। কী কী? কর্মবিপত্তি, জীবিকা-বিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি। ভিক্ষুগণ, কর্মবিপত্তি কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ করে, নিষ্ফল বাক্য ভাষণ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে কর্মবিপত্তি বলা হয়।

২. ভিক্ষুগণ, জীবিকা বিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ মিথ্যাজীবী, অবৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই জীবিকা-বিপত্তি।

৩. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিবিপত্তি কেমন? কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন,

বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন যে, দান, যে ত্যাগের কোনো ফল নাই, আত্মত্যাগের কোনো ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোনো ফল নাই—ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতাপিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোনো সত্তা নাই, এই জগতে কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, এইরূপই তিন বিপত্তি।

৪. ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ। কী কী? কর্মসম্পদ, জীবিকা-সম্পদ, দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, কর্মসম্পদ কিরূপ? শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই কর্মসম্পদ।

৫. ভিক্ষুগণ, জীবিকা-সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ সম্যকজীবী হয়, বৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাই জীবিকা-সম্পদ।

৬. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্ত্ব আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, এইরূপই তিন সম্পদ।"

৮. প্রথম মোচেয়্য সূত্র

১২১. ১. "ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার। কী কী? কায়-বিশুদ্ধতা, বাক্-বিশুদ্ধতা, মন-বিশুদ্ধতা। ভিক্ষুগণ, কায়-বিশুদ্ধতা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে কায়-বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, বাক্-বিশুদ্ধতা কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিরর্থক ভাষণ হইতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বাক্-বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, মন-বিশুদ্ধতা কেমন? কোনো কোনো ব্যক্তি লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ হয় না, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে মন বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার।"

৯. দ্বিতীয় মোচেয্য সূত্র

১২২. ১. "ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার। কী কী? কায়, বাক্য, মন-বিশুদ্ধতা।

২. ভিক্ষুগণ, কায়-বিশুদ্ধতা কেমন? কোনো কোনো ভিক্ষু প্রাণিহত্যা, চুরি, অব্রহ্মচর্য (পাপপূর্ণ) জীবন হতে বিরত হয়। ইহাই কায়-বিশুদ্ধতা।

৩. ভিক্ষুগণ, বাক্-বিশুদ্ধতা কেমন? কোনো ভিক্ষু মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিরর্থক ভাষণ হইতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বাক্-বিশুদ্ধতা বলে।

৪. ভিক্ষুগণ, মন-বিশুদ্ধতা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর কামচ্ছন্দ (ইন্দ্রিয় লিপ্সা) থাকে তাহাতে সে সজ্ঞান থাকে-আমার মধ্যে কামেচ্ছা আছে। যদি তাহা না থাকে তাহাও সে সজ্ঞাত। যে কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় নাই সেই সম্পর্কেও সে সজ্ঞাত। উৎপন্ন কামচ্ছন্দ পরিত্যাগের বিষয় সম্পর্কেও সে সজ্ঞাত। পরিত্যক্ত কামচ্ছন্দ ভবিষ্যতে যাহাতে উৎপন্ন না হয় সে সম্পর্কেও সজ্ঞাত।

৫. যদি তাহার ব্যক্তিগত ঈর্ষা থাকে সে সজ্ঞাত—আমাতে ঈর্ষা আছে। যদি তাহার মধ্যে ঈর্ষা না থাকে তাহাও সে সজ্ঞাত—আমাতে ঈর্ষা নাই। অনুৎপন্ন ঈর্ষা কীভাবে উৎপন্ন হয় সেই বিষয়ে সে জ্ঞাত। উৎপন্ন ঈর্ষা কীভাবে পরিত্যক্ত হয় সেই বিষয় সে জ্ঞাত। পরিত্যক্ত ঈর্ষা যাহাতে উৎপন্ন না হয় সেই সম্পর্কে সে জ্ঞাত।

৬-৭. যদি তাহার ব্যক্তিগত স্ত্যানমিদ্ধ (নিষ্ক্রিয়তা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (গর্ব-অনুশোচনা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ) থাকে সে এইসব বিষয়ে সজ্ঞাত। এইগুলি না থাকিলেও সে জ্ঞাত যে, এইগুলি তাহাতে নাই। কীভাবে অনুৎপন্ন এইসব বিষয়ে উৎপত্তি না হয় তাহা সে জানে। কীভাবে উৎপন্ন এইসব বিষয় ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয় তাহা জ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, ইহাকে মন বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এইভাবে বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার।

৮. যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনে বিশুদ্ধ পাপহীন, স্বচ্ছ এবং পবিত্র জনগণ তাহাকে "পাপ-ধৌতকারক" বলিয়া আখ্যায়িত করে।"

১০. মুনিভাব সূত্র

১২৩. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার মুনিভাব। কী কী? কায়ে মুনি, বাক্যে মুনি, মনে মুনি। ভিক্ষুগণ, কায়ে মুনি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে কায় মুনি বলা হয়।

বাক্যে মুনি কিরূপ? কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিরর্থক ভাষণ হইতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বাক্যে মুনি বলা হয়। মনে মুনি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইগুলি তিন প্রকার মুনিত্ব।

কায়ে মুনি, বাক্যে মুনি, মনে মুনি, পাপহীন ঋষিতুল্য নির্জনতায় সৌভাগ্যশালী যাহারা তাহারা অভিহিত করে এইরূপ "ব্যক্তি সব পরিত্যাগ করিয়াছে।"

যিনি কায়ে মুনি, বাক্যে মুনি, চিত্তে মুনি অর্থাৎ কায়-বাক্য-চিত্ত পরিশুদ্ধ হেতু মুনি, সেই সর্ব বিষয় ধ্বংসকারী ক্ষীণাসব মুনিকে মুনিভাবসম্পন্ন বলে।

১৩. ৩. কুশীনারা বর্গ

১. কুশীনারা সূত্র

১২৪. "এক সময় ভগবান কুশীনারার বলিহরণ বনে বাস করিতেছিলেন। তখন তিনি ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে "হ্যাঁ প্রভু" বলিয়া উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, "মনে কর জনৈক ভিক্ষু কোনো গ্রাম বা নিগমকে (জিলাকে) অবলম্বন করিয়া বাস করে। তখন একজন গৃহপতি বা তাহার পুত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে। যদি ভিক্ষু তাহাতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে সে সম্মতি দেয়। সে সেই রাত্রির অবসানে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের আবাসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হওয়ার পর সে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করে। তৎপর সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র নরম ও শক্ত উভয় প্রকার পছন্দসই খাদ্য তাহাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি-সহকারে গ্রহণ পর্যন্ত। তাহার (ভিক্ষুর) এইরূপ মনে হয় : একজন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের দ্বারা এইভাবে আমার সেবা প্রাপ্তি সত্যই উত্তম ব্যাপার। তৎপর সে চিন্তা করে : ভবিষ্যতেও এই গৃহপতি পুত্রকে এইভাবে আমাকে সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এইভাবে সে সেই পিণ্ডপাত গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হয়, মোহিত হয়, অনুরক্ত হয়। সে তাহাতে কোনো ভয় দর্শন করে না। সে তাহা অব্যাহতির পথ দেখে না। ইহার ফল এই যে, তাহার চিন্তা অপরের জন্য কামুক ঈর্ষাযুক্ত এবং ক্ষতিকর। ভিক্ষুগণ, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এইরূপ ভিক্ষুকে প্রদত্ত

দানের ফল মহৎ হয় না। তাহার কারণ কী? যেহেতু ভিক্ষুটি প্রমত্ত হইয়া বাস করে। এখন মনে কর, ভিক্ষুগণ, জনৈক ব্যক্তি কোনো গ্রাম বা নিগমকে (জিলাকে) অবলম্বন করিয়া বাস করে। তখন একজন গৃহপতি বা তাহার পুত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে। যদি ভিক্ষু তাহাতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে সে সম্মতি দেয়। সে সেই রাত্রির অবসানে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের আবাসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হওয়ার পর সে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করে। তৎপর সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র নরম ও শক্ত উভয় প্রকার পছন্দসই খাদ্য তাহাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি-সহকারে গ্রহণ পর্যন্ত। তাহার এইরূপ মনে হয় না : একজন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের দ্বারা এইভাবে আমার সেবা প্রাপ্তি সত্যই উত্তম ব্যাপার। তৎপর এইরূপ চিন্তা করে না : ভবিষ্যতেও এই গৃহপতি পুত্রকে এইভাবে আমাকে সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এইভাবে সে সেই পিণ্ডপাত উপভোগ করে এবং তদ্বারা আকৃষ্ট, মোহিত বা অনুরক্ত হয় না। সে তাহাতে ভয় দর্শন করে। সে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের পথ দেখে। ইহার ফল এই যে, তাহার চিন্তা নিরপেক্ষ, নৈষ্ক্রম্যমূলক ঈর্ষাহীন এবং অপরের নিকট ক্ষতিকর নহে। ভিক্ষুগণ, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এইরূপ ভিক্ষুকে দানের ফল হয় মহৎ। কেন? যেহেতু এই ভিক্ষু অপ্রমত্ত (সতর্ক)।"

২. ভণ্ডন সূত্র

১২৫. "ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, ভিক্ষুরা যখন দ্বন্দ্ব, বিবাদ, কলহের মধ্যে বাস করে, একে অপরকে জিহ্বাস্ত্রে আহত করে এইরূপ দিকের কথা চিন্তা করাও আমার জন্য নিরানন্দজনক। ভিক্ষুগণ, ইহাতে গমন করা অত্যধিক অপ্রীতিকর। আমি এই বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই সকল আয়ুস্মানগণের এই তিনটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত। কোন তিনটি বিষয় তাহারা পরিহার করিয়াছে? নৈষ্ক্রম্য চিন্তা, হিতৈষী চিন্তা, নির্দোষ চিন্তা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে। কোন তিনটি বিষয় তাহারা অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে? ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধীয়, ঈর্ষাপূর্ণ এবং নিষ্ঠুর চিন্তা। এই তিনটি বিষয় চিন্তা। ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, ভিক্ষুরা যখন দ্বন্দ্ব, বিবাদ, কলহের মধ্যে বাস করে, একে অপরকে জিহ্বাস্ত্রে আহত করে, এইরূপ দিকের কথা চিন্তা করাও আমার জন্য নিরানন্দজনক। ভিক্ষুগণ, ইহাতে গমন করা অত্যধিক অপ্রীতিকর। আমি এই বিষয়ে এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই সকল আয়ুস্মানগণের এই তিনটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত। কোন তিনটি বিষয় তাহারা পরিহার করিয়াছে? নৈষ্ক্রম্য চিন্তা, হিতৈষী চিন্তা, নির্দোষ চিন্তা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে। কোন তিনটি বিষয় তাহারা অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে? ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, ভিক্ষুরা যখন পরস্পর মিলিতভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, অবিবাদমান, ক্ষীরোদকীভূত (দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন) হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দর্শন করিয়া বাস করে, ভিক্ষুগণ, আমি এইরূপ দিকে গমনেও আনন্দিত, শুধুমাত্র চিন্তা করিতে নহে। আমি তাহাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। ওই সকল আয়ুষ্মানগণ নিশ্চয়ই এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এই তিনটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে। কোন তিনটি বিষয় তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে? ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধীয়, বিদ্বেষপূর্ণ, নিষ্ঠুর চিন্তা। কোন তিনটি বিষয় তাহারা অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে? নৈষ্ক্রম্য, হিতৈষী, নির্দোষ চিন্তা। এই তিনটি বিষয়। ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, ভিক্ষুরা যখন পরস্পর মিলিতভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, অবিবাদমান, ক্ষীরোদকীভূত (দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন) হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দর্শন করিয়া বাস করে, ভিক্ষুগণ, আমি এইরূপ দিকে গমনেও আনন্দিত, শুধুমাত্র চিন্তা করিতে নহে। আমি তাহাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। ওই সকল আয়ুষ্মানগণ নিশ্চয়ই এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এই তিনটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে।

৩. গৌতমক চৈত্য সূত্র

১২৬. "এক সময় ভগবান বৈশালীর গৌতম চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহবান করিলেন, "ভিক্ষুগণ!" "হ্যাঁ প্রভু" বলে ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন। ভগবান বলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করিয়া (জানিয়া) ধর্মদেশনা করি, না জানিয়া নহে। আমি সনিদান (পারস্পরিক কারণসহ) ধর্মদেশনা করি, অদ্ভুত ব্যাপার ভিন্ন নহে। যেহেতু আমি তদ্রূপ করি আমার উপদেশ দানের পশ্চাতে উপযুক্ত কারণ নিহিত। তোমরা আনন্দিত, সন্তুষ্ট হইতে পার। তোমরা এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পার—সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান। ভগবানের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন।" ভগবান এইরূপ বলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন জানান। অধিকন্তু, যখন এই অভিমত

বিঘোষিত হয় তখন সহস্র লোকধাতু (পৃথিবী) কম্পিত হইল।"

৪. ভরণ্ডু কালাম সূত্র

১২৭. ১. "এক সময় ভগবান কোশলে বিচরণ করিতে করিতে কপিলবাস্তুতে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং মহানাম শাক্য ভগবানকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। একপ্রান্তে স্থিত মহানাম শাক্যকে ভগবান বললেন, "মহানাম, গমন করুন এবং অদ্য এক রাত্রি অবস্থানের জন্য আমার জন্য আবাস দেখুন।" "ভন্তে, উত্তম" মহানাম শাক্য উত্তর দেন এবং কপিলবাস্তু গমন করেন, সেখানে যদিও তিনি সহস্র স্থান অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত কোনো আবাস পাইলেন না যেখানে ভগবান সেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। সুতরাং তিনি ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন :

২. "ভন্তে, ভগবান অদ্য রাত্রি যাপন করিতে পারেন সেইরূপ উপযুক্ত আবাস নাই। কিন্তু ভন্তে, ভরণ্ডুতে কালাম নামে ভগবানের এক পুরাতন সব্রহ্মচারী আছেন। ভগবন, রাত্রি তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করুন।" "তাহা হইলে মহানাম, গমন করুন। আমার জন্য তথায় একটি মাদুর প্রজ্ঞাপিত করুন।" "উত্তম ভন্তে," মহানাম শাক্য উত্তর দিলেন এবং ভরণ্ডুতে কালামের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া তিনি একটি মাদুর প্রজ্ঞাপিত করিয়া, পা ধোয়ার জল রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, মাদুর প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। পা ধোয়ার জল প্রস্তুত। ভগবান যাহা কাল উপযোগী মনে করেন তাহা করুন।"

৩. তৎপর ভগবান ভরণ্ডুতে কালামের আশ্রমে গমন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। মহানাম শাক্যের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : এখন ভগবানের পরিচর্যা করার সময় নহে। তিনি শ্রান্ত। আগামীকল্য আমি তাঁহাকে পরিচর্যা করিব। সুতরাং তিনি ভগবানকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাত্রির অবসানে মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্যকে ভগবান বলেন :

৪. "মহানাম, এই তিন প্রকার শাস্তা (শিক্ষক) জগতে বিদ্যমান। কী কী? মহানাম, একজন শাস্তা ইন্দ্রিয় কামনা ভালোভাবে জানিয়া প্রজ্ঞাপিত করেন, কিন্তু রূপ কিংবা বেদনা জানিয়া নহে। মহানাম, কোনো শিক্ষক কাম এবং

রূপ ভালোভাবে জানিয়া প্রজ্ঞাপিত (প্রচার) করেন; কিন্তু বেদনা নহে। আবার কোনো কোনো শিক্ষক কাম বিষয়, রূপ, বেদনা ভালোভাবে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞাপিত করেন। এই তিন ধরনের শাস্তা জগতে দেখা যায়। মহানাম, এই তিনটির মধ্যে উপসংহার কি এক ও অভিন্ন অথবা ইহা পৃথক?"

৫. এই কথার উপর ভরণ্ডুর কালাম মহানাম শাক্যকে বলেন, "মহানাম, বলুন, ইহা এক ও অভিন্ন।" এইরূপ বলা হইলে ভগবান মহানাম শাক্যকে বলেন, "মহানাম, বলুন ইহা পৃথক।" দ্বিতীয়বারও ভরণ্ডুর কালাম মহানাম শাক্যকে বলেন, "মহানাম, বলুন ইহা এক ও অভিন্ন।" দ্বিতীয়বারও ভগবান মহানাম শাক্যকে বলেন, মহানাম, বলুন পার্থক্য আছে।" তৃতীয়বারও প্রত্যেকে একই কথা বলেন।

৬. অতঃপর ভরণ্ডুর কালামের মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইল : একজন মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি মহানাম শাক্যের উপস্থিতিতেই আমি যে তৃতীয়বারও শ্রমণ গৌতম কর্তৃক নিন্দিত হইলাম।" আমার উচিত কপিলবাস্তু ত্যাগ করা। সুতরাং ভরণ্ডু কালাম কপিলবাস্তু ত্যাগ করিলেন, পুনঃ আসিলেন না।"

৫. হত্থক সূত্র

১২৮. ১. "এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর দেবপুত্র হত্থক রাত্রির শেষভাগে দেহের মহাপ্রভায় জেতবন উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন, আমি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইব না। কিন্তু তিনি দমিয়া গেলেন, নিরাশ হইয়া পড়িলেন, অবিচল থাকিতে পারিলেন না। যেমন সর্পি বা তৈল বালির উপর পতিত হইলে বালিতে ডুবিয়া যায়, স্থির থাকে না তদ্রূপ দেবপুত্র হত্থক অটল থাকার চিন্তা করিয়া ভগবানের সম্মুখে অটল থাকিতে পারিলেন না, দমিয়া গেলেন, নিরাশ হইয়া পড়িলেন, অবিচল থাকিতে পারিলেন না।

২. তৎপর ভগবান দেবপুত্র হত্থককে বলেন, "হত্থক, বিশাল দেহাকার গঠন করুন।" "হ্যাঁ প্রভু, করিব," হত্থক উত্তর দিলেন এবং যেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইল তদ্রূপ করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। একপ্রান্তে স্থিত দেবপুত্র হত্থককে ভগবান বলেন, "হত্থক, উত্তম, পূর্বে মনুষ্যাবস্থায় যেইরূপ করিয়াছিলেন এখন কি তদ্রূপ করিতে পারেন

না?” “হ্যাঁ প্রভু, করিতে পারিব। কিন্তু এখন এমন বিষয়সমূহ কাজ করিতেছে যেইগুলি মনুষ্যকায়ে আমি অনুভব করিতে পারি নাই। যেমন ভন্তে, ভগবান এখন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা-মহামাত্য, তিত্থিয় শ্রাবক পরিবৃত হইয়া বাস করেন তদ্রূপ ভন্তে, আমি দেবপুত্র বেষ্টিত হইয়া বাস করি। ভন্তে, দূর হইতেও দেবপুত্রগণ এই বলিয়া আসে—আমরা দেবপুত্র হত্থক মুখ-নিঃসৃত ধর্মশ্রবণ করিব!” ভন্তে, তিনটি বিষয়ে আমার কখনো যথেষ্ট ছিল না। তিনটি বিষয়ে আমি দুঃখপূর্ণ মৃত্যুবরণ করি। কী কী? আমি কখনো ভগবানের দর্শন পাই নাই। আমি ইহার অনুশোচনা করিয়া মৃত্যুবরণ করি। আমি কখনো সত্যধর্ম শ্রবণ করি নাই। আমি ইহার অনুশোচনা করিয়া মৃত্যুবরণ করি। আমি কখনো সংঘসেবার সুযোগ পাই নাই। ইহার অনুশোচনা করিয়া মৃত্যুবরণ করি। এই তিনটি বিষয় ভন্তে। তৎপর তিনি এই গাথা ভাষণ করেন।

ভগবানকে দর্শন করিয়া, সংঘের সেবা করিয়া ও সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া আমি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

অধি (উচ্চতর) শীল শিক্ষা করিয়া, সদ্ধর্ম শ্রবণে রত থাকিয়া ও করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা এই ত্রিবিধ ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া হত্থক নামক দেবপুত্র অবিহ ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

৬. কটুবিয় সূত্র

১২৯. ১. “এক সময় ভগবান বারাণসীর মৃগদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তৎপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া বারাণসীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করেন। ভগবান যখন গো-যোগপিলক্ষার নিকট পিণ্ডচারণে রত ছিলেন তখন জনৈক ভিক্ষুকে দেখিতে পান যাহার আনন্দ রিক্ত বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ে, সমাধিহীন, অস্থির, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়। তাহাকে দেখিয়া ভগবান বলেন, “ওহে ভিক্ষু! ওহে ভিক্ষু! তুমি নিজেকে কটু সদৃশ করিও না। যে দূষিত এবং যাহা হইতে পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহার উপর নিশ্চয়ই মক্ষিকা বসিবে এবং তাহাকে আক্রমণ করিবে। মক্ষিকাকুল এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।”

২. তখন সেই ভিক্ষু এইভাবে বুদ্ধকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সতর্ককৃত হইয়া গভীরভাবে সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ভগবান বারাণসীতে পিণ্ডচারণ করিয়া পিণ্ডচারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ শেষে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া

বারাণসীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করি। ভগবান যখন গোযোগপিলক্ষার নিকট পিণ্ডচারণে রত ছিলেন তখন জনৈক ভিক্ষুকে দেখিতে পান যাহার আনন্দ রিক্ত বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ে, সমাধিহীন, অস্থির, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়। তাহাকে দেখিয়া ভগবান বলেন, "ওহে ভিক্ষু! ওহে ভিক্ষু! তুমি নিজেকে কটু সদৃশ করিও না। যে দুষিত এবং যাহা হইতে পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহার উপর নিশ্চয়ই মক্ষিকা বসিবে এবং তাহাকে আক্রমণ করিবে। মক্ষিকাকুল এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।" তৎপর সেই ভিক্ষু এইভাবে আমাকর্তৃক সতর্ককৃত হইয়া গভীরভাবে সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন।

৩. এইরূপ কথার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "ভন্তে, দূষিত কী?" "পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ কী?" "মক্ষিকা কাহারা?" "ওহে ভিক্ষু, লোভ দেষ (কটু সদৃশ), ঈর্ষা পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ সদৃশ।" মন্দ, অহিতকর চিন্তা "মক্ষিকা" সদৃশ। যে দূষিত (লোভাভিভূত) এবং যাহা হইতে পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ (ঈর্ষাযুক্ত) বাহির হয় তাহার উপর নিশ্চয়ই মক্ষিকা (মন্দ, অহিতকর চিন্তা) বসিবে এবং তাহাকে আক্রমণ করিবে। তাহারা এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।

তাহার চিন্তন রাগ কেন্দ্রিভূত মক্ষিকা সদৃশএকত্রিত হইবে।
গলিত মাংসের দুর্গন্ধ সদৃশ ভিক্ষু দূষিত কলুষিত।
নির্বাণ হইতে সে বহু দূরে, দুঃখের ভাগী হয় সে।
গ্রামে বা বনে সেই ভিক্ষু ঘুরিয়া বেড়ায়,
নির্বোধ, বিহ্বল তাহা সদৃশ সাথি খুঁজিয়া পায় না,
মক্ষিকা (রাগ) দ্বারা পরিবৃত হয়।
কিন্তু যাঁহারা শীলে প্রতিষ্ঠিত, প্রশান্ত
প্রজ্ঞা দ্বারা উপশমে রত তাঁহারা সুখে বাস করেন,
তাঁহাদের মধ্যে রাগ মক্ষিকা বিনষ্ট হইয়াছে।"

৭. প্রথম অনুরুদ্ধ সূত্র

১৩০. ১. "তৎপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবান যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। তৎপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, আমি ইহ জগতে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা মনুষ্য দেহ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাই স্ত্রী জাতি কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম ধারণ করিতেছে। ভন্তে, কী কী কারণে স্ত্রী জাতি এইরূপ জন্ম লাভ করে?"

২. "অনুরুদ্ধ, তিনটি গুণ প্রভাবে স্ত্রী জাতি কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-

দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম ধারণ করিতেছে। ভন্তে, কী কী কারণে স্ত্রী জাতি এইরূপ জন্ম লাভ করে। কী কী? অনুরুদ্ধ, স্ত্রীজাতি পূর্বাহ্ণ সময়ে মাৎসর্য-মলযুক্ত চিত্তে গৃহে বাস করে। মধ্যাহ্ন সময়ে একজন স্ত্রীলোক ঈর্ষাযুক্ত চিত্তে গৃহে বাস করে। সায়াহ্ন সময়ে একজন স্ত্রীলোক কামরাগযুক্ত হইয়া গৃহে বাস করে। অনুরুদ্ধ, এই তিনটি গুণযুক্ত স্ত্রীলোক নরকে জন্মগ্রহণ করে।"

৮. দ্বিতীয় অনুরুদ্ধ সূত্র

১৩১. ১. "অতঃপর শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে দর্শনে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বলেন, "আবুসো সারিপুত্র, আমি ইহলোকে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা মানব কায়া অতিক্রম করিয়া সহস্র লোক দেখিতে পাই। আমার বীর্য অটল। আমার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত। আমার দেহ প্রশান্ত, অবিচল। আমার চিত্ত সমাহিত, একাগ্র। তৎসত্ত্বেও আমার চিত্ত নির্লোভ নহে, আসব হইতে বিমুক্ত নহে।"

২. "আবুসো অনুরুদ্ধ, সহস্র লোকধাতু দর্শন ব্যাপারে আপনার উক্তি শুধুমাত্র আপনার অহমিকা। উৎসাহ এবং অবিচলতা সম্পর্কে উক্তি ঔদ্ধত্য মাত্র। আসক্তি হইতে আপনার চিত্তের অধিমুক্তি সম্পর্কে আপনার উক্তি উদ্বেগ মাত্র। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যদি এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগ করিতেন তাহা হইলে ইহা তাঁহার জন্য মঙ্গলকর হইত। এই সব বিষয় যদি চিন্তা না করিতেন, অমৃত (মৃত্যুহীন) ধাতুতে মন (চিত্ত) কেন্দ্রীভূত করিতেন তাহা তাঁহার জন্য মঙ্গলময় হইত।"

৩. সুতরাং পরবর্তী সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই তিনটি অবস্থা পরিত্যাগ করেন, এইগুলিতে মনোযোগ দেন নাই কিন্তু অমৃত ধাতুতে তাঁহার মন কেন্দ্রীভূত করেন। ইহা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ একাকী, নির্জনরত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, আগ্রহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাস করিয়া অতি শীঘ্রই সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য লাভ করেন যে জন্য কুলপুত্রগণ যথার্থই আগারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন লাভ করেন। এমনকি তিনি ইহজীবনে ব্রহ্মচর্য যাপন শেষে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি জানেন, "জন্ম ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত, আমার করণীয় কৃত, আমার এইরূপ হওয়ার নহে।" শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ অর্হৎগণের অন্যতম হইলেন।"

৯. প্রতিচ্ছন্ন সূত্র

১৩২. ১. “ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় গোপনে অনুশীলিত হয়, খোলাখুলি নহে। সেইগুলি কী কী? ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি গোপনে কাজ করে, খোলাখুলি নহে। ব্রাহ্মণেরা গোপনে মন্ত্রণা করে, প্রকাশ্যে নহে। মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিগণ, গোপনে তাহাদের দৃষ্টি পোষণ করে, প্রকাশ্যে নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় গোপনে কৃত, প্রকাশ্যে নহে।”

২. ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় প্রকাশ্যভাবে সকলের জ্ঞাতে প্রকাশিত হয়, গোপনে নহে। কী কী? চন্দ্রের আলো সকলের জ্ঞাতে প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হয়; গোপনে নহে। সূর্যের আলোও তদ্রুপ। তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় প্রকাশ্যভাবে সবার জ্ঞাতে প্রকাশিত হয়, গোপনে নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় প্রকাশ্যভাবে সকলের জ্ঞাতে প্রকাশিত হয়, গোপনে নহে।”

১০. লেখ সূত্র

১৩৩. ১. “ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। কী কী? পাষাণ লেখ সদৃশ ব্যক্তি, মাটি সদৃশ ব্যক্তি, জল সদৃশ ব্যক্তি। ভিক্ষুগণ, পাষাণ লেখ সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি আছে যে সব সময় ক্রোধপরায়ণ। অধিকন্তু সেই ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন ভিক্ষুগণ, পাষাণে খোদাই লেখা বাতাস বা জল দ্বারা মোছা যায় না, চিরস্থায়ী হয়, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তাহার ক্রোধ যাহা সব সময় বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি পাষাণ লেখা সদৃশ বলিয়া অভিহিত হয়।

২. মাটি সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, একপ্রকার ব্যক্তি আছে যাহার ক্রোধ সব সময় বৃদ্ধি পায় কিন্ত তাহার ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন ভিক্ষুগণ, মাটিতে লেখা অতি শীঘ্রই বাতাস বা জল দ্বারা মুছিয়া যায়, চিরস্থায়ী হয় না তদ্রূপ তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাই মাটি সদৃশ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত।

৩. ভিক্ষুগণ, উদক লেখা সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে কর্কশভাবে, তীব্রভাবে, অভদ্রভাবে ভাষিত হলেও সহজে পুনর্মিলিত হয়, উপযোগী ও বন্ধুভাবাপন্ন হয়। যেমন ভিক্ষুগণ, জলে যাহা খোদিত হয় তাহা অতি শীঘ্র বিলীন হইয়া যায়, দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তদ্রূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশভাবে, তীব্রভাবে, অভদ্রভাবে ভাষিত হলেও সহজে পুনর্মিলিত হয়, উপযোগী ও বন্ধুভাবাপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ,

এইরূপ ব্যক্তি জল লেখা সদৃশ বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।”

১৪. ৪. যোদ্ধা বর্গ

১. যাদ্ধা সূত্র

১৩৪. ১. “ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন যোদ্ধা রাজার যোগ্য। রাজকীয় সম্পত্তি, রাজার নিকট সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। তিন গুণ কী কী? ভিক্ষুগণ, একজন যোদ্ধা দূর-ভেদক, একজন অক্ষণ (বিদ্যুৎ সদৃশ) ভেদী, আর একজন বহু বস্তু বিদ্ধকারী। এই তিনটি গুণসম্পন্ন যোদ্ধা রাজার যোগ্য। রাজকীয় সম্পত্তি, রাজার নিকট সম্পত্তি বলিয়া গণ্য।

২. তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, সম্মানের যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র। কী কী? এই ক্ষেত্রে একজন ভিক্ষু দূরভেদী, অক্ষণ ভেদী, বহু বস্তু বিদ্ধকারী বলিয়া পরিগণিত।

৩. কিভাবে একজন ভিক্ষু দূরভেদী হয়? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ (বস্তু) তাহা অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে যাহাই হউক না কেন সংক্ষেপে যাহা সে প্রত্যক্ষ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথ দর্শন করে : ইহা আমার নহে, আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে। অতীত হউক বা বর্তমান হউক বা ভবিষ্যৎ হউক যাহা কিছু বেদনা (অনুভূতি) স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে—সবই বেদনা, সে বেদনাই প্রত্যক্ষ করে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকভাবে দর্শন করে—ইহা আমার নহে। আমি নহি , আমার আত্মা নহে। অতীত হউক বা বর্তমান হউক বা ভবিষ্যৎ হউক যাহা কিছু সংজ্ঞা (উপলব্ধি) তাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে সবই সংজ্ঞা, সে সংজ্ঞাই প্রত্যক্ষ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকভাবে দর্শন করে : ইহা আমার নহে, আমি নহি, আমার আত্মা নহে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু দূরভেদী হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কিভাবে অক্ষণ (বিদ্যুৎসম) ভেদী হয়? একজন ভিক্ষু যথার্থই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। এইভাবে সে অক্ষণ ভেদী হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বহু বস্তুর বিদ্ধকারী হয়? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু বিশাল অবিদ্যাস্কন্ধ বিদ্ধকারী করে। এইভাবে একজন ভিক্ষু

বিশাল বস্তুর বিদ্ধকারী হয়। এইরূপে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, সম্মানের যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত।"

২. পরিষদ সূত্র

১৩৫. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার পরিষদ। কী কী? লম্বা চওড়া কথায় শিক্ষিত পরিষদ, অনুসন্ধানে দক্ষ পরিষদ, যে পরিষদ ইহার ঝোঁক অনুসারে দক্ষ। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার পরিষদ।"

৩. মিত্র সূত্র

১৩৬. "ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত একজন ব্যক্তি বন্ধু হিসেবে অনুসরণ যোগ্য। কী কী? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যাহা দেয় যাহা কষ্টে দিতে হয়, তাহা করে যাহা কষ্টে করিতে হয়, তাহা যাহা দুঃসহ। যদি তাহার এই তিনটি গুণ থাকে তাহা হইলে সে বন্ধু হিসেবে অনুসরণযোগ্য।"

৪. আবির্ভাব সূত্র

১৩৭. ১. "ভিক্ষুগণ, তথাগতের আবির্ভাব হউক বা না হউক, প্রকৃতির এই কার্য-কারণ নিয়ম, এই ধর্মনিয়ামতা বিদ্যমান থাকে যেমন, সকল সংস্কার (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) অনিত্য। এই ব্যাপারে তথাগত জ্ঞানদীপ্ত, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন। এইরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া তিনি দেশনা করেন, শিক্ষা দেন, স্পষ্ট করেন, প্রদর্শন করেন, উন্মুক্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, পরিজ্ঞাত করেন—সকল সংস্কার অনিত্য।"

২. "ভিক্ষুগণ, তথাগতের আবির্ভাব হউক বা না হউক, প্রকৃতির এই কার্য-কারণ নিয়ম, এই ধর্মনিয়ামতা বিদ্যমান থাকে যেমন, সকল সংস্কার দুঃখ। এই ব্যাপারে তথাগত জ্ঞানদীপ্ত, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন। এইরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া তিনি দেশনা করেন, শিক্ষা দেন, স্পষ্ট করেন, প্রদর্শন করেন, উন্মুক্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, পরিজ্ঞাত করেন—সকল সংস্কার দুঃখ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, তথাগতের আবির্ভাব হউক বা না হউক, প্রকৃতির এই কার্য-কারণ নিয়ম, এই ধর্মনিয়ামতা বিদ্যমান থাকে যেমন, সকল সংস্কার অনাত্ম। এই ব্যাপারে তথাগত জ্ঞানদীপ্ত, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন। এইরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া তিনি দেশনা করেন, শিক্ষা দেন, স্পষ্ট করেন, প্রদর্শন করেন, উন্মুক্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, পরিজ্ঞাত

করেন—সকল সংস্কার অনাত্ম।"

৫. কেশকম্বল সূত্র

১৩৮. ১. "যেমন ভিক্ষুগণ, কেশ কম্বল সকল প্রকার তন্তু বস্ত্রের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট যেহেতু ভিক্ষুগণ, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কেশ কম্বল ঠান্ডা হয়, গরম আবহাওয়ায় গরম হয়, দুর্বর্ণ, দুর্গন্ধ এবং স্পর্শ হয় নিরানন্দময়। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, শ্রমণদের যত প্রকার মতবাদ আছে তন্মধ্যে মক্ষলীবাদ সর্বনিকৃষ্ট। ভিক্ষুগণ, অজ্ঞানী মক্ষলী এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন—কর্ম নাই, কার্য নাই, করার বীর্য (কর্মশক্তি) নাই।

২. ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল অর্হৎ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সবাই কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ও বীর্যবাদী হইবেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ, মূর্খ মক্ষলী এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগ করেন এবং প্রবর্তন করেন এই মতবাদ—কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই, বীর্য নাই।

৩. ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও যে সকল অর্হৎ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন তাঁহারা সবাই কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ও বীর্যবাদী হইবেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ, মূর্খ মক্ষলী এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগ করেন এবং প্রবর্তন করেন এই মতবাদ—কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই, বীর্য নাই।

ভিক্ষুগণ, আমি যিনি অর্হৎ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ সেই আমিও কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, বীর্যবাদী। আমাকেও মূর্খ পুরুষ মক্ষলী বর্জন করিয়াছেন—কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই, বীর্য নাই—এই মতবাদ দ্বারা।

৪. যেমন ভিক্ষুগণ, নদীমুখে একজন লোক বহু মৎস্যের ক্ষতি, দুঃখ, দুর্দশা এবং ধ্বংসের জন্য ফাঁদ পাতে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, মূর্খ পুরুষ মক্ষলী বহু লোকের ক্ষতি, দুঃখ, দুর্দশা এবং ধ্বংসের জন্য মনুষ্য ফাঁদ পাতেন বলিয়া মনে হয়।"

৬. সম্পদ সূত্র

১৩৯. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ। কী কী? শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ। এই তিন সম্পদ।"

৭. বুদ্ধি সূত্র

১৪০. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বৃদ্ধি। কী কী? শ্রদ্ধাবৃদ্ধি, শীলবৃদ্ধি, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি। এই প্রকার বৃদ্ধি।"

৮. অশ্ব-শাবক সূত্র

১৪১. ১. "ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অশ্বের মধ্যে তিন প্রকার অশ্বশাবক এবং মানবের মধ্যে তিন প্রকার মনুষ্য শাবকের বিষয় শিক্ষা দিব। তোমরা শ্রবণ কর, আগ্রহ-সহকারে মনঃসংযোগ কর, আমি ভাষণ করিব।" ভিক্ষুগণ, "হ্যাঁ ভন্তে," বলিয়া ভগবানকে উত্তর দেন। ভগবান বলেন, "ভিক্ষুগণ, অশ্বদের তিন শাবক কিরূপ? কোনো কোনো অশ্বশাবক গতিবান কিন্তু বর্ণসম্পন্ন নহে, উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কোনো কোনো অশ্বশাবক এই তিনটি গুণেই গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অশ্বশাবক। ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে তিন প্রকার শাবক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যুবক একইভাবে অনুরূপ গুণসম্পন্ন।

২. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন যুবক গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন ও উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথার্থই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি এই প্রভেদকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু যদি সে অতিরিক্ত ধর্ম ও অতিরিক্ত বিনয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় তাহা হইলে সে ইতস্তত করে, প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে না। আমি এই ব্যর্থতাকে তাহার "বর্ণহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। মনে কর যে সে পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভে ব্যর্থ, আমি ইহাকে তাহার "উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মানবের মধ্যে গতিসম্পন্ন শাবক ও বর্ণহীনতা, উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা প্রত্যক্ষ করি।

৩. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন যুবক গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু সামঞ্জস্য বিহীন? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যথার্থই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যখন সে অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে ইহা সমাধান করে, ইতস্তত করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। তথাপি সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভে ব্যর্থ। আমি ইহাকে তাহার "সামঞ্জস্যহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মনুষ্য শাবক গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

৪. ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু সকল গুণে গুণান্বিত? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথার্থই জানে—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যখন

সে অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে ইহা সমাধান করে, ইতস্তত করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী হয়। আমি ইহাকে তাহার "সামঞ্জস্যপূর্ণতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, পুরুষ গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলি পুরুষের মধ্যে তিন প্রকার শাবক।"

৯. অস্‌স পরস্‌স সূত্র

১৪২. ১. "ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অশ্বের মধ্যে তিন প্রকার সুমার্জিত অশ্ব এবং মানবের মধ্যে তিন প্রকার সুমার্জিত মানব সম্পর্কে দেশনা করিব। তোমরা শ্রবণ কর, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর, আমি দেশনা করিব।" ভিক্ষুগণ, "হ্যাঁ ভন্তে," বলিয়া উত্তর দিলেন। ভগবান বলেন, "ভদ্র" অশ্ব কীরূপ? ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অশ্বের মধ্যে তিন প্রকার অশ্ব শাবক এবং মানবের মধ্যে তিন প্রকার মনুষ্য শাবকের বিষয় শিক্ষা দিব। তোমরা শ্রবণ কর, আগ্রহ-সহকারে মনঃসংযোগ কর, আমি ভাষণ করিব।" ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভন্তে," বলিয়া ভগবানকে উত্তর দেন। ভগবান বলেন, "ভিক্ষুগণ, অশ্বদের তিন শাবক কিরূপ? কোনো কোনো অশ্বশাবক গতিবান কিন্তু বর্ণ সম্পন্ন নহে, উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কোনো কোনো অশ্বশাবক এই তিনটি গুণেই গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অশ্বশাবক। ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে তিন প্রকার শাবক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যুবক একইভাবে অনুরূপ গুণসম্পন্ন।

২. ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ সুমার্জিত মানব গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেহ কেহ গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সুমার্জিত মানব তিনটি গুণেই গুণান্বিত।

৩. ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার সুমার্জিত মানব গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু পঞ্চ সংযোজন (বন্ধন) যেইগুলি নীচতর জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সেইগুলি ধ্বংস করিয়া আপনা আপনি জাত হয়, তথা হইতে পরিনির্বাণ লাভ করে। সে সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করে না। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যদি সে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, অভিধর্ম এবং অভিবিনয় সম্পর্কে সে ইতস্তত করে। সমাধান করিতে পারে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। মনে কর যে সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-

পরিষ্কার লাভে ব্যর্থ, আমি ইহাকে তাহার "উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মানবের মধ্যে গতিসম্পন্ন শাবক ও বর্ণহীনতা, উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা প্রত্যক্ষ করি।

৪. ভিক্ষুগণ, কিভাবে সুমার্জিত মানব গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন হয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু পঞ্চ সংযোজন (বন্ধন) যেইগুলি নীচতর জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, যেইগুলি ধ্বংস করিয়া আপনা আপনি জাত হয়, তথা হইতে পরিনির্বাণ লাভ করে। সে সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করে না। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যদি সে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, অভিধর্ম এবং অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, সে ইহা সমাধান করিতে পারে, ইতস্তত করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। তবুও সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভ করে না। আমি ইহাকে তাহার "সামঞ্জস্যপূর্ণতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মানুষ গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন হয় কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

৫. ভিক্ষুগণ, কিভাবে মানুষ গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু পঞ্চ সংযোজন (বন্ধন) সেইগুলি নীচতর জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সেইগুলি ধ্বংস করিয়া আপনা আপনি জাত হয়, তথা হইতে পরিনির্বাণ লাভ করে। সে সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করে না। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যদি সে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, যদি সে অভিধর্ম এবং অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, সে ইহা সমাধান করিতে পারে, ইতস্তত করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। তবুও সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভ করে। আমি ইহাকে তাহার সামঞ্জস্যপূর্ণতা বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, সে তিনটি গুণসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপই তিন প্রকার সুমার্জিত মানব।"

১০. অস্‌সজানীয় সূত্র

১৪৩. "ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে তিনটি উৎকৃষ্ট দক্ষ অশ্ব এবং তিনজন দক্ষ উৎকৃষ্ট মানব সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করিব। তোমরা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করিতেছি।" "হ্যাঁ ভন্তে," বলিয়া ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলেন, ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার দক্ষ অশ্ব কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো দক্ষ অশ্ব গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন এবং

সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিক্ষুগণ, উৎকৃষ্ট দক্ষ অশ্ব এই তিন প্রকারই। ভিক্ষুগণ, তিনজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভদ্র দক্ষ অশ্ব গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিক্ষুগণ, উৎকৃষ্ট দক্ষ অশ্ব এই তিন প্রকারই। ভিক্ষুগণ, তিনজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব কিরূপ? ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অশ্বের মধ্যে তিন প্রকার অশ্বশাবক এবং মানবের মধ্যে তিন প্রকার মনুষ্য-শাবকের বিষয় শিক্ষা দিব। তোমরা শ্রবণ কর, আগ্রহ-সহকারে মনঃসংযোগ কর, আমি ভাষণ করিব।" ভিক্ষুগণ, "হ্যাঁ ভন্তে," বলিয়া ভগবানকে উত্তর দেন। ভগবান বলেন, "ভিক্ষুগণ, অশ্বদের তিন শাবক কিরূপ? কোনো কোনো অশ্বশাবক গতিবান কিন্তু বর্ণসম্পন্ন নহে, উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কোনো কোনো অশ্বশাবক এই তিনটি গুণেই গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অশ্বশাবক। ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে তিন প্রকার শাবক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যুবক একইভাবে অনুরূপ গুণসম্পন্ন। ত্রিবিধ সুমার্জিত মানব গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেহ কেহ গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সুমার্জিত মানব তিনটি গুণেই গুণান্বিত। এইভাবে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব গতিসম্পন্ন, বর্ণস্পন্ন ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব তিনভাবে প্রতিভাদীপ্ত? ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে, ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করে। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সে ইহা সমাধান করে, ইতস্তত করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। তদ্রূপ সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভ করে। আমি ইহাকে তাহার "সুসামঞ্জস্যপূর্ণতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব এই তিনটি প্রতিভাদীপ্ত গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই তিন প্রকারই উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব।"

১১. প্রথম মোরনিবাপ সূত্র

১৪৪. "এক সময় ভগবান রাজগৃহের মোরনিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিয়া ভিক্ষুগণকে ভগবান এইরূপ বলেন, ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন

একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য যাপন করিয়াছে, পুরোপুরি গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছে, সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম। তিন গুণ কী কী? অশৈক্ষ্য (পারদর্শী, অর্হতের) শীলস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য যাপন করিয়াছে, পুরোপুরি গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছে, সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম।"

১২. দ্বিতীয় মোরনিবাপ সূত্র

১৪৫. "ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য যাপন করিয়াছে, পুরোপুরি গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়াছে, সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনটি গুণ কী কী? ঋদ্ধি প্রাতিহার্য (অলৌকিক শক্তি), অদেশনা প্রাতিহার্য (চিত্ত জানার আশ্চর্য ব্যাপার), অনুশাসন প্রাতিহার্য (শিক্ষার আশ্চর্য ব্যাপার)। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য যাপন করিয়াছে, পুরোপুরি গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছে, সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম।"

১৩. তৃতীয় মোর নিবাপ সূত্র

১৪৬. "ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য যাপন করিয়াছে, পুরোপুরি গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়াছে, সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম। কী কী? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য যাপন করিয়াছে, পুরোপুরি গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়াছে, সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম।"

১৫. ৫. মঙ্গল বর্গ

১. অকুশল সূত্র

১৪৭. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অকুশলকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে

নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক কুশলকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

২. সাবজ্জ সূত্র

১৪৮. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক দোষযুক্ত নিন্দার্হ কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক সমকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

৩. বিসম সূত্র

১৪৯. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিসমকর্ম (অকুশলকর্ম)। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক সমকর্ম (কুশলকর্ম)। এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

৪. অশুচি সূত্র

১৫০. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক অশুচিকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক শুচি (পরিচ্ছন্ন)-কর্ম। এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

৫. প্রথম খত সূত্র

১৫১. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন নির্বোধ, পাপী, অজ্ঞ ব্যক্তি

জীবনহীন, উৎপাটিত শিকড়সম নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত ও বহু অকুশল প্রসব করে। তিনটি কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক অকুশল কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন নির্বোধ, পাপী, অজ্ঞ ব্যক্তি জীবনহীন, উৎপাটিত শিকড়সম নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত ও বহু অকুশল প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবনহীন ও উৎপাটিত শিকড়সম হয় না। সে নির্দোষ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে। তিনটি গুণ কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক কুশল (যথার্থ)-কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবনহীন ও উৎপাটিত শিকড়সম হয় না। সে নির্দোষ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে।"

৬. দ্বিতীয় খত সূত্র

১৫২. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অকুশলকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক কুশলকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

৭. তৃতীয় খত সূত্র

১৫৩. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক অকুশলকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক সমকর্ম (কুশলকর্ম)। এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

৮. চতুর্থ খত সূত্র

১৫৪. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক অশুচিকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত

হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক শুচি (পরিচ্ছন্ন)-কর্ম। এই তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

৯. বন্দনা সূত্র

১৫৫. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বন্দনা। কী কী? কায়িক, বাচনিক, মানসিক। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বন্দনা।"

১০. পূর্বাহ্ন সূত্র

১৫৬. "ভিক্ষুগণ, যে-সকল সত্ত্বগণ পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সৎকর্ম সম্পাদন করে : তাহাদের এইরূপ প্রভাত সুপ্রভাত, তাহাদের এইরূপ মধ্যাহ্ন সুখী মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন সুসময়।

ব্রহ্মচারীকে (ভিক্ষুদিগকে) দান করাই গৃহস্থগণের সু-নক্ষত্র, সুমঙ্গল, সু-প্রভাত, শুভোদয়, শুভক্ষণ ও শুভ মুহূর্ত।

তাহারা কায়িক-কর্ম প্রদক্ষিণ, বাচনিক-কর্ম প্রদক্ষিণ, মানসিক-কর্ম প্রদক্ষিণ ও সৎ প্রণিধি প্রদক্ষিণ এই সকল প্রদক্ষিণ করিয়া, জাত ফল লাভ করে। তোমরা জ্ঞাতিবর্গের সহিত অর্থলব্ধ সুখী, বুদ্ধ-শাসনে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসুখে সুখী হও।"

১৬. ৬. অচেলক বর্গ

১৫৭-১৬৩. "ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রতিপদা (আচরণীয়)। কী কী? নির্দয় লম্পট, আত্ম-নিপীড়ক এবং মধ্যম প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, নির্দয় প্রতিপদা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এইরূপ বলে, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে : কাম সেবনে কোনো দোষ নাই, তদ্বারা চরম ধ্বংস নিয়া আসে। এইরূপ প্রতিপদা ভিক্ষুগণ, নির্দয় প্রতিপদা হিসেবে আখ্যায়িত।

ভিক্ষুগণ, আত্মনিপীড়ন প্রতিপদা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ নগ্নভাবে চলে, সে অসংযতাচারী, সে হস্ত অবলেহন করে। তাহার এইরূপ কিছু নাই "সম্মানাস্পদ, আসুন!" অথবা "সম্মানাস্পদ, একটু স্থির হউন!" সে তাহার নিকট আনীত খাদ্য অস্বীকার করে, বিশেষ খাদ্য অস্বীকার করে, নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে। সে কুম্ভ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, পাত্র হইতেও না অথবা প্রবেশ দ্বারে, জ্বালানি কাষ্ঠের মধ্যে, চাউল পেষনীর খাদ্য গ্রহণ করে না। দুইজনে যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন সে আহার করে না, গর্ভিনীর খাদ্য,

স্তন্যদায়িনীর খাদ্য, পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গকারীর খাদ্য গ্রহণ করে না। সে মিশ্রিত সংগ্রহ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, অথবা কুকুর যেখানে দাঁড়ায় সেখানে অথবা মক্ষিকা যেখানে একত্রিত হয় সেখানে। সে মাছ বা মাংস ভক্ষণ করে না, মদ বা নেশা জাতীয় পানীয় সেবন করে না, এমনকি যাগুও না। সে মাত্র এক গৃহের যাচক, এক গ্রাস আহারকারী অথবা দুই গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। দুই গ্রাস ভোজন... সাত গৃহ হইতে এবং মাত্র সাত গ্রাস গ্রহণ করিতে পারে। সে সামান্য একপাত্র পরিমাণ খাদ্যের উপর বা সামান্য দুই পাত্র হইতে সামান্য সাত পাত্রের উপর নির্ভর করে। সে দিনে একবার মাত্র আহার করে অথবা দুই দিনে একবার আহার করে, তিন দিনে একবার আহার করে, চার দিনে একবার আহার করে, পাঁচ দিনে একবার আহার করে, ছয় দিনে একবার আহার করে, সাত দিনে একবার মাত্র আহার করে। এইভাবে প্রথানুসারে প্রদত্ত খাদ্য এমনকি অর্ধ মাসান্তর খাদ্যে জীবন-যাপন করে। সে শাকসব্জি, জোয়ার, শুকনা চাউল, চামড়ার ক্ষুদ্র খণ্ড, শৈবাল, চাউলের গুঁড়া, চাউলের দগ্ধ গাজর, তৈলবীজের ময়দা, তৃণ এবং গোবর আহার করে। সে বনের পতিত ফল-মূলাহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সে মোটা পট্ট বস্ত্র পরিধান করে, বিভিন্ন আঁশের বস্ত্র, পরিত্যক্ত বস্ত্র, আবর্জনা স্তূপের কম্বল, বৃক্ষ ছালের আঁশ, কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া, কুশ তৃণের তৈরি বস্ত্র, ফলকচীর, কেশ কম্বল, অশ্ব কেশের তৈরি কম্বল, পশমের তৈরি কম্বল পরিধান করে। সে চুল-শ্মশ্রু সংগ্রহকারী, সে দাঁড়াইয়া থাকে এবং আসন প্রত্যাখ্যান করে। সে একজন "কণ্টক শয্যা"র লোক। শস্যের আঁটির উপর সে শয্যা রচনা করে। সে সন্ধ্যাবেলায়ও তৃতীয়বার জলে ডুবিয়া স্নান করে। এইভাবে সে বিভিন্ন উপায়ে শরীরকে যন্ত্রণা দিয়া বাঁচিয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়, "আত্ম-নিপীড়ন"।

ভিক্ষুগণ, মধ্যম প্রতিপদা অনুশীলন কিরূপ? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী, উৎসাহী, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হইয়া অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য সংযত করিয়া অবস্থান করে। ইহাই "মধ্যম প্রতিপদা।" ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রতিপদা।

"ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রতিপদা (আচরণীয়)। কী কী? নির্দয় লম্পট, আত্ম-পীড়ক এবং মধ্যম প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, নির্দয় প্রতিপদা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এইরূপ বলে, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে : কাম সেবনে কোনো দোষ নাই, তদ্দারা চরম ধ্বংস নিয়া আসে। এইরূপ প্রতিপদা ভিক্ষুগণ, নির্দয় প্রতিপদা হিসেবে আখ্যায়িত।

ভিক্ষুগণ, আত্ম-পীড়ন প্রতিপদা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ নগ্নভাবে চলে, সে অসংযতাচারী, সে হস্ত অবলেহন করে। তাহার এইরূপ কিছু নাই "সম্মানাস্পদ, আসুন!" অথবা "সম্মানাস্পদ, একটু স্থির হউন!" সে তাহার নিকট আনীত খাদ্য অস্বীকার করে, বিশেষ খাদ্য অস্বীকার করে, নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে। সে কুম্ভ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, পাত্র হইতেও না অথবা প্রবেশ দ্বারে, জ্বালানি কাষ্ঠের মধ্যে, চাউল পেষণীর খাদ্য গ্রহণ করে না। দুইজনে যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন সে আহার করে না, গর্ভিনীর খাদ্য, স্তন্যদায়িনীর খাদ্য, পুরুষের সাথে যৌনসংসর্গকারীর খাদ্য গ্রহণ করে না। সে মিশ্রিত সংগ্রহ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, অথবা কুকুর যেখানে দাঁড়ায় সেখানে অথবা মক্ষিকা যেখানে একত্রিত হয় সেখানে। সে মাছ বা মাংস ভক্ষণ করে না, মদ বা নেশা জাতীয় পানীয় সেবন করে না, এমনকি যাগুও না। সে মাত্র এক গৃহের যাচক, এক গ্রাস আহারকারী অথবা দুই গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। দুই গ্রাস ভোজন... সাত গৃহ হইতে এবং মাত্র সাত গ্রাস গ্রহণ করিতে পারে। সে সামান্য একপাত্র পরিমাণ খাদ্যের উপর বা সামান্য দুই পাত্র হইতে সামান্য সাত পাত্রের উপর নির্ভর করে। সে দিনে একবার মাত্র আহার করে অথবা দুই দিনে একবার আহার করে, তিন দিনে একবার আহার করে, চার দিনে একবার আহার করে, পাঁচ দিনে একবার আহার করে, ছয় দিনে একবার আহার করে, সাত দিনে একবার মাত্র আহার করে। এইভাবে প্রথানুসারে প্রদত্ত খাদ্য এমনকি অর্ধমাসান্তর খাদ্যে জীবন-যাপন করে। সে শাকসজি, জোয়ার, শুকনা চাউল, চামড়ার ক্ষুদ্র খণ্ড, শৈবাল, চাউলের গুঁড়া, চাউলের দগ্ধ গাজর, তৈলবীজের ময়দা, তৃণ এবং গোবর আহার করে। সে বনের পতিত ফল-মূলাহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সে মোটা পট্ট বস্ত্র পরিধান করে, বিভিন্ন আঁশের বস্ত্র, পরিত্যক্ত বস্ত্র, আবর্জনা স্তূপের কম্বল, বৃক্ষ ছালের আঁশ, কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া, কুশ তৃণের তৈরি বস্ত্র, ফলকচীর, কেশ কম্বল, অশ্ব কেশের তৈরি কম্বল, পশমের তৈরি কম্বল পরিধান করে। সে চুল-শ্মশ্রু সংগ্রহকারী, সে দাঁড়াইয়া থাকে এবং আসন প্রত্যাখ্যান করে। সে একজন "কণ্টক শয্যা"র লোক। শস্যের আঁটির উপর সে শয্যা রচনা করে। সে সন্ধ্যাবেলায়ও তৃতীয়বার জলে ডুবিয়া স্নান করে। এইভাবে সে বিভিন্ন উপায়ে শরীরকে যন্ত্রণা দিয়া বাঁচিয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়, "আত্ম-নীপিড়ন"।

মধ্যম প্রতিপদা কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনুৎপন্ন বা অকুশলধর্মের অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পুণ্য

উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশলধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য প্রবল ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম এবং দৃঢ় চিত্ত গ্রহণ করে। ছন্দ-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। বীর্য-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। চিত্ত-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। বীমংসা (পরীক্ষামূলক) সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, বীর্য-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, সমাধি-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে। শ্রদ্ধা-বলের ভাবনা করে, বীর্য-বলের ভাবনা করে, স্মৃতি-বলের ভাবনা করে, সমাধি-বলের ভাবনা করে, প্রজ্ঞা-বলের ভাবনা করে। স্মৃতি-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, ধর্ম বিচয় (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা)-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, বীর্য-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, প্রশান্তি-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, সমাধি-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, উপেক্ষা-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে। সম্যক দৃষ্টি ভাবনা করে, সম্যক সঙ্কল্প ভাবনা করে, সম্যক বাক্য ভাবনা করে, সম্যক কর্ম ভাবনা করে, সম্যক আজীব ভাবনা করে, সম্যক প্রচেষ্টা ভাবনা করে, সম্যক স্মৃতি ভাবনা করে, সম্যক সমাধি ভাবনা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই মধ্যম প্রতিপদা।"

১৭. ৭. কম্মপথ পেয়্যালং

১৬৪-১৮৩. "ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত হইয়া একজন লোক তাহার শাস্তি-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনটি বিষয় কী কী? নিজে প্রাণী হত্যাকারী, অপরকে প্রাণিহত্যায় উৎসাহিত করে, তাহা সমর্থন করে। এই তিনটি বিষয়যুক্ত হইয়া একজন লোক তাহার শাস্তি-স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার পুণ্যের পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। তিনটি গুণ কী কী? সে নিজে প্রাণিহত্যা বিরত, অন্যকেও প্রাণিহত্যা বিরত হইতে উৎসাহিত করে, সংযমকে সমর্থন করে। ভিক্ষুগণ, এই তিন গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার পুণ্যের পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে গমন করে।"

"চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন বাক্য (অপবাদ, নিন্দা), পরুষ বাক্য (কর্কশ, তিক্ত), সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য ভাষণ), অভিধ্যা (লোভ), ব্যাপাদ (ঈর্ষা) এবং মিথ্যাদৃষ্টি। উল্লিখিত প্রত্যেকটি নিজে করে, অপরকেও উৎসাহিত করে, ইহা সমর্থন করে। পুনঃ প্রতিটি বিষয় হইতে নিজে যেমন বিরত হয়, অপরকেও বিরত হইবার জন্য উৎসাহিত করে এবং ওই বিষয়ে সংযম অবলম্বন সমর্থন করে (প্রত্যেকটি বিষয় ১৬৪-১৮৩ নম্বরের সাথে

মিলাইয়া পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে)।"

১৮. ৮. রাগপেয়্যালং

১৮৪. "ভিক্ষুগণ, রাগের উপলব্ধির জন্য তিনটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। কী কী? শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত (লক্ষণহীন) সমাধি, অনধিক কামনা সমাধি। ভিক্ষুগণ, রাগের উপলব্ধি, ধ্বংস, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিতৃষ্ণা, নিরোধ, ত্যাগ, মুক্তি লাভের জন্য এই তিনটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। দোষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, কপটতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, একগুঁয়েমিতা, প্রচণ্ডতা, মান, ঔদ্ধত্য, মত্ততা, প্রমাদের উপলব্ধি, পরিজ্ঞাত হওয়া, (পূর্ববৎ) মুক্তি লাভের জন্য এই তিনটি বিষয় চিন্তা করা উচিত। ভগবান এইরূপ বলেন। ভিক্ষুগণ, আনন্দিত হইয়া ভগবানের ভাষণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।"

॥ তিক নিপাত সমাপ্ত ॥

॥ সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম খণ্ড) সমাপ্ত ॥

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

চতুষ্ক নিপাত

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির,
ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু
ও ভদন্ত সীবক ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশকাল : পূজ্য বনভন্তের ৯২তম শুভ জন্মদিন
২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষের ৮ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
২৫ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

অনুবাদকবৃন্দ : ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির,
ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু,
ভদন্ত সীবক ভিক্ষু

দ্বিতীয় প্রকাশনায় : সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ

কম্পোজ : ভদন্ত আনন্দজগৎ ভিক্ষু,
বিপুলানন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত ভাবনাসিদ্ধি ভিক্ষু
সহযোগিতায় : ভদন্ত করুণাময় ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড)

চতুষ্ক নিপাত

উৎসর্গ

বাংলাদেশ-ভারত
এই উপমহাদেশের বর্তমান সময়ে
বুদ্ধশাসনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ভিক্ষুকুল
গৌরবরবি, বুদ্ধপুত্র, মহান শ্রাবকবুদ্ধ, দুঃখমুক্তির
পথপ্রদর্শক, আমাদের পরম কল্যাণমিত্র, পারমার্থিক গুরুদেব
সর্বজনপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
মহোদয়ের ৯২তম শুভ জন্মদিনে
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে
এবং
বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক,
লেখক, পণ্ডিতপ্রবর, সুদেশক, আমাদের
পালি শিক্ষাদাতা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের
দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গিত হল।

অনুবাদকবৃন্দ

প্রকাশকের বক্তব্য

বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। আর বুদ্ধধর্ম হচ্ছে জ্ঞানের ধর্ম। এই ধর্মের মৈত্রীসুধা মহামতি গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন এবং পৃথিবীব্যাপী এই বুদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ পরবর্তীতে গত আড়াই হাজার বছরে বুদ্ধের প্রবর্তিত নিয়মে অনেক ক্ষেত্রে অসংগতি পরিদৃষ্ট হয়। বিকৃত হয়ে প্রচলিত রীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। আমরা অতীব সৌভাগ্যবান যে, আমাদের সময়েই পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) সকল অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কুসংস্কার, মিথ্যাদৃষ্টিকে জয় করে আমাদেরকে গৌতম বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে চলার, সত্যের সন্ধান করার, মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করার এবং প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করার সদুপদেশ দিয়ে চলেছেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মীয় সদুপদেশ শুনার সৌভাগ্য আমাদের অনেকবারই হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেশনায় ত্রিপিটক প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন যেন জনসাধারণের বোধগম্য হয়। ত্রিপিটক পালিভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার কথা বলেছেন। এজন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুযোগ্য উত্তরসূরি শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, শ্রীমৎ সুমন স্থবির, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড তথা চতুষ্ক নিপাত) বাংলা অনুবাদ করেছেন। আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদে আমাদের প্রয়াত বাবা মি. হরিলাল চাকমা ও প্রয়াত মা মিসেস বীনাপাণি চাকমার স্মরণে তা সংকলনের সমস্ত ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম। এখানে একটা কথা না বললেই নয় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের প্রয়াত বাবা হরিলাল চাকমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, আত্মীয় ও সুহৃদ। আপনারা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনায় বা বিভিন্ন বইতে বাবার কথা শুনেছেন, জেনেছেন। বাবার বন্ধু হওয়ার সুবাদে ছোটকাল থেকেই আমরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি, আশীর্বাদ পেয়েছি। আশা করি এই প্রকাশনাটি সকল বুদ্ধধর্মাবলম্বীদের মাঝে বুদ্ধধর্মের চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক হবে।

পরম পূজ্য বনভন্তের উপদেশমতে শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, শ্রীমৎ সুমন

স্থবির, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষুর এমন একটি গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন বিধায় তাদেরকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন এবং এই মহান পুণ্যকাজে আমাদের সম্পৃক্ত হবার সুযোগ প্রদানের জন্য তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিনীত

১. রীনা চাকমা
স্বামী সুকুমার চাকমা
কন্যা সম্পূর্ণা চাকমা (মাশা)
পুত্র সুদীপ্ত চাকমা
কন্যা সর্বজয়া চাকমা
পুত্র সিদ্ধার্থ চাকমা

২. গীতা চাকমা
স্বামী দেবতোষ চাকমা (ভব)
পুত্র মোসুম চাকমা
পুত্র সৌম্য চাকমা

৩. রীতা চাকমা (মোনা)
স্বামী প্রিয়জ্যোতি খীসা
পুত্র পিকাসো খীসা
পুত্র প্লেটো খীসা।

প্রকাশকের কথা

ত্রিপিটক বলতে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এ তিনটি পবিত্র গ্রন্থকে বলা হয়। ২৫৫৬ বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় তিনি যে-ই ধর্ম প্রচার করেছেন, সে-ই উপদেশ-বাণীসমূহ বর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। ত্রিপিটক গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুদ্ধের সে উপদেশ-বাণীসমূহ অবগত হতে পারি। সম্যকসম্বুদ্ধগণ যে-কোনো বিষয়ে কারো নিকট শুনতে হয় না, কারো কাছে জেনে নিতে হয় না, তাঁরা স্বয়ং সম্যকভাবে জানতে পারেন বলে সম্যকসম্বুদ্ধ। তাঁরা সকল বিষয়, সকল ধর্ম স্বয়ং জ্ঞাত হন, তাঁদের অজানা বলতে কিছুই নেই, তাঁদের কোন কিছুতেই ভুল হয় না। কায়কর্মে, বাককর্মে, মনঃকর্মে তাঁরা নির্ভুল, বিশুদ্ধ ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত এজন্য তাঁদের সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে, যিনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ তাকে বলে সর্বজ্ঞ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের যে-কোনো বিষয় সম্যকভাবে জানতে পারেন বলে তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ। বুদ্ধগণ অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাঁদের জ্ঞান অসীম আকাশ সদৃশ, তাঁদের জ্ঞান অনাবরণ জ্ঞান। বুদ্ধজ্ঞানের কোনো আড়াল বা আবরণ নেই। অর্থাৎ দূরে হোক, নিকটে হোক, দৃশ্যে হোক, অদৃশ্যে হোক, সমস্ত কিছুকে তাঁরা জানতে পারেন বলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ। একই সময়ে একজন মাত্র সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হন, এজন্য তাঁরা অদ্বিতীয়। তাঁরা এক বাক্য বলেন দ্বিতীয় বাক্য বলেন না, চারি আর্যসত্য বলেন মিথ্যা বলেন না, কারণে বলেন অকারণে বলেন না, মঙ্গলের জন্য বলেন অমঙ্গলের জন্য বলেন না। এহেন মহাপুরুষ সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উপদেশ-বাণী বা সদ্ধর্মশাসন রক্ষার জন্য ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং বুদ্ধের উপদেশ-বাণীসমূহ জানতে হলে অবশ্যই ত্রিপিটক গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। ইহা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও বলে গেছেন। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কিছু কিছু পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ হলেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো আজও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পূজ্য বনভন্তের কতিপয় শিষ্য পালি শিক্ষা করে পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থটি তাদেরই অনূদিত একটি। গ্রন্থটি বিগত ৮ জানুয়ারি ২০১১ সালে পূজ্য বনভন্তের ৯২তম শুভ জন্মদিনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এবার এটি ২য়বারের মতো প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশনায় কিছু কিছু ভুল-ক্রুটি ছিল, দ্বিতীয়

প্রকাশনায় তা অনুবাদকদের সহযোগিতায় সংশোধন করা হয়েছে এবং আমার অনুরোধে আয়ুষ্মান সুভূতি ভিক্ষু আরো একবার মনোযোগের সাথে প্রুফ সংশোধন করে গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা করার চেষ্টা করেছে। এজন্য তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং আশীর্বাদ জানাই। বইটি ছাপানোর জন্য অনুবাদকদের অনুমতি ও সহযোগিতা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এজন্য অনুবাদকদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি তাঁরা আরো অনুবাদ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাদের আর্থিক শ্রদ্ধাদানের সাহায্যে গ্রন্থটি ছাপানো হয়েছে। যারা শ্রদ্ধাদান দিয়ে এই মহৎ পুণ্যকাজে অংশীদার হয়েছেন, তাদের নির্বাণ লাভের হেতু হোক, এই কামনা করছি। বুদ্ধবাণী যতই প্রচারিত হয়, ততই জীবের হিত-সুখ ও মঙ্গল সাধিত হয়, দুঃখ হতে মুক্তির পথ সুগম হয়। অন্যদিকে বুদ্ধবাণী প্রচার হোক পাপী মার এটা মোটেই পছন্দ করে না। যেহেতু বুদ্ধবাণী প্রচারিত হলে মার পরাজিত হয়, মারের শাসন দুর্বল হয়। এজন্য অনুবাদ কাজে অথবা প্রকাশনার কাজে মার নানাবিধ বাধা, অন্তরায়, উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে। আর বুদ্ধবাণী ভুল ব্যাখ্যা করা, ভুলভাবে প্রচার করাও মারের কাজ। তাই যে-কোনো পিটকীয় গ্রন্থ তাড়াহুড়ো অনুবাদ না করে, হুট করে না ছাপিয়ে অতি সতর্কতার সাথে ধীরে আস্তে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে বুদ্ধবাণী নির্ভুল থাকে, মূল কথাগুলো যাতে বিকৃত না হয়। এজন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনুবাদকের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। বুদ্ধের বাণীসমূহ প্রচারিত হলে তা শুনে দেব-মনুষ্যগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হয়, নির্বাণ পথ জানা যায় অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। এজন্য যাঁরা বুদ্ধের বাণী অনুবাদ, প্রচার ও প্রকাশ করে তাঁরা শ্রেষ্ঠ দাতা ও মহৎ পুণ্যের অধিকারী হয়। অন্যদিকে বুদ্ধের উপদেশ-বাণীসমূহ ভুল ব্যাখ্যা, ভুল প্রচার করলে হিতে বিপরীত বিষধর সর্প স্পর্শ করার ন্যায় হয়। তাই পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদকালীন ত্রুটিমুক্ত রেখে অনুবাদ করা উচিত।

পরিশেষে, ভদন্ত সৌরজগৎ ভন্তেসহ গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তাং—২৯ অক্টোবর ২০১২ ইং
১৪ কার্তিক ১৪১৯ বাংলা
২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ

ইতি
আনন্দমিত্র স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

প্রাক-কথা

ভগবান বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী (বুদ্ধত্ব লাভের পর হতে পরিনির্বাণের প্রাক্কাল পর্যন্ত) যেসব অমৃতময় ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন, সেসবের পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ বা আধারই হল ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম—এই তিনটি পিটকের বিভাজিত বা শ্রেণিবিন্যস্ত ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য, পবিত্র ত্রিপিটক একটি গ্রন্থ নয়, অনেকগুলো বইয়ের সমাহার। ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসমষ্টি হিসেবে এর সংখ্যা দাঁড়ায় একত্রিশটি। স্বতন্ত্র নামের ভিত্তিতে এই সংখ্যা নিরূপণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থের সংখ্যা আরো বেশি। বাহান্নটির অধিক সংকলনের সমারোহ। কারণ বহু গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমাপ্ত হয়েছে তিন থেকে ছয় খণ্ডে। পৃথিবীর কোনো ধর্মগ্রন্থের পরিধি এতো সুবিশাল ও সুবৃহৎ নয়।

বলা বাহুল্য যে, বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা বা, অনুশাসন করার জন্য কেউকে নির্বাচন করে যাননি। বরঞ্চ পরিনির্বাণ মঞ্চে আনন্দকে লক্ষ করে বলেছিলেন :

'সিযা খো পনানন্দ তুম্হাকং এবমস্স, অতীসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। না খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠব্বং। যো খো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থাতি'।

"হে আনন্দ, তোমাদের হয়তো এরূপ মনে হতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ সমাপ্ত হলো, আমাদের আর শাস্তা নেই। আনন্দ, এরূপ ধারণা পোষণ করবে না। আমার কর্তৃক (এতোদিন যাবৎ) যে ধর্ম-বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে, সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা।"

সঙ্গত কারণে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির বুদ্ধের ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত বাণীসমূহ একত্রিত করে যথাযথভাবে রক্ষিত করার উদ্যেগ গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বুদ্ধের জীবিত শিষ্যদের অগ্রজ। অতঃপর তিনি রাজা অজাতশত্রুকে বুদ্ধের শাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগৃহীত করতে সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের বিষয় উত্থাপন করেন। সঙ্গীতি যাতে সফল হয় তজ্জন্য রাজা অজাতশত্রু অতি উৎসাহের সাথে যাবতীয় ব্যবস্থাদি করে দেন। এভাবেই বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পরে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, উপালি, অনুরুদ্ধ, আনন্দ প্রমুখ পাঁচশত সুপণ্ডিত, ষড়ভিজ্ঞ অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাজগৃহস্থ সপ্তপর্ণী গুহায় বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগ্রহের

অধিবেশন বা সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, সেই সঙ্গীতিতে সর্বসম্মতিক্রমে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সভাপতি ও প্রশ্নকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে আয়ুষ্মান উপালি স্থবির ও আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির যথাক্রমে বিনয় ও ধর্ম আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হন। সাত মাস পর্যন্ত চলে এ সঙ্গীতির কার্যক্রম। একটানা সাত মাসব্যাপী আয়ুষ্মান উপালি ও আনন্দ স্থবিরদ্বয়ের বিনয়, ধর্ম আবৃত্তি এবং অন্যান্যা অর্হৎ ভিক্ষুগণের সেসব অনুমোদনের মাধ্যমে বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ একত্রিত ও সংগৃহীত করার কার্য সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধের সেই উপদেশসমূহের আধার ত্রিপিটকের পরিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা রক্ষা কল্পে এ যাবৎকাল ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বলে রাখা উচিত, প্রথমদিকে ত্রিপিটকের কোনো লিখিত সংস্করণ ছিল। কারণ সে-সময় ছিল শ্রুতির যুগ। সে যুগে মুখে মুখেই ধর্মনীতিগুলো প্রচারিত হতো এবং শ্রোতাগণও শুনে শুনে মুখস্থ করে রাখতেন। তখন শুনা ও মুখস্থ করে রাখার উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। অন্যদিকে ভিক্ষুগণও ধ্যান-জ্ঞানে অত্যন্ত উচ্চমার্গের চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন স্মৃতিধর। স্মৃতিধর এসব ভিক্ষু শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে বুদ্ধের বাণীকে সংরক্ষণ করতেন। নিরন্তর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁরা শিষ্যপরম্পরায় এ রীতি সচল রাখতেন। শ্রুতি ও স্মৃতি ক্ষমতা বিদ্যমান এ ভিক্ষুগণের সবকিছুই স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকতো, কখনও কোনো ব্যত্যয় ঘটতো না।

সূত্রধরেরা সূত্র, বিনয়ধরেরা বিনয়, মাতিকাধরেরা অভিধর্মপিটক স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে । যার ফলে ত্রিপিটককে গ্রন্থিত করে প্রকাশ করার বা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ৫০০ বছর পর শ্রীলংকার রাজা বট্টগামনীর শাসনামলে চতুর্থ সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ত্রিপিটক অট্ঠকথাসহ ভূর্জপত্রে পালি ভাষায় পুস্তক আকারে লিখিত হয়। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কি না বা ইহার খাঁটিত্ব পুনঃপুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় পরম আগ্রহভরে।

পরবর্তীতে এই ত্রিপিটকই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ত্রিপিটক অনূদিত হয়েছে নিজস্ব ভাষায়। ১৮৮১ সালে লন্ডনে "পালি টেক্সট সোসাইটি" গঠিত হওয়ার পর সেই সোসাইটির কর্ণধার Prof. T. W. Rhys Davids-এর উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। পালি টেক্সট

সোসাইটির এ উদ্যোগের কারণে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের অসংখ্য পাঠক ত্রিপিটক সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে। আর ত্রিপিটিক বিশ্বের দরবারে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে সমাদৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক কালে ত্রিপিটকের বহুগ্রন্থ জার্মান ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যেকোনো বিতর্কে ও দুর্বোধ্যকালে পালি সংস্করণকেই (পালি ত্রিপিটককে) প্রমিতরূপ বলে গণ্য করা হয়।

এটা দুঃখের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এখনো হয়নি। মায়ানমার সরকার কর্তৃক "অগ্গমহাপণ্ডিত" উপাধিতে ভূষিত সুলেখক প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯৩০ সনে রেঙ্গুনে 'বুড্ডিস্ট মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কর্মতৎপরতা ও দক্ষতায় ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল এক দশকের মধ্যে। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মিশন প্রেসের ক্ষতিসাধিত হয়। আর ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয় সঙ্গত কারণে। তারপরও অনেকে বিক্ষিপ্তভাবে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদের কাজ চালিয়ে যান। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বুদ্ধপুত্র, জগদ্দুর্লভ অর্হৎ পূজ্য বনভন্তে এদেশের বুদ্ধধর্মকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন স্বমহিমায়। বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি মোহগ্রস্ত মানুষের মাঝে সত্যধর্মের সুধা বিতরণ করে যাচ্ছেন। মহান এ পুণ্যপুরুষের অসাধারণ জ্ঞানমহিমায় আজ যেন বুদ্ধ যুগের আবহ ফিরিয়ে এসেছে এদেশের মাটিতে। আর তিনি সুদীর্ঘকালের পর পালি ত্রিপিটক শাস্ত্র বাংলা ভাষায় পুনঃ অনুবাদের প্রক্রিয়া তাঁর আজীবন আবাসস্থল রাজবন বিহারে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে পূজ্য বনভন্তের এই মহান উদ্যোগকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, পণ্ডিতপ্রবর, পালিতে অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করেন। বলা যায়, অনুবাদের মূল কাজটি চালিয়ে নিয়ে যেতে আশীর্বাদের সহিত দায়িত্ব অর্পণ করেন। ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয়ও ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন দক্ষতার সাথে। আর পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হয়েছেন, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন।

আমরা পরম কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, কয়েক বছর আগে আমাদের গুরু, শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে স্বীয় শিষ্যদের

পালিভাষা শিক্ষা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। পূজ্যস্পদ ভন্তের মুখ হতে সেরূপ উৎসাহবাক্য শুনে বেশ কয়েকজন শিষ্য পালিভাষা শিক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তন্মধ্যে আমরা অধমেরাও কী করে যেন স্থান পেয়ে গেলাম! আমাদের এ পালি শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতো না যদি ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে না আসতেন, আমাদের পালি শিক্ষা প্রদান না করতেন। পালি শিক্ষা গ্রহণকালে আমরা এও দেখেছি, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির কোনো কোনো দিন পুরোটাই ব্যস্ত; তারপরও ভদন্ত আমাদের জন্য কয়েক ঘণ্টা বের করে নিতেন, কখনো তাঁর ব্যস্ততার কথা আমাদের জানতেও দিতেন না। ভদন্তের এ ন্যায়নিষ্ঠ পালি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কোনোদিন ভুলবার নয়। আমাদের এ পালি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পরম পূজ্য অর্হৎ, কল্যাণমিত্র বনভন্তে এবং ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরদ্বয়ের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ।

সূত্রপিটকের চতুর্থ গ্রন্থের নাম অঙ্গুত্তরনিকায়। এই নিকায়ে সর্বমোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। এক নিপাত, দুক নিপাত, তিক নিপাত—এভাবে এগারোটি নিপাত রয়েছে পুরো অঙ্গুত্তরনিকায়ে। পাঁচ খণ্ডে অঙ্গুত্তরনিকায়ের সূত্রগুলো সমাপ্ত হয়েছে। এক থেকে তিক নিপাত নিয়ে প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে চতুষ্ক নিপাত। পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত নিয়ে তৃতীয় খণ্ড। সপ্তক, অষ্টক, নবক নিপাত নিয়ে চতুর্থ খণ্ড এবং দশক, একাদশক নিপাত নিয়ে পঞ্চম খণ্ড। আমাদের অনুবাদের বিষয় চতুষ্ক নিপাত, অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড। অঙ্গুত্তরনিকায় অন্যান্য নিকায়গুলো সাথে বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্বাতন্ত্র বিধান করে। অন্যান্য নিকায়ের মতো এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিনয় ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং উৎকর্য সাধনের উপদেশ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, উপাসক-উপাসিকাগণের গার্হস্থ্য জীবনে ও সমাজ জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রাচীন ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং সামাজিক অবস্থার মূল্যবান বিবরণ রয়েছে। এ বিষয়সমূহ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আলোকিত হয়নি।

এ অনুবাদকার্য সমাধা করতে গিয়ে আমরা যথাসাধ্য পালির মূলভাবের সাথে সঙ্গতি রাখতে চেষ্টা করেছি। আবার, পাঠক সমাজ যাতে সহজে বুঝতে পারে, তজ্জন্য সরল ও সহজবোধ্য করার দিকে যে একেবারে দৃষ্টি রাখা হয়নি তাও নয়। তবে এক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল দাবি করার যোগ্যতা আমাদের নেই, এটা তো আমরা জানি। অনুবাদকার্যে আমরা প্রয়োজনীয় স্থানে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত "পুগ্গলপঞ্ঞত্তি", ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত "মজ্ঝিমনিকায়, (তৃতীয় খণ্ড)", রাজগুরু

ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের অনূদিত "মহাপরিনির্বাণ সূত্র", ভদন্ত ধর্মতিলক স্থবিরের লিখিত "সদ্ধর্ম রত্নমালা", এবং F.L.Woodward- এর The book of the gradual sayings, volume-2 হতে সাহায্য নিয়েছি। আর কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত "পালি-বাংলা অভিধান" হতেও সাহায্য নিয়েছি। তজ্জন্য এসব লেখকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বিনীত চিত্তে। জানি, তারপরও আমাদের অনুবাদ কাজে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অবশ্য এটা বলতে পারি, প্রচেষ্টার ত্রুটি করিনি কখনো।

এই গ্রন্থে বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদ, আমাদের পালি শিক্ষাদাতা পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মৈত্রীময় স্নেহাশীষের সহিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞ হাতের কলমও টুকে দিয়েছেন কয়েকটি স্থানে, যা গ্রন্থের শোভা বর্ধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমরা ভদন্তকে বিনম্র বন্দনা জানাচ্ছি। সত্যিই ভদন্তের মহানুভবতা আরো একবার বর্ষিত হয়েছে আমাদের ওপর।

'ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে'—বুদ্ধের এই বাক্যে বিশ্বাসী হয়ে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন মিসেস রীনা চাকমা, মিসেস গীতা চাকমা, মিসেস রীতা চাকমা (মোনা)—তিন বোন মিলে। ত্রিপিটক ছাপিয়ে দিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করার মতো মহান পুণ্যের ভাগী হলেন তারা। আমরা তাদের সুখ, শান্তি ও মঙ্গলময়, সমৃদ্ধ জীবন কামনা করছি। মহান এই পুণ্যের প্রভাবে তাদের তথা প্রকাশনা সাথে সংশ্লিষ্ট সবার নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক—ভগবান বুদ্ধ ও পূজ্য বনভন্তের সকাছে এই প্রার্থনা করে দিচ্ছি। প্রকাশিকা মিসেস রীতা চাকমার সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজে দায়িত্ব পালন করছেন মিসেস কনকলতা খীসা। তার প্রতিও রইল মঙ্গলময় আশীর্বাদ।

কম্পিউটার কম্পোজের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে শ্রীমৎ আনন্দজগৎ ভিক্ষু, শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ ভাবনাসিদ্ধি ভিক্ষু। তারা আমাদের ন্যায়নিষ্ঠা সহযোগিতা করে কৃতার্থ করেছেন। পরবর্তীতে শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু অসাধারণ ধৈর্য ও শ্রম স্বীকার করে পুস্তকাকারে বের করার মতো উপযোগী করে দিয়েছেন। তার নিকট এরূপ অক্লান্ত সহযোগিতা না পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সমর্থ হতাম না কখনো। অন্যদিকে, মুদ্রণের কাজে ভদন্ত সৌরজগত মহাস্থবির ও ধর্মদীপ স্থবির আমাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তারা সবাই আমাদের

কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তজ্জন্য আমরা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধ সাসনম্!"

ইতি

অনুবাদকবৃন্দ

ভূমিকা

বাংলার মাটির পরম সৌভাগ্য বৌদ্ধবিশ্বের পণ্ডিত মহাপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সাধনানন্দ মহাথেরো মহোদয় কর্তৃক অনুপ্রাণিত শিষ্যসংঘ এবং আমার প্রয়াত দীক্ষা ও শিক্ষাচার্য ব্রহ্মচর্য জীবনের একান্ত সুহৃদ বিদর্শানাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো মানসপুত্র প্রজ্ঞাবংশ কর্তৃক পালিভাষা শিক্ষাদান ও অনুবাদ সহায়তার ফসল **"অঙ্গুত্তরনিকায়"** (দ্বিতীয় খণ্ড তথা চতুক্ক নিপাত)-এর বঙ্গানুবাদ এই প্রথম প্রকাশের মুখ দেখলো। বাংলাভাষীদের কাছে বুদ্ধবচনকে জানার ও বুঝার ক্ষেত্রে এ অনুবাদের অবদান বাংলায় অনূদিত অপরাপর পিটকীয় গ্রন্থগুলোর চেয়ে কোনো অংশে কম নহে। এই অনুবাদে শ্রম স্বীকারের জন্যে তাই প্রিয়ভাজন ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, সুমন স্থবির, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু—এই অনুবাদকসংঘকে জানাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা। মহান বুদ্ধের ৪৫ বছরের শিক্ষা-উপদেশকে ধর্ম এবং বিনয় (ধর্ম-বিনয়) এই দুই নামে শিক্ষা ও আচরণ করা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতি (সংগ্রহসভা)-তে এই ধর্ম ও বিনয়কে পুনঃ বিচার-বিশ্লেষণ করে ধর্ম অংশটিকে সুত্ত ও অভিধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত করে সমগ্র বুদ্ধবচনকে 'ত্রিপিটক' (তিনটি আধার) নামে অভিহিত করা হয়। অঙ্গুত্তরনিকায় পালি ত্রিপিটকের (সুত্ত, অভিধর্ম ও বিনয়পিটক) মধ্যে সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত। এই সুত্তপিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত; যথা : দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, খুদ্দকনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং সংযুক্তনিকায়। সুত্তপিটকভুক্ত এই পঞ্চম নিকায়ের মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায়ের স্থান চতুর্থ। এই অঙ্গুত্তরনিকায় সর্বমোট ১১টি নিপাত তথা অধ্যায়ে বিভক্ত। দেখা যায় যেই নিপাত-এর নাম 'একক নিপাতো' বা 'এক নিপাত' ইহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি সুত্তে 'এক' শব্দটি সবিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। যেখানে 'দুক নিপাত' বা 'দ্বিতীয় অধ্যায়' তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে 'দুই' শব্দটি সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এভাবে একাদশ নিপাত পর্যন্ত এই সংখ্যা গণনানুযায়ী প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। অঙ্গুত্তনিকায়ের নিপাত তথা অধ্যায় বিভাজনের এই বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত উদ্বৃতি থেকে সহজেই বোধগম্য হবে। যেমন :

'এক নিপাত'-এর 'রূপবর্গ' নাম বিভাগে বুদ্ধ দুঃখমুক্তিকামীদের উদ্দেশ্যে বলছেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রূপও দেখছি না, যা এভাবে পুরুষের চিত্তকে ব্যাপকভাবে অধিকার করে থাকে, যেমন, স্ত্রীরূপ। স্ত্রীরূপই, ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্তকে ব্যাপকভাবে অধিগ্রহণ করে স্থিত হয়।"

নীবরণ বর্গে উক্ত হয়েছে :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখছি না, যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কাম্যবস্তু সেবন ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বুদ্ধি ও বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হয়, যেমন- হে ভিক্ষুগণ, শুভ নিমিত্ত।"

দুক নিপাত তথা দুই অধ্যায়ে এবার দেখুন প্রত্যেকটি বিষয়ে দুই শব্দটির গুরুত্বারোপ কীভাবে রক্ষিত হলো :

'বজ্জসুত্তং'টি দিয়ে শুরু হলো 'কম্মকরণ বগ্গো'। তাতে বুদ্ধ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, বর্জনীয় কর্ম দ্বিবিধ। সেই দুই কী কী? যাহা ইহজীবনেই ফল প্রদান করে এবং যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে ফল প্রদান করে।... ।"

'পধানসুত্তে' বলা হলো, "হে ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই প্রচেষ্টা খুবই কঠিন। সেই দুই কী কী? গৃহে বসবাসরত গৃহীদের অন্ন, বস্ত্র, আবাস এবং চিকিৎসা—এই চারি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য অর্জনের প্রচেষ্টা। অপরদিক গৃহত্যাগী প্রব্রজিতদের উপরিউক্ত চারি প্রত্যয় পরিত্যাগের প্রচেষ্টা। এই দুই প্রচেষ্টার মধ্যে শেষোক্তটিই প্রধান। কারণ ইহা পুনঃপুন জন্ম নিয়ে দুঃখের কারাগারে প্রবেশ বন্ধ করে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের সমগ্র আলোচনা এভাবেই কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে একে একে অগ্রসর হয়েছে। সর্বমোট এগারোটি অধ্যায় বা নিপাতে বিভক্ত হয়ে ২৩০০টি সুত্তকে ধারণ করে। এই নিপাতগুলো আবার কোনো কোনো সময়ে পন্নাসকং এবং একাধিক উপবর্গেও বিভক্ত হতে দেখা যায়। সুত্তপিটকের অন্যান্য নিকায় গ্রন্থগুলোতে যেমন ক্ষুদ্র, বৃহৎ আকারের সুত্তের সন্নিবেশ আছে; অঙ্গুত্তনিকায়েরও একই সমাবেশ বিদ্যমান। একই সুত্তে গদ্য ও পদ্য দুই রীতির ব্যবহারও সমভাবে ধারণ করা হয়েছে। কোনো কোনো সুত্তপিটকের অন্যান্য অংশের আলোচ্য বিষয়ের বিষয়বস্তু এমনকি হুবহু উদ্বৃতির বিদ্যমানতা দেখা যায় এই অঙ্গুত্তরনিকায়ে। যেমন—দীর্ঘনিকায়ের কোনো কোনো সুত্ত (সঙ্গীতি দসোত্তরং), খুদ্দকনিকায়ের থেরোগাথা, থেরীগাথা, ইতিবুত্তক, এ সকল গ্রন্থের অনেক আলোচ্য বিষয় অঙ্গুত্তরনিকায়ে পরিদৃষ্ট হয়। এমনকি অভিধর্মপিটকের পুদ্গালপঞ্‌ঞত্তিকে অঙ্গুত্তরনিকায়ের

দ্বিতীয় সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে প্রাচীন ভারতের 'মিলিন্দ-পঞ্হ' গ্রন্থে অঙ্গুত্তরনিকায়কে 'একোত্তরনিকায়' নামেও অভিহিত হতে দেখা যায়। সর্বাস্তিবাদী ত্রিপিটকের চৈনিক সংস্করণেও 'একোত্তর' এবং 'অঙ্গুত্তর' শব্দদ্বয় এই অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

অঙ্গুত্তনিকায়ের চতুর্থ নিপাত-এর উপর এখন কিছু আলোচনায় এবার আসা যাক। এখানে প্রথম পঞ্চাশকে রয়েছে : ভণ্ডগ্রাম বর্গ, বিচরণ বর্গ, উরুবেলা বর্গ, চক্রবর্গ এবং রোহিতাশ্ব বর্গ। দ্বিতীয় পঞ্চাশকে রয়েছে : পুণ্যফল বর্গ, প্রাপ্তকর্ম বর্গ, সম্যক বর্গ, অচল বর্গ এবং অসুর বর্গ। তৃতীয় পঞ্চাশকে রয়েছে : বলাহক বর্গ, কেসি বর্গ, ভয় বর্গ, পুদ্গল বর্গ এবং আভা বর্গ। চতুর্থ পঞ্চাশকে রয়েছে : ইন্দ্রিয় বর্গ, প্রতিপদা বর্গ, সঞ্চেতনীয় বর্গ, ব্রাহ্মণ বর্গ, মহাবর্গ। পঞ্চম পঞ্চাশকে রয়েছে : সৎপুরুষ বর্গ, পরিষদ বর্গ, দুশ্চরিত বর্গ, কর্ম বর্গ, আপত্তিভয় বর্গ, অভিজ্ঞা বর্গ, কর্মপথ বর্গ এবং রাগপেয়্যাল বর্গ। এভাবে সর্বমোট ২৮টি বর্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতুর্থ নিপাত তথা অধ্যায়টিকে।

উপরোক্ত ২৮টি বর্গের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে আবার একাধিক সুত্ত। যেমন :

ভণ্ডগ্রাম বর্গে রয়েছে—১. অনুবুদ্ধ সুত্ত, ২. প্রপতিত সুত্ত, ৩. প্রথম ক্ষত সুত্ত, ৪. দ্বিতীয় ক্ষত সুত্ত, ৫. অনুস্রোত সুত্ত, ৬. অল্পশ্রুত সুত্ত, ৭. শোভন সুত্ত এবং ৮. বৈশারদ্য সুত্ত। এভাবে ৩৪০ বা প্রায় সাড়ে তিনশো সুত্তের ধারক এই অঙ্গুত্তনিকায়ের চতুর্থ নিপাত গ্রন্থটি।

প্রথম পঞ্চাশক

১. ভণ্ডগ্রাম বর্গ : অনুবুদ্ধ সূত্রে বুদ্ধ ভব-ভবান্তরে জন্মগ্রহণের কারণ এবং মুক্তির চারটি ধর্ম ব্যাখা করেছেন। প্রপতিত সূত্রে ধর্ম-বিনয় কীভাবে প্রপতিত এবং অপতিত হয় তা ব্যক্ত করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষত সূত্রে মূর্খ, অনভিজ্ঞ অসৎপুরুষ চার ধর্মে সমন্বিত হয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত বর্জিত; হয় পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ চার ধর্মে সমন্বিত হয়ে নিজেকে অক্ষত, অবিনষ্ট রাখে; পণ্ডিতগণের কাছে নিষ্পাপ, অনিন্দিত বলে পরিগণিত হয়—এ উভয় চার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। অনুস্রোত সূত্রে চার প্রকার পুদ্গালের ব্যাখ্যা করেছেন। অল্পশ্রুত সূত্রে চার প্রকার পুদ্গাল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। শোভন সূত্রে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ,

বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হলে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি পায় বলেছেন। বৈশারদ্য সূত্রে তথাগতের চার বৈশারদ্য, তৃষ্ণা উৎপন্ন সূত্রে চার প্রকারে উৎপন্ন তৃষ্ণা, যোগ সূত্রে চার প্রকার যোগ সম্বন্ধে বলেছেন।

২. বিচরণ বর্গ : বিচরণ বর্গে বিচরণ সূত্রে বলেছেন, বিচরণ, স্থিতি, উপবিষ্ট, শায়িত এ চারি সময়ে ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বির্তক উৎপন্ন হয়; আর ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়। শীল সূত্রে ভিক্ষুগণকে প্রাতিমোক্ষ শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ-সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করার জন্য বলেছেন। উদ্যম সূত্রে চার প্রকার উদ্যম, সংবরণ সূত্রেও চার উদ্যমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জ্ঞাপন সূত্রে চার প্রকার অগ্র জ্ঞাপনীয় পুদ্গল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূক্ষ্মতা সূত্রে চার প্রকার সুক্ষতা, প্রথম অগতি সূত্রে চার প্রকার অগতিগমন, দ্বিতীয় অগতি সূত্রে চার প্রকার গতিগমন, তৃতীয় অগতিগমন সূত্রে অগতিগমন ও গতিগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভোজন উদ্দেশক সূত্রে সমন্বিত ভোজন উদ্দেশক চার ধর্মে সমন্বিত হলে নরকে পতিত হবে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. উরুবেলা বর্গ : উরুবেলা বর্গে প্রথম উরুবেলা সূত্রে বুদ্ধ নিজের চেয়ে জ্ঞানী না দেখে নিজেকে গুরু মেনে, স্বীয় উপলব্ধিজাত ধর্মকে আশ্রয় করে অবস্থান করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় উরুবেলা সূত্রে চার প্রকার স্থবিরকরণ ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। লোক সূত্রে তথাগতের চার বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কালকারাম সূত্রেও তথাগতের চার বিষয় সম্পর্কে বলেছেন। ব্রহ্মচর্য সূত্রে চার অর্থে ব্রহ্মচর্যকে বলা হয়নি তা ব্যাখ্যা করেছেন। অসৎ সূত্রে নির্দয়, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, অহংকারী এবং অস্থির ও তদ্বিপরীত ভিক্ষু সম্পর্কে বলেছেন। সন্তুষ্টি সূত্রে চার প্রত্যয়, আর্যবংশ সূত্রে চার আর্যবংশ, ধর্মপদ ও পরিব্রাজক সূত্রে চার প্রকার ধর্মপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪. চক্রবর্গ : চক্রবর্গে চক্রসূত্রে চার প্রকার চক্র, সংগ্রহ সূত্রে চার প্রকার সংগ্রহ বিষয়, সিংহ সূত্রে সিংহের সাথে বুদ্ধের মিল ব্যাখ্যা করেছেন। অগ্রপ্রসাদ সূত্রে চার প্রকার অগ্রপ্রসাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ষাকার সূত্রে বর্ষাকার ব্রাহ্মণ এবং ভগবান চার প্রকার ধর্ম-সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করার কথা বলেছেন। দ্রোণ সূত্রে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মানবের ঊর্ধ্বে

ভগবানের অবস্থান করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। অপরিহানীয় সূত্রে ভিক্ষুর পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সন্নিকটে থাকার চারটি ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। উচ্ছিন্নকারী সূত্রে কিভাবে ভিক্ষু মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী, সর্ব স্পৃহা ধ্বংসকারী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, উচ্ছিন্নকারী বলা হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। উজ্জয় ও উদায়ী সূত্রে প্রকৃত যজ্ঞের ব্যাখা প্রদান করেছেন।

৫. রোহিতাশ্ব বর্গ : রোহিতাশ্ব বর্গে সমাধি-ভাবনা সূত্রে চার প্রকার সমাধি-ভাবনা, প্রশ্ন ব্যাখ্যা সূত্রে চার প্রকার প্রশ্ন ব্যাখ্যা, প্রথম ক্রোধপরায়ণ সূত্রে চার প্রকার পুদ্গল, দ্বিতীয় ক্রোধপরায়ণ সূত্রে চার প্রকার অসদ্ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রোহিতাশ্ব সূত্রে রোহিতাশ্ব দেবপুত্রকে 'পদব্রজে নির্বাণে খাওয়া যায় কি না' প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন। দ্বিতীয় রোহিতাশ্ব সূত্র রোহিতাশ্ব সূত্রের মত শুধুমাত্র রোহিতাশ্ব দেবপুত্রের সাথে যা আলোচিত হয়েছে এ সূত্রে তা ভিক্ষুগণকে প্রকাশ করেছেন। দুর্জ্ঞেয় সূত্রে চারটি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। বিশাখ সূত্রে ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় উৎসাহিত করার জন্য বিশাখকে ভগবান প্রশংসা করেছেন। বিকৃত সূত্রে চার প্রকার চিন্তার সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন। উপক্লেশ সূত্রে চন্দ্রসূর্যের এবং শ্রমণ-বাহ্মণের চার প্রকার উপক্লেশ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. পুণ্যফল বর্গ : পুণ্যফল বর্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পুণ্যফল সূত্রে চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক যান, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরণার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয় সেই চার প্রকারের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মিলন সূত্রে স্বামী-স্ত্রীর চার প্রকার মিলন সম্পর্কে বলেছেন। প্রথম সমজীবী সূত্রে নকুলমাতা ও নকুলপিতাকে উপলক্ষ করে স্বামী-স্ত্রী কীরূপে এ জন্মের মতো পরজন্মেও একসাথে অবস্থান করতে পারবে সে বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় সমজীবী সূত্রেও প্রথম সমজীবী সূত্রের বিষয় ভিক্ষুগণকে জ্ঞাত করিয়েছেন। সুপ্রবাসা, সুদত্ত, ভোজন সূত্রে ভোজনদাতা প্রতিগ্রাহককে চারটি বিষয় দান করে, সেই চারটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। গৃহীপ্রতিপদা সূত্রে আর্যশ্রাবক গৃহীজীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশকীর্তিলাভী এবং স্বর্গমোক্ষলাভী হবার চারটি ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

৭. প্রাপ্তকর্ম বর্গ : প্রাপ্তকর্ম বর্গে প্রাপ্তকর্ম সূত্রে অনাথপিণ্ডিককে উপলক্ষ করে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন।

ঋণমুক্ত সূত্রে কামভোগী গৃহীর চার প্রকার সুখের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্ম সূত্রে মাতাপিতার বিষয়ে বলেছেন। নিরয় সূত্রে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্মের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। রূপ এবং সরাগসূত্রে চার প্রকার পুদ্গলের কথা বলেছেন। অহিরাজ সূত্রে চার প্রকার অহিরাজকুলের ব্যাখ্যা করেছেন। দেবদত্ত সূত্রে দেবদত্তের লাভ-সৎকার সম্বন্ধে বলেছেন। প্রধান সূত্রে চার প্রকার প্রধানের কথা বলেছেন। অধার্মিক সূত্রে রাজগণ ধার্মিক এবং অধার্মিক হবার দরুন পৃথিবীর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৮. সম্যক বর্গ : সম্যক বর্গে প্রধান সূত্রে এবং সম্যক দৃষ্টি সূত্রে ভিক্ষুর চারটি সমন্বিত হবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। চার ধর্মে সমন্বিত কথা বলেছেন সৎপুরুষ সূত্রে। অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষের প্রথম শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সূত্রে চার প্রকার শ্রেষ্ঠের কথা বলেছেন। কুশীনগর সূত্রে পরিনির্বাণ মঞ্চে বুদ্ধের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। অচিন্তনীয় সূত্রে চারটি অচিন্তনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। দাক্ষিণ্য সূত্রে চার প্রকার দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন। বাণিজ্য সূত্রে বাণিজ্যের চার অবস্থার কথা এবং কারণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কম্বোজ সূত্রে আনন্দ ভন্তের প্রশ্নে ভগবান কী কারণে কোন স্ত্রীলোকে সভায় উপস্থিত হয় না, কর্মে নিয়োজিত হয় না এবং কম্বোজে গমন করে না তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৯. মচল বর্গ : মচল বর্গে প্রাণিহত্যা সূত্রে নিরয়ে পতিত এবং স্বর্গে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্ম ব্যাখা করেছেন। মিথ্যাবাক্য, নিন্দাযোগ্য এবং ক্রোধপরায়ণ সূত্রেও নিরয়ে পতিত এবং স্বর্গে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্ম ব্যাখা করেছেন। তমোতমপরায়ণ সূত্রে চার প্রকার পুদ্গলের কথা বলেছেন। সংযোজন সূত্রে শ্রমণাচলাদি চার প্রকার পুদ্গলের ব্যাখা করেছেন। স্কন্ধ এবং সম্যক দৃষ্টি সূত্রেও শ্রমণাচলাদি চার প্রকার পুদ্গলের ব্যাখ্যা করেছেন, তবে সংযোজন সূত্র থেকে একটু ব্যতিক্রম।

১০. অসুর বর্গ : অসুর সূত্রে অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুরাদি চার প্রকার পুদ্গল—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমাধি সূত্রে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয় ইত্যাদি চার প্রকার পুদ্গলের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে প্রতিটি সূত্রে ভিন্নভাবে। চিতার পোড়া কাষ্ঠ সূত্রে, রাগ ধ্বংস, সত্বর মনযোগী, আত্মহিত, শিক্ষাপদ সূত্রে আত্মহিতে তৎপর কিন্তু পরহিতে নয় ইত্যাদি পুদ্গলের ব্যাখা প্রতিটি সূত্রে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পোতলিয় সূত্রে কোনো পুদ্গল নিন্দনীয়কে নিন্দা করে কিন্তু

প্রশংসাযোগ্যকে প্রশংসা করে না এভাবে চার প্রকার পুদ্গালের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চাশক

১১. বলাহক বর্গ : বলাহক বর্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বলাহক সূত্রে চার প্রকার বলাহকুপম পুদ্গাল সম্বন্ধে বলেছেন। কুম্ভ সূত্রে চার প্রকার কুম্ভসদৃশ পুদ্গাল, হ্রদ সূত্রে চার প্রকার হ্রদসদৃশ পুদ্গাল, আম্র সূত্রে চার প্রকার আম্রসদৃশ পুদ্গাল, মুষিক সূত্রে চার প্রকার মুষিকসদৃশ পুদ্গাল, ষাঁড় সূত্রে চার প্রকার ষাঁড়সদৃশ পুদ্গাল, বৃক্ষ সূত্রে চার প্রকার বৃক্ষসদৃশ পুদ্গাল, আশীবিষ সূত্রে চার প্রকার সর্পসদৃশ পুদ্গাল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১২. কেসি বর্গ : কেসি বর্গে কেসি সূত্রে অশ্বদমন এবং পুরুষদমন এ দুই বিষয় নিয়ে অশ্বদমনকারী সারথি কেসির সাথে ভগবানের আলাপ হয়েছে। দ্রুতগতি সূত্রে ভদ্র আজানেয়ের চার প্রকার গুণ এবং ভিক্ষুর চার প্রকার গুণ তুলে ধরা হয়েছে, যে চার গুণে সমন্বিত হলে ভদ্র আজানেয় রাজার যোগ্য রাজভোগ্য, রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত এবং ভিক্ষু অহ্বানের যোগ্য, পূজা, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। চাবুক সূত্রে চার প্রকার ভদ্র আজানেয়ের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। হস্তী সূত্রে চার প্রকার গুণে সমন্বিত রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত; সেই চার প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয় সূত্রে চার প্রকার বিষয়, অপ্রমাদ সূত্রে চারটি বিষয়ে অপ্রমত্ত হওয়া সম্বন্ধে, রক্ষা সূত্রে চারটি বিষয়ে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা নিয়ে, আবেগজনক সূত্রে ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের চারটি আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ভয় সূত্রে জন্মভয়াদি চার প্রকার ভয় দ্বিতীয় ভয় সূত্রে অগ্নিভয়াদি চার প্রকার ভয় সম্বন্ধে বলেছেন।

১৩. ভয় বর্গ : ভয় বর্গে ভয় সূত্রে আত্মনিন্দাদি চার প্রকার ভয়, ঊর্মিভয় সূত্রে ঊর্মিভয়াদি চার প্রকার ভয় সম্বন্ধে আলোতপাত করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় নানাকরণ সূত্রে চার প্রকার পুদ্গালের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মৈত্রী সূত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাসহগত চিত্তে অবস্থান করা নিয়ে চার প্রকার পুদ্গাল সম্বন্ধে বলেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় তথাগত আশ্চর্য সূত্রে তথাগতের আবির্ভাবে চার প্রকার অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভাব হবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আনন্দ আশ্চর্য সূত্রে এবং চক্রবর্তী আশ্চর্য সূত্রে আনন্দের এবং চক্রবর্তী রাজার আশ্চর্য অদ্ভুত চার প্রকার ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধে বলেছেন।

১৪. পুদ্গল বর্গ : পুদ্গল বর্গে সংযোজন সূত্রে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্গল সম্পর্কে বলেছেন। উদ্ঘাটিতজ্ঞ সূত্রে উদ্ঘাটিতজ্ঞাদি চার প্রকার পুদ্গল, উত্থানফল সূত্রে উত্থানফলোপজীবী কিন্তু কর্মফলোপজীবী নয় প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্গল, সদোষ সূত্রে সদোষযুক্ত পুদ্গল প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় শীল সূত্রে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞানুশীলন নিয়ে চার প্রকার পুদ্গল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। উন্নত সূত্রে উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্গল, ধর্মকথিক সুত্রে চার প্রকার ধর্মকথিক, বক্তা সূত্রে চার প্রকার বক্তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

১৫. আভা বর্গ : আভা সূত্রে চার প্রকার আভা, প্রভা সূত্রে চার প্রকার প্রভা, আলো সূত্রে চার প্রকার আলো, জ্যোতি সূত্রে চার প্রকার জ্যোতি এবং রশ্মি সূত্রে চার প্রকার রশ্মির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম সময় সূত্রে চার প্রকার সময়, দ্বিতীয় সময় সূত্রে চার প্রকার যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ আচরণ দ্বারা অনুক্রমে আসবসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব বলেছে। সেই চার প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। দুশ্চরিত সূত্রে চার প্রকার বাক দুশ্চরিত, সুচরিত্র সূত্রে চার প্রকার বাক সুচরিত, সার সূত্রে শীল সারাদি চার প্রকার সার সম্পর্কে বলেছেন।

চতুর্থ পঞ্চাশক

১৬. ইন্দ্রিয় বর্গ : ইন্দ্রিয় সূত্রে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়াদি চার প্রকার ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল সূত্রে শ্রদ্ধাবলাদি চার প্রকার বল, প্রজ্ঞাবল সূত্রে প্রজ্ঞাবলাদি চার প্রকার বল, স্মৃতিবল সূত্রে স্মৃতিবলাদি চার প্রকার বল, সতর্কতা বল সূত্রে সতর্কতা বলাদি চার প্রকার বল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কল্প সূত্রে কল্পের চার অসংখ্যেয় কাল, রোগ সূত্রে প্রব্রজিতের চার প্রকার রোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।পরিহানি সূত্রে ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর স্বীয় পরিহানি ও অপরিহানি বিষয় সম্পর্কে বলেছেন। ভিক্ষুণী সূত্রে আনন্দ ভন্তে ভিক্ষুণীকে উপদেশ প্রদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুগতবিনয় সূত্রে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধানের এবং সদ্ধর্মের স্থিতি, উন্নতির চার প্রকার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. প্রতিপদা বর্গ : প্রতিপদা বর্গে সংক্ষিপ্ত সূত্রে ও বিস্তার সূত্রে চার প্রকার প্রতিপদা, অশুভ সূত্রেও চার প্রকার প্রতিপদা, প্রথম ক্ষমাশীল সূত্রে অক্ষমা প্রতিপদাদি চার প্রকার প্রতিপদা, দ্বিতীয় ক্ষমাশীল সূত্রে অক্ষমা প্রতিপদাদি চার প্রকার প্রতিপদা। উভয় সূত্রে সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞাদি

চার প্রকার প্রতিপদা সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্লায়ন সূত্রে দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞাদি চার প্রকার প্রতিপদা, সসংস্কার সূত্রে ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভী চার প্রকার পুদ্গল, সুসামঞ্জস্য সূত্রে অরহত্ব প্রাপ্তির বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৮. সঞ্চেতনীয় বর্গ : সঞ্চেতনীয় বর্গে চেতনা সূত্রে কায়-বাক-মনের কারণে কায়িক, বাচনিক, মানসিক সঞ্চেতন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় বলেছেন। বিভঙ্গ সূত্রে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা লাভ সম্পর্কে সারিপুত্র ভন্তের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মহাকোট্ঠিক সূত্রেও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিকের প্রশ্নে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উত্তর নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আনন্দ সূত্রও মহাকোট্ঠিক সূত্রের ন্যায়। উপবাণ সূত্রে কেউ চার প্রকারে অন্তসাধনকারী হয় কি না? এভাবে আয়ুষ্মান উপবাণের জিজ্ঞাসায় আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রার্থনা সূত্রে চার প্রকার প্রার্থনা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাহুল সূত্রে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ধাতুতে অনাত্মভাব দর্শন করা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরিষ্কার পুষ্করিণী সূত্রে চার প্রকার পুদ্গল সম্পর্কে বলেছেন। নির্বাণ সূত্রে কি কারণে কোন সত্ত্ব ইহজন্মে পরিনির্বাপিত হয় না, কি কারণে পরিনির্বাপিত হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। মহাসঙ্গতি সূত্রে চার প্রকার মহাসঙ্গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৯. ব্রাহ্মণ বর্গ : ব্রাহ্মণ বর্গে যোদ্ধা সূত্রে চার প্রকার গুণে/অঙ্গে যোদ্ধা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিত সূত্রে চার প্রকার ধর্ম, শ্রুত সূত্রে ভগবান সমস্ত দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা উচিত নয় বলেছেন। অভয় সূত্রে মরণধর্মে ভীত ও শঙ্কিত হওয়া নিয়ে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সত্য সূত্রে চার প্রকার ব্রাহ্মণ্য সত্য, উন্মার্গ সূত্রে লোক বা জগত সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ষাকার সূত্রে অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপক সূত্রে নিন্দা করা বিষয়ে বলা হয়েছে। উপলব্ধিযোগ্য সূত্রে চার প্রকার উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। উপোসথ সূত্রে দেবত্বপ্রাপ্ত, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত, আনেঞ্জাপ্রাপ্ত, আর্যপ্রাপ্ত ভিক্ষু সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

২০. মহাবর্গ : মহাবর্গে শ্রোতানুগত সূত্রে চার প্রকার আনিশংস নিয়ে বলা হয়েছে। বিষয় সূত্রে চার প্রকার বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভদ্দিয় সূত্রে কোন মতবাদ আন্দাজে গ্রহণ না করার জন্য বলেছেন। সামুগিয় সূত্রে শীল, চিত্ত, দৃষ্টি, বিমুক্তি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বপ্প সূত্রে কায়িক, বাচনিক , মানসিক ও অবিদ্যার কারণে আসব ও পরিদাহ

উৎপন্ন হয় বলেছেন। সাল্‌হ সূত্রে শীলবিশুদ্ধি ও তপস্যা অপরিহার এ উভয় ব্যতীত ওঘ উত্তীর্ণ হতে পারে না বলা হয়েছে। মল্লিকাদেবী সূত্রে স্ত্রীলোকের চার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আত্মন্তপ সূত্রে আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্তাদি চার প্রকার পুদ্গল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তৃষ্ণা সূত্রে বিবিধ তৃষ্ণা নিয়ে বলা হয়েছে। প্রেম সূত্রে চার প্রকারে প্রেম উৎপন্ন হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পঞ্চম পঞ্চাশক

২১. সৎপুরুষ বর্গ : সৎপুরুষ বর্গে শিক্ষাপদ সূত্রে অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অশ্রদ্ধা সূত্রে, সপ্তকর্ম সূত্রে, দশকর্ম সূত্রে, অষ্টাঙ্গিক সূত্রে, দশমার্গ সূত্রেও অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি সূত্রে ভিন্নভাবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পাপধর্ম সূত্রে পাপধর্ম এবং কল্যাণধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২২. পরিষদ বর্গ : পরিষদ বর্গে পরিষদ সূত্রে চার প্রকার অপরিশুদ্ধ পরিষদ এবং চার প্রকার পরিশুদ্ধ পরিষদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দৃষ্টি সূত্রে কায়দুশ্চরিতাদি চার প্রকার ধর্ম, কায়সুচরিতাদি চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার কারণে নিরয়ে এবং স্বর্গে উৎপন্ন হতে হয়। অকৃতজ্ঞতা সূত্রও প্রায় দৃষ্টিসূত্রের ন্যায়, শুধুমাত্র মিথ্যাদৃষ্টির জায়গায় অকৃতজ্ঞতা বলা হয়েছে। প্রাণিহত্যা সূত্রে প্রাণিহত্যাদি থেকে বিরত থাকার চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, যার কারণে নিরয়ে এবং স্বর্গে উৎপন্ন হতে হয়। প্রথম মার্গ সূত্রে, দ্বিতীয় মার্গ সূত্রে, প্রথম বোহার পথ সূত্রে, দ্বিতীয় বোহার পথ সূত্রে, অহি সূত্রে, দুঃশীল সূত্রে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হবার এবং স্বর্গে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবে প্রত্যেকটি সূত্রে ভিন্নভাবে।

২৩. দুশ্চরিত বর্গ : দুশ্চরিত বর্গে দুশ্চরিত সূত্রে মিথ্যাবাক্যাদি চার প্রকার বাক্য দুশ্চরিত এবং সত্যবাক্যাদি চার প্রকার বাক্য সুচরিত সম্পর্কে বলা হয়েছে। দৃষ্টি সূত্রে কায় দুশ্চরিতাদি চার প্রকার, কায় সুচরিতাদি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। অকৃতজ্ঞতা সূত্রও দৃষ্টি সূত্রের ন্যায়। শুধুমাত্র মিথ্যদৃষ্টির স্থলে অকৃতজ্ঞতা বলা হয়েছে। প্রাণিহত্যাকারী সূত্রে প্রাণিহত্যাদি চার প্রকার ধর্ম, প্রাণিহত্যাদি থেকে বিরতাদি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। প্রথম মার্গ সূত্রে মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম, সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মার্গ সূত্রে মিথ্যাজীবিকাদি চার প্রকার ধর্ম, সত্যজীবিকাদি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে

আলোকপাত করেছেন। প্রথম লক্ষণ সূত্রে ও দ্বিতীয় লক্ষণ সূত্রে অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম এবং অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি, দৃষ্টে দৃষ্টবাদী চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। নির্লজ্জ সূত্রে ও দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্রে অশ্রদ্ধাদি চার প্রকার ধর্ম, শ্রদ্ধাদি চার প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কবি সূত্রে চার প্রকার কবি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৪. কর্ম বর্গ : কর্মবর্গে সংক্ষিপ্ত সূত্রে চার প্রকার কর্ম, বিস্তার সূত্রে চার প্রকার কর্ম, শোণকায়ন সূত্রে অকুশলকর্মে অকুশল বিপাকাদি চার প্রকার কর্ম, প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সূত্রে, আর্যমার্গ সূত্রে, বোধ্যঙ্গ সূত্রে চার প্রকার কর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হিংসাযুক্ত সূত্রে হিংসা বা ব্যাপাদ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম, অহিংসা বা অব্যাপাদ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অব্যাপাদ সূত্রে হিংসাযুক্ত কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম, অহিংসাযুক্ত কায়কর্মাদি চার প্রকার বলা হয়েছে। শ্রমণ সূত্রে চার প্রকার শ্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সৎপুরুষের আনিশংস সূত্রে আর্যশীলাদি চার প্রকার আনিশংস সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

২৫. আপত্তিভয় বর্গ : আপত্তিভয় বর্গে সংঘভেদ সূত্রে চারটি কারণে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদ ইচ্ছা করে। সেই চারটি কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আপত্তিভয় সূত্রে চার প্রকার আপত্তিভয়, শিক্ষানিশংস সূত্রে শিক্ষানিশংস, শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞা, বিমুক্তিসার ও প্রধান মনযোগিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। শয়ন সূত্রে চার প্রকার শয্যা, স্মৃতিস্তম্ভ সূত্রে চার প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে বলেছেন। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি সূত্রে চার প্রকার প্রজ্ঞাবৃদ্ধির জন্য সৎপুরুষের সেবাদি চার প্রকার ধর্ম তুলে ধরা হয়েছে। দেব-মানবের বহু উপকারক চার প্রকার ধর্ম বলা হয়েছে বহু উপকার সূত্রে। প্রথম লক্ষণ সূত্রে অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার অনার্য লক্ষণ, দ্বিতীয় লক্ষণ সূত্রে অদৃষ্টে অদৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার আর্য লক্ষণ, তৃতীয় লক্ষণ সূত্রে দৃষ্টে অদৃষ্টবাদী চার প্রকার অনার্য লক্ষণ এবং চতুর্থ লক্ষণ সূত্রে দৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার আর্যলক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

২৬. অভিজ্ঞা বর্গ : অভিজ্ঞা বর্গে অভিজ্ঞা সূত্রে অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্মাদি চার প্রকার ধর্ম, পর্যবেক্ষণ সূত্রে চার প্রকার অনার্য পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ বস্তু বা বিষয় সূত্রে চার প্রকার সংগ্রহ বস্তু, মালুক্যপুত্র সূত্রে চার প্রকারে উৎপন্ন তৃষ্ণা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুল সূত্রে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হবার চারটি কারণ এবং চিরস্থায়ী হবার চারটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আজানেয় সূত্রে আজানেয় অশ্ব এবং ভিক্ষুর চারটি গুণ সম্পর্কে

বলেছেন। বল সূত্রে বীর্যবলাদি চার প্রকার বল, অরণ্য সূত্রে অরণ্যে থাকার অনুপযুক্ত ভিক্ষু এবং উপযুক্ত ভিক্ষুর চারটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, কর্ম সূত্রে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষের নিন্দার্হ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম এবং পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষের নির্দোষ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৭. কর্মপথ বর্গ : কর্মপথ বর্গে প্রাণিহত্যাকারী সূত্রে নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হবার 'নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম এবং নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হবার 'নিজে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অদত্তবস্তু গ্রহণকারী সূত্রে 'নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম, 'নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত হয়' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম তুলে ধরেছেন। মিথ্যা আচারী সূত্রে মিথ্যা কামাচারী হওয়া প্রভৃতি চারটি ধর্ম ও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হওয়া প্রভৃতি চারটি ধর্ম, মিথ্যাবাদী সূত্রে 'নিজে মিথ্যাবাদী হয়' প্রভৃতি চারটি ধর্ম, 'নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়' প্রভৃতি চারটি ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, সম্প্রলাপবাক্য, লোভী, হিংসাচিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি সূত্রেও তদ্রুপ; শুধুমাত্র মিথ্যা ভাষণ এর স্থলে সূত্রের নাম অনুযায়ী বলা হয়েছে।

২৮. রাগপেয়্যাল : রাগপ্যেয়ালে স্মৃতিপ্রস্থান, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, পরিজ্ঞাত ইত্যাদি সূত্রে রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, প্রহান, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ প্রভৃতির জন্য চারটি ধর্ম ভাবা উচিত বলে বলা হয়েছে। দ্বেষ, অভিজ্ঞাত ইত্যাদি সূত্রে দ্বেষ মোহ প্রভৃতির পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয় প্রভৃতির জন্য চার ধর্ম ভাবা উচিত বলেছেন।

পরিশেষে, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উল্লেখ করতে হচ্ছে অনুবাদকসংঘ অঙ্গুত্তরনিকায়ের ৪র্থ নিপাতের কিছু সংশোধনী ও ভূমিকা লিখে দেয়ার অনুরোধ নিয়ে যে সময় এদেশের বৌদ্ধদের হাজার বছরের প্রাচীন তীর্থ এই কক্সবাজার জেলার রাং-উ রাংকূট তীর্থে আমার নিকটে উপস্থিত হলো, সে সময়টা আমার জন্যে কতো দুর্বিষহ আর অস্বস্তিদায়ক ছিল, তা আমি আগত আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত, সুমনদের বলতে গেলে কিছুই বুঝতে দিইনি। তারা কেবল দেখেছে কঠিন চীবর মাসে আমার ব্যস্ততা। বস্তুত রাং-কূট তীর্থের দায়কগণের আহ্বানে এবং আমার প্রব্রজ্যা তথা দ্বিতীয় জন্মের ঠিকানা এই রাং-উ রাংকূটে আমার অবস্থানকে স্থানীয় প্রধান ভিক্ষু এবং তৎ শিষ্যসংঘ মেনে নিতে না পারায়, তারা আমাকে বহিরাগতরূপে চিহ্নিত করে নিয়েছেন। ফলে তাদেরই কিছু অন্ধভক্ত যারা রাংকূটে আমার প্রতিষ্ঠিত জগৎজ্যোতি শিশুসদনে চাকুরী করে জীবন চালায় সেই অন্ধ-অকৃতজ্ঞদের লেলিয়ে দিয়ে

আমার জীবনকে আজ নানাভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত করে তুলেছে; তেমন এক ভয়ানক পরিস্থিতিতেই আমার পালি অনুবাদক শিষ্যসংঘের আগমন হলো রাং-উ রাংকূটে।

আমি তাই এই ভূমিকা লিখে দিতে লজ্জাবোধ করছি, পবিত্র পিটকীয় অনুবাদ গ্রন্থটির পরিপূর্ণ সুষ্ঠু পর্যালোচনামূলক উপস্থাপনার জন্যে সুস্থ পরিবেশের অভাবের কারণে এবং সময়ের নিতান্ত অপ্রতুলতার জন্যে। তাই আমি এ বিষয়ে সুধী পাঠক ও গবেষকদের ক্ষমা সুন্দর মনোভাব কামনা করছি। এজন্যে আমি যে-কোনো পাঠকের সংশোধন ও সংযোজনীমূলক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো অনাগত সংস্করণের জন্যে।

অনুবাদকসংঘ সকল অনুবাদের ক্ষেত্রে এখনো অপরিপক্ব। তৎসত্ত্বেও বুদ্ধবাণীকে বঙ্গভাষীদের সমক্ষে তুলে ধরতে তাঁদের এই আন্তরিক প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করতে এবং ক্রমিক দক্ষতা অর্জন করতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!
সকলের কল্যাণ হোক!

২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষের
শুভ কঠিন চীবর মাস
২০-১১-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ
রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধতীর্থ
রামু, কক্সবাজার।

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার”

সূত্রপিটকে
অঙ্গুত্তরনিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. ভণ্ডগ্রাম বর্গ

১. সম্যকরূপে জ্ঞাত সূত্র

১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৃজিদের[১] ভণ্ডগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে “হে ভিক্ষুগণ” বলে আহ্বান করলেন। “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। সেই চার ধর্ম কী কী?

ভিক্ষুগণ, আর্যশীলে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আর্যসমাধিতে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে

---

[১]। বৃজি বা বজ্জি। বৃজিগণ আট মৈত্রীবদ্ধ গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন লিচ্ছবি ও বিদেহ। লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল বৈশালী আর বিদেহদের রাজধানী মিথিলা। উভয় ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৃজিগণ অত্যন্ত উন্নত, একতাবদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী জাতি ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন বছর পর মগধের অধিপতি অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকারের কূটবুদ্ধির ফাঁদে পড়ে অনৈক্য হয়ে গেলে বৃজিগণের পতন হয়েছিল। (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—ড. মণিকুন্তলা হালদার)

জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আর্যপ্রজ্ঞায় অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আর্যবিমুক্তিতে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, এ আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা এবং আর্যবিমুক্তি সম্যকরূপে জ্ঞাত, উপলব্ধ হলে ভবতৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত হয়, পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হয় এবং পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়।”

ভগবান এমন বললেন। অতঃপর সুগত গাথায় এরূপ বললেন :

“শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা আর বিমুক্তি শ্রেষ্ঠেতে,
যশস্বী গৌতম দ্বারা ধর্ম অধিগমে।
ধর্মদানে ভিক্ষুগণে বুদ্ধ অভিজ্ঞায়,
চক্ষুষ্মান দুঃখান্তকারী নৈর্বাণিক শাস্তায়।” (প্রথম সূত্র)

২. প্রপতিত সূত্র

২. “হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে অসমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত (বিশেষভাবে পতন)’ বলে ব্যক্ত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : আর্যশীলে অসমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত’ ব্যক্ত হয়। আর্যসমাধিতে অসমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়। আর্যপ্রজ্ঞায় অসমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়। আর্যবিমুক্তিতে অসমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আর্যশীলে সমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়। আর্যসমাধিতে সমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়। আর্যপ্রজ্ঞায় সমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়। আর্যবিমুক্তিতে সমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত হলে ‘এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত’ বলে ব্যক্ত হয়।”

“লোভ যদি হয় পুনরাগত চ্যুত পতিত হয় সে-জন,
সুখ অনুগত হয় কীসে, রমণীয় নয় যে-জন?” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ক্ষত সূত্র (প্রথম)

২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে নিন্দনীয়ের গুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে প্রশংসনীয়ের অগুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে নিরানন্দ বিষয়ে আনন্দ উৎপন্ন করে। উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে আনন্দ বিষয়ে নিরানন্দ উৎপন্ন করে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে নিন্দনীয়ের অগুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে প্রশংসনীয়ের গুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে নিরানন্দ বিষয়ে নিরানন্দ উৎপন্ন করে। উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে আনন্দ বিষয়ে আনন্দ উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজের অক্ষত, অবিনষ্ট রক্ষা করে; পণ্ডিতগণের কাছে নিষ্পাপ, অনিন্দিত বলে পরিগণিত হয় এবং বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।"

"নিন্দিত বিষয়ে যে-জন করে প্রশংসা স্তুতি,
প্রশংসনীয় তার কাছে নিন্দনীয় অতি।
পাপ সংগ্রহে যেন, যথা ইচ্ছা বলে,
সুখ হয় পরাহত সেই পাপের ফলে।
পাশা খেলায় কেহ যদি ধনহারা হন,
অল্পমাত্র পাপ তাহা জান ভিক্ষুগণ।
করিলে সুগতের প্রতি খারাপ ধারণা,
গুরুতর পাপ হয়, দুর্গতি তাড়না।

শত-সহস্র ছত্রিশ, পঞ্চাশ অব্বুদে,
জন্মে তথায় আর্য-নিন্দায়, বাক্য-মনে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. ক্ষত সূত্র (দ্বিতীয়)

৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মাতার প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। পিতার প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। তথাগতের প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। তথাগত শ্রাবকের প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়।"

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।

সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মাতার প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়। পিতার প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়। তথাগতের প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।

তথাগত শ্রাবকের প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ

নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।"

"মিথ্যা প্রতিপন্ন যে মাতাপিতার প্রতি,
তথাগত ও শ্রাবকগণে পোষে সেই মতি।
এতাদৃশ কর্ম সাধনে যারা থাকে নিয়োজিত,
মাতাপিতা পণ্ডিত হয় তাতে অধর্মাচার,
ইহলোকে হয় নিন্দিত, মরণে অপায় তার।
করলে সম্যক ধারণা মাতাপিতার প্রতি,
তথাগত ও শ্রাবকগণে সেই একই মতি।
এতাদৃশ নরের জান, বহু পুণ্যই গতি ॥
আচরি ধর্ম মাতাপিতা, বুদ্ধ ও শ্রাবকের প্রতি,
এই জগতে প্রশংসিত, মরণে লভে স্বর্গসুখ অতি।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. অনুস্রোত সূত্র

৫. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অনুস্রোতগামী পুদ্গল, প্রতিস্রোতগামী পুদ্গল, প্রতিষ্ঠিত পুদ্গল, ত্রিলোক অতিক্রান্ত নির্বাণে স্থিত পুদ্গল।

ভিক্ষুগণ, অনুস্রোতগামী পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল কামের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং পাপকর্ম সম্পাদন করে। একেই বলা হয় অনুস্রোতগামী পুদ্গল।

প্রতিস্রোতগামী পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল কামের প্রতি অনুরক্ত হয় না এবং পাপকর্ম সম্পাদন করে না। তবে দুঃখ এবং দৌর্মনস্যের সাথে অশ্রু বিসর্জনে কেঁদে কেঁদে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনে রত হয়। একেই বলা হয় প্রতিস্রোতগামী পুদ্গল।

প্রতিষ্ঠিত পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল পঞ্চবিধ অধোভাগীয়[১] সংযোজন ধ্বংস করে উপপাতিক[২] সত্ত্ব হন এবং সেখানে

১। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ, ব্যাপাদ—এই পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন নামে খ্যাত।

২। উপপাতিক : মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত স্বয়ংজাত সত্ত্ব। স্বর্গ, ব্রহ্ম ও নারকীয় সত্ত্বগণ

পরিনির্বাপিত হন। পুনঃ আর জন্মগ্রহণ করেন না। একেই বলা হয় প্রতিষ্ঠিত পুদ্গল।

ত্রিলোক অতিক্রান্ত নির্বাণে স্থিত পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল আসবসমূহ[১] ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা নিরাসবযুক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করেন। একেই বলা হয় ত্রিলোক অতিক্রান্ত নির্বাণে স্থিত পুদ্গল। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল পৃথিবীতে বিদ্যমান।"

"হয়ে থাকে যারা কামে অসংযতাচারি,
অবীতরাগ বশে হয় মহা কামভোগী।
পুনঃপুন জন্ম জরায় হয় বিচরণকারী,
তৃষ্ণায় প্রবিষ্ট তারা অনুস্রোতগামী।
এ জগতে যারা হয় ধীর আর প্রতিষ্ঠিত,
পাপে বিরত তারা, কামে নহে অনুরক্ত।
দুঃখ জ্ঞানে অবস্থানে, নাহি কামচারী,
তাই আমি বলি তাদের প্রতিস্রোতগামী।
পঞ্চবিধ ক্লেশ ধ্বংসে হয়ে পূর্ণ শৈক্ষ্য,
অপরিহানিধর্ম লভি মনের আধিপত্য।
চিত্ত যার বশীভূত, ইন্দ্রিয় সমাহিত,
সেই নরকে বলি আমি যথা প্রতিষ্ঠিত।
পূর্বাপর ধর্ম যার হয়েছে অধিগত,
ব্রহ্মচর্যপূর্ণকারী মুনি তিনি, নির্বাণ উপগত।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. অল্পশ্রুত সূত্র

৬. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার পুদ্গল কী কী? যথা : শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত অল্পশ্রুত, শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত অল্পশ্রুত, শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত বহুশ্রুত, শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত বহুশ্রুত।

ভিক্ষুগণ, কীভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত অল্পশ্রুত হয়? এ জগতে

উপপাতিক সত্ত্ব নামে কথিত।

[১]। আসব, যা থেকে ভাবী সংসার-দুঃখ স্রাব বা প্রসব হয়, তা-ই আসব। চিত্তের মত্ততাসাধক অকুশল চৈতসিক বিশেষ। আসব চার প্রকার। যথা : (১) কামাসব (২) ভবাসব (৩) দৃষ্টাসব (৪) অবিদ্যাসব।

কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল—এই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে অল্পশ্রুত হয়। সেই অল্পশ্রুত হওয়ার কারণে তার অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয় না; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। এভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত অল্পশ্রুত হয়।

কীভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত অল্পশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল—এই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে অল্পশ্রুত হয়। অল্পশ্রুত হলেও তার শ্রুত বিষয়ের অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয়; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। এভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত অল্পশ্রুত হয়।

কীভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত বহুশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল—এই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে বহুশ্রুত হয়। বহুশ্রুত হলেও তার অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয় না; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। এভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত বহুশ্রুত হয়।

কীভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত বহুশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল—এই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে বহুশ্রুত হয়। সেই বহুশ্রুত হওয়ার কারণে তার অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয়; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। এভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত বহুশ্রুত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

"অল্পশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় অসমাহিত,
শ্রুতি আর শীল হীনে সে হয় নিন্দিত।
অল্পশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় সুসমাহিত,
শীল হেতু প্রশংসা তার, শ্রুতিতে নন্দিত।
বহুশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় অসমাহিত,
শ্রুতিতে প্রশংসা তার, শীলেতে নিন্দিত।
বহুশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় সুসমাহিত,
শ্রুতি আর শীল হেতু হয় সে প্রশংসিত।
সপ্রাজ্ঞ বুদ্ধশিষ্য বহুশ্রুত ধর্মধর,
খাঁটি স্বর্ণতুল্য তারে কেবা অনাদর?
ব্রহ্মের প্রশংসা, দেবেরও পায় সে আদর।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. শোভন সূত্র

৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার ব্যক্তি শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। সেই চার ব্যক্তি কারা? যথা : ভিক্ষু শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত[১], ধর্মধর[২] এবং ধর্মানুধর্ম[৩] প্রতিপন্ন হয়ে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। ভিক্ষুণী শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। উপাসক শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। উপাসিকা শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার ব্যক্তি শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করে।"

"সুশিক্ষিত বিশারদ বহুশ্রুত ধর্মধর যিনি,
ধর্মানুধর্মচারী সংঘে সুশোভিত তিনি।
"ভিক্ষু হলে শীলবান, ভিক্ষুণী বহুশ্রুতা,
উপাসক শ্রদ্ধাবান, উপাসিকা শ্রদ্ধান্বিতা।
সংঘে শোভা পায় সকলে সবে,
সুশোভিত হন তারা, সেই সংঘ মাঝে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. বৈশারদ্য সূত্র

৮. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের চারি বৈশারদ্য (বিশারদত্ব) বিদ্যমান, যেই বৈশারদ্যে সমন্বিত হয়ে তথাগত অগ্রত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিশেষভাবে জানেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেই চার বৈশারদ্য কী কী? যথা : জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'সম্যকসম্বুদ্ধের জ্ঞাত এ ধর্মসমূহ অধিগত হয়নি' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে; এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।"

---

[১]। বহুশ্রুত—যার বহুশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে।

[২]। ধর্মধর—পরিয়ত্তি ও পটিবেধ ধর্মধারী।

[৩]। ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন—আর্য ধর্মের অনুধর্মভূত বিদর্শন ধর্ম প্রতিপন্ন।

"জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'ক্ষীণাসবের জ্ঞাত এ ধর্মসমূহ অপরিক্ষীণ' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে; এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।

জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'তাদের (বুদ্ধগণের) দ্বারা ব্যক্ত অন্তরায়কর ধর্মসমূহ অনুশীলন করলে মোটেই অন্তরায় হয় না' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে। এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।

জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'যেরূপ মঙ্গলার্থে ধর্ম দেশিত, সেভাবে অনুশীলন করলে অনুশীলনকারীর সম্যকভাবে দুঃখ ক্ষয় হয় না, দুঃখ নির্বাপিত হয় না' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে; এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।

ভিক্ষুগণ, তথাগতের এই চারি বৈশারদ্য বিদ্যমান, যেই বৈশারদ্যে সমন্বিত হয়ে তথাগত অগ্রত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।"

"আমার স্পষ্ট কথায় কে-বা আছে নিন্দাতে,
শ্রমণ-ব্রাহ্মণাদি কোথাও, কোন হেতুতে।
তথাগতের সম কেহ নাই-রে পণ্ডিত,
বৈশারদ্য, জয়ী তিনি ভাষণেও নন্দিত।"
ধর্মচক্র আয়ত্তে যিনি মহান অদ্বিতীয়,
অনুকম্পায় দেশনা করেন, যা প্রবর্তনীয়।
দেব-নরে তাদৃশ শ্রেষ্ঠ যেই জন হন,
ভব উত্তীর্ণে দক্ষ সত্ত্বগণের নমস্য সে-জন।" (অষ্টম সূত্র)

৯. তৃষ্ণা উৎপন্ন সূত্র

৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, যাতে ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চীবরহেতু ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। পিণ্ডপাতহেতু ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। শয়নাসনহেতু ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। এই স্থানে পুনর্জন্মগ্রহণ করব, এই স্থানে করব না-হেতু,

ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, যাতে ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।"

"সংসারের দীর্ঘপথে তৃষ্ণা হয় পুরুষ দ্বিতীয়,
তৃষ্ণার অন্যথাভাবে, সংসার হয় অপ্রবর্তিত।
এবম্বিধ উপদ্রব দুঃখ জ্ঞাত যেই জন,
তৃষ্ণাসক্তি বিনাশে তিনি সত্য ভিক্ষু হন।" (নবম সূত্র)

১০. যোগ সূত্র

১০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার যোগ[১]। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগ। ভিক্ষুগণ, কামযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে কামে কামরাগ, কামনন্দী, কামপ্রেম, কামমোহ, কামপিপাসা, কাম-উন্মাদনা, কামাসক্তি, কামতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় কামযোগ। এটিই কামযোগ।

ভবযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে ভবে ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবপ্রেম, ভবমোহ, ভবপিপাসা, ভব-উন্মাদনা, ভবাসক্তি, ভবতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় ভবযোগ। এটিই ভবযোগ।

মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে মিথ্যাদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি রাগ, মিথ্যাদৃষ্টি নন্দী, মিথ্যাদৃষ্টি প্রেম, মিথ্যাদৃষ্টি মোহ, মিথ্যাদৃষ্টি পিপাসা, মিথ্যাদৃষ্টি উন্মাদনা, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ। এটিই মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ।

---

[১]। যোগ অর্থে সংযোগ, সম্বন্ধ। বন্যাস্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের আবর্জনাদি যেমন একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যায়, এই যোগ-স্রোতও সত্ত্বগণকে এক জন্মের সাথে অন্য জন্মের সংযোগ করে দেয়। (স্মৃতিদর্পণ—ধর্মবিহারী স্থবির)

অবিদ্যা-যোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে ছয় স্পর্শায়তনে অবিদ্যা, অজ্ঞানকে পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় অবিদ্যা-যোগ। এরূপে কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগাদি পাপজনক অকুশল কর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্ম প্রদান, ক্লেশজনক দুঃখ বিপাক, ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণাদিতে সংযুক্ত করে। তদ্ধেতু একে অযোগক্ষেম (আসক্তি) বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার যোগ।

ভিক্ষুগণ, বিসংযোগ (বিচ্ছেদ) চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কামযোগ বিসংযোগ, ভবযোগ বিসংযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ, অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগ।

ভিক্ষুগণ, কামযোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে কামে কামরাগ, কামনন্দী, কামপ্রেম, কামমোহ, কামপিপাসা, কাম-উন্মাদনা, কামাসক্তি, কামতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় কামযোগ বিসংযোগ। এটিই কামযোগ বিসংযোগ।

ভবযোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে ভবে ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবপ্রেম, ভবমোহ, ভবপিপাসা, ভব-উন্মাদনা, ভবাসক্তি, ভবতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় ভবযোগ বিসংযোগ। এটিই ভবযোগ বিসংযোগ।

মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে মিথ্যাদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি রাগ, মিথ্যাদৃষ্টি নন্দী, মিথ্যাদৃষ্টি প্রেম, মিথ্যাদৃষ্টি মোহ, মিথ্যাদৃষ্টি পিপাসা, মিথ্যাদৃষ্টি উন্মাদনা, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ। এটিই মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ।

অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ছয় স্পর্শায়তনের

সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে ছয় স্পর্শায়তনে অবিদ্যা, অজ্ঞানকে পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগ। এরূপে কামযোগ বিসংযোগ, ভবযোগ বিসংযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ, অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগাদি পাপজনক অকুশল ধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্ম প্রদান, ক্লেশজনক দুঃখ বিপাক, ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণাদি হতে বিসংযুক্ত করে। তদ্ধেতু একে যোগক্ষেম বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার বিসংযোগ।"

"কামযোগে সংযুক্ত আর ভবযোগে উভয়ে,
দৃষ্টিযোগে সংযুক্ত অবিদ্যাযোগ পুরাভাগে।
অজ্ঞ নর এভাবে ভ্রমি ভব সংসারে,
জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় পুনঃ বারে বারে।
মিথ্যাদৃষ্টি সমুচ্ছেদ হয় অবিদ্যা বিদূরণ,
সর্বযোগ বিসংযোগ হয়, তাতেই মুনির যোগজয়।" (দশম সূত্র)

স্মারক-গাথা :

অনুবুদ্ধ, প্রপতিত দুই, ক্ষত, অনুশ্রুত পঞ্চমে,
অল্পশ্রুত, শোভন আর বৈশারদ্য, তৃষ্ণাযোগ দশমে।

২. বিচরণ বর্গ

১. বিচরণ সূত্র

১১. "হে ভিক্ষুগণ, বিচরণকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"স্থিতকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"উপবিষ্ট অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"শায়িত অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, বিচরণকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"স্থিতকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"উপবিষ্ট অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"শায়িত অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা-বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে আর শয়নে,
দেহ আশ্রয়ে পাপ চিন্তা করে যেই জনে।

অজ্ঞানে বিমোহিত জন যায় যে কুপথে,
অযোগ্য হয় সেই ভিক্ষু, সমাধি উত্তমে ।
দাঁড়ানে গমনে আর উপবেশন, শয়নে,
বিতর্ক উপশমে রত, বিতর্ক দমনে।
নিয়ত অভ্যাস যে-জন করে এভাবে,
উপযুক্ত হন তিনি উত্তম সমাধি লাভে।” (প্রথম সূত্র)

২. শীল সূত্র

১২. “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা প্রাতিমোক্ষ শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান কর।

ভিক্ষুগণ, প্রাতিমোক্ষ শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থানকারীদের পক্ষে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে অতিরিক্ত আরও কী শিক্ষা করা কর্তব্য?

বিচরণ বা গমনকালে ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায়প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু ‘পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল’ বলে অভিহিত হয়।

স্থিতকালে ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায়প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু ‘পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল’ বলে অভিহিত হয়।

উপবিষ্ট অবস্থায় ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায়প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু ‘পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল’ বলে অভিহিত হয়।

শায়িত অবস্থায় ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায়প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত

চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"দাঁড়ানে, গমনে ভিক্ষু হয়ে সুসংযত,
শয়নে, উপবেশনেও হয় সেই মত।
ঊর্ধ্বে-অধে পৃথিবীতে ঘুরে অবিরত,
স্কন্ধের উদয়-ব্যয়ে হয় অনুসন্ধান রত।
চিত্ত উপশমে দক্ষ, সৎ শিক্ষাকামী,
তাদৃশ উদ্যমশীলে ভিক্ষু বলি আমি।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. উদ্যম সূত্র

১৩. "হে ভিক্ষুগণ, সম্যক উদ্যম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। উৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্ম ক্ষয়ের জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপাদনের জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার সম্যক উদ্যম।"

"সম্যক উদ্যমে যিনি অধিষ্ঠিত, সুরক্ষিত হন,
মাররাজ্য বিজয়ী তিনি জন্ম-মৃত্যু হন উত্তরণ।
সসৈন্য মারজয়ী তৃষ্ণামুক্ত তিনি,
মৃত্যুর অতীত হয়ে পরম সুখী ইনি।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. সংবরণ সূত্র

১৪. "হে ভিক্ষুগণ, উদ্যম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সংবরণ উদ্যম, পরিত্যাগ উদ্যম, ভাবনা উদ্যম, অনুরক্ষণ উদ্যম। সংবরণ উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী[১], অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে

---

[১]। নিমিত্তগ্রাহী—ষড়-ইন্দ্রিয়ে আলম্বন গ্রহণপূর্বক তাতে পুরুষ বা স্ত্রীরূপে শুভ-নিমিত্ত গ্রহণ করা।

[২]। অনুব্যঞ্জনগ্রাহী—অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হাত-পা, স্মিত হাসি, কথা, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি অবয়বিক প্রভেদকারে শুভ-নিমিত্ত গ্রহণ করা।

বিচরণকারী চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায়-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায়-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায়-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। একেই বলা হয় সংবরণ উদ্যম।

পরিত্যাগ উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং তাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং তাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং তাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন পাপজনক অকুশল ধর্ম গ্রহণ করে না বরং তাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্তকে পরিশুদ্ধ

করে। একেই বলা হয় পরিত্যাগ উদ্যম।

ভাবনা উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু বিবেক[১], বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচার সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী বীর্য সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী বীর্য সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী সমাধি সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। বিবেক, বিরাগ, নিরোধনিশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবিত করে। একেই বলা হয় ভাবনা উদ্যম।

অনুরক্ষণ উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন উৎকৃষ্ট সমাধি নিমিত্তকে অস্থি সংজ্ঞা, পুলবক (ক্রিমি-কীট) সংজ্ঞা, বিবর্ণ সংজ্ঞা, ছিদ্র-বিছিদ্র সংজ্ঞা এবং স্ফীত (ফুলে কুৎসিত) সংজ্ঞা দ্বারা সংরক্ষণ বা পুনঃপুন ভাবনা করে। একেই বলা হয় অনুরক্ষণ উদ্যম। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার উদ্যম।"

"সংবরণ, পরিত্যাগ, ভাবনা আর অনুরক্ষণ,
এই চার উদ্যম আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের ভাষণ।
উদ্যমী ভিক্ষু, দুঃখক্ষয়ে অর্হত্ত্ব হন।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. জ্ঞাপন সূত্র

১৫. "হে ভিক্ষুগণ, চারজন পুদ্গাল অগ্র বলে জ্ঞাপনীয়। সেই চারজন কারা? যথা : আত্মভবসম্পন্নদের মধ্যে ইনি অগ্র-অসুরেন্দ্র রাহু। কামভোগীদের মধ্যে ইনি অগ্র-রাজা মান্ধাতা। আধিপত্য বিস্তারকারীদের মধ্যে ইনি অগ্র-পাপীষ্ঠ মার। কিন্তু দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের কাছে তথাগতই অগ্রে প্রকাশিত হন—অর্হৎ

[১]। বিবেক—বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। বিবেক তিন প্রকার। যথা : (১) কায়বিবেক—লোক বর্জন, লোকালয় হতে দূরে বাস। কায়বিবেক অনুশীলনে জনসঙ্গপ্রিয়তা বিদূরীত হয়। (২) চিত্তবিবেক—চিত্তের ক্লেশ বর্জন। চিত্তবিবেক অনুশীলনে আসক্তিপ্রিয়তা বিদূরীত হয়। (৩) উপাধিবিবেক—সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। উপাধিবিবেক অনুশীলনে সংস্কারপ্রিয়তা বিদূরীত হয়। এ ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক। (ধর্মপদ, মিহির গুপ্ত)

সম্যকসম্বুদ্ধরূপে। ভিক্ষুগণ, এই চারজন পুদ্গল অগ্র বলে জ্ঞাপনীয়।"

আত্মভাবদের অগ্র রাহু, কামভোগীদের মান্ধাতা,
আধিপত্যে অগ্র মার, শির যেন উন্নতা।
বুদ্ধের কাছে এসব তুচ্ছ বারিকণা,
ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকে সবদিকে বুদ্ধ অনন্য,
ত্রিলোকে বুদ্ধই একমাত্র সদা অগ্রগণ্য। (পঞ্চম সূত্র)

৬. সূক্ষ্মতা সূত্র

১৬. "হে ভিক্ষুগণ, সূক্ষ্মতা চার প্রকার। সেই চার সূক্ষ্মতা কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ রূপসূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই রূপসূক্ষ্মতা হতে অন্যরূপ সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই রূপসূক্ষ্মতা হতে অন্যরূপ সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। শ্রেষ্ঠ বেদনা সূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই বেদনা সূক্ষ্মতা হতে অন্য বেদনা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই বেদনা সূক্ষ্মতা হতে অন্য বেদনা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা সূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই সংজ্ঞা সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংজ্ঞা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই সংজ্ঞা সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংজ্ঞা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। শ্রেষ্ঠ সংস্কার সূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই সংস্কার সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংস্কার সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই সংস্কার সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংস্কার সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সূক্ষ্মতা।"

রূপসূক্ষ্মতা জ্ঞাত আর বেদনা উৎপত্তিতে,
জ্ঞাতি আরও সংজ্ঞা, সংস্কার সূক্ষ্মতাতে,
তাই নাহি চাহে আর সূক্ষ্মতা প্রার্থীতে।
যে ভিক্ষু সমদর্শী, বিশুদ্ধ শান্তিপদে রত,
অন্তিম দেহধারী তিনি, হয় মার সসৈন্যে পরাজিত। (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অগতি সূত্র (প্রথম)

১৭. "হে ভিক্ষুগণ, অগতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন, ভয়গতিতে গমন। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার অগতিগমন।"

"ছন্দ, দ্বেষ, মোহ ভয়ে ধর্ম যে করে লঙ্ঘন,
ক্ষয় তার যশ-কীর্তি, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের মতন।" (সপ্তম সূত্র)

৮. অগতি সূত্র (দ্বিতীয়)

১৮. "হে ভিক্ষুগণ, গতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দ গতিতে গমন না করা, দ্বেষগতিতে গমন না করা, মোহগতিতে গমন না করা, ভয়গতিতে গমন না করা। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার গতিগমন।"

"ছন্দ, দ্বেষ, মোহ ভয়ে ধর্ম যে করে না লঙ্ঘন,
বাড়ে তার যশ-কীর্তি, শুক্লপক্ষ চন্দ্রের মতন।" (অষ্টম সূত্র)

৯. অগতি সূত্র (তৃতীয়)

১৯. "হে ভিক্ষুগণ, অগতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন, ভয়গতিতে গমন। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার অগতিগমন।

ভিক্ষুগণ, গতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন না করা, দ্বেষগতিতে গমন না করা, মোহগতিতে গমন না করা, ভয়গতিতে গমন না করা। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার গতিগমন।"

"ছন্দ, দ্বেষ, মোহ ভয়ে ধর্ম করে যে লঙ্ঘন,
ক্ষয় তার যশ-কীর্তি, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের মতন।
ছন্দ, দ্বেষ, মোহ ভয়ে ধর্ম করে না যে লঙ্ঘন,
বাড়ে তার যশ-কীর্তি, শুক্লপক্ষ চন্দ্রের মতন।" (নবম সূত্র)

১০. ভোজন উদ্দেশক সূত্র

২০. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক[১] নিশ্চিতরূপে নিরয়ে পতিত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন, ভয়গতিতে গমন। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে পতিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এ চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন না করা, দ্বেষগতিতে গমন না করা, মোহগতিতে গমন না করা, ভয়গতিতে গমন না করা। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।"

---

[১]। যেই ভিক্ষু খাদ্য বণ্টনে তত্ত্বাবধান করে বা আহার্য পরিবেশনের তত্ত্বাবধায়ক।

"যে-জন কামের প্রতি হয় জ্ঞানহীন,
ধর্মের অগৌরবে হয় সে পাপাধীন।
ছন্দ, দ্বেষ, মোহ আর ভয়গামী জন,
পরিষদে সেই জন নিষ্প্রভ হন।
এভাবে জ্ঞাত শ্রমণ, হয় প্রকাশিত,
সাধু দ্বারা তিনি হন অতি প্রশংসিত।
ধর্মে যে স্থিত হয় পাপে রত নয়,
পুণ্যকর্ম যত আছে, তাতে সে নির্ভয়।
ছন্দ, দ্বেষ, মোহভয়ী নয় যে জন,
পরিষদে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে সেই জন।
জ্ঞাত হয়ে শ্রমণধর্ম করে প্রকাশিত,
শ্রমণ বলে জান সবে হয় এই মত।" (দশম সূত্র)

বিচরণ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

বিচরণ, শীল, উদ্যম, সংবরণ, জ্ঞাপনতে হয় পাঁচ,
সূক্ষ্মতা, তিন অগতি, ভোজনউদ্দেশক-সহ হয় দশ।

৩. উরুবেলা বর্গ

১. উরুবেলা সূত্র (প্রথম)

২১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের আহ্বানে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, একসময় আমি উরুবেলাতে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধমূলে অবস্থান করছিলাম, সম্বোধি জ্ঞান লাভের পর। তখন আমার ধ্যাননিমগ্ন চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উদয় হয়েছিল যে, "জীবনে দুঃখের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অবস্থান করা কঠিন। আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তাদের উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব?"

"ভিক্ষুগণ, এমন পরিবিতর্কে আমার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল যে, আমার শীলস্কন্ধ কি এখনো অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ,

ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শীলসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার সমাধিস্কন্ধ কি এখনো অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধিসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি এখনো অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার বিমুক্তিস্কন্ধ কি এখনো অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিমুক্তিসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।”

“ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল যে, ‘তাহলে এখন যে ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে, আমি সেই ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।’”

অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা আমার চিত্ত পরিবিতর্ক জানতে পেরে যেমন কোনো বলবান পুরুষ মুহূর্তের মধ্যে সংকুচিত বাহু প্রসারিত অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে ঠিক তেমন সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আর উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে দক্ষিণ জানুমণ্ডল ভূমিতে স্পর্শ করে আমাকে কৃতাঞ্জলিপূর্ণ প্রণাম করে এরূপ বললেন, “প্রভু ভগবান, আপনি এরূপ করুন; সুগত, আপনি এরূপ করুন।

ভন্তে, অতীতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ যেভাবে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করেছিলেন, ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ যেভাবে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করবেন; আপনিও তাঁদের মতন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হয়ে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করুন।" সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর এ গাথা উচ্চারণ করলেন :

"অতীত আর অনাগতের বুদ্ধগণ প্রত্যেকে,
সম্বুদ্ধ প্রাপ্ত হলেন বহুজনের শোক নাশে।
গুরু মেনে সদ্ধর্মে সবে ছিলেন বিহার-বিচরণে,
বুদ্ধগণের ধর্মতা ইহা এ মতো অবস্থানে।
আত্মপ্রেম সাথে নিয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষায়,
অগ্রসর হোন প্রভু, বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠায়।"

"ভিক্ষুগণ, সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলার পর আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথা হতে অন্তর্ধান হন। অতঃপর আমি ব্রহ্মার সেই প্রার্থনা জ্ঞাত হয়ে, যে-ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে সেই ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করেছি।

এ হেতুতে সংঘ ধর্মগুণ মহত্ত্বতায় সমন্বিত হলে আমার এবং সংঘের উভয়েরই গৌরব হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. উরুবেলা সূত্র (দ্বিতীয়)

২২. "হে ভিক্ষুগণ, একসময় আমি উরুবেলাতে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধমূলে অবস্থান করছিলাম, সম্বোধিজ্ঞান লাভের পরে। তখন বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত, মধ্যবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক বহু ব্রাহ্মণ আমার কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আমার সাথে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করলেন। আলাপান্তে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণ এরূপ বললেন, মহাশয় গৌতম, আমরা এরূপ শুনেছি যে, শ্রমণ গৌতম নাকি বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত, মধ্যবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান করেন না বা আসন প্রদানের মাধ্যমে আহ্বান করেন না। মহাশয় গৌতম, আপনি সেরূপ করেন কি? যদি মহাশয় গৌতম বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত মধ্যবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান না করেন বা আসন প্রদানের মাধ্যমে আহ্বান না করে থাকেন, তা হলে মহাশয় গৌতম, এটা তো সাধুতাপূর্ণ আচরণ নয়।"

ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এ রকম উদয় হয়েছিল যে, এ আয়ুষ্মানগণ স্থবির বা স্থবিরকরণ বিষয়ে জানেন না। যদি আশি, নব্বই কিংবা শতবর্ষী বৃদ্ধ জন্ম দ্বারা বৃদ্ধ হয় এবং অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী ও অকালে অর্থ, কারণ ও বিবেচনাহীন, অনর্থপূর্ণবাক্য ভাষণকারী হয়, তাহলে সে তো 'মূর্খ স্থবির'-এর সংখ্যাতেই পরিগণিত হয়।

যদি অল্পবয়স্ক যুবক কালো কেশধারী, ভদ্রযৌবনে সমন্বিত এবং প্রথম বয়স হতেই কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী ও যথাকালে অর্থ ও কারণযুক্ত, বিবেচনাপ্রসূত, অর্থপূর্ণবাক্য ভাষণকারী হয়, তাহলে সে 'পণ্ডিত স্থবির'-এর সংখ্যাতেই পরিগণিত হয়।"

ভিক্ষুগণ, স্থবিরকরণ ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার (স্থবিরকরণ ধর্ম) কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরসংযুক্ত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; শ্রুতিধর, শ্রুতসঞ্চয়ী বহুশ্রুত হয়; যে ধর্মসমূহ আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, অর্থসহ সব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ দ্বারা বহুশ্রুত, তৃপ্ত, পরিচিত, মনোনিবেশকৃত, সুবোধ্য হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়। আসবসমূহ ক্ষয়সাধন করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে অনাসক্তিযুক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার স্থবিরকরণ ধর্ম।

"উদ্ধত চিত্তে ভাষে যে বহু বৃথাবাক্য,
অস্থির সংকল্পী হয়ে করে অসদ্ধর্মে সখ্য।
স্থবিরতা থেকে হয় সে বহু দূরবর্তী,
অনাদরণীয় গণ্য, তার পাপদৃষ্টি।
শীলসম্পন্ন শ্রুতবান আর প্রতিভ যে-জন,
ধর্মে সংযত ধীর, বিদর্শনে অর্থ পরিজ্ঞান।
পারদর্শী সবধর্মে, অপ্রতিরোধ্য সেই হয়,
জন্ম-মৃত্যু প্রহীন তার ব্রহ্মচর্য পূর্ণ নিশ্চয়।
সর্বাসব বিহনে ভিক্ষু হলে আসবমুক্ত,
প্রকৃত স্থবির বলে তিনিই হন উক্ত।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. লোকসূত্র

২৩. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত লোক সম্বন্ধে উত্তমভাবে জ্ঞাত, লোক হতে বিসংযুক্ত। তিনি লোক সমুদয় (উৎপত্তি) সম্বন্ধে উত্তমভাবে জ্ঞাত। লোক সমুদয় প্রহীন সম্বন্ধে উত্তমভাবে জ্ঞাত। লোক নিরোধ সম্বন্ধে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষকৃত। এবং লোক নিরোধগামী প্রতিপদা তথাগতের ভাবিত।

দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণ কর্তৃক যেসব বিষয় মন দ্বারা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত সেসবই তথাগত কর্তৃক জ্ঞাত। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।

তথাগত যে রাতে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেন, যে রাতে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হন; এ দুয়ের মধ্যে যা ভাষণ, প্রকাশ, নির্দেশ করেন সবই সেভাবেই হয়; অন্যভাবে হয় না। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।

তথাগত যেভাবে বলেন সেভাবেই সম্পাদন করেন, যেভাবে সম্পাদন করেন সেভাবেই বলেন। এরূপে তিনি যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী হন। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের কাছে তথাগতই একমাত্র প্রভু, অপরাজিত, প্রত্যক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।"

"সর্বলোক সম্পর্কে যিনি উত্তম অভিজ্ঞাত,
বিসংযুক্ত হন তিনি ত্রিলোক অনাসক্ত।
সব বিষয়ে ধীর আর পুনর্জন্ম বিমুক্ত,
নির্বাণে অকুতোভয় পরম শান্তিপ্রাপ্ত;
ক্ষীণাসব বুদ্ধ তিনি সংশয়-ক্লেশমুক্ত।
সিংহসম অনুত্তর বুদ্ধ ভগবান যিনি,
প্রবর্তিলেন ধর্মচক্র দেব-নরে তিনি।
দেব-নর সবের শরণ বুদ্ধ তথাগত,
তাদের দ্বারা পূজিত হন সম্যকসম্বুদ্ধ।
দমনে শ্রেষ্ঠ দান্ত, মহাজ্ঞানী ঋষি,
মুক্তিতে শ্রেষ্ঠ, অগ্রপ্রদর্শক বিমুক্তি।
মানিত হন সেই মহাজ্ঞানী বুদ্ধ প্রভু বলে,
নেই কোনো জন তাহার সম দেব-নরলোকে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. কালকারাম সূত্র

২৪. একসময় ভগবান সাকেত নগরে কালকারামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি (বিশেষভাবে) জানি।

দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমার অভিজ্ঞাত হয়েছে। তা তথাগতের বিদিত, অবিদিত নয়।

দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি জানি বললে, আমার মিথ্যা বলা হবে না।

দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি জানি। আবার জানি না বললে মিথ্যা বলা হবে। দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি জানি না; আবার জানি না বললে আমার মিথ্যা বলা হবে।

এরূপে ভিক্ষুগণ, তথাগত দ্রষ্টব্য বিষয় দেখেন এবং দৃষ্ট বিষয় মনে স্থান দেন না; অদৃষ্ট বিষয় মনে স্থান দেন না, দর্শনীয় বিষয়ও মনে স্থান দেন না; অনুমান করেন, কিন্তু অনুমিতব্য মনে করেন না; অনুমানযোগ্য মনে করেন না, আবার অনুমিত বলেও মনে করেন না; অনুমানকারী মনে করেন না; জ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতব্য মনে করেন না, জ্ঞাত মনে করেন না, অজ্ঞাত মনে করেন না, উপলব্ধি মনে করেন না। এভাবে, ভিক্ষুগণ, দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত বিষয়ে আগের বুদ্ধগণ যেরূপ, অনাগত বুদ্ধগণও সেরূপ। এ হতে অন্যতর অধিকতর উৎকৃষ্ট নয় বলে আমি বলি।"

"আছে যত দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত,
অপরের তা সত্য নহে, মিথ্যায় গৃহীত।

সংযত নাহি হয়, যদি কোনো জনে,
সত্যকে মিথ্যারূপে বলিবে তখনে।
যে বিষয়ে সত্ত্বগণ আসক্তিতে রত,
তাহা দেখি তথাগত হন অবগত।
বলেন তিনি জেনে আর দেখে দৃষ্টিশল্য,
তথাগতের নেই জান আসক্তিরূপ অন্য।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. ব্রহ্মচর্য সূত্র

২৫. "হে ভিক্ষুগণ, এ ব্রহ্মচর্য জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা অর্থে, জনসাধারণের সামনে চাতুরালি প্রদর্শনার্থে, লাভ-সৎকার প্রত্যাশা অর্থে, অনর্থক বাক্যে লাভ উৎপাদনার্থে এবং এরূপে জনসাধারণ আমাকে জানুক' এ অর্থে বলা হয়নি। এ ব্রহ্মচর্য সংযম, ত্যাগ, বিরাগ এবং নিরোধ অর্থে বলা হয়েছে।"

"জনশ্রুতিতে নহে ব্রহ্মচর্য, সংযম আর ত্যাগে,
উপদেশ দেন বুদ্ধ, নিরোধ নির্বাণে।
"মহাঋষি বুদ্ধের অনুসৃত এই মার্গ,
নেই কোনো সংশয়, পালনে অপবর্গ।
বুদ্ধদেশিত ব্রহ্মচর্য করেন যারা পালন,
দুঃখ ক্ষয়ে তারা রক্ষেণ বুদ্ধশাসন।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. অসৎ সূত্র

২৬. "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ভিক্ষু অসৎ, নির্দয়, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, অহংকারী এবং অস্থির, সেসব ভিক্ষু আমার প্রতি অনুরক্ত নয়। তারা এ ধর্মবিনয় হতে অপসারিত। তারা এ ধর্মবিনয়ে সাফল্য, উন্নতি এবং বৈপুল্য লাভ করতে পারে না।

যেসব ভিক্ষু সৎ, অপ্রবঞ্চক, পণ্ডিত, সদয় এবং সুস্থির, সেসব ভিক্ষু আমার প্রতি অনুরক্ত। তারা এ ধর্ম-বিনয় হতে অপসারিত নয়। তারা এ ধর্ম-বিনয়ে সাফল্য, উন্নতি এবং বৈপুল্য লাভ করতে পারে।"

"অসৎ অহংকারী নির্দয় ধূর্ত মিথ্যাবাদী আর,
অস্থির হয়ে ব্রহ্মচর্যায় করে দিন পার।
ধর্ম-বিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি তাদের কভু নাহি হয়,
সম্বুদ্ধের ভাষণ ইহা জানিও নিশ্চয়।

সৎ অধূর্ত সদয়, পণ্ডিত আর সুস্থির,
ধর্ম-বিনয়ে উন্নতি তার বলেন বুদ্ধ ধীর।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সন্তুষ্টি সূত্র

২৭. "হে ভিক্ষুগণ, এ চার প্রত্যয় অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। সেই চার প্রত্যয় কী কী? যথা : চীবরের মধ্যে পাংশুকূলই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। ভোজনের মধ্যে ভিক্ষালব্ধ পিণ্ডই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। শয়নাসনের মধ্যে বৃক্ষমূলই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। ভৈষজ্যের মধ্যে পূতিমূত্রই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ।

ভিক্ষুগণ, এ চার প্রত্যয়, অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। যেহেতু ভিক্ষু অল্পতে তুষ্ট হয়, সুলভে তুষ্ট হয়; এভাবে অবস্থান করাকে আমি অন্যতর শ্রমণ অঙ্গ বলি।"

"অল্পতে অতুষ্ট যারা সুলভে, অনবদ্যে,
ভোজনে শয়নাসনে ও চীবরে ভৈষজ্যে।
এসবে যারা হয় অতুষ্ট আর অসংযত,
জানিবে তাদের চিত্ত দুঃখে উৎপীড়িত।
শ্রমণত্ব অনুলোমে যে ধর্ম ব্যাখ্যাত,
তুষ্টে হয় অধিগত, শিক্ষাতে অপ্রমত্ত।" (সপ্তম সূত্র)

৮. আর্যবংশ সূত্র

২৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার আর্যবংশ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ ও অসংকীর্ণপূর্ব; বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ দ্বারা প্রশংসিত। সেই চার আর্যবংশ কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু যেকোনো চীবরে সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো চীবরে সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হয়। চীবর-হেতু অসঙ্গত, নিন্দনীয় কাজ সম্পাদন করে না। অলব্ধ চীবরে স্পৃহা দেখায় না, লব্ধ চীবরে অনুরাগহীন, অলোভী, অনাসক্ত হয়ে আদীনবদর্শী ও মুক্তি লাভের আশায় পরিভোগ করে। যেকোনো চীবরে সন্তুষ্ট থাকার দরুন আত্মপ্রশংসা করে না; অপরকে নিন্দা করে না। এ কাজে দক্ষ, নিরলস, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, আর্যবংশে স্থিত।

পুনঃ, ভিক্ষু যেকোনো পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো পিণ্ডপাতে সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হয়। পিণ্ডপাত-হেতু অসঙ্গত, নিন্দনীয় কাজ সম্পাদন করে না।

অলব্ধ পিণ্ডপাতে স্পৃহা দেখায় না, লব্ধ পিণ্ডপাতে অনুরাগহীন, অলোভী, অনাসক্ত হয়ে আদীনবদর্শী ও মুক্তি লাভের আশায় পরিভোগ করে। যেকোনো পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট থাকার দরুন আত্মপ্রশংসা করে না; অপরকে নিন্দা করে না। এই কাজে দক্ষ, নিরলস, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, আর্যবংশে স্থিত।

পুনঃ, ভিক্ষু যেকোনো শয়নাসনে সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো শয়নাসনে সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হয়। শয়নাসন হেতু অসঙ্গত, নিন্দনীয় কাজ সম্পাদন করে না। অলব্ধ শয়নাসনে স্পৃহা দেখায় না, লব্ধ শয়নাসনে পরিভোগহীন, অলোভী, অনাসক্ত হয়ে আদীনবদর্শী ও মুক্তি লাভের আশায় পরিভোগ করে। যেকোনো শয়নাসনে সন্তুষ্ট থাকার দরুন আত্মপ্রশংসা করে না; অপরকে নিন্দা করে না। এই কাজে দক্ষ, নিরলস, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, আর্যবংশে স্থিত।

পুনঃ, কোনো ভিক্ষু ভাবনাময় সুখে ভাবনারত হয়, ত্যাগময় সুখে ত্যাগরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ আর্যবংশে স্থিত। এ চার আর্যবংশ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।"

"ভিক্ষুগণ, এ চার আর্যবংশে সমন্বিত ভিক্ষু পূর্ব দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না; পশ্চিম দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না; উত্তর দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না; দক্ষিণ দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না। তার কারণ কী? আনন্দ-নিরানন্দকে অতিক্রমকারীই হচ্ছে ধীর।"

"ধীরকেও নাহি ছাড়ে নিরানন্দ কভু,
নিরানন্দ অতিক্রমে ধীর সুখী তবু।
সর্বকর্ম বর্জনকারী বর্জনকে কেবা নিবারিবে?
খাঁটি সোনা অনিন্দনীয় যথা ত্রিভুবনে;
ধীরও প্রশংসিত হয় দেব-ব্রহ্মগণে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. ধর্মপদ সূত্র

২৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন

বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত। সেই চার প্রকার ধর্মপদ কী কী? যথা : অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।"

"অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যক সমাধি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।"

ভিক্ষুগণ, এ চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

"অলোলুপ অহিংস চিত্তে অবস্থানকারী হলে,
আধ্যাত্মিক সমাধি লভে পরিপূর্ণ শীলে।" (নবম সূত্র)

১০. পরিব্রাজক সূত্র

৩০. একসময় ভগবান রাজগৃহে গিজ্ঝকূট[১] পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন বহু অভিজ্ঞাত পরিব্রাজক সিপ্পিনিকা তীরে অবস্থান করত। যেমন : অন্নভার, বরধর, সকুলুদায়ীসহ আরও অভিজ্ঞাত অভিজ্ঞাত পরিব্রাজক। একদিন ভগবান সন্ধ্যার সময় নির্জনতা হতে উঠে সিপ্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হলেন, এবং প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন।

---

[১]। গিজ্ঝকূট বা গৃধ্রকূট পর্বত—রাজগৃহের পঞ্চ পর্বতের মধ্যে গৃধ্রকূট পর্বত অন্যতম। ভগবান বুদ্ধের প্রিয় আবাসস্থল ছিল এ পর্বত। রত্নগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থলের চূড়াটি গৃধ্রকূট নামে পরিচিত। পর্বতশিখরটি দেখে মনে হয় একটি গৃধ্র বা শকুন চূড়ায় উপবিষ্ট রয়েছে। এ কারণে পর্বতটি গৃধ্রকূট পর্বত নামে অভিহিত হয়। এ পর্বতে ভগবান বুদ্ধ অনেক সূত্র দেশনা করেছিলেন। অন্যদিকে এ পর্বত শিখরদেশ হতে শিলাপতনের দ্বারা দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। (বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য—সাধনচন্দ্র সরকার)

উপবিষ্ট ভগবান সেই পরিব্রাজকগণকে এরূপ বললেন :

"হে পরিব্রাজকগণ, চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত। সেই চার প্রকার ধর্মপদ কী কী? যথা : অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যক সমাধি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

পরিব্রাজকগণ, এ চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত। কেউ যদি এরূপ বলে—'আমি এ অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে অভিধ্যাসম্পন্ন, কামের প্রতি তীব্র বাসনাযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব।' তখন আমি তাকে এরূপ বলব—'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে অভিধ্যাসম্পন্ন, কামের প্রতি তীব্র বাসনাযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবে, এ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, কেউ যদি এরূপ বলে—'আমি এ অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে দূষিত চিত্তসম্পন্ন ও সংকল্পে প্রদুষ্টমনা শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব।' তখন আমি তাকে এরূপ বলব—'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে দূষিত চিত্তসম্পন্ন ও সংকল্পে প্রদুষ্টমনা শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবে, এ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, কেউ যদি এরূপ বলে—'আমি এ সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ

প্রত্যাখ্যান করে স্মৃতিহীন, অশিষ্টাচারসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব। তখন আমি তাকে এরূপ বলব—'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে স্মৃতিহীন, অশিষ্টাচারসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবে, এ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, কেউ যদি এরূপ বলে—'আমি এ সম্যক সমাধি ধর্মপদ প্রত্যাখান করে অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্তসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব। তখন আমি তাকে এরূপ বলব—'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, সম্যক সমাধি ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্তসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবে, এ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, যে এ চার ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখান করা উচিত মনে করে, তার দৃষ্টধর্মে চার ধর্ম সম্বন্ধনীয় নিন্দার কারণ হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি অনভিধ্যা ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে অভিধ্যাসম্পন্ন, কামের প্রতি তীব্র বাসনাযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি অব্যাপাদ ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে দূষিত চিত্তসম্পন্ন, সংকল্পে প্রদুষ্টমনা শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে স্মৃতিহীন, অশিষ্টাচারসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি সম্যক সমাধি ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্তসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

পরিব্রাজকগণ, যে ব্যক্তি এ চার ধর্মপদ নিন্দাযোগ্য, প্রত্যাখ্যানযোগ্য মনে করে, তার এ চার ধর্ম সম্বন্ধনীয় বাদানুবাদ দৃষ্টধর্মে নিন্দার কারণ হয়। যারা উক্কলবাসী পরিব্রাজক ছিলেন, তারা অহেতুকবাদী, অক্রিয়বাদী, নাস্তিকবাদী হয়েও এ চার ধর্মপদকে নিন্দাযোগ্য, প্রত্যাখ্যানযোগ্য মনে করেনি। তার কারণ কী? হিংসা, নিন্দা, তিরস্কারের ভয় হেতু।"

"স্মৃতিমান লোভমুক্ত, আধ্যাত্মিক সুসমাহিত,
অত্যাগ্রাহী বিনয় শিক্ষায় বলে তাকে অপ্রমত্ত।" (দশম সূত্র)

স্মারক-গাথা :

দুই উরুবেলা, এক লোক, কালক, ব্রহ্মচর্যসহ পঞ্চম
অসৎ, সন্তুষ্টি, বংশ, ধর্মপদ, পরিব্রাজক মিলে দশম।

৪. চক্র বর্গ

১. চক্রসূত্র

৩১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার চক্র, যাতে সমন্বিত হয়ে দেব-মনুষ্যগণের চতুর্চক্র চালিত হয়। সেই সমন্বিত দেব-মনুষ্যগণ অতি শীঘ্রই ভোগের মধ্যে মহত্ত্ব, বৈপুল্য লাভে সফলকাম হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রতিরূপ দেশে বাস, সৎ পুরুষের সাহচর্য, নিজের সম্যক প্রতিজ্ঞা, পূর্বজন্মের কৃতপুণ্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার চক্র, যাতে সমন্বিত হয়ে দেব-মনুষ্যগণের চতুর্চক্র চালিত হয়। সেই সমন্বিত দেব-মনুষ্যগণ অতি শীঘ্রই ভোগের মধ্যে মহত্ত্ব, বৈপুল্য লাভে সফলকাম হয়।"

"প্রতিরূপ দেশে বাস, আর্যমিত্রে কর সেবা,
সম্যক শ্রেষ্ঠকর্মী হলে পূর্বের কৃতপুণ্য তারা।
অবিরাম পুণ্য ভোগ জানিবে ইহাতে,
ধন-ধান্যে, যশ-কীর্তি লাভ হয় তাতে।" (প্রথম সূত্র)

২. সংগ্রহ সূত্র

৩২. "হে ভিক্ষুগণ, সংগ্রহের বিষয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দান, প্রিয়বাক্য, হিতচর্যা, সমদর্শিতা। এই চার প্রকার সংগ্রহ বিষয়।"

"দান, প্রিয়বাক্য আর হিতচর্যা যথা,
ধর্মে সমদর্শী হবে যারা এতে রতা।
এসব সংগ্রহ চলে পৃথিবী মাঝার,
রথচাকার ন্যায়ে ঘুরে বারে বার।
কেবল সংগ্রহ নহে, পিতামাতা সেবনে,
পুত্র পায় সম্মান পূজা, ওই কার্য সাধনে।
এই সংগ্রহে মনোযোগী যত পণ্ডিতগণ,
তাতেই মহত্ত্ব আর প্রশংসালাভী হন।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সিংহ সূত্র

৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, পশুরাজ সিংহ সন্ধ্যার সময়ে আশ্রয়স্থান হতে বের

হয়। আশ্রয়স্থান হতে বের হয়েই হাই তোলে। হাই তোলার পর চারিদিকে ভালোভাবে অবলোকন করে। তারপর তিনবার সিংহনাদে গর্জন করে। তিনবার সিংহনাদে গর্জন করার পর শিকার স্থানে সবেগে ধাবিত হয়। যেসব তির্যকপ্রাণী পশুরাজ সিংহের গর্জন শব্দ শুনে, সেসব প্রাণী ভীষণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সবেগে পালিয়ে যায়। গর্তে অবস্থানকারীরা গর্তে প্রবেশ করে, জলে অবস্থানকারীরা জলে ডুব দেয়, বনে অবস্থানকারীরা ঘনবনে প্রবেশ করে, পাখিরা আকাশে আশ্রয় নেয়। রাজহস্তী গ্রাম-নিগম-রাজধানীর মধ্যে চামড়ার ফিতা দ্বারা দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হলেও সেই বন্ধনাদি ছিন্ন-ভিন্ন করে ভীত হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে করতে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়। এভাবে পশুরাজ সিংহ তির্যক প্রাণীদের মধ্যে এক মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তির অধিকারী এবং মহাপ্রভাবশালী।”

“হে ভিক্ষুগণ, এভাবে জগতে যখন তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান আবির্ভূত হন; তখন তিনি ধর্মদেশনা করেন যে, ‘এটা সৎকায়, এটা সৎকায় সমুদয়, এটা সৎকায় নিরোধ, এটা সৎকায় নিরোধগামিনী প্রতিপদা।’ যেসব দেবতা দীর্ঘায়ু, শ্রীসম্পন্ন, বহুল সুখের অধিকারী, উৎকৃষ্ট বিমানের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী তারা তথাগতের ধর্মদেশনা শুনে অতি ভয়, সংবেগ এবং সন্ত্রস্তভাব উৎপন্ন করে—‘ওহে মহাশয়গণ, আমরা সত্যিই অনিত্য, কিন্তু (এতদিন) নিত্য মনে করেছিলাম; অধ্রুব, কিন্তু (এতদিন) ধ্রুব মনে করেছিলাম; অশাশ্বত, কিন্তু (এতদিন) শাশ্বত মনে করেছিলাম। আমরা সত্যিই অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত সৎকায় প্রতিপন্ন।’ এভাবে তথাগত দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে এক মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তির অধিকারী এবং মহাপ্রভাবশালী।”

“স্বীয় অভিজ্ঞায় করেন বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন,
দেব-মনুষ্য লোকাদিতে তিনি শ্রেষ্ঠ পুদ্গল হন।
সৎকায়, সৎকায় নিরোধ আর সমুদয় তার,
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আচরিলে কী-বা দুঃখ আর।
দীর্ঘায়ু, সুশ্রী আর যশস্বী যত দেবগণ,
ভীত সবাই বুদ্ধতে, যেন বুদ্ধসিংহ রাজন।
অনিত্য এই সৎকায় করি হে অতিক্রান্ত,
বুদ্ধের বাক্য শুনে হই, তাদৃশ দুঃখ নিষ্ক্রান্ত।” (তৃতীয় সূত্র)

৪ অগ্রপ্রসাদ সূত্র

৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, অগ্র প্রসাদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যেসব পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, সংজ্ঞীও নয় অসংজ্ঞীও নয় সত্ত্ব রয়েছে, তাদের মধ্যে তথাগতই অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে অগ্রে প্রকাশিত হন। যারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়।

যেসব সঙ্খত ধর্ম রয়েছে, সে সবের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অগ্রে প্রকাশিত হয়। যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়।

সেসব সঙ্খত এবং অসঙ্খত ধর্ম রয়েছে, সে সবের মধ্যে বিরাগই অগ্রে প্রকাশিত হয়। যাতে অহমিকা পরিত্যাগ, বিনয় প্রতিপালনে বলবতী ইচ্ছা, আসক্তি উচ্ছেদ, পুনর্জন্মচক্র ধ্বংস, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ বিদ্যমান। যারা বিরাগ ধর্মে প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়।

যেসব সংঘ বা গণ রয়েছে, সে সবের মধ্যে তথাগতের শ্রাবকসংঘই অগ্রে প্রকাশিত হয়। চারি যুগল অষ্টবিধ পুদ্গল ভগবানের শ্রাবকসংঘ আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য, ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। যারা সংঘে প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়। ভিক্ষুগণ, এসবই চার প্রকার অগ্র প্রসাদ।"

অগ্রপ্রসাদকারী জ্ঞাত জান যতো অগ্রধর্ম,
অনুত্তর দাক্ষিণেয় বুদ্ধে চিত্ত তাদের প্রসন্ন।
বিরাগ, উপশম ধর্মে হয় তারা তুষ্ট,
অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘে, চিত্ত তাদের হৃষ্ট।
অগ্রদানে লাভ হয় যতো অগ্রপুণ্য,
আয়ু-বর্ণ, যশ-কীর্তি, সুখ-বল অনন্য।
অগ্রদাতা মেধাবী হয়ে অগ্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত,
হয় দেব-মনুষ্যলোকে অগ্রফলে প্রমোদিত। (চতুর্থ সূত্র)

৫. বর্ষাকার সূত্র

৩৫. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ

কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "মহাশয় গৌতম, আমরা চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কেউ বহুশ্রুত হয়; তার সেই বহুশ্রুত জ্ঞানে ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানে—'এই ভাষিত বিষয়ের এ অর্থ, এই ভাষিত বিষয়ের এ অর্থ। স্মৃতিমান হয়, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত কৃতকর্ম, ভাষিত বিষয়ে কী করণীয় তা স্মরণ, অনুস্মরণ করে এবং উপায় মীমাংসা করে তা (সম্পাদন) করতে এবং অন্যকে প্রকাশ করতে দক্ষ ও অনলস হয়। আমরা এ চার সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি। মহাশয় গৌতম, আমার এ বিষয় যদি আপনার অনুমোদনযোগ্য মনে হয়, তাহলে অনুমোদন করুন; আর যদি প্রত্যাখ্যান যোগ্য মনে হয়, তাহলে প্রত্যাখ্যান করুন।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি তা অনুমোদনও করছি না, প্রত্যাখ্যানও করছি না। আমিও চার ধর্মে সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কেউ বহুজনের হিতার্থে, বহুজনের সুখার্থে প্রতিপন্ন হয়; তার কারণে বহুজনতা আর্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা কল্যাণধর্মতা ও কুশলধর্মতা। সে যেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করে, সেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে; যেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা করে না, সেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে না। যেই সংকল্প পোষণ করে, সেই সংকল্পে অটুট থাকে; যেই সংকল্প পোষণ করে না, সেই সংকল্পে অটুট থাকে না। এভাবে তার চিত্ত ধ্যানপথে বশীভূত। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমেলাভী হয়। আসবক্ষয়হেতু নিরাসব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ, আমি তোমার ব্যক্ত বিষয় অনুমোদনও করছি না, প্রত্যাখ্যানও করছি না। আমি এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি।

মহাশয় গৌতম, খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! মহাশয় গৌতম কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে। আমরা আপনাকে এ চার ধর্মে সমন্বিত বলে ধরে নিচ্ছি। আপনি বহুজন হিতার্থে, সুখার্থে প্রতিপন্ন; আপনার আশ্রয়ে বহু জনতা আর্যজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, যা কল্যাণধর্মতা ও কুশলধর্মতা। আপনি যে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করেন, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন; যে ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা করেন না, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না। যে সংকল্প পোষণ করেন, সে সংকল্পে অটুট থাকেন; যে সংকল্প পোষণ করেন না, সে সংকল্পে

অটুট থাকেন না। এভাবে আপনার চিত্ত ধ্যানপথে বশীভূত। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, বিনাশ্রমে লাভী, অকৃত্যলাভী। আপনি আসবক্ষয়হেতু নিরাসব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মণ, নিশ্চয়ই এটি স্বভাবসিদ্ধভাবে আমার পরীক্ষার্থে এই বাক্য ভাষিত হয়েছে। তথাপি তা আমি প্রকাশ করব—আমি বহুজন হিতার্থে, সুখার্থে প্রতিপন্ন। আমার আশ্রয়ে বহুজনতা আর্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যা কল্যাণধর্মতা ও কুশলধর্মতা। আমি যে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করি, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকি; যে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করি না, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকি না। যে সংকল্প পোষণ করি, সে সংকল্পে অটুট থাকি; যে সংকল্প পোষণ করি না, সে সংকল্পে অটুট থাকি না। এভাবে আমার চিত্ত ধ্যানপথে বশীভূত; চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, বিনাশ্রমে লাভী, অকৃত্যলাভী। আমি আসবক্ষয়হেতু নিরাসক্ত হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করি।”

“জ্ঞাত যিনি সত্ত্বের মৃত্যুপাশ মোচনের,
প্রকাশেন সে ধর্ম, হিতে দেব-নরে।
যাকে দেখে শ্রদ্ধান্বিত হয় বহুজনে,
সেরূপ প্রসন্ন হয় উপদেশ শ্রবণে।
কৃত-কৃত্য, অনাসব, মার্গামার্গে পারদর্শী,
বুদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষ, অন্তিম দেহধারী।” (পঞ্চম সূত্র)

৬. দ্রোণ সূত্র

৩৬. একসময় ভগবান উক্কট্ঠ এবং সেতব্য নগরের মধ্যবর্তী দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণও সে পথে গমন করছিল। দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানের পাদদ্বয়ের তলদেশে দুটি চক্র; চক্রে অরা-নেমি-নাভিযুক্ত[১] সহস্র

[১]। অরা-নেমি-নাভিযুক্ত সহস্র চিহ্ন অঙ্কিত অর্থ দুই পদতলে আয়ুধ, শ্রীঘর, নন্দি বা দক্ষিণাবর্ত পুষ্প, ত্রিরেখা, কর্ণাভরণ, গৃহাকৃতি, মৎস্যযুগল, ভদ্রপীঠ, অঙ্কুশ (হস্তী তাড়নদণ্ড), প্রাসাদ, তোরণ, শ্বেতছত্র, খড়গ, তালব্যজনী, ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত ব্যজনী, চামর, পাগড়ী, মনি, পাত্র, সুমনপুষ্পদাম, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীক,

চিহ্ন অঙ্কিত সর্বকার পরিপূর্ণ দেখতে পায়। তখন তার এ চিন্তা উদয় হল—"এ মহাশয় বড়োই আশ্চর্য! বড়োই অদ্ভুত! এরূপ পদচিহ্ন সাধারণ মানুষের হয় না।"

অতঃপর ভগবান পথপার্শ্বস্থ কোনো এক বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে বসে দেহ ঋজু রেখে নির্বাণ অভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানের পদ অনুসরণ করে রমণীয়, প্রসাদনীয়, শান্ত-সংযত ইন্দ্রিয়, শান্ত-দান্ত, রক্ষিত, শান্তমন এবং উৎকৃষ্ট সংযম-উপশমেরত নাগ ভগবানকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পায়। অতঃপর সে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে, 'আপনি নিশ্চয় আমাদের দেবতা হবেন?' ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি দেবতা নই।' 'গন্ধর্ব হবেন?' 'ব্রাহ্মণ, আমি গন্ধর্ব নই।' 'যক্ষ হবেন?' 'ব্রাহ্মণ, আমি যক্ষ নই।' 'মানব হবেন?' 'ব্রাহ্মণ, আমি মানব নই।'

এবার দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বলে ওঠে—"আপনি আমাদের দেবতা হবেন? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে—'ব্রাহ্মণ, আমি দেবতা নই' বলেন; 'গন্ধর্ব হবেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে—'ব্রাহ্মণ, আমি গন্ধর্ব নই' বলেন; যক্ষ হবেন?" এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে—'ব্রাহ্মণ, আমি যক্ষ নই' বলেন; 'মানব হবেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে—'ব্রাহ্মণ, আমি মানব নই' বলেন; তাহলে আপনি কীভাবে অবস্থান করেন?

যাদের আসবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি দেবতা বলি। সেসব আসব আমার প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যাদের আসবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি গন্ধর্ব বলি। সেসব আসব আমার প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যাদের আসবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি যক্ষ বলি। সেসব আসব আমার প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যাদের আসবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি মানব বলি। সেসব আসব আমার প্রহীন হয়েছে, মূলউচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যেমন : উৎপল, পদুম, শ্বেতপদ্ম জলে উৎপন্ন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে জলে লিপ্ত না হয়ে স্থিত থাকে; এরূপে আমিও জগতে উৎপন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাতে লিপ্ত না হয়ে জগতের ঊর্ধ্বে

পূর্ণকলসী, পূর্ণপাত্র, সমুদ্র, চক্রবাল, হিমালয়, সুমেরু, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি, চারি মহাদ্বীপ, দুই সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রভৃতির চিহ্ন। (প্রশ্নোত্তরে বৌদ্ধধর্ম—জনৈক ভিক্ষু)

অবস্থান করি। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে বুদ্ধ বলে ধারণা কর।

"যেভাবে হয় দেব উৎপত্তি আর গন্ধর্ব জনম,
সেভাবে করি আমি যক্ষ মনুষ্যতে বিচরণ।
ছিন্নভিন্ন, ধ্বংস করি যত সব তৃষ্ণা,
তাই আমার ক্ষীণ ভব দুঃখ-যন্ত্রণা।
পুণ্ডরীক নাহি হয় লিপ্ত কোনো জলে,
বুদ্ধ হয়ে আমিও নির্লিপ্ত এ জগতে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অপরিহানীয় সূত্র

৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সন্নিকটে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয় এবং জাগরণে দৃঢ়সংকল্প হয়।

কীভাবে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংযত, আচার গোচরসম্পন্ন, অল্পমাত্র পাপেও ভয়দর্শী এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক শিক্ষা করে শীলবান হয়। এভাবে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়।

কীভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হয়? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা[১], দৌর্মনস্য[২], অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে নিযুক্ত থাকে; চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে নিযুক্ত থাকে; কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে গন্ধ পেয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে নিযুক্ত থাকে; নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে

---

[১]। অভিধ্যা—(পরসম্পদে) লোভ, স্পৃহা। তিন প্রকার মানসিক কর্মের প্রথম হচ্ছে অভিধ্যা। অপর দুটি হচ্ছে হিংসা এবং মিথ্যাদৃষ্টি।

[২]। দৌর্মনস্য—মানসিক দুঃখ, অশান্তি, জ্বালা-যন্ত্রণা (সত্য-সংগ্রহ—আনন্দমিত্র মহাস্থবির)

সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে নিযুক্ত থাকে; জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায়-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে নিযুক্ত থাকে; কায়-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায়-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে নিযুক্ত থাকে; মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। এভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হয়।

কীভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়? এ জগতে ভিক্ষু এরূপে সতর্কভাবে আহার গ্রহণ করে—"খেলার জন্য নয়, প্রমত্ততার জন্য নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি সাধনের জন্য নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়; শুধুমাত্র এ চতুর্মহাভৌতিক দেহের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ; পুরোনো ক্ষুধা-যন্ত্রণা বিনাশার্থ, নতুন যন্ত্রণা অনুৎপাদনার্থে আমি এ ভোজন করছি। এই পরিমিত ভোজনে আমার মধ্যম প্রতিপদার অবস্থা প্রকাশিত হবে এবং আমি অনবদ্য সুখে অবস্থান করব।" এভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়।

কীভাবে ভিক্ষু জাগরণে দৃঢ়সংকল্প হয়? এ জগতে ভিক্ষু দিনে চঙ্ক্রমণে অতিবাহিত করে আবরণীয় ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। রাতের মধ্যম যামে দক্ষিণপার্শ্ব দ্বারা সিংহশয্যা নির্ধারণ করে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে, মনে গাত্রোত্থান সংজ্ঞা রেখে শয়ন করে। রাতের শেষ যামে গাত্রোত্থানপূর্বক চঙ্ক্রমণে অতিবাহিত করে আবরণীয় ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। এভাবে ভিক্ষু জাগরণে দৃঢ়সংকল্প হয়। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে ভিক্ষু পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সন্নিকটে হয়।

"শীলে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু, ইন্দ্রিয়েও সুসংযত,
ভোজনে মাত্রাজ্ঞ আর জাগরণে সংকল্পিত।
এরূপ উদ্যমে বিহারি, দিনরাত হয়ে বিচক্ষণ,

যোগক্ষেমে উন্নতি সদা, কুশল ধর্মে ভাবিত মন।
যেই ভিক্ষু অপ্রমাদে রত, ভয়দর্শী প্রমাদে,
পরিহানি অসম্ভব, নির্বাণ লভে অবাধে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. উচ্ছিন্নকারী সূত্র

৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে মিথ্যাধারণা বিদূরীতকারী, সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, উচ্ছিন্নকারী বলা হয়।

কীভাবে ভিক্ষু মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষুর সাধারণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের যেই কতিপয় সত্য, যেমন : জগৎ শাশ্বত, জগৎ অশাশ্বত, জগৎ অন্ত, জগৎ অনন্ত, যা জীবন তা শরীর, জীবন এক শরীর অন্য, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং থাকে না তাও নয়; এসব মিথ্যধারণা অপসারিত, বিদূরিত, বর্জিত, পরিত্যক্ত, নিঃসারিত, তিরোহিত, বিসর্জিত হয়। এভাবে ভিক্ষু মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী হয়।

কীভাবে ভিক্ষু সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষুর কাম-সুখের ইচ্ছা প্রহীন হয়, পুনর্জন্ম লাভের ইচ্ছা প্রহীন হয় এবং ব্রহ্মচর্যের ইচ্ছা প্রশমিত হয়। এভাবে ভিক্ষু সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী হয়।

কীভাবে ভিক্ষু কায়সংস্কার প্রশান্তকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তগত করে, সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহণ করে। এভাবে ভিক্ষু কায়সংস্কার প্রশান্তকারী হয়।

কীভাবে ভিক্ষু উচ্ছিন্নকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষুর আমিত্ব ধারণা প্রহীণ হয়, উচ্ছিন্ন মূল তালবৃক্ষের মতো সমূলে উৎপাটিত হয়, তা ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না। এভাবে ভিক্ষু উচ্ছিন্নকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণে ভিক্ষুকে মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী, সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, উচ্ছিন্নকারী বলা হয়।"

"কাম-ইচ্ছা, ভব-ইচ্ছা আর ব্রহ্মচর্যের,
এই সত্য সংস্পর্শের দৃষ্টিস্থান সমুচ্চয়ের।
সর্বরাগে অনাসক্তে তৃষ্ণা ধ্বংস বিমুক্ত,
অপসৃত দৃষ্টিস্থান, হলে ইচ্ছা পরিত্যক্ত।
শীলবান ভিক্ষু সদা সুস্থির অপরাজিত,
অহংকার বিমুক্ত বলে বুদ্ধ আখ্যায়িত।" (অষ্টম সূত্র)

৯. উজ্জয় সূত্র

৩৯. একসময় উজ্জয় ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করল। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বলল :

'মহাশয় গৌতম, আপনি নাকি যজ্ঞের গুণকীর্তন করে থাকেন।' ভগবান বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি সব যজ্ঞের গুণকীর্তন করি না; আবার সব যজ্ঞের যে গুণকীর্তন করি না, তাও নয়। যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শুকর তথা বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয়; সেরূপ হত্যাযজ্ঞের গুণকীর্তন আমি করি না। তার কারণ কী? এরূপ হত্যাযজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায় না।

যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, শুকর এবং বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয় না; সেরূপ পশুবলিবিহীন যজ্ঞের গুণকীর্তন করি আমি। যেমন, নিত্য দান দেওয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞ। তার কারণ কী? পশুবলিবিহীন যজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায়।'

"পশুবলি, নরবলি, ঘৃতাহুতি যত মহাযজ্ঞ,
কদলীবৃক্ষ সম সারহীন, নহে মহাফল।
ছাগ, ভেড়া, গরু বিবিধ প্রাণী হননে,
নাহি সম্যকগত, সাধে না মহর্ষিগণে।
যথোপযুক্ত যজ্ঞ জান, প্রাণিবলিবিহীন,
নাহি প্রয়োজন তাতে ছাগ, গরু হনন;
ইহাই সম্যকগত, সাধেন মহর্ষিগণে।
এ মহাফলদায়ী যজ্ঞে তৎপর মেধাবীগণ,
জানিবে এই যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, নাহিক পাপ আগমন;
এতেই বৈপুল্য লাভ, দেবগণও প্রসন্ন হন।" (নবম সূত্র)

১০. উদায়ী সূত্র

৪০. একসময় উদায়ী ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করল। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বলল :

'মহাশয় গৌতম, আপনি নাকি যজ্ঞের গুণকীর্তন করে থাকেন।' ভগবান বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি সব যজ্ঞের গুণকীর্তন করি না; আবার সব যজ্ঞের যে গুণকীর্তন করি না, তাও নয়। যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি,

শুকর তথা বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয়; সেরূপ হত্যাযজ্ঞের গুণকীর্তন আমি করি না। তার কারণ কী? এরূপ হত্যাযজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায় না।

যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শুকর বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয় না; সেরূপ পশুবলিবিহীন যজ্ঞের গুণকীর্তন করি আমি। যেমন, নিত্য দান দেওয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞ। তার কারণ কী? পশুবলিবিহীন যজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায়।'

"যথোপযুক্ত যজ্ঞ হয় পশুবলি বিহীনে,
এরূপ যজ্ঞ সাধে সংযত ব্রহ্মচারীগণে।
পুনর্জন্ম ধ্বংসে যারা, পৃথিবী উত্তীর্ণ,
সেই অভিজ্ঞগণে এই যজ্ঞে গুণকীর্তন।
সাধে যদি এযজ্ঞ, কেউ উপযুক্ত সময়ে,
উর্বর ক্ষেত্র ব্রহ্মচারী পূজা, প্রসন্ন হৃদয়ে।
উপযুক্ত পাত্রে দান হলে সুসাধিত,
এতে ফলপ্রদ, দেবগণ হয় আনন্দিত।
দান করে মুক্তচিত্তে মেধাবীগণ,
জগতে সুখ তার, রহে দুঃখহীন।" (দশম সূত্র)

৫. রোহিতাশ্ব বর্গ

১. সমাধি ভাবনা সূত্র

৪১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার সমাধি-ভাবনা। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে সুখ বিহারার্থে সংবর্তিত করে। কোনো সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে জ্ঞানদর্শন প্রীতি লাভার্থে সংবর্তিত করে। কোনো সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানার্থে সংবর্তিত করে। কোনো সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে আসব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে সুখ বিহারার্থে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও বিবেকজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে অবস্থান করে। সে বিতর্ক, বিচারের উপশম হেতু অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ, চিত্তের

একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক, বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে অবস্থান করে। অতঃপর প্রীতিতে বিরাগ উৎপাদন হেতু উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে। উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলে এই অবস্থাকে আর্যগণ তৃতীয় ধ্যানস্তর বলে থাকেন। এবার সে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ এবং পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তগত করে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে অবস্থান করে। এই সমাধি-ভাবনা ভাবিত বহুলীকৃত হলে এ জীবনে সুখ বিহারার্থে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভার্থে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষু আলোক সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করে, দিবাসংজ্ঞা অধিষ্ঠান করে—যেভাবে দিনে সেভাবে রাতে, যেভাবে রাতে সেভাবে দিনে। এভাবে জাগ্রত মনে চিত্তের আলোকিত অংশ ভঙ্গ না করে ভাবনা করে। এ সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভার্থে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষুর জ্ঞাত বেদনা উদয়, স্থিতি এবং বিলয় হয়ে যায়। জ্ঞাত সংজ্ঞা উদয়, স্থিতি এবং বিলয় হয়ে যায়। জ্ঞাত বিতর্ক উদয়, স্থিতি এবং বিলয় হয়ে যায়। এ সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে আসব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষু পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে—'এটি রূপ, এটি রূপ সমুদয়, এটি রূপ নিরোধ; এটি বেদনা, এটি বেদনা সমুদয়, এটি বেদনা নিরোধ; এটি সংজ্ঞা, এটি সংজ্ঞা সমুদয়, এটি সংজ্ঞা নিরোধ; এটি সংস্কার, এটি সংস্কার সমুদয়, এটি সংস্কার নিরোধ; এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞান সমুদয়, এটি বিজ্ঞান নিরোধ।' এ সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে আসব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে। সমাধি-ভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে আসব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে। এগুলোই চার প্রকার সমাধি-ভাবনা।"

ভিক্ষুগণ, পরিপূর্ণতা পূর্ণপ্রশ্নে চিত্তপ্রসাদে এটি ভাষিত হয়েছে :

"সব বিষয় সজ্ঞানে জ্ঞাত ধরাতলে যিনি,
নেই চঞ্চলতা তার, সদা স্থির তিনি।
শান্ত-দান্ত, ক্লেশহীন আর অনাসক্ত,
তাকে বলি আমি যথার্থ জন্ম জরা মুক্ত।" (প্রথম সূত্র)

২. প্রশ্ন ব্যাখ্যা সূত্র

৪২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার প্রশ্ন ব্যাখ্যা। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো প্রশ্ন যথার্থ ব্যাখ্যা করণীয়, কোনো প্রশ্ন বিভাগ করে ব্যাখ্যা করণীয়, কোনো প্রশ্ন প্রতিজিজ্ঞাসা দ্বারা ব্যাখ্যা করণীয়, কোনো প্রশ্ন স্থাপনীয়। এগুলোই চার প্রকার প্রশ্নের ব্যাখ্যা।"

"প্রথমটি যথার্থ, পরেরটি বিভাগ করণে,
তৃতীয়টি জিজ্ঞাসায়, চতুর্থটি স্থাপনীয়ে।
অনুধাবনে এসবের যিনি সর্বত্র জানে,
চারি প্রশ্নে দক্ষ সেই ভিক্ষুকে বলে।
কৌশলী, সুনিপুণ, জ্ঞানবান অজেয় যিনি,
অর্থ-অনর্থ উভয়েই হন অভিজ্ঞ তিনি।
অনর্থ ত্যাগে, অর্থ গ্রহণে যিনি সুপণ্ডিত,
ধীর পণ্ডিত, নির্বাণজ্ঞানে তিনি বিভূষিত।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ক্রোধপরায়ণ সূত্র (প্রথম)

৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কেউ ক্রোধপরায়ণ হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, কেউ পরনিন্দাপরায়ণ হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, কেউ লাভ প্রত্যাশী হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, কেউ সৎকার প্রত্যাশী হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়। জগতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।

হে ভিক্ষুগণ, জগতে (আরও) চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ক্রোধপরায়ণ হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পরনিন্দাপরায়ণ হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে লাভ প্রত্যাশী হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সৎকার প্রত্যাশী হয় না। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।"

"ক্রোধী, নিন্দুক, লাভ সৎকার প্রত্যাশে,
ধর্মে অবর্ধিত তারা সম্বুদ্ধের ভাষাতে।
সদ্ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে করে বিহার, বিচরণ,
ধর্মে বর্ধিত তারা সম্বুদ্ধের এই দেশন।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. ক্রোধপরায়ণ সূত্র (দ্বিতীয়)

৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ক্রোধ করাটা অসদ্ধর্ম, পরনিন্দা করাটা অসদ্ধর্ম, লাভ প্রত্যাশা করাটা অসদ্ধর্ম, সৎকার প্রত্যাশা করাটা অসদ্ধর্ম। এগুলোই চার প্রকার অসদ্ধর্ম।

হে ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ক্রোধ না করাটা সদ্ধর্ম, পরনিন্দা না করাটা সদ্ধর্ম, লাভ প্রত্যাশা না করাটা সদ্ধর্ম, সৎকার প্রত্যাশা না করাটা সদ্ধর্ম। এই চার প্রকার সদ্ধর্ম।"

"ক্রোধী, নিন্দুক, লাভ-সৎকার প্রত্যাশী,
উর্বর ক্ষেত্রে নষ্টবীজ, সদ্ধর্মে উন্নতি নাশি।
সদ্ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে করে অবস্থান বিচরণ,
সদ্ধর্মে উন্নতি তাদের, আদরণীয় হন।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. রোহিতাশ্ব সূত্র (প্রথম)

৪৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন দিব্য আভরণে সজ্জিত দেবপুত্র রোহিতাশ্ব দিব্যজ্যোতিতে সমুদয় জেতবন আলোকিত করে শেষরাতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একপার্শ্বে দাঁড়ানো দেবপুত্র রোহিতাশ্ব ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে (জগতের অন্ত) কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম কি?" তদুত্তরে ভগবান বললেন, আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

"ভন্তে, অনেক আগে আমি ঋদ্ধিমান, আকাশপথে গমনকারী ভোজপুত্র রোহিতাশ্ব নামক তাপস ছিলাম। সেই সময় আমার এরূপ গতিবেগ ছিল, যেমন—ধনুবিদ্যায় পারদর্শী, দক্ষ, সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, সুনিপুণ ব্যক্তি ক্ষিপ্রভাবে ছুড়া তীর দ্বারা অনায়াসে আড়াআড়ি তালবৃক্ষ ভেদ করতে পারে।

আমার এরূপ পদক্ষেপ ছিল, যেমন : পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। এ রকম গতি ও পদক্ষেপের কারণে আমার এবংবিধ ইচ্ছা উৎপন্ন হতো—'আমি পদব্রজে গমনে নির্বাণলোকে উপস্থিত হই'। সেই আমি ভোজন-পান ও মলমূত্র এবং নিদ্রা-ক্লান্তি অপসারিত করে শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষজীবী হয়ে শতবর্ষ অতিক্রম করেও পদব্রজে গমনে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে না পেরে মহাকাশে মৃত্যুবরণ করি।"

খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! ভন্তে ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

"আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তিরহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না। অন্যদিকে পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে পারাকে আমি দুঃখের অন্তসাধন বলি না। আমি স্ব-সংজ্ঞাযুক্ত এই ব্যামপ্রমাণ কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধে—লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ, লোকনিরোধের উপায় দেখছি।"

"গমনে জগতের অন্ত লাভ হয় না কখন,
জগতান্ত প্রাপ্তেও না হয় দুঃখে মুক্তন।
লোকবিদ্ সুমেধ, বিজ্ঞ লোক উৎপত্তিতে,
লোকান্তেও বেদগূ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যেতে।
লোক অন্তে শান্ত জেনে করে অবস্থান,
পরলোক নাশে তিনি অতি মহান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. রোহিতাশ্ব সূত্র (দ্বিতীয়)

৪৬. অতঃপর ভগবান সেই রাতের অবসানে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এ রাতে দিব্য আভরণে সজ্জিত দেবপুত্র রোহিতাশ্ব সম্পূর্ণ জেতবন আলোকিত করে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়াল। স্থিত অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "ভন্তে, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তিরহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম কি?" রোহিতাশ্ব এরূপ বললে আমি তাকে বলি, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও

উৎপত্তিরহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।" অতঃপর দেবপুত্র রোহিতাশ্ব আমাকে এরূপ বলল, খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তিরহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

"ভন্তে, অনেক আগে আমি ঋদ্ধিমান, আকাশপথে গমনকারী ভোজপুত্র রোহিতাশ্ব নামক তাপস ছিলাম। সেই সময় আমার এরূপ গতিবেগ ছিল, যেমন—ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, দক্ষ, সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, সুনিপুণ ব্যক্তি ক্ষিপ্রভাবে ছোঁড়া তির দ্বারা অনায়াসে আড়াআড়ি তালবৃক্ষ ভেদ করতে পারে। আমার এরূপ পদক্ষেপ ছিল, যেমন—পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। এ রকমের গতি ও পদক্ষেপের কারণে আমার এবম্বিধ ইচ্ছা উৎপন্ন হতো—'আমি পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হই'। সেই আমি ভোজন-পান ও মলমূত্র এবং নিদ্রা-ক্লান্তি অপসারিত করে শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষজীবী হয়ে শতবর্ষ অতিক্রম করেও পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে না পেরে মহাকাশে মৃত্যুবরণ করি।"

খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

"আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না। অন্যদিকে পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে পারাকে আমি দুঃখের অন্তসাধন বলি না। আমি স্ব-সংজ্ঞাযুক্ত এই ব্যামপ্রমাণ কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধে—লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ, লোকনিরোধের উপায় দেখছি।"

"গমনে জগতের অন্ত লাভ হয় না কখন,
জগতান্ত প্রাপ্তেও না হয় দুঃখে মুক্তন।
লোকবিদূ সুমেধ, বিজ্ঞ লোক উৎপত্তিতে,
লোকান্তেও বেদগূ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যেতে।

লোক অন্তে শান্ত জেনে করে অবস্থান।
পরলোক নাশে তিনি অতি মহান।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. দুর্জ্ঞেয় সূত্র

৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? যথা : আকাশ এবং পৃথিবী—এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর—এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান হতে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে—এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম (মিথ্যাধর্ম)—এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়।"

"দূরের আকাশ, পৃথিবী উভয়ই দুর্জ্ঞেয়,
দুর্জ্ঞেয় সেরূপ সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর।
দুর্জ্ঞেয় যেখান হতে হয় সূর্য উদিত,
সেরূপ দুর্জ্ঞেয় যেখানে হয় সূর্য অস্তগত।
এসবের চেয়ে হয় অতীব দুর্জ্ঞেয়,
প্রভেদ করণ সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম।
সদ্ধর্ম সমাগমে নাহি অবনতি,
সেথায় রবে সুখে অবস্থিতি।
অতি দ্রুত হয় অসদ্ধর্মে আগমন,
সদ্ধর্মে আগমন কিন্তু দুর্জ্ঞেয়, কঠিন।" (সপ্তম সূত্র)

৮. বিশাখ সূত্র

৪৮. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন পঞ্চালপুত্র আয়ুষ্মান বিশাখ উপস্থানশালায় ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত, পরিশুদ্ধ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্ম-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেন। অতঃপর ভগবান সন্ধ্যার সময় নির্জনতা হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হলেন। আর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, উপস্থানশালায় কে ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত, পরিশুদ্ধ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্ম-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছে? উত্তরে ভিক্ষুগণ বললেন, "ভন্তে, পঞ্চালপুত্র আয়ুষ্মান বিশাখ ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত,

পরিশুদ্ধ, জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উৎসাহিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্মরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছেন।" অতঃপর ভগবান পঞ্চালপুত্র বিশাখকে আহ্বান করে বললেন, "বিশাখ, খুবই উত্তম, খুবই উত্তম; তুমি ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত, পরিশুদ্ধ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্ম- রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছ।"

"অসমরূপে জানে মূর্খ পণ্ডিত মিত্রকে,
হাস্যকর বলে জানে অমৃতপদ দেশনাকে।
ভাষণে, ব্যাখ্যায় ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ঋষিবর,
ধর্ম হল ঋষিদের, ঋষিই ধর্মে নিকটতর।" (অষ্টম সূত্র)

৯. বিকৃত সূত্র

৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অনিত্যে নিত্য চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। দুঃখে সুখ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। অনাত্মে আত্ম চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। অশুভে শুভ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। এই চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অনিত্যে অনিত্য চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। দুঃখে দুঃখ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। অশুভে অশুভ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। অনাত্মে অনাত্ম চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। এই চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না।"

"অনিত্যে নিত্য, দুঃখে সুখ চিন্তনে,
অনাত্মতে আত্ম, অশুভে শুভ ধারণে।
সে-জন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ জানিবে সকলে,
চিত্ত তার বিকৃত, সত্য-মিথ্যা বিকলে।
যে-জন নহে মুক্ত, শৃঙ্খলিত মারের বন্ধনে,
অবিরাম সংস্কার তার, জন্ম-মৃত্যু অধীনে।
ধরাতলে উৎপন্নে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ভগবান,
তখনি প্রকাশিত, দুঃখোপশম ধর্ম মহান।

স্বচিত্তে লব্ধ এ ধর্ম, মহাপ্রাজ্ঞ যারা,
অনিত্যে অনিত্য, দুঃখে দুঃখ জ্ঞাত তারা।
অনাত্মে অনাত্ম, অশুভে অশুভ দর্শনে,
সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বদুঃখ অতিক্রমে।” (নবম সূত্র)

১০. উপক্লেশ সূত্র

৫০. “হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্র-সূর্যের চার প্রকার উপক্লেশ, যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

মেঘ চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। তুষার চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। ধূম্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। অসুরিন্দ্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

ভিক্ষুগণ, এরূপে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চার প্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, মাদকদ্রব্য সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রথম উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মৈথুনধর্ম সেবন করে, মৈথুনধর্ম সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের দ্বিতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করে, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তৃতীয় উপক্লেশ, যে

উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবনযাপন করে, মিথ্যা জীবিকা হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চতুর্থ উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের এই চার প্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।”

“রাগ, হিংসায় উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার দাসরূপে করে অভিনন্দন।
নেশাদ্রব্য পান করে, মৈথুন প্রতিসেবন,
স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণে হয় ঘোর অজ্ঞান।
মিথ্যা জীবিকা অনুসরণে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
উপক্লেশ এসব, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের ভাষণ।
এসবে উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ,
প্রকাশিত, আলোকিত না-রে ধূম্র অজ্ঞান।
অবিদ্যা, তৃষ্ণার দাস হয় পুনর্জন্মচারী,
ধারণে পুনর্জন্ম তারা, শ্মশান বৃদ্ধিকারী।” (দশম সূত্র)

রোহিতাশ্ব বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সমাধি প্রশ্ন, দুই ক্রোধ আর দুই রোহিতাশ্ব,
দুর্জ্ঞেয়, বিশাখ, বিকৃত, উপক্লেশসহ দশম।

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. পুণ্যফল বর্গ

১. পুণ্যফল সূত্র (প্রথম)

৫১. শ্রাবস্তী নিদান :

“হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

চীবর পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্তসমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

পিণ্ডপাত পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্তসমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

শয়নাসন পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্তসমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্তসমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

এই চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদে সমন্বিত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—তার নিকট এ পরিমাণ পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে,

প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়। তাই এটা অসঙ্খেয়, অপ্রমেয়, মহাপুণ্যরাশির সংখ্যায় পরিগণিত হয়।

যেমন মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—এত পাত্র জল, এত শত পাত্র জল, এত হাজার পাত্র জল, এত লক্ষ পাত্র জল; তাই এটা অসঙ্খেয়, অপ্রমেয় মহা জলরাশির সংখ্যায় গণিত হয়। এভাবেই ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদে সমন্বিত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—তার নিকট এ পরিমাণ পুণ্যফল, কুশলসম্পদ সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়। তাই এটা অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়, মহাপুণ্যরাশির সংখ্যায় পরিগণিত হয়।”

“ভয়ংকর মহাসমুদ্রের বিশাল জলরাশি,
সেথায় বিদ্যমান কিন্তু উৎকৃষ্ট রত্নরাজি।
বারণ করে না নদী কেহকে জল আহরণে,
সতত প্রবাহিত হয় যেন সমুদ্র পানে।
এভাবে পণ্ডিত নর সম্পাদনে বহুদান,
অন্ন-বস্ত্র, পানীয় আর উত্তম শয্যাসন;
পুণ্যধারা উপনীত, মহাসমুদ্রে যেমন।” (প্রথম সূত্র)

২. পুণ্যফল সূত্র (দ্বিতীয়)

৫২. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

এ জগতে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন—‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ এ প্রথম প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

এ জগতে আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন—‘ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়), অকালিক (ফল প্রদানে কালাকাল নেই), এসে দেখার যোগ্য, ঔপনায়িক (নির্বাণে উপনয়নকারী), বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষীভূত।’ এ দ্বিতীয় প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ,

সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

এ জগতে আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, সোজাপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীনপথে প্রতিপন্ন, এই চারি পুরুষ যুগলই অষ্টপুরুষ পুদ্গল (এবং এই চারি পুরুষযুগল) ভগবানের শ্রাবকসংঘ—আহ্বানের যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কারের যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' এ তৃতীয় প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

এ জগতে আর্যশ্রাবক অখণ্ড, অছিদ্র, পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, বিমুক্ত, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত, নির্মল, সমাধি সংবর্তনিক, আর্যপ্রশংসিত শীলে সমন্বিত হন। ভিক্ষুগণ, এ চতুর্থ প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গ-সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।"

"শ্রদ্ধা যার তথাগতে, অচল সুপ্রতিষ্ঠিত,
শীলে কল্যাণ, আর্যদের প্রশংসিত।
সংঘে যার প্রসন্নতা ঋজুমার্গ দর্শন,
মহাধনী জান, অব্যর্থ তার জীবন।
তাই শ্রদ্ধা, শীল, প্রসন্ন ধর্ম দর্শনে,
নিয়োজিত হয় মেধাবী! বুদ্ধশাসনে।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. মিলন সূত্র (প্রথম)

৫৩. একসময় ভগবান মধুরা[১] এবং বৈরঞ্জের মধ্যবর্তী দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। বহু গৃহপতি, গৃহপত্নীও সে-পথে গমন করছিল। কিছুক্ষণ পর ভগবান পথপার্শ্বস্থ কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হলেন। গৃহপতি, গৃহপত্নীগণ ভগবানকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভগবানের

---

[১]। মধুরা—সুরসেনের রাজধানী মধুরা উত্তর ভারতের মথুরায় অবস্থিত ছিল। অনেকে যমুনার তীরবর্তী মূতত্র নগরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করে মহোলি নামক স্থানকে মথুরা রূপে চিহ্নিত করেন। বৈরঞ্জ বা বেরঞ্জ মধুরার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময়ে নগরটি ছিল জনবহুল। (পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগরজীবন—করুণানন্দ ভিক্ষু)

কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করল। ভগবান তাদেরকে এরূপ বললেন, “হে গৃহপতিগণ, গৃহীদের মিলন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অসুরের সাথে অসুরীর মিলন, অসুরের সাথে দেবীর মিলন, দেবের সাথে অসুরীর মিলন এবং দেবের সাথে দেবীর মিলন।

অসুরের সাথে অসুরীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে অসুরীর মিলন।

অসুরের সাথে দেবীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে দেবীর মিলন।

দেবের সাথে অসুরীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে অসুরীর মিলন।

দেবের সাথে দেবীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না,

মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে দেবীর মিলন। গৃহপতি, এগুলোই (হচ্ছে) চার প্রকার মিলন।"

"স্বামী স্ত্রী উভয়ে হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী,
সেই মিলনকে বলা হয় অসুর-অসুরী।
স্বামী হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী ভীষণ,
স্ত্রী মিষ্টভাষী, শীলবতী আর মাৎসর্যহীন।
এটাকে বলে অসুরের সনে দেবীর মিলন,
স্বামী হলে শীলবান, মিষ্টভাষী, মাৎসর্যহীন।
স্ত্রী হলে কদর্যভাষিণী আর দুঃশীলা ভীষণ,
এটাকে বলে অসুরীর সনে দেবের মিলন।
উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী, সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমআচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী,
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূর্ণকারী।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. মিলন সূত্র (দ্বিতীয়)

৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, মিলন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অসুরের সাথে অসুরীর মিলন, অসুরের সাথে দেবীর মিলন, দেবের সাথে অসুরীর মিলন, দেবের সাথে দেবীর মিলন।

অসুরের সাথে অসুরীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমলচিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে অসুরীর মিলন।

অসুরের সাথে দেবীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-

ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি অসুরের সাথে দেবীর মিলন।

দেবের সাথে অসুরীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে অসুরীর মিলন।"

"দেবের সাথে দেবীর মিলন কিরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে দেবীর মিলন। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার মিলন।"

"স্বামী স্ত্রী উভয়ে হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী,
সেই মিলনকে বলা হয় অসুর—অসুরী।
স্বামী হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী ভীষণ,
স্ত্রী মিষ্টভাষী, শীলবতী আর মাৎসর্যহীন;
এটাকে বলে অসুরের সনে দেবীর মিলন।
স্বামী হলে শীলবান, মিষ্টভাষী ও মাৎসর্যহীন,
স্ত্রী হলে কদর্যভাষিণী আর দুঃশীলা ভীষণ;
এটাকে বলে অসুরীর সনে দেবের মিলন।
উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী, সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।

উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী,
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূর্ণকারী।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. সমজীবী সূত্র (প্রথম)

৫৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান ভগ্গরাজ্যের[১] সুংসুমারগিরিস্থ ভেসকলাবন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে গৃহপতি নকুলপিতার গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন গৃহপতি নকুলপিতা এবং গৃহপত্নী নকুলমাতা ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করল। উপবিষ্ট নকুলপিতা ভগবানকে এরূপ বলল, 'ভন্তে, যে সময় গৃহপত্নী নকুলমাতা নিতান্ত অল্পবয়স্কা, তখন তাকে আমার গৃহে আনা হয়েছিল। সে হতে আমি তাকে মনে মনেও পাপাচারিণী বলে জানি না, কায়িকভাবে পাপাচারিণী বলে কীভাবে জানবো! ভন্তে, আমরা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছি, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছা পোষণ করি।' গৃহপত্নী নকুলমাতাও এরূপ বলল, 'যে সময় আমি নিতান্ত অল্পবয়স্কা, তখন আমাকে গৃহপতি নকুলপিতার গৃহে আনা হয়েছিল। সে হতে আমি তাকে মনে মনেও পাপাচারী বলে জানি না। কায়িকভাবে পাপাচারী বলে কীভাবে জানবো! ভন্তে, আমরা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছি, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছা পোষণ করি।'

অতঃপর ভগবান বললেন, হে গৃহপতি ও গৃহপত্নী, যদি কোনো স্বামী-স্ত্রী বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ঠিক সেভাবে ভবিষ্যত জন্মেও একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হয়ে উভয়ে সমশ্রদ্ধাসম্পন্ন, সমশীলসম্পন্ন, সমত্যাগী, সমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়, তাহলে তারা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে

---

[১]। ভগ্গরাজ্য—ভগ্গদের রাজত্ব ছিল বৈশালী ও শ্রাবস্তীর মধ্যবর্তী স্থানে এবং এদের রাজধানীর নাম সুংসুমারগিরি। এটি একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল বলে জানা যায়। কথিত আছে, ভগ্গদের রাজ্যে অবস্থানকালে বুদ্ধ বহুসময় ভেসকলাবন মৃগদাব বিহারে বাস করতেন। বোধিরাজকুমার, নকুলপিতা, নকুলমাতা, সিরিমন্ত সিগালপিতাসহ ভগ্গরাজ্যের বহু সুধীজন বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অষ্টধাতু বিভাজনের অংশ ভগ্গরাও লাভ করেছিল। (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—ড. মণিকুন্তলা হালদার)

অপরকে দর্শন করতে পারবে।

"উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী।
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূরণকারী।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. সমজীবী সূত্র (দ্বিতীয়)

৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্বামী-স্ত্রী যদি বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ঠিক সেভাবে ভবিষ্যত জন্মেও একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হয়ে উভয়ে সমশ্রদ্ধাসম্পন্ন, সমশীলসম্পন্ন, সমত্যাগী, সমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়, তাহলে তারা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে পারবে।"

"উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী।
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূরণকারী।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সুপ্রবাসা সূত্র

৫৭. একসময় ভগবান কোলিয়রাজ্যে পজ্জনিক নামক কোলিয় নিগমে অবস্থান করছিলেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে কোলিয়কন্যা সুপ্রবাসার[১] গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন কোলিয়কন্যা সুপ্রবাসা স্বহস্তে

---

[১]। সুপ্রবাসা—লাভীশ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী স্থবিরের মাতা। সীবলী জন্মের সময় সাত বছর যাবৎ মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তার জন্মের সাত দিন আগে হতে সুপ্রবাসা অসহ্য প্রসব বেদনা, কষ্ট পেয়েছিলেন। (পরে) বুদ্ধের আশীর্বাদে প্রসব যন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ করেন। সুপ্রবাসা ছিলেন কোলীয় রাজার কন্যা। তাঁর স্বামী ছিলেন লিচ্ছবীরাজ মহালী কুমার। সুপ্রবাসা একদিকে রত্নগর্ভা, অন্যদিকে সৌভাগ্যবতী, পুণ্যবতী ও যশোবতী। তিনি সর্বদা উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে আপ্যায়িত করতেন। (জাত্যাভিমানের পরিণাম—ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু)

ভগবানকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজনাদি দান দিয়ে পরিতৃপ্ত, পরিতুষ্ট করলেন। অতঃপর ভগবানের ভোজনকৃত্য শেষ হলে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্টা সুপ্রবাসাকে ভগবান এরূপ বললেন, "সুপ্রবাসে, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবিকা প্রতিগ্রাহকদের চারটি বিষয় দান করে। সেই চারটি কী কী? যথা : আয়ু দান করে, বর্ণ দান করে, সুখ দান করে, বল দান করে। আয়ু দান করে দাতা মনুষ্যলোকে মনুষ্য-আয়ু এবং দেবলোকে দেব-আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবর্ণ এবং দেবলোকে দেববর্ণের ভাগী হয়। সুখ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ এবং দেবলোকে দেবসুখের ভাগী হয়। বল দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবল এবং দেবলোকে দেববলের ভাগী হয়। সুপ্রবাসে, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবিকা প্রতিগ্রাহকদের এই চারটি বিষয় দান করে।"

"উত্তম ভোজন দান করে যে-জন,
লভে সে উত্তম, বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন।
ঋজুভাবে সম্পন্ন হলে দাক্ষিণ্য,
ফল লভে মহা, অমূল্য।
পুণ্য সম্পাদনে, পুণ্যে উপযুক্ত,
ফলদায়ক ইহা, লোকজ্ঞ বর্ণিত।
এরূপ পুণ্যযজ্ঞে যারা অনুচারী,
এ জগতে তারা আনন্দ বিচরি।
অপসারণ করে যেবা মাৎসর্যমল,
অনিন্দিত সেই, স্বর্গে উৎপন্ন।" (সপ্তম সূত্র)

৮. সুদত্ত সূত্র

৫৮. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন, "হে গৃহপতি, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবক প্রতিগ্রাহকদের চারটি বিষয় দান করে। সেই চারটি বিষয় কী কী? যথা : আয়ু দান করে, বর্ণ দান করে, সুখ দান করে, বল দান করে। আয়ু দান করে দাতা মনুষ্যলোকে মনুষ্য-আয়ু এবং দেবলোকে দেব-আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবর্ণ এবং দেবলোকে দেববর্ণের ভাগী হয়। সুখ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ এবং দেবলোকে দেবসুখের ভাগী হয়। বল দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবল এবং দেবলোকে

দেববলের ভাগী হয়। গৃহপতি, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবক প্রতিগ্রাহকদের এই চারটি বিষয় দান করে।"

"সংযত, নির্লোভীকে করে ভোজন দান,
আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল লাভ এই চার স্থান।
হয়ে আয়ু, বর্ণ, সুখ বল দানকারী,
ভবে জন্ম নেয় সে, দীর্ঘায়ু, যশস্বী।" (অষ্টম সূত্র)

৯. ভোজন সূত্র

৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, ভোজনদাতা দায়ক প্রতিগ্রাহকদের চারটি বিষয় দান করে। সেই চারটি কী কী? যথা : আয়ু দান করে, বর্ণ দান করে, সুখ দান করে, বল দান করে। আয়ু দান করে দাতা মনুষ্যলোকে মনুষ্য আয়ু এবং দেবলোকে দেব আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবর্ণ এবং দেবলোকে দেববর্ণের ভাগী হয়। সুখ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ এবং দেবলোকে দেবসুখের ভাগী হয়। বল দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবল এবং দেবলোকে দেববলের ভাগী হয়। ভিক্ষুগণ, ভোজনদাতা দায়ক প্রতিগ্রাহকদের এই চারটি বিষয় দান করে।"

"সংযত, নির্লোভীকে করে ভোজন দান,
আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল লাভ এই চার স্থান।
হয়ে আয়ু, বর্ণ, সুখ বল দানকারী,
ভবে জন্ম নেয় সে, দীর্ঘায়ু, যশস্বী।" (নবম সূত্র)

১০. গৃহী প্রতিপদা সূত্র

৬০. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান বললেন, "হে গৃহপতি, চার ধর্মে সমন্বিত আর্যশ্রাবক গৃহী জীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশ-কীর্তিলাভী এবং স্বর্গমোক্ষলাভী হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা :

এ জগতে কোনো আর্যশ্রাবক ভিক্ষুসংঘকে চীবর, খাদ্য-ভোজ্য, শয়নাসন ও গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান দিয়ে সেবা করে। গৃহপতি, এ চার ধর্মে সমন্বিত আর্যশ্রাবক গৃহী জীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশ-কীর্তিলাভী এবং স্বর্গমোক্ষলাভী হয়।"

"পণ্ডিত জনে সেবে গৃহী সমুচিত পদে,
দান দেয় চীবর, শীলবান সম্যকগতে।

পিণ্ডপাত, শয্যাসন আর গিলান প্রত্যয়ে,
এসবে বাড়ে পুণ্য, দিনে আর রাতে।
স্বর্গে উৎপন্ন হয়, উৎকৃষ্ট কর্ম সম্পাদনে,
বুদ্ধের বাণী ইহা, সদা মঙ্গল আনে।" (দশম সূত্র)

পুণ্যসম্পদ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুই পুণ্যফল, দুই মিলন, দুই সমজীবী,
সুপ্রবাসা, সুদত্ত, ভোজন আর গৃহীনীতি।

(৭) ২. প্রাপ্তকর্ম বর্গ

১. প্রাপ্তকর্ম সূত্র

৬১. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন, "হে গৃহপতি, জগতে চার প্রকার ধর্ম ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : "ধর্মানুসারে আমার ভোগ (উপভোগ্য বস্তু) উৎপন্ন হোক"—এই প্রথম ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

"ধর্মানুসারে লব্ধ ভোগে আমার জ্ঞাতিসহ উপাধ্যায়ের যশ লাভ হোক"—এই দ্বিতীয় ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

"ধর্মানুসারে লব্ধ ভোগ, যশে আমি জ্ঞাতি, উপাধ্যায়ের সাথে দীর্ঘায়ু হই, দীর্ঘায়ুকে রক্ষা করতে পারি"—এই তৃতীয় ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

"ধর্মানুসারে লব্ধ ভোগ, যশে আমি জ্ঞাতি, উপাধ্যায়সহ দীর্ঘকাল জীবিত থেকে, দীর্ঘায়ু রক্ষা করে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারি"—এই চতুর্থ ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

গৃহপতি, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ এ চার ধর্মের প্রতিলাভার্থে অপর চার প্রকার ধর্ম সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, ত্যাগসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ।

শ্রদ্ধাসম্পদ কী রকম? এ জগতে আর্যশ্রাবক তথাগতের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-

মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান’। একে বলা হয় শ্রদ্ধাসম্পদ।

শীলসম্পদ কী রকম? এ জগতে আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, চুরিকর্ম হতে প্রতিবিরত হয়, ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য হতে প্রতিবিরত হয়, প্রমাদের কারণ মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয়। একে বলা হয় শীলসম্পদ।

ত্যাগসম্পদ কী রকম? এ জগতে আর্যশ্রাবক দানে উদার, বিশুদ্ধহস্ত, সমর্পিত, উৎসর্গীকৃত, নিযুক্ত হয়ে মাৎসর্যমলমুক্ত চিত্তে গৃহে অবস্থান করে। একে বলা হয় ত্যাগসম্পদ।

প্রজ্ঞাসম্পদ কী রকম? এ জগতে কেউ লোভাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লঙ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লঙ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে। হিংসাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লঙ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লঙ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে। আলস্য-তন্দ্রাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লঙ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লঙ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে। উদ্বেগ-চঞ্চলাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লঙ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লঙ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে।

গৃহপতি, লোভ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই লোভ উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে। ব্যাপাদ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই ব্যাপাদ উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে। আলস্য-তন্দ্রা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই আলস্য-তন্দ্রা উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে। উদ্বেগ-চঞ্চলতা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই উদ্বেগ-চঞ্চলতা উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে।

গৃহপতি, লোভ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই লোভ উপক্লেশ প্রহীন হয়। হিংসা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই হিংসা উপক্লেশ প্রহীন হয়। আলস্য-তন্দ্রা চিত্তের উপক্লেশ,এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই আলস্য-তন্দ্রা উপক্লেশ প্রহীন হয়। উদ্বেগ-চঞ্চলতা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই উদ্বেগ-চঞ্চলতা উপক্লেশ প্রহীন হয়। সন্দেহ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই সন্দেহ উপক্লেশ প্রহীন হয়। এই আর্যশ্রাবককে বলা হয় মহাপ্রজ্ঞাবান, অধিকতর প্রজ্ঞাবান, আপাতদসো (দশ পরিসরে প্রজ্ঞাবান),

প্রজ্ঞাসম্পন্ন। একে বলা হয় প্রজ্ঞাসম্পদ। গৃহপতি, এরূপে জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ—এ চার ধর্মের প্রতিলাভার্থে এই (অপর) চার ধর্ম সংবর্তিত হয়।

গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য[১], ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা চার প্রকার প্রাপ্তকর্মের কর্তা নয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা নিজের সম্যক সুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। পিতামাতার সম্যক সুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, দাস-দাসীর সম্যক সুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। বন্ধু ও বন্ধুরূপী পরামর্শ দাতার সম্যক সুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। এভাবে প্রথম স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

পুনঃ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা অগ্নি, জল, রাজা, চোর, পুত্র, শত্রু হতে যেসব বিপদ হয়, সেই বিপদসমূহের প্রতিরোধার্থে সংবর্তিত হয় এবং নিজেকে মুক্ত করে। এভাবে দ্বিতীয় স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

পুনঃ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা পঞ্চ পূজার কর্তা হয়—জ্ঞাতি পূজা, অতিথি পূজা, পূর্ব প্রেত পূজা, রাজা পূজা, দেবতা পূজা। এভাবে তৃতীয় স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

পুনঃ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মদ, প্রমাদ হতে বিরত; ক্ষমাগুণে ও নম্রতায় নিবিষ্ট; গোপনে নিজেকে দমন, শান্ত, পরিনির্বাপিত করে, সেরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করে স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল এবং স্বর্গ সংবর্তনিকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে। এভাবে চতুর্থ স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

গৃহপতি, সেই আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা এ চার প্রাপ্ত কর্মের কর্তা হয়। তাছাড়া যেকোনো ব্যক্তির

১। বীর্য বলতে মানসিক বল, পরাক্রম, বীরত্ব, উৎসাহ, উদ্যম ইত্যাদি বুঝায়। বীর্য আলস্য-জড়তা বিদূরিত করে চিত্তে প্রবর্তিত হয় এবং মনের আনুপূর্বিক গতি রক্ষা করে। বাধার পর বাধা অতিক্রম করা বীর্যের কাজ। বীর্য থেকে আসে কর্মের প্রেরণা। বীর্যের প্রভাব না থাকলে মানুষ ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত কিংবা আধ্যাত্মিক জীবনে সফলকাম হতে পারে না।

এ চার প্রাপ্তকর্মের দ্বারা লব্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; একে বলা হয় ভোগ অস্থানগত, অপ্রাপ্তগত, অজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। গৃহপতি, এই চার প্রাপ্তকর্ম দ্বারা যেকোনো ব্যক্তির লব্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—একে বলা হয় ভোগ ক্ষয়ের স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত।

"ভোগ-ভুক্ত, রক্ষিত-পোষিত, বিপদোত্তীর্ণ আমি,
সর্বোৎকৃষ্ট দানে মম, কৃত হয় পঞ্চবিধ[১] বলি;
পূজিতে সংযত শীলবানে মোর চিত্ত আকুলি।
যেসব ভোগ সম্পদ ইচ্ছেন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ,
হয়েছে সেসব লাভ মম, অতীত অনুশোচন।
অনুস্মরে মৃত্যু চিন্তা, আর্যধর্মে স্থিত নর,
ইহলোকে প্রশংসা, পরলোকে সুখ অধিকতর।" (প্রথম সূত্র)

২. ঋণমুক্ত সূত্র

৬২. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন, "হে গৃহপতি, কামভোগী গৃহী সময়ে সময়ে চার প্রকার সুখ ভোগ করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রাপ্তি (অত্থি) সুখ, ভোগ সুখ, ঋণমুক্ত সুখ, অনবদ্য সুখ।

প্রাপ্তি সুখ কিরূপ? এ জগতে কোনো কুলপুত্রের অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ লাভ হয়। সে 'আমার অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ আছে' বলে সুখ, সৌমনস্য লাভ করে। একে বলা হয় প্রাপ্তি সুখ।

ভোগসুখ কিরূপ? এ জগতে কোনো কুলপুত্র অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা সুখ ভোগ করে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে। সে "আমি অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা সুখ ভোগ করছি, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করছি" এ বলে সুখ, সৌমনস্য[২] লাভ করে। একে বলা হয় ভোগসুখ।

ঋণমুক্ত সুখ কিরূপ? এ জগতে কোনো কুলপুত্র কারো কাছ থেকে অল্প কিংবা বেশি ঋণ গ্রহণ করে না। সে 'আমি কারো কাছ থেকে অল্প কিংবা বেশি ঋণ গ্রহণ করিনি' এ বলে সুখ, সৌমনস্য লাভ করে। একে বলা হয়

---

[১]। পঞ্চবলি বা পঞ্চপূজা—জ্ঞাতিপূজা, অতিথিপূজা, প্রেতপূজা, রাজপূজা, দেবতাপূজা।

[২]। সৌমনস্য—মানসিক আনন্দ অনুভূতি।

ঋণমুক্ত সুখ।

অনবদ্য সুখ কিরূপ? এ জগতে আর্যশ্রাবক অনবদ্য কায়-বাক্য-মনো-কর্মে সমন্বিত হয়। সে 'আমি অনবদ্য কায়-বাক্য-মনো-কর্মে সমন্বিত' এ বলে সুখ, সৌমনস্য লাভ করে। একে বলা হয় অনবদ্য সুখ। গৃহপতি, এই চার প্রকার সুখ কামভোগী গৃহী সময়ে সময়ে উপভোগ করে।

"ঋণমুক্ত সুখ আর অত্থিসুখে হয়ে পরিজ্ঞাত,
পরকে লিপ্ত দেখেও জ্ঞানী, তাতে অক্ষত।
সেই উভয় সুখকে সুমেধ করে অনুধাবন,
অনবদ্য সুখে, নহে ষোড়াংশ সমান।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ব্রহ্মা সূত্র

৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা ব্রহ্মাসদৃশ। যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা পূর্বাচার্যসদৃশ। যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা পূর্বদেবতা সদৃশ। যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা পূজার উপযুক্ত।"

"ভিক্ষুগণ, এখানে ব্রহ্মা হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। পূর্বাচার্য হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। পূর্বদেবতা হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। পূজার উপযুক্ত হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। তার কারণ কী? পিতামাতা, পুত্রকন্যাদের বহু উপকারী; জন্ম হতেই রক্ষাকারী, ভরণপোষণকারী এবং এই পৃথিবী প্রদর্শনকারী।"

"মাতাপিতা হল ব্রহ্মা আর পূর্বাচার্য,
পুত্রকন্যাদের সেবা পাবার যোগ্য।
হয়ে পুত্রকন্যার পরম অনুকম্পাকারী,
পণ্ডিতে জানাই তাতে পূজা আর শ্রদ্ধাঞ্জলি।
উত্তম অন্ন, জল আর বস্ত্র, শয্যাদি প্রদানে,
সুগন্ধি, স্নান আর পদধৌত করণে।
মাতাপিতা সেবে পূজে যেই পণ্ডিত,
ইহলোকে প্রশংসা, স্বর্গেও আনন্দিত।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. নিরয় সূত্র

৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত পুদ্গল নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার এবং

মিথ্যাবাক্য ভাষণ করা। এই চার ধর্মে সমন্বিত পুদ্গল নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"প্রাণিহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ,
মার্গ ইহা নরকের, নিন্দে পণ্ডিতগণ।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. রূপসূত্র

৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রূপপ্রিয়, রূপ-প্রসন্ন; ঘোস (গুণকীর্তন)-প্রিয়, ঘোস-প্রসন্ন; রুক্ষপ্রিয়, রুক্ষ-প্রসন্ন; ধর্মপ্রিয়, ধর্ম-প্রসন্ন। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।"

"রূপ আর শব্দের প্রতি যারা বিমোহিত,
জানে না হায়! ছন্দরাগে হয় বশীভূত।
আধ্যাত্মিক অজ্ঞাত, বাহ্যিকও অদর্শিত,
সর্বাবরণে মূর্খ, শব্দে হয় মোহিত।
আধ্যাত্মিক অজ্ঞাত, বাহ্যিক দর্শিত,
বাহ্যিক ফলদর্শী, শব্দে হয় মোহিত।
আধ্যাত্মিক জ্ঞাত, বাহ্যিকও দর্শিত,
নিবরণমুক্ত জ্ঞানী নহেন মোহিত।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. সরাগ সূত্র

৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রাগযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত এবং অহংকারযুক্ত। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।"

"হলে কামে রাগাভিভূত আর প্রিয়রূপে নন্দিত,
মোহে আবদ্ধ সত্ত্ব, বন্ধন করে দৃঢ়, বর্ধিত।
রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগে যতো জ্ঞানীগণ,
সম্পাদনে কুশল কর্ম, ধ্বংসেন সব দুঃখ যাতন।
অবিদ্যাচ্ছন্ন পুরুষ, যেন জ্ঞান আর দৃষ্টি হীন,
ধর্মই উত্তম—এ ধারণায় সে দীন অতি দীন।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অহিরাজ সূত্র

৬৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীতে জনৈক ভিক্ষু সর্প কর্তৃক দংশিত

হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এ শ্রাবস্তীতে জনৈক ভিক্ষু সর্প দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।" ভিক্ষুগণের মুখে এ কথা শুনে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু নিশ্চয়ই চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করেনি। যদি সেই ভিক্ষু চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করত, তাহলে সর্প দংশনে তার মৃত্যু হতো না।"

সেই চার প্রকার অহিরাজকুল কী কী? বিরূপাক্ষ অহিরাজকুল, এরাপথ অহিরাজকুল, ছব্যাপুত্র অহিরাজকুল, কৃষ্ণ গৌতমক অহিরাজকুল। সেই ভিক্ষু নিশ্চয়ই এই চার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করেনি। যদি সে এই চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করত, তাহলে তাকে সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করতে হতো না।

হে ভিক্ষুগণ, আত্মগুপ্তি, আত্মরক্ষা এবং আত্ম পরিত্রাণের জন্য এই চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করতে অনুজ্ঞা প্রদান করছি।

"মৈত্রী মোর বিরূপাক্ষের, আরও এরাপথের,
মোর মৈত্রী ছব্যাপুত্রের, কণহগোতমকের।
পদহীনে মৈত্রী মম, আরও দ্বিপদে,
চতুর্পদে মৈত্রী মম, আর বহুপদে।
সব সত্ত্ব, সব প্রাণী আর যতো ভূতগণ,
দৃষ্টিপরায়ণ হোক, না হোক পাপ আগমন।
অপ্রমিত বুদ্ধের গুণ, ধর্মের গুণ অপ্রমিত,
সংঘের গুণ অপ্রমিত কিন্তু সরীসৃপ সীমিত।
সর্প, বৃশ্চিক, মাকড়সা আর শতপদী,
সরভূ, মূষিক প্রমেয় হয়ও যদি।
করেছি আমি রক্ষাবন্ধন পরিত্রাণ পাঠ,
সব ভূত প্রাণী না হিংসে দূরে সরে যাক;
প্রণমি সপ্ত বুদ্ধকে আমি, সদা দিন-রাত।" (সপ্তম সূত্র)

৮. দেবদত্ত সূত্র

৬৮. একসময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন, দেবদত্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে দেবদত্ত সম্বন্ধে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আত্মনাশের জন্যেই

দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন (লাভ) হয়েছে। ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।”

যেমন কদলীবৃক্ষ আত্মনাশের জন্যেই ফলবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই ফলবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন বাঁশ আত্মনাশের জন্যেই ফলবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই ফলবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন নল আত্মনাশের জন্যেই ফলবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই ফলবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন অশ্বতরী[১] আত্মনাশের জন্যেই গর্ভবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই গর্ভবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

“ধ্বংসের তরে কদলী, বাঁশ, নল ফলবতী,
অশ্বতরী গর্ভধারণ করলে মৃত্যুই নিয়তি।
কাপুরুষের লাভ-সৎকারও ধ্বংসই গতি।” (অষ্টম সূত্র)

৯. প্রধান সূত্র

৬৯. “হে ভিক্ষুগণ, প্রধান চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সংবরণ প্রধান, প্রহান প্রধান, ভাবনা প্রধান, অনুরক্ষণ প্রধান।

সংবরণ প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন অকুশল পাপধর্মের অনুৎপাদনার্থে ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে

---

[১]। অশ্বের ঔরসে গর্দভীর গর্ভে কিংবা গর্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভজাত খচ্চরী। খচ্চরী বা অশ্বতরী গর্ভ ধারণ করে বটে কিন্তু প্রসবকাল উপস্থিত হলে প্রসব করতে পারে না। কেবল পা আঁচড়াতে থাকে। অনন্তর চারি পা বেঁধে উদর কেটে গর্ভ বের করতে হয়। এতে অশ্বতরীর মৃত্যু হয়। সে জন্য এখানে অশ্বতরীর উপমা দেওয়া হয়েছে। (সার-সংগ্রহ—২য় খণ্ড)

সংবরণ প্রধান।

প্রহান প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন অকুশল পাপধর্মের ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে প্রহান প্রধান।

ভাবনা প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপাদনের ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে ভাবনা প্রধান।

অনুরক্ষণ প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে অনুরক্ষণ প্রধান। এগুলোই চার প্রকার প্রধান।"

"সংবরণ, প্রহীন আর ভাবনা, অনুরক্ষণ,
সম্যক প্রধান, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের দেশন।
যেই ভিক্ষু এসব পূরণে হয় উদ্যোগী,
দুঃখ, পাপ ধ্বংসে তিনি হন চিরসুখী।" (নবম সূত্র)

১০. অধার্মিক সূত্র

৭০. "হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে রাজাগণ অধার্মিক হয়, সে সময়ে উপরাজাগণও অধার্মিক হয়। উপরাজাগণ অধার্মিক হবার কারণে ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও অধার্মিক হয়। তাদের কারণে নিগম-জনপদবাসীও অধার্মিক হয়। নিগম-জনপদবাসী অধার্মিক হবার কারণে চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না। চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করার কারণে নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না। নক্ষত্র-তারকাদি নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করার কারণে সঠিক সময়ে দিনরাত হয় না। সঠিক সময়ে দিনরাত না হবার কারণে সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হয় না। সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস না হবার কারণে সঠিক সময়ে ঋতু, বছর হয় না। সঠিক সময়ে ঋতু, বছর না হবার কারণে অসময়ে, অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। অসময়ে, অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে দেবতাগণ কুপিত হয়। দেবতাগণ কুপিত হবার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণ না হবার কারণে অল্প সময়ে শষ্য পরিপক্ব হয়। অল্প সময়ে পরিপক্ব শষ্য পরিভোগ করে মনুষ্যগণ অল্পায়ু, দুর্বর্ণ (কুৎসিত), বহু রোগগ্রস্ত হয়।

অপরদিকে, যে-সময়ে রাজাগণ ধার্মিক হয়, সে সময়ে উপরাজাগণও ধার্মিক হয়। উপরাজাগণ ধার্মিক হবার কারণে ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও ধার্মিক হয়। তাদের কারণে নিগম-জনপদবাসীও ধার্মিক হয়। নিগম-জনপদবাসী ধার্মিক হবার কারণে চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করার কারণে নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। নক্ষত্র-তারকাদি নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করার কারণে সঠিক সময়ে দিনরাত হয়। সঠিক সময়ে দিনরাত হবার কারণে সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হয়।

সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হবার কারণে সঠিক সময়ে ঋতু, বছর হয়। সঠিক সময়ে ঋতু, বছর হবার কারণে যথাসময়ে, নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। যথাসময়ে, নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হয়। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হবার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে শষ্য পরিপক্ব হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পরিপক্ব শষ্য পরিভোগ করে মনুষ্যগণ দীর্ঘায়ু, সুবর্ণ, বলবান, অল্প রোগগ্রস্ত হয়।”

“গমনকালে প্রধান ষাঁড় চলে যদি এঁকেবেঁকে,
অন্য গো সবও চলে বেঁকে, অনুসরণে তাকে।
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নৃপতি যদি চলেন অধর্ম পথে,
প্রজা সব হয় অধার্মিক, দুর্বল রাজকার্য তটে;
বিরাজে সমস্ত রাজ্যে দুঃখ, রাজার অধর্মতে।
গমনকালে প্রধান ষাঁড় চলে যদি সোজাভাবে,
অন্য গো সবও চলে সোজা, নহে অন্যভাবে।
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নৃপতি যদি চলেন ধর্মপথে,
প্রজা সব হয় ধার্মিক, রাজার আদর্শতে;
বিরাজে সমস্ত রাজ্যে সুখ, রাজার ধর্মেতে।” (দশম সূত্র)

প্রাপ্তবর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

“প্রাপ্তকর্ম, ঋণমুক্ত, ব্রহ্মা, নিরয়, রূপসহ পঞ্চম,
রাগমুক্ত, অহিরাজ, দেবদত্ত, প্রধান, অধার্মিক এই দশম।”

(৮) ৩. সম্যক বর্গ

১. প্রধান সূত্র

৭১. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আসব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ভিক্ষু শীলবান হয়, বহুশ্রুত হয়, আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আসব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. সম্যক দৃষ্টি সূত্র

৭২. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আসব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : নৈষ্ক্রম্য চিন্তা[১], অব্যাপাদ চিন্তা[২], অবিহিংসা চিন্তা এবং সম্যক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আসব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সৎপুরুষ সূত্র

৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত হলে অসৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : এ জগতে যে-জন অজিজ্ঞাসিত হয়ে পরের নিন্দা করে, সে-ই অসৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা আছে! এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরনিন্দাকারী হয়। এভাবে অসৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

পুনশ্চ, যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে পরের প্রশংসা করে না, সে-ই অসৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা নেই! এই বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ পরের প্রশংসাকারী হয় না।

---

[১]। নৈষ্ক্রম্য চিন্তা—পঞ্চকামগুণ (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) সহগত কামতৃষ্ণা, ভোগলিপ্সা পরিভোগের অভিপ্রায় ত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্য প্রাপ্তির চিন্তা এ চিন্তা দ্বারা মানুষ ক্রমান্বয়ে সাংসারিক মায়ামোহের বন্ধন পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয় দারুণভাবে।

[২]। অব্যাপাদ চিন্তা—হিংসা, অনিষ্ট সাধন করার চিন্তা হতে বিরত হয়ে মৈত্রীচিন্তা করার অপর নামই অব্যাপাদ চিন্তা।

এভাবে অসৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

পুনশ্চ, যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের নিন্দা করে না, সে-ই অসৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা নেই! এ বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ নিজের নিন্দাকারী হয় না। এভাবে অসৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

পুনশ্চ, যে-জন অ-জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের প্রশংসা করে, সে-ই অসৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা আছে! এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরিপূর্ণ নিজের প্রশংসাকারী হয়। এভাবে অসৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়। এ চার ধর্মে সমন্বিত হলে অসৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত হলে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : এ জগতে যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে পরের নিন্দা করে না, সে-ই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা নেই! এ বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ পরনিন্দাকারী হয় না। এভাবে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যে-জন অ-জিজ্ঞাসিত হয়ে পরের প্রশংসা করে, সে-ই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা আছে! এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরিপূর্ণ পরের প্রশংসাকারী হয়। এভাবে সৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যে-জন অ-জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের নিন্দা করে, সে-ই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা আছে! এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরিপূর্ণ পরের প্রশংসাকারী হয়। এভাবে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের প্রশংসা করে না, সে-ই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কী-ই বা নেই! এ বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ নিজের প্রশংসাকারী হয় না। এভাবে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়। এ চার ধর্মে সমন্বিত হলে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে রাতে অথবা দিনে নববধূ গৃহে আনা হয়, সে সময়ে শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী এমনকি দাস-দাসীরাও যদি তার সম্মুখে পড়ে, তাহলে ওই বধূর তীব্র লজ্জা, ভয় উৎপন্ন হয়। পরবর্তীকালে একত্রে বাস করার কারণে, ঘনিষ্ঠ হওয়াতে সেই বধূ শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীকে এরূপ বলে : "দূর হোন, আপনারা কিছুই জানেন না।" ঠিক তেমনি এ জগতে কোনো ভিক্ষু যে

রাতে অথবা দিনে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সে সময়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা এমনকি সেবকেরাও যদি তার সম্মুখে পড়ে, তাহলে তার তীব্র লজ্জা, ভয় উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে একত্রে বাস করার কারণে, ঘনিষ্ঠ হওয়াতে সেই প্রব্রজিত আচার্য, উপাধ্যায়কে এরূপ বলে : "দূর হোন, আপনারা কিছুই জানেন না।" "তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—আমরা অধুনাগত বধূর ন্যায় হয়ে অবস্থান করব।"

হে ভিক্ষুগণ, এটি এরূপেই তোমাদের শিক্ষা করা উচিত। (তৃতীয় সূত্র)

৪. শ্রেষ্ঠ সূত্র (প্রথম)

৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রেষ্ঠ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীল শ্রেষ্ঠ, সমাধি শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, বিমুক্তি শ্রেষ্ঠ। এগুলোই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. শ্রেষ্ঠ সূত্র (দ্বিতীয়)

৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রেষ্ঠ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রূপ শ্রেষ্ঠ, বেদনা শ্রেষ্ঠ, সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, ভব শ্রেষ্ঠ। এগুলোই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. কুশীনগর সূত্র

৭৬. একসময় ভগবান কুশীনগরে[১] মল্লদের শালবনে যমক শালবৃক্ষের মাঝখানে অবস্থান করছিলেন, পরিনির্বাণমঞ্চে। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও কি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় রয়েছে? সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এরূপ মনস্তাপ করতে না হয়—'শাস্তা আমাদের সামনে ছিলেন, অথচ সেই সম্মুখস্থ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হইনি।' শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ নীরব রইলেন।"

---

[১]। কুশীনগর ছিল মল্লরাজ্যের একটি অংশের রাজধানী। অপর অংশের রাজধানী ছিল পাবা। কুশীনগর ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান। বৌদ্ধদের চারি মহাপুণ্যতীর্থের অন্যতম পবিত্র একটি স্থানরূপে অভিহিত। ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলায় বর্তমানে কাসিয়া নামে পরিচিত। (পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগর জীবন—করুণানন্দ ভিক্ষু)

ভগবান দ্বিতীয়বার ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও কি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় রয়েছে? সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এরূপ মনস্তাপ করতে না হয়—'শাস্তা আমাদের সামনে ছিলেন, অথচ সেই সম্মুখস্থ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হইনি।' শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ দ্বিতীয়বারের মতো নীরব রইলেন।" ভগবান তৃতীয়বার ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও কি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় রয়েছে? সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এরূপ মনস্তাপ করতে না হয়—'শাস্তা আমাদের সামনে ছিলেন, অথচ সেই সম্মুখস্থ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হইনি।' শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ তৃতীয়বারের মতো নীরব রইলেন।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, যদি শাস্তার প্রতি গৌরববশে জিজ্ঞাসা না কর, তাহলে বন্ধু বিবেচনা করে, বন্ধুর কাছে প্রকাশ করার মতো প্রকাশ করো।" শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ নীরব রইলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "অতি আশ্চর্য! ভন্তে, আমি অতীব প্রসন্ন। এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় নেই।"

আনন্দের এ কথা শুনে ভগবান বললেন, "হে আনন্দ, তুমি প্রসন্ন বলছ। আনন্দ, তথাগতের জ্ঞানে এটা জ্ঞাত যে, 'এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় নেই'। আনন্দ, এই পাঁচশত ভিক্ষুর মধ্যে যে সবচেয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী সেও স্রোতাপন্ন, অপায় বিনিপাত নিরয় হতে উত্তীর্ণ।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অচিন্তনীয় সূত্র

৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়; যেগুলো চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। সেই চার বিষয় কী কী? যথা : বুদ্ধগণের বুদ্ধজ্ঞান অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। ধ্যানীগণের ধ্যান বিষয় অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। কর্মবিপাক অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে

উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। লোকচিন্তা অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়।" (সপ্তম সূত্র)

৮. দাক্ষিণ্য সূত্র

৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা দাতার পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতে হয় না। এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা গ্রহীতা পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হয়, দাতা পক্ষ হতে হয় না। এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা দাতার পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না। এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা দাতার পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়।

কীভাবে দাতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতে হয় না? এ জগতে দাতা শীলবান, কল্যাণধর্মী হয়; কিন্তু গ্রহীতা দুঃশীল, পাপধর্মী। এভাবে দাতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতে হয় না।

কীভাবে গ্রহীতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, দাতা পক্ষ হতে হয় না? এ জগতে দাতা দুঃশীল, পাপধর্মী হয়; কিন্তু গ্রহীতা শীলবান, কল্যাণধর্মী। এভাবে গ্রহীতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, দাতা পক্ষ হতে হয় না।

কীভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয় না, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না? এ জগতে দাতাও দুঃশীল, পাপধর্মী হয়; গ্রহীতাও দুঃশীল, পাপধর্মী হয়। এভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয় না; গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না।

কীভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়? এ জগতে দাতাও শীলবান, কল্যাণধর্মী হয়; গ্রহীতাও শীলবান, কল্যাণধর্মী হয়। এভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়। এগুলোই চার প্রকার দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ।" (অষ্টম সূত্র)

৯. বাণিজ্য সূত্র

৭৯. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন কারণে এ জগতে কারোর কার্যকর বাণিজ্য ধ্বংস হয়? কারোর কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয় না? কারোর কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয়? কারোর কার্যকর বাণিজ্য পর অভিপ্রায়ে হয়?"

ভগবান বললেন, “হে সারিপুত্র, এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে আহ্বান করে বলে ‘ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন।’ (শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় বলার পর) সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা প্রদান করে না। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয় তা ধ্বংস হয়।

এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে আহ্বান করে বলে ‘ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন।’ সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা যথোচিতভাবে প্রদান করে না। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়, তা যথোচিত হয় না।

এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে আহ্বান করে বলে, ‘ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন।’ সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা যথোচিতভাবে প্রদান করে। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়, তা যথোচিতভাবে হয়।”

এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে আহ্বান করে বলে “ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন। সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা পর অভিপ্রায়ে প্রদান করে। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়, তা পর অভিপ্রায়ে হয়।”

“সারিপুত্র, এ হেতুতে, এ কারণে এ জগতে কারো কার্যকর বাণিজ্য ধ্বংস হয়; কারো কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয় না; কারো কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয়; কারো কার্যকর বাণিজ্য পর অভিপ্রায়ে হয়।” (নবম সূত্র)

১০. কম্বোজ সূত্র

৮০. একসময় ভগবান কৌশম্বিতে[১] ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন।

---

[১]। কৌশম্বী—বুদ্ধের সমকালীন কৌশম্বী ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অষ্টম মহাজনপদ বংশের রাজধানী। মহীয়সী নারী শ্যামবতীর স্বামী রাজা উদয়নের মহা সমৃদ্ধশালী রাজধানী ছিল এ কৌশম্বী। রাজা উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন। এ বিহারে কয়েক হাজার ভিক্ষু অবস্থান করতেন। বিহারটি

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি ভগবানকে এরূপ বললেন,

"ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন কারণে কোনো স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত হয় না, কর্মে নিয়োজিত হয় না এবং কম্বোজে (কম্বোজ নগরে) গমন করে না?"

"হে আনন্দ, ক্রোধ স্বভাবের কারণে, ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে, পরশ্রীকাতরতার কারণে, দুষ্প্রাজ্ঞ হবার কারণে—এই হেতুতে, এই কারণে কোনো স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত হয় না, কর্মে নিয়োজিত হয় না, কম্বোজে গমন করে না।" (দশম সূত্র)

সম্যক বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :
প্রধান, দৃষ্টি, সৎপুরুষ, দুই শ্রেষ্ঠ মিলে পাঁচ,
কুশীনগর, অচিন্তনীয়, দাক্ষিণ্য, বাণিজ্য, কম্বোজ এ দশ।

(৯) ৪. মচল বর্গ

১. প্রাণিহত্যা সূত্র

৮১. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়? সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যাকারী হলে, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হলে, ব্যভিচারী হলে, মিথ্যাবাক্য ভাষণকারী হলে। এ চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হলে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হলে, ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত হলে, মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. মিথ্যাবাক্য সূত্র

৮২. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যাবাক্য ভাষণকারী হলে,

---

ঘোষিতারাম নামে পরিচিত। কৌশম্বী বর্তমান নাম 'কোসম'। যা ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ এলাহাবাদের বাইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

পিশুনবাক্য ভাষণকারী হলে, পরুষবাক্য ভাষণকারী হলে এবং সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণকারী হলে। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে, পরুষবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে এবং সম্প্রলাপবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. নিন্দাযোগ্য সূত্র

৮৩. “হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে নিন্দনীয়ের প্রশংসা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে প্রশংসনীয়ের নিন্দা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে নিরানন্দ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে আনন্দ বিষয়ে নিরানন্দ প্রকাশ করা। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে নিন্দনীয়ের নিন্দা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে নিরানন্দ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে আনন্দ বিষয়ে নিরানন্দ প্রকাশ করা। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।” (তৃতীয় সূত্র)

৪. ক্রোধপরায়ণ সূত্র

৮৪. “হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ক্রোধপরায়ণ হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, পরনিন্দাকারী হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, লাভের প্রত্যাশী হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, সৎকারের প্রত্যাশী হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ক্রোধপরায়ণ না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া, পরনিন্দাকারী না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া, লাভের প্রত্যাশী না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া, সৎকারের প্রত্যাশী না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. তমপরায়ণ সূত্র

৮৫. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : তম তমপরায়ণ, তম জ্যোতিঃপরায়ণ, জ্যোতি তমপরায়ণ, জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ।

কিরূপ পুদ্গল তমতমপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : চণ্ডালকুলে, বেনকুলে, ব্যাধকুলে, চর্মকারকুলে, ঝাড়ু দারকুলে, অন্ন-পান-ভোজনে অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রকুলে—যেখানে অতি দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। সে দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কদাকার, বহুরোগগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধদ্রব্য পেষণ-লেপন, শয্যাসন, আবাস, তৈল-প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করতে পারে না। সে কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর অপায় দুর্গতি নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল তমতমপরায়ণ।

কিরূপ পুদ্গল তমজ্যোতিপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : চণ্ডালকুলে, বেনকুলে, ব্যাধকুলে, চর্মকারকুলে, ঝাড়ু দারকুলে, অন্ন-পান-ভোজনে অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রকুলে—যেখানে অতি দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। সে দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কদাকার, বহুরোগগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধদ্রব্য পেষণ-লেপন, শয্যাসন, আবাস, তৈল-প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করতে পারে না। কিন্তু সে কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে না, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে না, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে না। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর সুগতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল তমজ্যোতিপরায়ণ।

কিরূপ পুদ্গল জ্যোতিতমপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি উচ্চকুলে

জন্মগ্রহণ করে। যেমন : মহা বিত্তবান ক্ষত্রিয়কুলে, মহা বিত্তবান ব্রাহ্মণকুলে, মহা বিত্তবান গৃহপতিকুলে অথবা মহা ভোগ-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও প্রভূত বিত্তোপকরণসম্পন্ন এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন পরিবারে। সে অতি সুশ্রী, সুদর্শন, মনোহর ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা ও প্রসাধনীয় সুগন্ধ দ্রব্য, শয্যাসন, আবাস, প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। তবে সে কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল জ্যোতিতমপরায়ণ।

কিরূপ পুদ্গল জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : মহা বিত্তবান ক্ষত্রিয়কুলে, মহা বিত্তবান ব্রাহ্মণকুলে, মহা বিত্তবান গৃহপতিকুলে অথবা মহা ভোগ-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও প্রভূত বিত্তোপকরণসম্পন্ন এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন পরিবারে। সে অতি সুশ্রী, সুদর্শন, মনোহর ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা ও প্রসাধনীয় সুগন্ধ দ্রব্য, শয্যাসন, আবাস, প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। সে কায়ে সুচরিত আচরণ করে, বাক্যে সুচরিত আচরণ করে, মনে সুচরিত আচরণ করে। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর সুগতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. অবনতাবনত সূত্র

৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার পুদ্গল কী কী? যথা : অবনতাবনত, অবনতোন্নত, উন্নতাবনত, উন্নতোন্নত। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পুত্র সূত্র

৮৭. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল হয়? এ জগতে কোনো ভিক্ষু প্রতিপদায় শৈক্ষ্য[১] হয়; অনুত্তর যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করে। যেমন, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার অনভিষিক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র অভিষেকে উদগ্রীব থাকে, ঠিক তেমনিভাবে সেই ভিক্ষু প্রতিপদায় শৈক্ষ্য হয়, অনুত্তর যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে কোনো ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে, তবে নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে কোনো ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পদ্ম।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে কোনো ভিক্ষু প্রার্থিত হয়েই বহু বা অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। সে যেসব সব্রহ্মচারীর সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে; অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। তাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্তু দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতু পরিবর্তনজনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়; আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

---

[১]। শৈক্ষ্য—অর্থ শিক্ষাব্রতী, শিশিক্ষু। যার এখনো শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। যিনি অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত। যখন শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য অর্থাৎ অর্হৎ। (ধম্মপদ অট্‌ঠকথা—ড. সুকোমল চৌধুরী)

ভিক্ষুগণ, যথার্থভাবে বললে আমাকেই শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। কারণ আমি প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। যেসব ভিক্ষুগণের সাথে আমি অবস্থান করি, তারা আমার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে, অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। আমাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্ত্র দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতুপরিবর্তনজনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব আমার বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হই; আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করি। তাই যথার্থভাবে বললে আমাকেই শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (সপ্তম সূত্র)

৮. সংযোজন সূত্র

৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল? এ জগতে ভিক্ষু তিন প্রকার সংযোজন[১] ক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মী[২], নিয়ত সম্বোধি[১] পরায়ণ স্রোতাপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল

---

[১]। সংযোজনজেন্তি বন্ধন্তীতি সংযোজনানি'—ভবচক্রে বা সংসারে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে আবদ্ধ করে এ অর্থে সংযোজন। এ মনোবৃত্তিগুলো সত্ত্ব বা জীবকে সংসারে ধরে রাখতে সমর্থ। এজন্য এগুলোকে বলা হয় সংযোজন বা বন্ধন। সংযোজন দশ প্রকার। যথা : সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ, ব্যাপাদ, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় অধোভাগীয় সংযোজন, পরবর্তী পাঁচটিকে বলা ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। (অট্ঠকথা)

[২]। অবিনিপাত ধম্মো—চার প্রকার অপায়ে (নিরয়, তির্যক, প্রেত, অসুরযোনি) অবিনিপাত স্বভাব অর্থাৎ অপতনশীল। কিছুতেই আর নিরয়, তির্যক, প্রেত, অসুর যোনিতে উৎপন্ন হবে না।

শ্রমণাচল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে ভিক্ষু তিন প্রকার সংযোজন ক্ষয় করে; রাগ, দ্বেষ, মোহ ক্ষীণ করে সকৃদাগামী হয়। একবার মাত্র পুনর্জন্মগ্রহণ করে দুঃখের ক্ষয়সাধন করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে ভিক্ষু পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে উপপাতিকসত্ত্ব হয় এবং সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়, আর পুনর্জন্মগ্রহণ করে না। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পদ্ম।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. সম্যক দৃষ্টি সূত্র

৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল? এ জগতে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি,

---

[১]। সম্বোধিপরাযনো—মার্গত্রয়রূপ সম্বোধি লাভ অবশ্যম্ভাবী। স্রোতাপন্ন তিনভাগে বিভাগ। একবীজ স্রোতাপন্ন (যারা একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন) কুলংকুল স্রোতাপন্ন (যারা দ্বিতীয়বার হতে ছয়বার পর্যন্ত কাম সুগতিতে জন্মগ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন), সত্তকখত্তুপরম স্রোতাপন্ন (যারা সাতবার পর্যন্ত কাম সুগতিতে জন্মান্তর গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করত পরিনির্বাপিত হন)–মহাপরিনির্বাণ সূত্র, শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির।

সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পদ্ম।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে ভিক্ষু প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। সে যেসব সব্রহ্মচারীর সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে; অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। তাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্তু দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতুপরিবর্তন-জনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়; আসবসমূহ ক্ষয় করে এজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল। যথার্থভাবে বললে আমাকে শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

১০. স্কন্ধ সূত্র

৯০. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল? এ জগতে ভিক্ষু সাধারণ চিত্তসম্পন্ন শৈক্ষ্য হয় এবং অনুত্তর যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল।

কিরূপ পুদ্গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে—'এটি রূপ', 'এটি রূপ সমুদয়', 'এটি রূপ নিরোধ'; 'এটি বেদনা', 'এটি বেদনা সমুদয়', 'এটি বেদনা নিরোধ'; 'এটি সংজ্ঞা', 'এটি সংজ্ঞা সমুদয়', 'এটি সংজ্ঞা নিরোধ'; 'এটি সংস্কার', 'এটি সংস্কার সমুদয়', 'এটি সংস্কার নিরোধ'; 'এটি বিজ্ঞান', 'এটি বিজ্ঞান সমুদয়', 'এটি বিজ্ঞান নিরোধ'। এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না

করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গাল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কিরূপ পুদ্গাল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে—'এটি রূপ', 'এটি রূপ সমুদয়', 'এটি রূপ নিরোধ'; 'এটি বেদনা', 'এটি বেদনা সমুদয়', 'এটি বেদনা নিরোধ'; 'এটি সংজ্ঞা', 'এটি সংজ্ঞা সমুদয়', 'এটি সংজ্ঞা নিরোধ'; 'এটি সংস্কার', 'এটি সংস্কার সমুদয়', 'এটি সংস্কার নিরোধ'; 'এটি বিজ্ঞান', 'এটি বিজ্ঞান সমুদয়', 'এটি বিজ্ঞান নিরোধ'। এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গাল শ্রমণ-পদ্ম।

কিরূপ পুদ্গাল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে ভিক্ষু প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। সে যেসব সব্রহ্মচারীর সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে; অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। তাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্তু দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতুপরিবর্তন-জনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়।

চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়; আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্গাল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল। তাই যথার্থভাবে বললে আমাকে শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। এই চার প্রকার পুদ্গাল জগতে বিদ্যমান।" (দশম সূত্র)

মচল বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

"প্রাণিহত্যা, মিথ্যাবাক্য, নিন্দাবাক্য, ক্রোধ আর তমো
অবনতাবনত, পুত্র, সংযোজন, সম্যক দৃষ্টি, স্কন্ধ মিলে দশ।"

(১০) ৫. অসুর বর্গ

১. অসুর সূত্র

৯১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুর, দেব পরিষদসম্পন্ন অসুর, অসুর পরিষদসম্পন্ন দেব, দেব পরিষদসম্পন্ন দেব।

কিরূপ পুদ্গল অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুর? এ জগতে কোনো পুদ্গল দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং তার পরিষদও দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্গল অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুর।

কিরূপ পুদ্গল দেব পরিষদসম্পন্ন অসুর? এ জগতে কোনো পুদ্গল দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়; কিন্তু তার পরিষদ সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্গল দেব পরিষদসম্পন্ন অসুর।

কিরূপ পুদ্গল অসুর পরিষদসম্পন্ন দেব? এ জগতে কোনো পুদ্গল সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে; কিন্তু তার পরিষদ দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়। এরূপ পুদ্গল অসুর পরিষদসম্পন্ন দেব।

কিরূপ পুদ্গল দেব পরিষদসম্পন্ন দেব? এ জগতে কোনো পুদ্গল সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে এবং তার পরিষদও সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়। এরূপ পুদ্গল দেব পরিষদসম্পন্ন দেব।" (প্রথম সূত্র)

২. সমাধি সূত্র (প্রথম)

৯২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়। কোনো পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়। কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়। কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সমাধি সূত্র (দ্বিতীয়)

৯৩. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী[১], কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম

---

[১]। অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী—রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন যিনি।

বিদর্শনলাভী[১] নয়। কোনো পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়। কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়। কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী।

ভিক্ষুগণ, যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়; তার অধ্যাত্মচিত্ত শমথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন ভাবনা করা উচিত। ফলে পরবর্তীকালে সে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী হয়।

যে পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়; তার অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধ্যাত্মচিত্ত শমথ ভাবনা করা উচিত। ফলে পরবর্তীকালে সে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী ও অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী হয়।

যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়; তার অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য, উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগসহকারে কুশলধর্মসমূহ প্রতিলাভার্থে চেষ্টা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, যেমন কারো বস্ত্রে বা শির পাগড়িতে আগুন লাগলে সে অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য, উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগ-সহকারে তা নিভানোর চেষ্টা করে। ঠিক সেরূপে সেই পুদ্গলেরও অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য, উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগ-সহকারে কুশলধর্মসমূহ প্রতিলাভার্থে চেষ্টা করা উচিত। ফলে পরবর্তীকালে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হয়।

যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, তার কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসবক্ষয়ের জন্য ভাবনা করা উচিত। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. সমাধি সূত্র (তৃতীয়)

৯৪. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়। কোনো পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী,

---

[১]। অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী—লোকোত্তর মার্গফল লাভ করেন যিনি।

কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়। কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়। কোনো পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী।

ভিক্ষুগণ, যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়, তদ্ধেতু সে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী পুদ্গলের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে, 'বন্ধু, কীভাবে সংস্কার দর্শন করা উচিত? কীভাবে সংস্কার জ্ঞাত হওয়া উচিত? কীভাবে সংস্কার অনুধাবন করা উচিত'? এর উত্তরে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী তার যথাদৃষ্ট, যথাজ্ঞাত ব্যাখ্যা করে—'বন্ধু, এভাবে সংস্কার দ্রষ্টব্য, এভাবে সংস্কার জ্ঞাতব্য, এভাবে সংস্কার অনুধাবনীয়'। তার নিকট হতে এরূপ শুনে পরবর্তীকালে সেই পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হয়।

যে পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়, তদ্ধেতু সে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী পুদ্গলের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে, 'বন্ধু, কীভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত'? এর উত্তরে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী তার যথাদৃষ্ট, যথাজ্ঞাত ব্যাখ্যা করে—'বন্ধু, এভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত, এভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত এভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত'। তার নিকট হতে এরূপ শুনে পরবর্তীকালে সেই পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী এবং অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী হয়।

যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়, তদ্ধেতু সে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী পুদ্গলের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে, 'বন্ধু, কীভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত? এবং কীভাবে সংস্কার দর্শন করা উচিত? কীভাবে সংস্কার জ্ঞাত হওয়া উচিত? কীভাবে সংস্কার অনুধাবন করা উচিত'? এর উত্তরে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী তার যথাদৃষ্ট, যথাজ্ঞাত ব্যাখ্যা করে—'বন্ধু, এভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত? এভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত, এভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত। এবং এভাবে সংস্কার দৃষ্টব্য, এভাবে সংস্কার জ্ঞাতব্য, এভাবে সংস্কার অনুধাবনীয়'। তার নিকট হতে এরূপ শুনে পরবর্তীকালে সেই পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী হয়।

যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী,

(তদ্ধেতু) তার কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসবক্ষয়ের জন্য ভাবনা করা উচিত। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. চিতার পোড়া কাষ্ঠ সূত্র

৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।

ভিক্ষুগণ, যেমন চিতায় ব্যবহৃত উভয়দিকে পোড়া, তদুপরি মাঝখানে বিষ্ঠালিপ্ত কাষ্ঠ গ্রামেও আর জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না অরণ্যেও হয় না; এই আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয় পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

যে পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়, এই দ্বিতীয় পুদ্গল, প্রথম পুদ্গল হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। যে পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়, এই তৃতীয় পুদ্গল, দ্বিতীয় পুদ্গল হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। যে পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও- এই চতুর্থ পুদ্গল, তৃতীয় পুদ্গল হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর।

ভিক্ষুগণ, যেমন গাভী হতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। এ ঘৃতমণ্ডই এসবের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। তেমনি যে পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর সে এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. রাগ ধ্বংস সূত্র

৯৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয়, কিন্তু

অপরকে রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল অপরকে রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে, কিন্তু স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয় না। এরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয় না, অপরকেও রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর? এ জগতে কোনো পুদ্গল স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয় এবং অপরকেও রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সত্বর মনোযোগী সূত্র

৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতে তৎপর নয়, কিন্তু পরহিতে তৎপর; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশলধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় এবং শ্রুত ধর্মেও হৃদয়ঙ্গমকারী হয়; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশলধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় না এবং শ্রুত ধর্মের হৃদয়ঙ্গমকারী হয় না; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় না এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত না হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু সুন্দর,

শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে। এরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশলধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় না এবং শ্রুত ধর্মের হৃদয়ঙ্গমকারী হয় না; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় না এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত না হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। আর সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশলধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় এবং শ্রুত ধর্মের হৃদয়ঙ্গমকারী হয়; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। আর সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (সপ্তম সূত্র)

৮. আত্মহিত সূত্র

৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. শিক্ষাপদ সূত্র

৯৯. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।"

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য

ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয়। কিন্তু অপরজনকে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয় না। কিন্তু অপরজনকে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে। এরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয় না। অপরজনকেও প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়।

কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয়। আর অপরজনকেও প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

১০. পোতলিয় সূত্র

১০০. "একসময় পোতলিয় পরিব্রাজক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট পোতলিয় পরিব্রাজককে ভগবান এরূপ বললেন :

"হে পোতলিয়, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো

পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। পোতলিয়, এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে তোমার কোন পুদ্গলকে শ্রেষ্ঠতর, উৎকৃষ্টতর বলে মনে হয়?"

"মহাশয় গৌতম, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। জগতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। মহাশয় গৌতম, এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে যে পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না; আমার মনে হয় সেই পুদ্গলই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর। তার কারণ কী? যেহেতু এটা সর্বোচ্চ উদাসীনতা।"

"পোতলিয়, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। জগতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। পোতলিয়, এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে যে পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সেই পুদ্গলই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর। তার কারণ কী? যেহেতু এটা সর্বত্র কালজ্ঞ।"

"মহাশয় গৌতম, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। আমার মনে হয় এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে যে পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সেই পুদ্গলই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর। তার কারণ কী? যেহেতু এটা সর্বত্র কালজ্ঞ।"

"মহাশয় গৌতম, খুবই উত্তম! খুবই উত্তম! যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ নির্দেশ করে, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান রূপসমূহ দেখতে পায়। এরূপে মহাশয় গৌতম কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করা হয়েছে। আমি মহাশয় গৌতমের, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হলাম। আজ হতে আমরণ পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসেবে ধারণা করুন।" (দশম সূত্র)

অসুর বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

অসুর, তিন সমাধি, পোড়া কাষ্ঠসহ হয় পঞ্চম
রাগ, মনোযোগী, আত্মহিত, শিক্ষা, পোতলিয় দশম।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. বলাহক বর্গ

১. বলাহক সূত্র (প্রথম)

১০১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার বলাহক[১] বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জন করে, কিন্তু বর্ষণ করে না; বর্ষণ করে, কিন্তু গর্জন করে না; গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না; গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এ চার প্রকার বলাহক। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার বলাহকসদৃশ পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়; বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়; গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়; গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

---

[১]। বজ্রপূর্ণ ঘনকালো মেঘ, জলধর।

কিরূপ পুদ্গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল বক্তা হয়, কিন্তু কর্তা হয় না। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জন করে কিন্তু বর্ষণ করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কর্তা হয় কিন্তু বক্তা হয় না। এরূপ পুদ্গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক বর্ষণ করে কিন্তু গর্জন করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল বক্তাও হয় না, কর্তাও হয় না। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী? এ জগতে কোনো পুদ্গল বক্তাও হয়, কর্তাও হয়। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে, বর্ষণও করে।
এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। এই চার প্রকার বলাহকসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।” (প্রথম সূত্র)

২. বলাহক সূত্র (দ্বিতীয়)

১০২. “হে ভিক্ষুগণ, বলাহক চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জন করে কিন্তু বর্ষণ করে না; বর্ষণ করে কিন্তু গর্জন করে না; গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না; গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এই চার প্রকার বলাহক। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার বলাহক সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়; বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়; গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়; গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

কিরূপ পুদ্গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। কিন্তু সে ‘এটা দুঃখ’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী কিন্তু

বর্ষণকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জন করে কিন্তু বর্ষণ করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ সমুদয়' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ নিরোধ' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক বর্ষণ করে কিন্তু গর্জন করে না। এ পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। অন্যদিকে সে 'এটা দুঃখ' বলে যথাযথভাবে জানে না, 'এটা দুঃখ সমুদয়' বলে যথাযথভাবে জানে না, 'এটা দুঃখ নিরোধ' বলে যথাযথভাবে জানে না, 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে এবং সে 'এটা দুঃখ' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ সমুদয়' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ নিরোধ' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এ পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বলাহক সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. কুম্ভ সূত্র

১০৩. "হে ভিক্ষুগণ, কুম্ভ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শূন্য কিন্তু বহিরাবৃত; পূর্ণ কিন্তু অনাবৃত; শূন্য ও অনাবৃত; পূর্ণ ও বহিরাবৃত। এ চার প্রকার কুম্ভ। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার কুম্ভসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? শূন্যগর্ভ কিন্তু বহিরাবৃত, পূর্ণগর্ভ

কিন্তু অনাবৃত, শূন্যগর্ভ ও অনাবৃত, পূর্ণগর্ভ ও বহিরাবৃত।

কিরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ কিন্তু বহিরাবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ কিন্তু বহিরাবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ শূন্য, কিন্তু বহিরাবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি

কিরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ কিন্তু অনাবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ কিন্তু অনাবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ পূর্ণ, কিন্তু অনাবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ ও অনাবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ ও অনাবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ শূন্য ও অনাবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ ও আবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ ও আবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ পূর্ণ ও আবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কুম্ভসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. হ্রদ সূত্র

১০৪. "হে ভিক্ষুগণ, হ্রদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অগভীর কিন্তু গভীর প্রতীয়মান; গভীর কিন্তু অগভীর প্রতীয়মান; অগভীর, অগভীর প্রতীয়মান; গভীর, গভীর প্রতীয়মান। এ চার প্রকার হ্রদ। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার হ্রদসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার

কী কী? যথা : অগভীর কিন্তু গভীর প্রকৃতির; গভীর কিন্তু অগভীর প্রকৃতির; অগভীর এবং অগভীর প্রকৃতির; গভীর এবং গভীর প্রকৃতির।

কিরূপ পুদ্গল অগভীর কিন্তু গভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি ও পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল অগভীর কিন্তু গভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ অগভীর, কিন্তু গভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গভীর কিন্তু অগভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গভীর কিন্তু অগভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ গভীর, কিন্তু অগভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল অগভীর এবং অগভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল অগভীর এবং অগভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ অগভীর এবং অগভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গভীর এবং গভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গভীর এবং গভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ গভীর এবং গভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হ্রদসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. আম্র সূত্র (প্রথম)

১০৫. “হে ভিক্ষুগণ, আম্র চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কাঁচা কিন্তু পাকা প্রতীয়মান; পাকা কিন্তু কাঁচা প্রতীয়মান; কাঁচা এবং কাঁচা প্রতীয়মান; পাকা এবং পাকা প্রতীয়মান। এ চার প্রকার আম্র। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার আম্রসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কাঁচা কিন্তু পাকা প্রকৃতির; পাকা কিন্তু কাঁচা প্রকৃতির; কাঁচা এবং কাঁচা প্রকৃতির; পাকা এবং পাকা প্রকৃতির।

কিরূপ পুদ্গল কাঁচা কিন্তু পাকা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সে ‘এটা দুঃখ’, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল কাঁচা কিন্তু পাকা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র কাঁচা কিন্তু পাকা প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল পাকা কিন্তু কাঁচা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কিন্তু সে ‘এটা দুঃখ’, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পাকা কিন্তু কাঁচা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র পাকা কিন্তু কাঁচা প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল কাঁচা এবং কাঁচা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। এবং সে ‘এটা দুঃখ’, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল কাঁচা এবং কাঁচা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র কাঁচা এবং কাঁচা প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল পাকা এবং পাকা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। এবং সে ‘এটা দুঃখ’, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’

বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পাকা এবং পাকা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র পাকা এবং পাকা প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার আম্রসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. আম্র সূত্র (দ্বিতীয়)

(এ সূত্রটি ষষ্ঠ সঙ্গীতি অট্ঠকথায় দেখা গেলেও মূল পালিপুস্তকে কোথাও দেখা যায় না)।

৭. মূষিক সূত্র

১০৭. "হে ভিক্ষুগণ, মূষিক চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্ত খনন করে কিন্তু গর্তে বাস করে না; গর্তে বাস করে কিন্তু গর্ত খনন করে না; গর্ত খননও করে না, গর্তে বাসও করে না; গর্ত খননও করে, গর্তে বাসও করে। এ চার প্রকার মূষিক। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার মূষিক সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্ত খননকারী কিন্তু গর্তনিবাসী নয়; গর্তনিবাসী কিন্তু গর্ত খননকারী নয়; গর্ত খননকারীও নয়, গর্তনিবাসীও নয়; গর্ত খননকারী এবং গর্তনিবাসী।

কিরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী কিন্তু গর্তনিবাসী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী কিন্তু গর্তনিবাসী নয়। যেমন কোনো মূষিক গর্ত খনন করে কিন্তু গর্তে বাস করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্তনিবাসী কিন্তু গর্ত খননকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গর্তনিবাসী, কিন্তু গর্ত খননকারী নয়। যেমন কোনো মূষিক গর্তে বাস করে, কিন্তু গর্ত খনন করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারীও নয়, গর্তনিবাসীও নয়? এ জগতে কোনো

পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারীও নয়, গর্তনিবাসীও নয়। যেমন কোনো মূষিক গর্ত খননও করে না, গর্তে বাসও করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী এবং গর্তনিবাসী? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী এবং গর্তনিবাসী। যেমন কোনো মূষিক গর্ত খনন করে এবং গর্তে বাস করে। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার মূষিক-সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (সপ্তম সূত্র)

৮. ষাঁড় সূত্র

১০৮. "হে ভিক্ষুগণ, ষাঁড় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : স্বগবচণ্ড কিন্তু পরগবচণ্ড নয়; পরগবচণ্ড কিন্তু স্বগবচণ্ড নয়; স্বগবচণ্ড ও পরগবচণ্ড; স্বগবচণ্ডও নয়, পরগবচণ্ডও নয়। এ চার প্রকার ষাঁড়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার ষাঁড়সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : স্বদলচণ্ড কিন্তু পরদলচণ্ড নয়; পরদলচণ্ড কিন্তু স্বদলচণ্ড নয়; স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড; স্বদলচণ্ডও নয়, পরদলচণ্ডও নয়।

কিরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ড কিন্তু পরদলচণ্ড নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল আপন পরিষদ বা আত্মীয়স্বজনের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে কিন্তু অপরের (বাইরের লোকজন) সাথে ঝগড়াবিবাদ করে না। এরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ড কিন্তু পরদলচণ্ড নয়। যেমন, কোনো ষাঁড় স্ব-দলীয় গো-সবকে নানারূপ উৎপীড়ন করে, কিন্তু অন্য গো-সবকে উৎপীড়ন করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল পরদলচণ্ড কিন্তু স্বদলচণ্ড নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল অপরের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে না। এরূপ পুদ্গল পরদলচণ্ড কিন্তু স্বদলচণ্ড নয়। যেমন, কোনো ষাঁড়

অপরাপর গো-সবকে উৎপীড়ন করে, কিন্তু স্বদলচণ্ড গো-সবকে উৎপীড়ন করে না। এই পুদ্‌লকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড? এ জগতে কোনো পুদ্গল আত্মীয়স্বজনের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে, অপরের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে। এরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড। যেমন, কোনো ষাঁড় স্ব-দলীয় গো-সব এবং অপরাপর গো-সবকে নানারূপে উৎপীড়ন করে। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ডও নয়, পরদলচণ্ডও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল আত্মীয়স্বজনের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে না, অপরের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে না। এরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ডও নয়, পরদলচণ্ডও নয়। যেমন কোনো ষাঁড় স্ব-দলীয় গো-সবকেও নানাভাবে উৎপীড়ন করে না, অপরাপর গো-সবকেও নানাভাবে উৎপীড়ন করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ষাঁড়সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. বৃক্ষ সূত্র

১০৯. "হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আঁশময়-আঁশবেষ্টিত; আঁশময়-সারবেষ্টিত; সারময়-আঁশবেষ্টিত; সারময়-সারবেষ্টিত। এ চার প্রকার বৃক্ষ। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার বৃক্ষসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আঁশ সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত; আঁশ সমন্বিত-সার পরিবৃত; সার সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত; সার সমন্বিত-সার পরিবৃত।

কিরূপ পুদ্গল আঁশ সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গল স্বয়ং দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং তার পরিষদও দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্গল আঁশ সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময়-আঁশবেষ্টিত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল আঁশ সমন্বিত-সার পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গল স্বয়ং দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়, কিন্তু তার পরিষদ শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্গল আঁশ সমন্বিত-সার পরিবৃত। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময়-সারবেষ্টিত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল সার সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়, কিন্তু তার পরিষদ দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্গল সার সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত।

যেমন কোনো বৃক্ষ সারময়-আঁশবেষ্টিত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল সার সমন্বিত-সার পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গল স্বয়ং সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়; তার পরিষদও সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্গল সার সমন্বিত-সারবেষ্টিত। যেমন কোনো বৃক্ষ সারময়-সারবেষ্টিত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বৃক্ষসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

১০. আশীবিষ সূত্র

১১০. "হে ভিক্ষুগণ, সর্প চার প্রকার। সেই চার প্রকার সর্প কী কী? যথা : আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়; ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়; আগতবিষ ও ঘোরবিষ; আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়। এ চার প্রকার আশীবিষ বা সর্প। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার সর্পসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়; ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়; আগতবিষ ও ঘোরবিষ; আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়।

কিরূপ পুদ্গল আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সহসা রেগে যায়। তবে সেই রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এরূপ পুদ্গল আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে, কিন্তু তা ভয়ংকর নয়। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সহসা রেগে যায় না; কিন্তু কোনো কারণে একবার রেগে গেলে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়। এরূপ পুদ্গল ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে না, কিন্তু তা ভয়ংকর। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল আগতবিষ ও ঘোরবিষ? এ জগতে কোনো পুদ্গল সহসা রেগে যায় এবং সেই রাগ দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয় (সহজে ত্যাগ করতে পারে না)। এরূপ পুদ্গল আগতবিষ ও ঘোরবিষ। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে এবং তা ভয়ংকর (সহসা নামে না)। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কিরূপ পুদ্গল আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সহসা রেগে যায় না এবং রেগে গেলেও অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়।

এরূপ পুদ্গল আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে না, আসলেও তা ভয়ংকর নয়। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সর্পসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

বলাহক বর্গ প্রথম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুই বলাহক, কুম্ভ আর হ্রদ, আম্র দুই,
মূষিক, ষাঁড়, বৃক্ষ, সর্প মিলে দশম।

(১২) ২. কেসি বর্গ

১. কেসি সূত্র

১১১. একসময় অশ্ব দমনকারী সারথি কেসি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। তখন ভগবান উপবিষ্ট কেসিকে এরূপ বললেন :

"কেসি, তোমাকে তো প্রসিদ্ধ অশ্ব দমনকারী বলা হয়। তুমি কীভাবে অদমিত অশ্বকে দমন কর?" "ভন্তে, আমি অদমিত অশ্বকে আস্তে আস্তে দমন করি; কঠোরভাবে দমন করি; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমন করি।" "কেসি, যদি তোমার অদমিত অশ্ব আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়; কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে সেই অশ্বকে কী কর?" "ভন্তে, আমার অদমিত অশ্ব যদি আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়; কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে আমি সেই অশ্বকে হত্যা করি। তার কারণ কী? আমার আচার্যকুলের নিন্দা করা হবে বলে।"

"ভন্তে, ভগবানকে তো পুরুষদমনকারী সারথি বলা হয়। ভগবান কীভাবে অদম্য পুরুষকে দমন করেন?" "কেসি, আমি অদম্য পুরুষকে আস্তে আস্তে দমন করি; কঠোরভাবে দমন করি; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমন করি। তন্মধ্যে আস্তে আস্তে দমন এরূপ—এটি কায়সুচরিত, কায়সুচরিতের এ ফল; এটি বাক্‌সুচরিত, বাক্‌সুচরিতের এ ফল; এটি মনঃসুচরিত, মনঃসুচরিতের এ ফল; এরূপে দেবলোকে উৎপন্ন

হওয়া যায়, এরূপে মনুষ্যলোকে জন্মলাভ হয়। কঠোরভাবে দমন এরূপ—এটি কায়দুশ্চরিত, কায়দুশ্চরিতের এ ফল; এটি বাক্‌দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিতের এ ফল; এটি মনোদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিতের এ ফল; এরূপে নিরয়ে উৎপন্ন হয়, এরূপে তির্যককুলে গমন করে, এরূপে প্রেতলোকে গমন করে।"

"কেসি, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমন এরূপ—এটি কায়সুচরিত, কায়সুচরিতের এ ফল; এটি কায়দুশ্চরিত, কায়দুশ্চরিতের এ ফল; এটি বাক্‌সুচরিত, বাক্‌সুচরিতের এ ফল; এটি বাক্‌দুশ্চরিত; বাক্‌দুশ্চরিতের এ ফল; এটি মনঃসুচরিত, মনঃসুচরিতের এ ফল; এটি মনোদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিতের এ ফল; এরূপে দেবলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়, এরূপে মনুষ্যলোকে জন্ম লাভ হয়; এরূপে নিরয়ে উৎপন্ন হয়, এরূপে তির্যককুলে গমন করে, এরূপে প্রেতলোকে গমন করে।"

"ভন্তে, আপনার অদম্য পুরুষ যদি আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়, কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে তাকে কী করেন?" "কেসি, যদি আমার অদম্য পুরুষ আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়, কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে আমি তাকে বধ করি।" "ভন্তে, ভগবানের পক্ষে তো প্রাণিহত্যা করা অসম্ভব, অথচ ভগবান এরূপ বলছেন, 'কেসি, আমি তাকে বধ করি।" "সত্যিই, কেসি, তথাগতের পক্ষে প্রাণিহত্যা করা অসম্ভব। তবুও যেই অদম্য পুরুষ আস্তে আস্তে দমিত হয় না, কঠোরভাবে দমিত হয় না, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমিত হয় না; তথাগত তাকে বলা, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন না। এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও তাকে বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করে না। আর্য বিনয়ে সেই পুরুষ মৃত, যাকে তথাগত বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করেন না এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করে না।"

"ভন্তে, সত্যিই সেই পুরুষ মৃত, যাকে তথাগত বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করেন না এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করেন না।

ভন্তে, খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! যেমন অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করা হয়, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মানকে রূপ দেখাবার জন্য তৈল প্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনিভাবে তথাগত কর্তৃক অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আমি ভগবানের শরণ,

তাঁর ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। আজ হতে জীবনের শেষকাল পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।” (প্রথম সূত্র)

২. দ্রুতগতি সূত্র

১১২. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার গুণে সমন্বিত ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মন্থর গতি, দ্রুতগতি, ধৈর্য, সংযম। এ চার প্রকার গুণে সমন্বিত ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মন্থর গতি, দ্রুতগতি, ক্ষান্তি, সংযম। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. চাবুক সূত্র

১১৩. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে—‘কী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কী-ই বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি।’ এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ প্রথম ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, কিন্তু লোমে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে—‘কী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কী-ই বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি।’ এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ দ্বিতীয় ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে কিংবা লোমে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, কিন্তু চর্মে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে—‘কী কারণে সারথি আজ আমার

প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কী-ই বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি।' এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ তৃতীয় ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে, লোমে কিংবা চর্মে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, কিন্তু অস্থিতে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে—'কী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কী-ই বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি।' এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ চতুর্থ ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে জগতে চার প্রকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে, 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত'। তদ্বারা সে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন সেই ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশই বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই প্রথম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে, 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত'। তদ্বারা সে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে না এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে না। কিন্তু সে স্বয়ং দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষকে দেখলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন না হলেও লোমে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশ বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে, 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত', অথবা সে নিজে দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষ দেখে তদ্বারা উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না। সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে না, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে না। কিন্তু তার জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত

বা কালপ্রাপ্ত হলে তদ্বারা উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া কিংবা লোমে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও চর্মে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশ বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে, 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত', অথবা সে নিজে দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত কোনো স্ত্রী বা পুরুষ দেখে, অথবা তার জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত হয়, তদ্বারা সে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে না, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে না। কিন্তু স্বয়ং নিজে তীব্র রুক্ষ, তিক্ত শারীরিক দুঃখ বেদনা এবং অমনোজ্ঞ, সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হলে তদ্বারা উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে, লোমে আঘাত পেয়ে কিংবা চর্মে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও অস্থিতে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশ বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই চতুর্থ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, জগতে এই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. হস্তী সূত্র

১১৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার গুণে সমন্বিত রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে রাজহস্তী শ্রবণকারী হয়, হত্যাকারী হয়, সহিষ্ণু হয়, দ্রুত গমনকারী হয়।

কিরূপে রাজহস্তী শ্রবণকারী হয়? এ জগতে হস্তী দমনকারী সারথি রাজহস্তীকে যা করতে বলে—'পূর্বে কৃত হোক বা না হোক,' হস্তী তা উত্তমরূপে শ্রবণ করে (বা মেনে চলে)। এরূপে রাজহস্তী শ্রবণকারী হয়।

কিরূপে রাজহস্তী হত্যাকারী হয়? এ জগতে যুদ্ধরত রাজহস্তী হস্তী হত্যা করে, হস্তীতে আরোহী সৈন্য হত্যা করে; ঘোড়া হত্যা করে, ঘোড়ায় আরোহী

সৈন্য হত্যা করে; রথ ধ্বংস করে, রথে আরোহী সৈন্য হত্যা করে এবং পদাতিক সৈন্য হত্যা করে। এরূপে রাজহস্তী হত্যাকারী হয়।

কিরূপে রাজহস্তী সহিষ্ণু হয়? এ জগতে যুদ্ধরত রাজহস্তী বর্শার আঘাত, অসির আঘাত, তীরের আঘাত, কুঠারের আঘাত এবং রণ ঢোল, শঙ্খ-মৃদঙ্গের উচ্চশব্দ সহ্য করে। এরূপে রাজহস্তী সহিষ্ণু হয়।

কিরূপে রাজহস্তী দ্রুত গমনকারী হয়? এ জগতে হস্তী দমনকারী সারথি রাজহস্তীকে যেদিকে পরিচালনা করে—পূর্বে গমন করুক বা না করুক, দ্রুত সেদিকে গমন করে। এরূপে রাজহস্তী দ্রুত গমনকারী হয়। এই চার অঙ্গে সমন্বিত রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শ্রবণকারী হয়, হত্যাকারী হয়, সহিষ্ণু এবং দ্রুত গমনকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু শ্রবণকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু তথাগতের প্রচারিত, দেশিত ধর্ম-বিনয়কে জ্ঞাত হতে মনেপ্রাণে, একাগ্রতা ও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে। এরূপে ভিক্ষু শ্রবণকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু হত্যাকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক গ্রহণ করে না বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে, সমূলে বিনষ্ট করে, (যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য) সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে, সমূলে বিনষ্ট করে, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে, সমূলে বিনষ্ট করে, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন অকুশল পাপধর্ম গ্রহণ করে না বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে, সমূলে বিনষ্ট করে, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। এরূপে ভিক্ষু হত্যাকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু সহিষ্ণু হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংশক-মশক, বায়ুতাপ, সরীসৃপ-বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করে; অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি ও উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, কটু, তিক্ত বিরক্তিকর দৈহিক যন্ত্রণা এবং অমনোজ্ঞ, সাংঘাতিক, প্রাণহরণকর মানসিক যন্ত্রণায় সহনশীল, ধৈর্যশীল হয়। এরূপে ভিক্ষু সহিষ্ণু হয়।

কিরূপে ভিক্ষু দ্রুত গমনকারী হয়? যেমন, কোনো ব্যক্তি ইতোপূর্বে দীর্ঘক্ষণ ধীর গতিতে চলার পর দ্রুত গতিতে গমন করে, ঠিক তেমনি, এ

জগতে ভিক্ষু সব সংস্কার[১] উপশম, সব আসক্তি পরিত্যাগ, তৃষ্ণা ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ করে দ্রুত নির্বাণলাভী হয়, সেই দ্রুত গমনকারীর মতো। এরূপে ভিক্ষু দ্রুত গমনকারী হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. বিষয় সূত্র

১১৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিষয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা অপছন্দনীয়। তথায় কিছু করতে গেলে অনর্থের জন্ম হয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা অপছন্দনীয়। অথচ তথায় কিছু করলে কল্যাণকর হয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা পছন্দনীয়। অথচ তথায় কিছু করতে গেলে অনর্থের জন্ম হয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা পছন্দনীয়। এবং তথায় কিছু করলে কল্যাণ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে বিষয়ে কিছু করা অপছন্দনীয়; তেমন বিষয়ে কিছু করলে যদি অনর্থের কারণ হয়ে থাকে, সে বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই বর্জনীয় বলে জানা কর্তব্য। যে-বিষয়ে কিছু করা অপছন্দনীয়, তেমন বিষয়ে কিছু করা অকর্তব্য বলে মনে করি। যদি সেই বিষয়ে কিছু করলে অনর্থের জন্ম হতে পারে বলে মনে হয়, তেমন বিষয়ে কিছু না করাই কর্তব্য।

যে বিষয়ে কিছু করা অপছন্দনীয়, তথায় কিছু করলে যদি কল্যাণজনক হয়। সে বিষয়ে জ্ঞানী, অজ্ঞানী উভয়েই জানা কর্তব্য যে পুরুষের বীর্য-পরাক্রমতা দ্বারা তা সম্পাদন কর্তব্য। অজ্ঞানীদের পক্ষে এরূপ ধারণা শিক্ষা করা সম্ভব নয় যে, কিছু বিষয় অপছন্দনীয় হলেও তথায় কিছু করা কল্যাণকরই হয়ে থাকে। তাই অজ্ঞানী সে বিষয়ে কিছু করা থেকে বিরত থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তির এরূপ ধারণা শিক্ষা করা সম্ভব যে, এই বিষয়ে কিছু করা কষ্টকর হলেও যদি তাতে কিছু করি তাহলে সদর্থকর হবে। তাই জ্ঞানী তথায় কিছু করে এবং তদ্বারা তথায় (কিছু করাতে) সদর্থই হয়ে থাকে।

যে বিষয়ে কিছু করা সহজতর বটে, কিন্তু তথায় কিছু করাতে অনর্থ

---

[১]। সংস্কার—কর্ম মনোবৃত্তি। কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যা নিত্য সম্পাদ্যরূপ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তাই সংস্কার। সংস্কার তিন প্রকার, যথা : ১. কুশল সংস্কার, ২. অকুশল সংস্কার, ৩. আনেঞ্জ সংস্কার।

সাধিত হয়। এমন বিষয়ে জ্ঞানী, অজ্ঞানীর উভয়ের জানা কর্তব্য যে, সেখানেও পুরুষ বীর্য-পরাক্রমতা প্রয়োজন। কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে এরূপ ধারণা শিক্ষা করা সম্ভব নয় যে, এ বিষয়ে কিছু করা সহজ বটে, অথচ তদ্বারা অকল্যাণেরই জন্ম হবে। এ বিষয়ে না জেনে সে যেখানে কিছু করে, তাতে অকল্যাণের জন্ম হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি এ শিক্ষা করে, এরূপ জানে যে, এ বিষয়ে কিছু করা কষ্টকর বটে, কিন্তু সেখানে কিছু করলে তাতে অকল্যাণের জন্ম হবে; তাই সে সেই বিষয়ে কিছু করে না। তার এই না করার কারণে তথায় সদর্থই হয়ে থাকে। এখানে উভয় ক্ষেত্রে কিছু করা কর্তব্য, তা হলে সদর্থকর হবে।

যে বিষয়ে কিছু করা পছন্দনীয়; তেমন বিষয়ে কিছু করলে যদি অর্থের কারণ হয়ে থাকে, সে বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় বলে জানা কর্তব্য। যে বিষয়ে কিছু করা পছন্দনীয়, তেমন বিষয়ে কিছু করা কর্তব্য বলে মনে করি। যদি সেই বিষয়ে কিছু করলে অর্থের জন্ম হতে পারে বলে মনে হয়, তেমন বিষয়ে কিছু করাই কর্তব্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বিষয়।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. অপ্রমাদ সূত্র

১১৬. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয়ে অপ্রমত্ত হওয়া কর্তব্য বা উচিত। সেই চার বিষয় কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, তোমরা কায়দুশ্চরিত ত্যাগ কর, কায়সুচরিত বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও; বাক্‌দুশ্চরিত ত্যাগ কর, বাক্‌সুচরিত বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও; মনোদুশ্চরিত ত্যাগ কর, মনঃসুচরিত বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও; মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ কর, সম্যক দৃষ্টি বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও। যখন ভিক্ষুর কায়দুশ্চরিত প্রহীন হয়, কায়সুচরিত বৃদ্ধি পায়; বাক্‌দুশ্চরিত প্রহীন হয়, বাক্‌সুচরিত বৃদ্ধি পায়; মনোদুশ্চরিত প্রহীন হয়, মনঃসুচরিত বৃদ্ধি পায়; মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হয়, সম্যক দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়; তখন সেই ভিক্ষু মৃত্যুকে ভয় করে না।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. রক্ষা সূত্র

১১৭. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয়ে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। সেই চারটি কী কী? যথা : 'কামোদ্দীপক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত অনুরক্ত হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। 'হিংসা উৎপাদক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত প্রদুষ্ট হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। 'মোহ উৎপাদক ধর্মসমূহে

আমার চিত্ত মোহিত হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। 'মত্ততাজনক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত উন্মত্ত হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত।

যখন ভিক্ষুর চিত্ত কামোদ্দীপক ধর্মসমূহে অনুরক্ত না হয়ে আসক্তিহীন হয়; হিংসা উৎপাদক ধর্মসমূহে প্রদুষ্ট না হয়ে দ্বেষহীন হয়; মোহ উৎপাদক ধর্মসমূহে মোহিত না হয়ে মোহহীন হয়; মত্ততাজনক ধর্মসমূহে উন্মত্ত না হয়ে উন্মত্তহীন হয়; তখন সেই ভিক্ষু ভীত, কম্পিত, বিচলিত, ত্রাসিত হয় না এবং শ্রমণবচন হেতুতে সেরূপ স্থানে গমন করে না।" (সপ্তম সূত্র)

৮. আবেগজনক সূত্র

১১৮. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট চারটি স্থান আবেগজনক, দর্শনীয়। সেই চারটি স্থান কী কী? যথা : 'এই স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছেন' বলে তথাগতের জন্মস্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। 'এই স্থানে তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন' বলে তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভ-স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। 'এই স্থানে তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন' বলে তথাগতের ধর্মচক্র প্রবর্তন-স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। 'এই স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন' বলে তথাগতের পরিনির্বাণের স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। ভিক্ষুগণ, এই চারটি স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. ভয় সূত্র (প্রথম)

১১৯. "হে ভিক্ষুগণ, ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : জন্ম ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়। এগুলোই চার প্রকার ভয়।" (নবম সূত্র)

১০. ভয় সূত্র (দ্বিতীয়)

১২০. "হে ভিক্ষুগণ, ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অগ্নি ভয়, জল ভয়, রাজ ভয়, চোর ভয়। এগুলোই চার প্রকার ভয়।" (দশম সূত্র)

কেসি বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :
"কেসি, দ্রুতগতি, চাবুক, হস্তী, বিষয়সহ পাঁচ,
অপ্রমাদ, রক্ষা, আবেগজনক, দুই ভয় মিলে দশ।"

(১৩) ৩. ভয় বর্গ

১. আত্মনিন্দা সূত্র

১২১. "হে ভিক্ষুগণ, ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মনিন্দা ভয়, পরনিন্দা ভয়, দণ্ড ভয়, দুর্গতি ভয়।

আত্মনিন্দা ভয় কিরূপ? এ জগতে কেউ এরূপ চিন্তা করে—'আমি যদি কায়-বাক্য-মনে দুশ্চরিত আচরণ করি, তাহলে আমি শীল হতে চ্যুত হয়েছি বলে নিজের কাছে নিজে নানাভাবে নিন্দনীয় হবো?' এভাবে সে আত্মনিন্দা ভয়ে ভীত হয়ে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে; এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই আত্মনিন্দা ভয়।

পরনিন্দা ভয় কিরূপ? এ জগতে কেউ এরূপ চিন্তা করে—'আমি যদি কায়-বাক্য-মনে দুশ্চরিত আচরণ করি, তাহলে শীল হতে চ্যুত হয়েছি বলে অন্যজনেরা আমাকে নানাভাবে নিন্দা করবে?' এভাবে সে পরনিন্দা ভয়ে ভীত হয়ে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে; এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই পরনিন্দা ভয়।

দণ্ড ভয় কিরূপ? এ জগতে কেউ দেখে যে, রাজাগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে বন্দী করে বিবিধ শাস্তি প্রদান করে। যেমন : তীব্র, অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রদান করায়, রাহুমুখ করায়, বল্কল পরিচ্ছদ পরিধান করায়, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরায়, কুকুরকে খাওয়ায়, জলন্ত আগুনে এবং উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করায়; কশাঘাত, বেত্রাঘাত এবং দণ্ডাঘাত করায়; হস্ত ছেদন, পদ ছেদন, হস্ত-পদ ছেদন, কর্ণ ছেদন, নাসিকা ছেদন এবং কর্ণ-নাসিকা ছেদন করায়; হস্ত দগ্ধ, বড়শিতে বিদ্ধ এবং মাংস খণ্ড খণ্ড করায়; প্রহারে অস্থি চুরমার, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ এবং অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করায়।

সে এরূপ চিন্তা করে—'এরূপ পাপকর্ম সম্পাদনের হেতুতে রাজাগণ দুষ্কৃতিকারী চোরকে বন্দী করে বিবিধ শাস্তি প্রদান করে। যেমন : তীব্র, অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রদান করায়, রাহুমুখ করায়, বল্কল

পরিচ্ছদ পরিধান করায়, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরায়, কুকুরকে খাওয়ায়, জ্বলন্ত আগুনে এবং উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করায়; কশাঘাত, বেত্রাঘাত এবং দণ্ডাঘাত করায়; হস্ত ছেদন, পদ ছেদন, হস্ত-পদ ছেদন, কর্ণ ছেদন, নাসিকা ছেদন এবং কর্ণ-নাসিকা ছেদন করায়; হস্ত দগ্ধ, বড়শিতে বিদ্ধ এবং মাংস খণ্ড খণ্ড করায়; প্রহারে অস্থি চুরমার, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ এবং অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করায়।' সে দণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে পরদ্রব্য চুরি করে না। সাথে সাথে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে; এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই দণ্ড ভয়।

দুর্গতি ভয় কিরূপ? এ জগতে কেউ এরূপ চিন্তা করে—'কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিতের ফলে পরকালে দুঃখময় বিপাক উৎপন্ন হয়। আমিও যদি কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত আচরণ করি, তাহলে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হবো'? সে দুর্গতি ভয়ে ভীত হয়ে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই দুর্গতি ভয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ভয়।" (প্রথম সূত্র)

২. ঊর্মি ভয় সূত্র

১২২. "হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে অবতরণকারীর নিঃসন্দেহে চার প্রকার ভয় বিদ্যমান থাকে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ঊর্মি ভয়, কুমির ভয়, আবর্ত ভয়, শুশুক ভয়। মহাসমুদ্রে অবতরণকারীর এই চার প্রকার ভয় বিদ্যমান থাকে। ঠিক এরূপে এ ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কোনো কোনো কুলপুত্রের নিঃসন্দেহে চার প্রকার ভয় বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? ঊর্মি ভয়, কুমির ভয়, আবর্ত ভয়, শুশুক ভয়।

ঊর্মি ভয় কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ উৎপীড়িত ছিলাম। এ সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে নয় কি! তথায় সব্রহ্মচারীগণ তাকে এরূপে উপদেশ, অনুশাসন করে—'তোমার এভাবে গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ করা উচিত।' ফলে তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'আমি আগে গৃহী অবস্থায় অন্যকে উপদেশ, অনুশাসন করতাম।

অথচ এখানে এরা আমাকে পুত্র, নাতি বিবেচনায় উপদেশ, অনুশাসন করা উচিত মনে করছে।' সে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মনে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে যায়। এটাকে বলা হয় ঊর্মি ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীনত্বপ্রাপ্ত হওয়া বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। এখানে ঊর্মি ভয় বলতে ক্রোধ, উপায়াসের অধিবচন। ঊর্মি ভয় এরূপই।

কুমির ভয় কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ, উৎপীড়িত ছিলাম। এ সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে নয় কি!' তথায় সব্রহ্মচারীগণ তাকে এরূপ উপদেশ, অনুশাসন করে—'এটা তোমার খাওয়া উচিত, এটা খাওয়া অনুচিত; এটা ভোজন করা উচিত, এটা ভোজন করা অনুচিত; এটার আস্বাদ গ্রহণ করা উচিত, এটার আস্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত; এটা পান করা উচিত, এটা পান করা অনুচিত; কপ্পিয় খাওয়া উচিত, অকপ্পিয় খাওয়া অনুচিত; কপ্পিয় ভোজন করা উচিত, অকপ্পিয় ভোজন করা অনুচিত; কপ্পিয় আস্বাদন করা উচিত, অকপ্পিয় আস্বাদন করা অনুচিত; কপ্পিয় পান করা উচিত, অকপ্পিয় পান করা অনুচিত; সকালে খাওয়া উচিত, বিকালে খাওয়া অনুচিত; সকালে ভোজন করা উচিত, বিকালে ভোজন করা অনুচিত; সকালে আস্বাদ গ্রহণ করা উচিত, বিকালে আস্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত; সকালে পান করা উচিত, বিকালে পান করা অনুচিত।' ফলে তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'আমি আগে গৃহী থাকাকালীন যা ইচ্ছা করতাম তা খেতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা খেতাম না; যা ইচ্ছা করতাম তা ভোজন করতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা ভোজন করতাম না; যা ইচ্ছা করতাম তা আস্বাদন করতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা আস্বাদন করতাম না; যা ইচ্ছা করতাম তা পান করতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা পান করতাম না; কপ্পিয়ও খেতাম, অকপ্পিয়ও খেতাম; কপ্পিয়ও ভোজন করতাম, অকপ্পিয়ও ভোজন করতাম; কপ্পিয়ও আস্বাদন করতাম, অকপ্পিয়ও আস্বাদন করতাম; কপ্পিয়ও পান করতাম, অকপ্পিয়ও পান করতাম; সকালেও খেতাম, বিকালেও খেতাম; সকালেও ভোজন করতাম, বিকালেও ভোজন করতাম; সকালেও আস্বাদ গ্রহণ করতাম, বিকালেও আস্বাদ গ্রহণ করতাম; সকালেও পান করতাম, বিকালেও পান করতাম। যদিও শ্রদ্ধাবান গৃহীরা আমাকে সকালে, বিকালে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি দান দিচ্ছে, কিন্তু এরা (সব্রহ্মচারীগণ) সেসব খেতে বারণ করবে বলে মনে

হচ্ছে। ফলে সে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মনে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে যায়। এটাকে বলা হয় কুমির ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীনত্বপ্রাপ্ত হওয়া বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। এখানে কুমির ভয় বলতে উদরপূর্ণ করণেরই অধিবচন। কুমির ভয় এরূপই।

আবর্ত ভয় কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—'আমি জন্ম, জরা মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ, উৎপীড়িত ছিলাম। এ সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে নয় কি!' সে পূর্বাহ্ণ সময়ে পিণ্ডাচরণের নিমিত্তে চীবর পরিধান ও পাত্র গ্রহণ করে কায়-বাক্য-মন অরক্ষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত এবং স্মৃতিবিভ্রম অবস্থায় গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করে। তথায় সে গৃহপতি, গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চকামগুণে সমন্বিত, সমর্পিত হয়ে আমোদ-প্রমোদে রত দেখতে পায়। যার ফলে তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'আগে আমি গৃহী অবস্থায় পঞ্চকামগুণে সমন্বিত, সমর্পিত হয়ে আমোদ-প্রমোদ করতাম। আমার গৃহীকুলে ভোগ-সম্পদ ছিল। সেই ভোগ-সম্পদ পরিভোগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেও সক্ষম আমি। এটাই ভালো হয়, যদি আমি শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে গৃহী হয়ে সেই ভোগ-সম্পদ পরিভোগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করি। ফলে সে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে গৃহী হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় আবর্ত ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীনত্বপ্রাপ্ত হওয়া বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। আবর্ত ভয় বলতে পঞ্চকামগুণেরই অধিবচন। আবর্ত ভয় এরূপই।

শুশুক ভয় কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ, উৎপীড়িত ছিলাম। এ সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে নয় কি! সে পূর্বাহ্ণ সময়ে পিণ্ডাচরণের নিমিত্তে চীবর পরিধান ও পাত্র গ্রহণ করে কায়-বাক্য-মনে অরক্ষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত এবং স্মৃতি বিভ্রম অবস্থায় গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করে। তথায় সে স্ত্রীলোককে স্বল্প বসনে, অর্ধ আবৃত দেহে দেখতে পায়। স্ত্রীলোককে সেভাবে দেখে কামরাগে তার চিত্ত দূষিত হয়। কামরাগে দূষিতচিত্ত নিয়ে সে শিক্ষাপদ প্রত্যাখান করে গৃহী হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় শুশুক ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখান করে হীনত্বপ্রাপ্ত হওয়া বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। শুশুক ভয় বলতে

স্ত্রীলোকের এ অবস্থারই অধিবচন। শুশুক ভয় এরূপই।

ভিক্ষুগণ, এ ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কোনো কোনো কুলপুত্রের নিঃসন্দেহে এই চার প্রকার ভয় বিদ্যমান।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. নানাকরণ সূত্র (প্রথম)

১২৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল কামনা ও অকুশল পাপধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক[১], বিচার[২] সহিত বিবেকজ (নির্জনতাজনিত) প্রীতি, সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করেন। সে তা উপভোগ করে বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মালোকের আয়ু এক কল্প। তথায় পৃথগ্জন[৩] যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যগ্কুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করার কারণে অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ (আনন্দ) ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি, সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে আভস্সর

---

[১]। বিতর্ক—চিত্তোৎপত্তির প্রাথমিক ক্রিয়া। যে চৈতসিক সম্পন্ন করে, তাকে বলে বিতর্ক। বিতর্ক চৈতসিকগুলোকে আলম্বনের দিকে পরিচালিত করে। তা যেন চিত্তকে আলম্বনে আরোহন করিয়ে দেয়।

[২]। বিচার—চিত্তকে আলম্বনে বিচরণ করায়। বিতর্ক যেমন চিত্তকে আলম্বনে আরোহন করায়, তেমনি বিচার চিত্তকে তাতে বিচরণ করায়। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যখন আলম্বন গ্রহণ করে, বিচার সে আলম্বনে বার বার নিমজ্জিত হয়ে প্রবর্তিত হয়। (অভিধর্ম দর্পণ—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী)

[৩]। পৃথগ্জন বা পুথকজন, সাধারণ লোক। যারা মুক্তিমার্গের সন্ধান পায়নি, তাদের বলা হয় পৃথগ্জন। তন্মধ্যে মুক্তিমার্গ অন্বেষণে নিরতদের বলা হয় কল্যাণ পৃথগ্জন, আর সংসারমোহে আচ্ছন্নদের বলা হয় অন্ধ পৃথগ্জন। (ধম্মপদট্ঠকথা—ড. সুকোমল চৌধুরী)

ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আভস্সর ব্রহ্মলোকের আয়ু দুই কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল (সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন) হয়ে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ বলেন, 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখবিহারী;' সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে; এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে সুভকিণ্হ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। সুভকিণ্হ ব্রহ্মলোকের আয়ু চার কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাজ্য হয় এবং পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়; সেই সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে; এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকের আয়ু পাঁচ কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. নানাকরণ সূত্র (দ্বিতীয়)

১২৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল কামনা ও অকুশল পাপধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক, বিচার সহিত বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল বিতর্ক, বিচার প্রশমিত করার কারণে অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ (আনন্দ) ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি, সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ বলেন, 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখবিহারী;' সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাজ্য হয়, এবং পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়; সেই সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. মৈত্রী সূত্র (প্রথম)

১২৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে; সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মৈত্রীসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মলোকের আয়ু এক কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্যবিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল করুণাসহগত চিত্তে একদিকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, করুণাসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে আভস্সর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আভস্সর ব্রহ্মলোকের আয়ু দুই কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্যবিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল মুদিতাসহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে; সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মুদিতাসহগত চিত্তে একদিকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার

আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে শুভকিণ্হ ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। শুভকিণ্হ ব্রহ্মালোকের আয়ু চার কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্যবিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে; সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, উপেক্ষাসহগত চিত্তে পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বারবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে বেহপ্ফল ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। বেহপ্ফল ব্রহ্মালোকের আয়ু পাঁচ কল্প। তথায় পৃথগ্জন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্যবিশেষ।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. মৈত্রী সূত্র (দ্বিতীয়)

১২৬. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে তির্যকক্রমে সর্বদা সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মৈত্রীসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। সে মৃত্যুর পর

শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল করুণাসহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, করুণাসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল মুদিতাসহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মুদিতাসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল উপেক্ষাসহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, উপেক্ষাসহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথগ্জনের পক্ষে এরূপ উৎপত্তি অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।” (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. তথাগত আশ্চর্য সূত্র (প্রথম)

১২৭. “হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে চার প্রকার আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভাব হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : বোধিসত্ত্ব যখন তুষিত দেবলোক ত্যাগ করে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন, তখন দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মার ভুবনসহ এ জগতে

শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ওই স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারে—'ওহো! অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে।' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

পুনঃ, বোধিসত্ত্ব যখন স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে মাতৃকুক্ষি হতে ভূমিষ্ঠ হন; তখন দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ওই স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারে—'ওহো! অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে।' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

পুনঃ, তথাগত যখন অনুত্তর সম্যক বুদ্ধত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ওই স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারে—'ওহো! অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে।' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

পুনঃ, তথাগত যখন অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ওই স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারে—'ওহো! অন্যান্য সত্ত্বও

এখানে উৎপন্ন হয়েছে।' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।" (সপ্তম সূত্র)

৮. তথাগত আশ্চর্য সূত্র (দ্বিতীয়)

১২৮. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : পঞ্চকামগুণে রমিত, পঞ্চকামগুণে রত, পঞ্চকামগুণে মত্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত অনাসক্ত ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

অহংকারে রমিত, অহংকারে রত, অহংকারে মত্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত অহংকার বিনাশক ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

তৃষ্ণায় রমিত, তৃষ্ণায় রত, তৃষ্ণায় মত্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত নিবৃত্তির ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

অবিদ্যাগত, অবিদ্যাচ্ছন্ন, অবিদ্যাযুক্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত অবিদ্যা বিনাশক ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।" (অষ্টম সূত্র)

৯. আনন্দ আশ্চর্য সূত্র

১২৯. "হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষু পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষু পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ভিক্ষুণী পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন

লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষুণী পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসক পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসক পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসিকা পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসিকা পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।" (নবম সূত্র)

১০. চক্রবর্তী আশ্চর্য সূত্র

১৩০. "হে ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ক্ষত্রিয় পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে ক্ষত্রিয় পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ব্রাহ্মণ পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে ব্রাহ্মণ পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

গৃহপতি পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে গৃহপতি পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

শ্রমণ পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে শ্রমণ পরিষদের তৃপ্তি মিটে না। ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে আনন্দের চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষু পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষু পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ভিক্ষুণী পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষুণী পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসক পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসক পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসিকা পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসিকা পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান।" (দশম সূত্র)

ভয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

অত্তানুবাদ, ঊর্মি, নানাকরণ দুটি করে সবই
মৈত্রী, আশ্চর্য দুটি দুটি মিলে হয় দশমই।

(১৪) ৪. পুদ্গল বর্গ

১. সংযোজন সূত্র

১৩১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন, উৎপত্তি লাভ সংযোজন এবং ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না। কোনো

পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু উৎপত্তি লাভ সংযোজন ও ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না। কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন, উৎপত্তি লাভ সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না। কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন, উৎপত্তি লাভ সংযোজন এবং ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয়।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না? সকৃদাগামী[১] লাভী পুদ্‌গলের। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ ও ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না? ঊর্ধ্বস্রোতাসম্পন্ন অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামীর। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু উৎপত্তি লাভ ও ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না? অনাগামীলাভী পুদ্‌গলের। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয়? অর্হতের। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (প্রথম সূত্র)

২. প্রতিভ সূত্র

১৩২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যথার্থ প্রতিভ, কিন্তু ক্ষিপ্র প্রতিভ নয়; ক্ষিপ্র প্রতিভ, কিন্তু যথার্থ প্রতিভ নয়; যথার্থ প্রতিভ ও ক্ষিপ্র প্রতিভ; যথার্থ প্রতিভও নয়, ক্ষিপ্র প্রতিভও নয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ সূত্র

১৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ (যিনি আভাসে সব বোঝেন), বিপশ্চিতজ্ঞ

---

[১]। সকৃদাগামী লাভীদের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রহীন হয়, শেষের দুটি আংশিক অবশিষ্ট থাকে মাত্র।

(যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় মর্মার্থ বুঝতে পারেন), নীয়মান (যিনি পদে পদে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অর্থবোধ লাভ করেন), পদ-পরম (যিনি পদমাত্র মুখস্থ করতে অক্ষম, অর্থবোধেও অক্ষম)। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. উত্থানফল সূত্র

১৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : উত্থান ফলোপজীবী, কিন্তু কর্ম (পুণ্য) ফলোপজীবী নয়; কর্ম ফলোপজীবী কিন্তু উত্থান ফলোপজীবী নয়; উত্থান ফলোপজীবী ও কর্ম ফলোপজীবী; উত্থান ফলোপজীবীও নয়; কর্ম ফলোপজীবীও নয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. সদোষ সূত্র

১৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সদোষযুক্ত পুদ্গল, দোষবহুল পুদ্গল, অল্পদোষযুক্ত পুদ্গল, নির্দোষ পুদ্গল।

সদোষযুক্ত পুদ্গল কিরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল দোষযুক্ত কায়-বাক্য-মনোকর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল সদোষযুক্ত।

দোষবহুল পুদ্গল কিরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল বহুল দোষযুক্ত কায়-বাক্য-মনোকর্ম সম্পাদন করে। অল্পই মাত্র নির্দোষমূলক কায়-বাক্য-মনোকর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল বহুল দোষযুক্ত।

অল্পদোষযুক্ত পুদ্গল কিরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল বহু (পরিমাণ) নির্দোষমূলক কায়-বাক্য-মনোকর্ম সম্পাদন করে। অপরদিকে নিতান্ত অল্প দোষযুক্ত কায়-বাক্য-মনোকর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল অল্প দোষযুক্ত।

নির্দোষ পুদ্গল কিরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল কেবল নির্দোষমূলক কায়-বাক্য-মনোকর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল নির্দোষ।

ভিক্ষুগণ, জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. শীল সূত্র (প্রথম)

১৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা কোনোটিই পরিপূরণকারী হয় না। কোনো পুদ্গল শীল পরিপূরণকারী; কিন্তু সমাধি, প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী হয় না। কোনো পুদ্গল শীল, সমাধি

পরিপূরণকারী, কিন্তু প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী হয় না। কোনো পুদ্গল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী হয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।” (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. শীল সূত্র (দ্বিতীয়)

১৩৭. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি; সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি; প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি কোনোটাই হয় না। কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি হয়; কিন্তু সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি; প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি হয় না। কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি; সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি হয়; কিন্তু প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি হয় না। কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি; সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি; প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি হয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।” (সপ্তম সূত্র)

৮. উন্নত সূত্র

১৩৮. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন; অনুন্নতকায় কিন্তু উন্নত চিত্তসম্পন্ন; অনুন্নতকায় এবং অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন; উন্নতকায় এবং উন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কিরূপ পুদ্গল উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে, কিন্তু কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা চিন্তায় মগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্গল উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কিরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় কিন্তু উন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে না, কিন্তু নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ, অবিহিংসা চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় কিন্তু উন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কিরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় এবং অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে না এবং কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা চিন্তায় মগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় এবং অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কিরূপ পুদ্গল উন্নতকায় এবং উন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো

পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে এবং নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ, অবিহিংসা চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্গল উন্নতকায় এবং উন্নত চিত্তসম্পন্ন। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. ধর্মকথিক সূত্র

১৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মকথিক বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ধর্মকথিক পরিষদে অল্পমাত্র ভাষণ করে, কিন্তু সেটা অনর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় দক্ষ নয়। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত।

কোনো ধর্মকথিক পরিষদে অল্পমাত্র ভাষণ করে, কিন্তু সেটা অর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় সুদক্ষ। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত।

কোনো ধর্মকথিক পরিষদে বহু ভাষণ করে, কিন্তু সেটা অনর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় দক্ষ নয়। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত।

কোনো ধর্মকথিক পরিষদে বহু ভাষণ করে, এবং সেটা অর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় সুদক্ষ। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত। জগতে এই চার প্রকার ধর্মকথিক বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

১০. বক্তা সূত্র

১৪০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বক্তা বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো বক্তা অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ব্যঞ্জন অনুসারে ব্যাখ্যা করে না। কোনো বক্তা ব্যঞ্জন অনুসারে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করে না। কোনো বক্তা অর্থ অনুসারেও ব্যাখ্যা করে এবং ব্যঞ্জন অনুসারেও ব্যাখ্যা করে। কোনো বক্তা অর্থ অনুসারেও ব্যাখ্যা করে না এবং ব্যঞ্জন অনুসারেও ব্যাখ্যা করে না। এই চার প্রকার বক্তা। এটা অস্থানে অনবকাশ যে, শুধুমাত্র চারি প্রতিসম্ভিদায় সমন্বিত পুদ্গলই অর্থ ও ব্যঞ্জন অনুসারে ব্যাখ্যা করতে পারে।" (দশম সূত্র)

পুদ্গল বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সংযোজন, প্রতিভ, উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ, উত্থান সহ পাঁচ,
সদোষ, দুই শীল, উন্নত, ধর্মকথিক মিলে দশ।

(১৫) ৫. আভা বর্গ

১. আভা সূত্র

১৪১. “হে ভিক্ষুগণ, আভা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র আভা, সূর্য আভা, অগ্নি আভা, প্রজ্ঞা আভা। এগুলোই চার প্রকার আভা। এই চার প্রকার আভার মধ্যে প্রজ্ঞা আভাই শ্রেষ্ঠ।” (প্রথম সূত্র)

২. প্রভা সূত্র

১৪২. “হে ভিক্ষুগণ, প্রভা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র প্রভা, সূর্য প্রভা, অগ্নি প্রভা, প্রজ্ঞা প্রভা। এগুলোই চার প্রকার প্রভা। এই চার প্রকার প্রভার মধ্যে প্রজ্ঞা প্রভাই শ্রেষ্ঠ।” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. আলো সূত্র

১৪৩. “হে ভিক্ষুগণ, আলো চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : চন্দ্র আলো, সূর্য আলো, অগ্নি আলো, প্রজ্ঞা আলো। এগুলোই চার প্রকার আলো। এই চার প্রকার আলোর মধ্যে প্রজ্ঞা আলোই শ্রেষ্ঠ।” (তৃতীয় সূত্র)

৪. জ্যোতি সূত্র

১৪৪. “হে ভিক্ষুগণ, জ্যোতি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র জ্যোতি, সূর্য জ্যোতি, অগ্নি জ্যোতি, প্রজ্ঞা জ্যোতি। এ চার প্রকার জ্যোতি। এই চার প্রকার জ্যোতির মধ্যে প্রজ্ঞা জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ।” (চতুর্থ সূত্র)

৫. রশ্মি সূত্র

১৪৫. “হে ভিক্ষুগণ, রশ্মি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র রশ্মি, সূর্য রশ্মি, অগ্নি রশ্মি, প্রজ্ঞা রশ্মি। এ চার প্রকার রশ্মি। এই চার প্রকার রশ্মির মধ্যে প্রজ্ঞা রশ্মিই শ্রেষ্ঠ।” (পঞ্চম সূত্র)

৬. সময় সূত্র (প্রথম)

১৪৬. “হে ভিক্ষুগণ, সময় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ, যথাসময়ে ধর্ম আলোচনা, যথাসময়ে সম্যক আচরণ, যথাসময়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন। এই চার প্রকার সময়।” (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সময় সূত্র (দ্বিতীয়)

১৪৭. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ

আচরণ দ্বারা অনুক্রমে আসবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত করা সম্ভব। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ, যথাসময়ে ধর্ম আলোচনা, যথাসময়ে সম্যক আচরণ, যথাসময়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন এ চার প্রকারের যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ সম্যক আচরণের মাধ্যমে অনুক্রমে আসবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত করা সম্ভব। যেমন ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপর ভারি বৃষ্টি বর্ষিত হলে সেই বৃষ্টির পানি নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে গিরিগুহা পরিপূর্ণ করে। গিরিগুহা পরিপূর্ণ করার পর ছোট গর্ত পরিপূর্ণ করে। ছোট গর্ত পরিপূর্ণ করার বড় গর্ত পরিপূর্ণ করে। বড় গর্ত পরিপূর্ণ করার পর ছোট নদী পরিপূর্ণ করে। ছোট নদী পরিপূর্ণ করার পর বড় নদী পরিপূর্ণ করে। বড় নদী পরিপূর্ণ করার পর সমুদ্র পরিপূর্ণ করে।

ঠিক একইভাবে এই চার প্রকারের যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ আচরণ দ্বারা আসবসমূহ অনুক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত করা সম্ভব।" (সপ্তম সূত্র)

৮. দুশ্চরিত সূত্র

১৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, বাক্ দুশ্চরিত চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ অর্থাৎ বৃথাবাক্য। এই চার প্রকার বাক্ দুশ্চরিত।" (অষ্টম সূত্র)

৯. সুচরিত সূত্র

১৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, বাক্ সুচরিত চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সত্য বাক্য, মধুর বাক্য, নম্র বাক্য, অর্থপূর্ণ বাক্য। এই চার প্রকার বাক্ সুচরিত।" (নবম সূত্র)

১০. সার সূত্র

১৫০. "হে ভিক্ষুগণ, সার চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীল সার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার। এই চার প্রকার সার।" (দশম সূত্র)

আভা বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

আভা, প্রভা, আলো, জ্যোতি, রশ্মিসহ পঞ্চম,
দুই সময়, দুই চরিত আর সার মিলে দশম।

তৃতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত।

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. ইন্দ্রিয় বর্গ

১. ইন্দ্রিয় সূত্র

১৫১. "হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয়। এগুলোই চার প্রকার ইন্দ্রিয়।" (প্রথম সূত্র)

২. শ্রদ্ধাবল সূত্র

১৫২. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল। এই চার প্রকার বল।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. প্রজ্ঞাবল সূত্র

১৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রজ্ঞাবল, বীর্যবল, অনবদ্যবল, সংযমবল। এই চার প্রকার বল।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. স্মৃতিবল সূত্র

১৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : স্মৃতিবল, সমাধিবল, অনবদ্যবল, সংযমবল। এই চার প্রকার বল।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. সতর্কতা বল সূত্র

১৫৫. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সতর্কতাবল, ভাবনাবল, অনবদ্যবল, সংযমবল। এই চার প্রকার বল।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. কল্প সূত্র

১৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, কল্পের চার প্রকার অসংখ্যেয় কাল। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যখন কল্পের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তিকাল গণনা করা দুঃসাধ্য—এত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর।

যখন কল্প উৎপত্তি হয়ে চলমান থাকে, সেই চলমানকাল গণনা করা

দুঃসাধ্য—এত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর।

যখন কল্প ধ্বংস হয়, সেই ধ্বংসকাল গণনা করা দুঃসাধ্য—এত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর।

যখন কল্প ধ্বংস হয়ে স্থিত থাকে (অর্থাৎ নতুন কল্প পুনর্বার আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত) সেই স্থিতকাল গণনা করা দুঃসাধ্য—এত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর। ভিক্ষুগণ, এই কল্পের চার প্রকার অসংখ্যেয় কাল।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. রোগ সূত্র

১৫৭. "হে ভিক্ষুগণ, রোগ দুই প্রকার। সেই দুই প্রকার কী কী? যথা : কায়িক রোগ, চৈতসিক রোগ।

যেসব সত্ত্ব কায়িক রোগে আক্রান্ত, তাদেরকে এক বছরেও আরোগ্য লাভ করতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ এমনকি শত বছরের পরেও আরোগ্য লাভ করতে দেখা যায়। কিন্তু যেসব সত্ত্ব চৈতসিক রোগে আক্রান্ত, তাদের মুহূর্ত সময়ের জন্যও আরোগ্য লাভ করা দুঃসাধ্য, তবে ক্ষীণাসবের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়।

ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতগণের চার প্রকার রোগ বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ শাসনে কোনো ভিক্ষু যেকোনো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য উপকরণাদিতে সন্তুষ্ট না থেকে মহতী ইচ্ছাপরায়ণ ও মনস্তাপগ্রস্ত হয়। সে যেকোনো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য উপকরণাদিতে সন্তুষ্ট না থেকে মহতী ইচ্ছাপরায়ণ, মনস্তাপগ্রস্ত, অহংকারী হয়ে প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে পাপ ইচ্ছা উৎপন্ন করে। এবং প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে তৎপর, চেষ্টাশীল ও উদ্যমশীল হয়। অতঃপর সে গৃহীকুলে উপস্থিতকালে, উপবেশনকালে, ধর্মভাষণকালে এবং পায়খানা-প্রস্রাব কার্যাদি সম্পাদন কালেও এসব চিন্তা করে বা এসব চিন্তায় মগ্ন থাকে। প্রব্রজিতগণের এ চার প্রকার রোগ বিদ্যমান।

তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমরা যেকোনো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য উপকরণাদিতে সন্তুষ্ট থেকে মহতী ইচ্ছাপরায়ণ ও মনস্তাপগ্রস্ত হবো না। প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে পাপ ইচ্ছা উৎপন্ন করব না। প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে তৎপর, চেষ্টাশীল, উদ্যমী হবো না। শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংশক-মশক, বায়ুতাপ, সরীসৃপ, বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করব। অপরের

নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি এবং উৎপন্ন তীব্র, রুক্ষ, তিক্ত শারীরিক দুঃখ বেদনা আর অমনোজ্ঞ, সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করব, (এসবে) ক্ষমাশীল হবো।' এভাবেই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।" (সপ্তম সূত্র)

৮. পরিহানি সূত্র

১৫৮. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র "আবুসোগণ" বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। তখন ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ আবুসো" বলে তাঁকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যেকোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত—'কুশল ধর্ম ব্যতীত আমার পরিহানি ঘটবে', পরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : রাগবহুল, দ্বেষবহুল, মোহবহুল এবং জ্ঞান বিষয়াদিতে প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন না হওয়া। এই চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যেকোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত—'কুশল ধর্ম ব্যতীত আমার পরিহানি ঘটবে', পরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন।

আবুসোগণ, চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যেকোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত—'কুশল ধর্ম দ্বারা আমার পরিহানি ঘটবে না', অপরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয় এবং জ্ঞান বিষয়াদিতে প্রজ্ঞা চক্ষু উৎপন্ন হওয়া। এই চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যেকোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত—'কুশল ধর্ম দ্বারা আমার পরিহানি ঘটবে না', অপরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন।" (অষ্টম সূত্র)

৯. ভিক্ষুণী সূত্র

১৫৯. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী জনৈক পুরুষকে আহ্বান করে এরূপ বলল, "হে পুরুষ, তুমি এখানে এসে কথা শুন। আর্য আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে কৃতাঞ্জলিপূর্ণ বন্দনা করে বলবে—'ভন্তে, অমুক ভিক্ষুণী অধিকতর পীড়িতা, দুঃখিতা। তিনি আপনাকে বন্দনা করছেন। ভন্তে, এটা উত্তম হবে যদি আপনি অনুকম্পাপূর্বক ভিক্ষুণী আবাসে

উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীকে দেখে আসেন।'"

'আর্যে, তাই হোক' বলে সেই পুরুষ ভিক্ষুণীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করল। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলল, "ভন্তে, অমুক ভিক্ষুণী অধিকতর পীড়িতা, দুঃখিতা। তিনি আপনাকে বন্দনা করছেন। ভন্তে, এটা উত্তম হবে যদি আপনি অনুকম্পাপূর্বক ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীকে দেখে আসেন"। আয়ুষ্মান আনন্দ তুষ্ণীভাবে সম্মতি দিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে ভিক্ষুণী আবাসে সেই ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হলেন। সেই ভিক্ষুণী আয়ুষ্মান আনন্দকে দূর থেকে আসতে দেখে আপাদমস্তক আবৃত করে মঞ্চে শয়ন করল। আনন্দ ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বললেন, "ভগিনী, এ শরীর আহারজাত, আহারাশ্রিত হলেও আহার ত্যাগ করা উচিত; তৃষ্ণাজাত, তৃষ্ণাশ্রিত হলেও তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত; মানজাত, মানাশ্রিত হলেও মান ত্যাগ করা উচিত। এই শরীর মৈথুনজাত হলেও মৈথুনে (নির্বাণ) সেতু ধ্বংস হয় বলে ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর আহারজাত, আহারাশ্রিত হলেও আহার ত্যাগ করা উচিত—এরূপে এটি বলা হয়েছে। কী কারণে তা বলা হয়েছে? এ জগতে ভিক্ষু সতর্কতার সাথে আহার পরিভোগ করে—'ক্রীড়ার জন্য নয়, প্রমত্ততার জন্য নয়, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) বৃদ্ধি সাধনের জন্য নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়, শুধুমাত্র এই চতুর্মহাভৌতিক দেহের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ, পুরানো ক্ষুধা-যন্ত্রণা বিনাশার্থ, নতুন যন্ত্রণা অনুৎপাদনার্থ আমি ভোজন করছি। এ পরিমিত ভোজন আমার মধ্যম প্রতিপদার অবস্থা প্রকাশিত হবে এবং আমি অনবদ্য সুখে অবস্থান করতে পারব।' সে অন্য সময় আহারে আশ্রিত হলেও (পরে) আহার ত্যাগ করে। 'ভগিনী, এ শরীর আহারজাত, আহারাশ্রিত হলেও আহার ত্যাগ করা উচিত'—এরূপে যা বলা হয়েছে, তা এ কারণে বলা হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর তৃষ্ণাজাত, তৃষ্ণাশ্রিত হলেও তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত—এরূপে এটি বলা হয়েছে। কী কারণে তা বলা হয়েছে? এ জগতে ভিক্ষু শ্রবণ করে যে, 'অমুক ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয় করে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা এ জীবনে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করছে।' তখন সে এরূপ চিন্তা করে, 'আমিও বা কেন আসবসমূহ ক্ষয় করে

স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা এ জীবনে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করতে পারব না'। সে অন্য সময় তৃষ্ণায় আশ্রিত হলেও (পরে) তৃষ্ণা ত্যাগ করে। 'ভগিনী, এ শরীর তৃষ্ণাজাত, তৃষ্ণাশ্রিত হলেও তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত'—এরূপে যা বলা হয়েছে, তা এ কারণে বলা হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর মানজাত, মানাশ্রিত হলেও মান ত্যাগ করা উচিত—এরূপে এটি বলা হয়েছে। কী কারণে তা বলা হয়েছে? এ জগতে ভিক্ষু শ্রবণ করে যে, 'অমুক ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করছে।' তখন সে এরূপ চিন্তা করে—'সেই আয়ুষ্মান আসবসমূহ ক্ষয় করে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা এ জীবনে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করতে পারলে, আমি কেন পারব না'। সে অন্য সময় মানাশ্রিত হলেও (পরে) মান ত্যাগ করে। 'ভগিনী, এ শরীর মানজাত, মানাশ্রিত হলেও মান ত্যাগ করা উচিত'—এরূপে যা বলা হয়েছে, তা এ কারণে বলা হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর মৈথুনজাত, কিন্তু মৈথুনে (নির্বাণ) সেতু ধ্বংস হয় বলে ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত।"

অতঃপর সেই ভিক্ষুণী মঞ্চ হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে আয়ুষ্মান আনন্দের পাদদ্বয়ে অবনত শিরে বন্দনা করে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমার অপরাধ হয়েছে; আমি মূর্খ ও নির্বোধের ন্যায় যা প্রকাশ করেছি তা অকুশল। আমার যে অপরাধ কৃত হয়েছে তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভবিষ্যতের জন্য সংযত হবো।" "যথার্থই, ভগিনী। তোমার অপরাধ হয়েছে; তুমি মূর্খ ও নির্বোধের ন্যায় যা প্রকাশ করেছ, তা অকুশল। যখন তুমি স্বীয় অপরাধ দর্শন করে যথাধর্ম প্রতিকার করেছ, তাই আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম। আর্যবিনয়ে সে-ই সাফল্য লাভ করে, যে জন স্বীয় অপরাধ দর্শন করে যথাধর্ম প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়।" (নবম সূত্র)

১০. সুগত বিনয় সূত্র

১৬০. "হে ভিক্ষুগণ, সুগত বা সুগত বিনয় বহুজনের হিত-সুখার্থে, লোকানুকম্পায় জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব-মনুষ্যের হিত-সুখ, মঙ্গল সাধিত হয়।

কাকে সুগত বলা হয়? ভিক্ষুগণ, তথাগত এ জগতে অর্হৎ, সম্যক-

সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষ-দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই সুগত।

সুগত বিনয় কী? তিনি যা ধর্মদেশনা করেন, তা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত এবং সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। এটিই সুগত বিনয়। এই সুগত বা সুগত বিনয় বহুজনের হিত-সুখার্থে, লোকানুকম্পায় জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব-মনুষ্যের হিত-সুখ, মঙ্গল সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু পরিষদ অস্পষ্ট বা অবিন্যস্ত পদব্যঞ্জন দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে ত্রিপিটক শিক্ষা করে। অস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থও অস্পষ্ট হয়। এ প্রথম প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

পুনঃ, ভিক্ষু পরিষদ অনমনীয় (একগুঁয়ে) হয়। সেই অসহিষ্ণু বা অবাধ্যতা ধর্মে সমন্বিত হয়ে তারা অনুশাসনে অনুপযুক্ত হয়। এ দ্বিতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

পুনঃ, যেসব ভিক্ষু বহুশ্রুত, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, তারা উত্তমরূপে অপরকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করে না। তাদের মৃত্যুর পর ত্রিপিটক অরক্ষিত, মূলোচ্ছিন্ন হয়। এ তৃতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

পুনঃ, স্থবির ভিক্ষুগণ ভোগী ও অলস হয়। একাকীবাস পরিত্যাগ করে লাভ-সৎকারে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় (নির্বাণ সম্বন্ধীয়) প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য চেষ্টা করে না। পরবর্তী ভিক্ষুসংঘ তাদের অনুসরণ করে। তারাও ভোগী, অলস হয়। একাকীবাস পরিত্যাগ করে লাভ-সৎকারে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে না। এ চতুর্থ প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি, উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু পরিষদ সুস্পষ্ট বা সুবিন্যাস্ত পদব্যঞ্জন দ্বারা পরিশুদ্ধভাবে ত্রিপিটক শিক্ষা করে। সুস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থও সুস্পষ্ট হয়। এ প্রথম প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।

পুনঃ, ভিক্ষু পরিষদ নমনীয় (বিনীত) হয়। সেই সহিষ্ণু, সুবাধ্যতা ধর্মে সমন্বিত হয়ে অনুশাসনে উপযুক্ত হয়। এ দ্বিতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।

পুনঃ, যেসব ভিক্ষু বহুশ্রুত, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর; তারা উত্তমরূপে অপরকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করে। তাই তাদের মৃত্যুর পরও ত্রিপিটক অরক্ষিত, মূলোচ্ছিন্ন হয় না। এ তৃতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।

পুনঃ, স্থবির ভিক্ষুগণ ভোগী ও অলস হয় না। লাভ-সৎকার পরিত্যাগ করে একাকীবাসে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পরবর্তী ভিক্ষুসংঘ তাদের অনুসরণ করে। তারাও ভোগী, অলস হয় না। লাভ-সৎকার পরিত্যাগ করে একাকীবাসে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ চতুর্থ প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।" (দশম সূত্র)

ইন্দ্রিয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞা, স্মৃতি, সতর্কতাসহ পাঁচ,
কল্প, রোগ, পরিহানি, ভিক্ষুণী, সুগত মিলে দশ।

(১৭) প্রতিপদা বর্গ

১. সংক্ষিপ্ত সূত্র

১৬১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা (উপায়) চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা (কষ্টকর বা দুঃসাধ্য প্রতিপদা, যার ফলে ক্রমে ক্রমে বা ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করা যায়)। দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা (কষ্টকর বা দুঃসাধ্য, তবে দ্রুতজ্ঞানার্জন করা যায়)। সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা (সুখকর বা সুসাধ্য প্রতিপদা যার ফলে ক্রমে ক্রমে বা ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করা যায়)। সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা (সুখকর বা সুসাধ্য প্রতিপদা যার ফলে দ্রুত জ্ঞানার্জন করা যায়।

ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার প্রতিপদা।" (প্রথম সূত্র)

২. বিস্তার সূত্র

১৬২. “হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণির হয় এবং সর্বদা রাগজনিত (আসক্তিজনিত) দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলা হয় দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণির হয় এবং সর্বদা রাগজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রার্দুভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুতগতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একে বলে দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণির হয় না এবং সর্বদা রাগজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় না ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় না এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণীর হয় না এবং সর্বদা রাগজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় না ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় না এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুতগতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলে সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, আর এগুলোই হচ্ছে চার প্রতিপদা।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. অশুভ সূত্র

১৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু কায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকুলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল (পাপের প্রতি লজ্জাবল), ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়বল), বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলে দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকুলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে; যথা : শ্রদ্ধবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুতগতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলে

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দ্রুত দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, একেই বলে সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়।

সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুতগতিতে আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একে সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার প্রতিপদা।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. ক্ষমাশীল সূত্র (প্রথম)

১৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অক্ষমা (ক্ষমাহীনতা) প্রতিপদা, ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা, আত্মদমন প্রতিপদা ও সমা বা মনের সমভাব প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, অক্ষমা (ক্ষমাহীন) প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আক্রোশকারীকে প্রতি-আক্রোশ করে, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে ও বিবাদকারীর সঙ্গে প্রতিবিবাদ করে। একেই বলে অক্ষমা প্রতিপদা।

ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আক্রোশকারীকে প্রতি-আক্রোশ করে না, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে না, আর বিবাদকারীর সঙ্গে প্রতিবিবাদ করে না। একেই বলে ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা।

আত্মদমন প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী[১], অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা

১। নিমিত্তগ্রাহী—ষড়-ইন্দ্রিয়ে আলম্বন গ্রহণ করত তাতে পুরুষ বা স্ত্রীরূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করা।

২। অনুব্যঞ্জনগ্রাহী—অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হাত-পা, স্মিত হাসি, কথা, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি অবয়বিক প্রভেদকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করা।

করে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায়-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায়-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায়-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। একেই বলা হয় আত্মদমন প্রতিপদা।

সমা (মনের সমভাব) প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। একেই সমা প্রতিপদা বলে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার প্রতিপদা।” (চতুর্থ সূত্র)

৫. ক্ষমাশীল সূত্র (দ্বিতীয়)

১৬৫. “হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অক্ষমা (ক্ষমাহীনতা) প্রতিপদা, ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা, আত্মদমন প্রতিপদা ও সমা (মনের সমভাব) প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, অক্ষমা প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি শীত-উষ্ণ, ও ক্ষুধা-পিপাসা, ডাঁশ-মশা, বায়ু-তাপ ও সরীসৃপ বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করতে পারে না। অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি ও উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, কটু, বিরক্তিকর দৈহিক যন্ত্রণা, এবং অমনঃপূত,

প্রাণহরণকর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না এবং তাতে ধৈর্যশীলও হয় না। একেই বলে অক্ষমা প্রতিপদা।

ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি, শীত-উষ্ণ ও ক্ষুধা-পিপাসা ডাঁশ-মশা, বায়ু-তাপ ও সরীসৃপ বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করতে পারে। অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি ও উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, কটু, বিরক্তিকর দৈহিক যন্ত্রণা এবং অমনঃপূত, প্রাণহরণকর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে এবং ধৈর্যশীলও হয়। একেই ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা বলে।

আত্মদমন প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায়-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায়-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায়-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-

দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। একেই বলা হয় আত্মদমন প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, সমা (মনের সমভাব) প্রতিপদা কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ গ্রহণ না করে বরং তা পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। একেই সমা প্রতিপদা বলে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার প্রতিপদা।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. উভয় সূত্র

১৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা—এই প্রতিপদাটি উভয় ক্ষেত্রে হীনরূপে আখ্যায়িত হয়। দুঃখ বিধায় এ প্রতিপদা হীনরূপে আখ্যায়িত হয়, আবার মন্থর বিধায়ও এ প্রতিপদা হীনরূপে আখ্যায়িত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রতিপদাটি হীনরূপে আখ্যায়িত হয়।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা—এই প্রতিপদাটি দুঃখতার জন্য হীনরূপে আখ্যায়িত হয়।

সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা—এই প্রতিপদাটি মন্থর গতির জন্য হীনরূপে আখ্যায়িত হয়।

সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা—এই প্রতিপদাটি উভয় ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়। সুখকর বিধায় এ প্রতিপদা উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়, আবার ক্ষিপ্র বিধায় এ প্রতিপদা উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রতিপদাটি উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার প্রতিপদা।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. মহামৌদ্গল্লায়ন সূত্র

১৬৭. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়নকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো মৌদ্গল্লায়ন, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা। আবুসো, চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে কোন প্রতিপদার মাধ্যমে আপনার চিত্ত উপাদানহীন ও আসবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে?"

"আবুসো সারিপুত্র, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা। আবুসো, এ চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞার মাধ্যমে আমার চিত্ত উপাদানহীন ও আসবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. সারিপুত্র সূত্র

১৬৮. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট মহামৌদ্গল্লায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো সারিপুত্র, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা। আবুসো, চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে কোন প্রতিপদার মাধ্যমে আপনার চিত্ত উপাদানহীন ও আসবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে?"

"আবুসো মৌদ্গল্লায়ন, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা।

আবুসো, চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞার

মাধ্যমে আমার চিত্ত উপাদানহীন ও আসবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে।” (অষ্টম সূত্র)

৯. সসংস্কার সূত্র

১৬৯. “হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো পুদ্গল ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ (অর্হত্ত্ব) লাভ করে। কোনো পুদ্গল দেহত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। কোনো পুদ্গল ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। আর কোনো পুদ্গল দেহত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুদ্গল ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? এ জগতে ভিক্ষু কায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল (পাপে লজ্জাবল), ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়বল), বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপে পুদ্গল ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

কিরূপে পুদ্গল দেহত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? এ জগতে ভিক্ষু কায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল (পাপের প্রতি লজ্জাবল), ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়বল) বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন দেহ ত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপে পুদ্গল দেহ ত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

কিরূপে পুদ্গল ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান

করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপেই পুদ্গল ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

কিরূপে পুদ্গল দেহত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল,হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—এ পঞ্চেন্দ্রিয়- সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন দেহত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপেই পুদ্গল দেহ ত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

১০. সুসামঞ্জস্য সূত্র

১৭০. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান আনন্দ 'আবুসো ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ আবুসো' বলে আয়ুষ্মান আনন্দের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন, "হে আবুসোগণ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আমার কাছে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় বলে থাকে, সে চারি মার্গের মধ্যে যেকোনো এক মার্গের দ্বারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে ভিক্ষু পূর্বে শমথ ভাবনা করে বিদর্শন ভাবনা ভাবিত করে। পূর্বে শমথ ভাবনা করে বিদর্শন ভাবনা ভাবিত করায় তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হওয়ায় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ[১] ধ্বংস হয়।

পুনঃ, আবুসোগণ, ভিক্ষু পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করে শমথ ভাবনা ভাবিত করে। পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করে শমথ ভাবনা ভাবিত করায় তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস করে, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হওয়ায় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

পুনঃ, ভিক্ষু শমথ ও বিদর্শন এই উভয় ভাবনা একসঙ্গে ভাবিত করে। শমথ ও বিদর্শন ভাবনা একসঙ্গে ভাবিত হয়ে তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস করে, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়ে সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

পুনঃ, ভিক্ষুর মন হতে ধর্মসম্বন্ধীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়। সে সময় তার চিত্ত আধ্যাত্মিকভাবে স্থির হয়, সুস্থির হয়, একীভূত হয় ও সমাধিস্থ হয়। তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস করে, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হওয়ায় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

---

[১]। অনুশয় হচ্ছে মনের সুপ্ত অকুশল চৈতসিক বা পাপ মনোবৃত্তি, যা চিত্তপ্রবাহে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত থাকে। অনুশয় সপ্তবিধ, যথা : কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান (অহংকার), দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা অনুশয়।

আবুসোগণ, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আমার নিকট অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় বলে থাকে, সে এই চার মার্গের যেকোনো এক মার্গের দ্বারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।" (দশম সূত্র)

প্রতিপদা বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সংক্ষিপ্ত, বিস্তার, অশুভ, দুই ক্ষমাশীল উভয় সূত্র;
মৌদ্গাল্লায়ন, সারিপুত্র, সসংস্কার ও সুসামঞ্জস্য দশ।

(১৮) ৩. সঞ্চেতনীয় বর্গ

১. চেতনা সূত্র

১৭১. "হে ভিক্ষুগণ, কায়ের কারণে ও কায়িক জ্ঞান (সঞ্চেতন) হেতু আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্যের কারণে ও বাক্ সঞ্চেতন হেতু আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মনের কারণে ও মানসিক সঞ্চেতন হেতু আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় ও অবিদ্যা প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

নিজের দ্বারা কায়সংস্কার পুনঃ প্রকাশ (পুনঃ জাগ্রত) পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরের দ্বারাও কায়সংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক কায়সংস্কার পুনঃ প্রকাশ হয়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক কায়সংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

নিজের দ্বারা বাচনিক সংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরের দ্বারাও বাচনিক সংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক বাচনিক সংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক বাচনিক সংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

নিজের দ্বারা মনঃসংস্কার পুনঃ প্রকাশ হয়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরের দ্বারাও মনঃসংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক মনঃসংস্কার

পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক মনঃসংস্কার পুনঃ প্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, এ ধর্মসমূহে অবিদ্যা সংঘটিত হয়, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ, নিরোধ হলে কায় উৎপন্ন হয় না, যে প্রত্যয়ে বা (যার দরুন) সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্য উৎপন্ন হয় না, যার দরুন সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মন উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বস্তু উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। আয়তন উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সেই অধিকরণ উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ,[১] আত্মভাব প্রতিলাভ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন আত্মভাব (বা দেহসম্পত্তি) প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মসঞ্চেতন বা আত্ম-জ্ঞান লাভ (আত্ম বিষয়ে জ্ঞান বা ধারণা) হয়, পরোপলব্ধি (অপরের সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা) হয় না। এমন আত্মভাব প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন পরোপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মোপলব্ধি হয় না। আবার, এমন আত্মভাব প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধিও হয়, পরোপলব্ধিও হয়। এমন আত্মভাব প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধিও হয় না, পরোপলব্ধিও হয় না। এই চার প্রকার আত্মভাব প্রতিলাভ।"

এরূপে ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত এই বিষয়ের অর্থ এরূপে আমি বিস্তৃতভাবে জানি। ভন্তে, তথায় যেরূপ আত্মভাব (বা দেহসম্পত্তি) প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধি হয়, কিন্তু পরোপলব্ধি হয় না, তাদৃশ আত্মোপলব্ধি হেতু সেই সত্ত্বগণের (দেবগণের) কায় তথা হতে চ্যুত হয়[২]।

---

[১]। আলোচ্য সূত্রের এই অংশ হতে শেষ পর্যন্ত 'আত্মভাব অর্জন সূত্র' নামে পৃথক আরেকটি সূত্ররূপে ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মূল পাঠে অবিচ্ছেদ্য সূত্ররূপে দেয়া আছে বিধায় আমরাও মূল পালি অনুযায়ী সূত্রটি তর্জমা করেছি।

[২]। খিদ্দা-পাদোসিকা নামক দেবগণ যেমন নিজ স্বাতন্ত্র্যেই (বা আত্মভাবে) সর্বদা ডুবে থেকে সুধা বা স্বর্গীয় (দিব্য) আহার পান করতে ভুলে যায় এবং পরিণতিতে সেই স্বর্গভূমি হতে চ্যুত হয়, তদ্রূপ অবস্থার কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে।

তথায় যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন পরোপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মোপলব্ধি হয় না, সেরূপ পরোপলব্ধি হেতু সেই সত্ত্বগণের কায়ও তথা হতে চ্যুত হয়। তথায় যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধি ও পরোপলব্ধি উভয়ই হয় এবং সেরূপ আত্মোপলব্ধি পরোপলব্ধি হেতু সেই সত্ত্বগণের কায় তথা হতে চ্যুত হয়। ভন্তে, তথায় যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধিও হয় না, পরোপলব্ধিও হয় না, তা দ্বারা তাদের কোন দেবগণরূপে জানা উচিত?" "হে সারিপুত্র, তাদের নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত দেবগণরূপে জানা উচিত।"

"ভন্তে, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে না?" "হে সারিপুত্র, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গলের অধোভাগীয় সংযোজনসমূহ অপ্রহীন থাকে; সে এজন্মে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে তা আস্বাদন করে, আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা দ্বারা সে আনন্দানুভব করে। তথায় সেভাবে প্রতিষ্ঠিত অভিনিবিষ্ট, বহুলবিহারী হয় এবং তা পরিহীন না হয়ে মৃত্যুর পর নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনপ্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে।

সারিপুত্র, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গলের অধোভাগীয় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয়; সে এ জন্মে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে তা আস্বাদন করে, আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা দ্বারা সে আনন্দানুভব করে। তথায় সেভাবে প্রতিষ্ঠিত, অভিনিবিষ্ট, বহুল বিহারী হয় এবং তা পরিহীন না হয়ে মৃত্যুর পর নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনপ্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে না।

সারিপুত্র, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে, এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে। আর এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে এই জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে না।" (প্রথম সূত্র)

২. বিভাগ সূত্র

১৭২. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র 'আবুসো ভিক্ষুগণ,' বলে ভিক্ষুগণকে

আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ আবুসো' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

"হে আবুসোগণ, ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর[১] আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ অর্থ প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ(উদ্ঘাটন), বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি (সংশয়) আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশল ধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ ধর্ম প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ, বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশলধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ, বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশল ধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ, বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশলধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।" (দ্বিতীয় সূত্র)

---

[১]। ইংরেজি তর্জমায় অনুবাদ F.L WOODWARD মহাশয় ভুলবশত অর্ধমাসের স্থলে ছয় মাস উল্লেখ করেছেন। পালিতে 'অদ্ধমাসূপসম্পনেন' দেয়া আছে। এতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, উপসম্পদা লাভের মাত্র এক পক্ষের পরই সারিপুত্র স্থবির চারি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব হয়েছিলেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, থেরগাথা, পৃ. ৪৬০।

৩. মহাকোট্‌ঠিক সূত্র

১৭৩. একসময় আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে?"

"হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না?"

"আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না?"

"হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয় কি?"

"হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন—"হে আবুসো, 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে'—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না'—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' আর 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' আবুসো, তাহলে এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ কিরূপে দ্রষ্টব্য?"

এবার আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলেন, "হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছু বিদ্যমান থাকে'—এরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও

নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছুই বিদ্যমান থাকে না'—এরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'—এরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। আর 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'—এরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতি যতদূর প্রপঞ্চের (প্রতিবন্ধকের) গতিও ততদূর; আর প্রপঞ্চের গতি যতদূর, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতিও ততদূর। আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ এবং নিরোধ হলে প্রপঞ্চও নিরোধ ও উপশম হয়।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. আনন্দ সূত্র[১]

১৭৪. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে 'হে আবুসো' বলে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে?"

"হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না?"

"আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না?"

"আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয় কি?"

"আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে উদ্দেশ করে বলে

---

[১] ইংরেজি অনুবাদে এই সূত্রটি স্বাতন্ত্র্যভাবে দেখানো হয় নি। পূর্বোক্ত কোট্ঠিক সূত্রের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ইংরেজি তর্জমায় সূত্রটি প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু, আমাদের মূল পালিতে পৃথকভাবে উক্ত হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে আমরাও আলোচ্য সূত্রটি স্বাতন্ত্র্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

ওঠেন—"হে আবুসো, 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে'—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না'—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'—এরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'—এরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' আবুসো, তাহলে এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ কিরূপে দ্রষ্টব্য?"

এবার আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বলেন—"হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে'—এরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না'—এরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'—এরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। আর 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'—এরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতি যতদূর প্রপঞ্চের (প্রতিবন্ধকের) গতিও ততদূর; আর প্রপঞ্চের গতি যতদূর, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতিও ততদূর।

আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ এবং নিরোধ হলে প্রপঞ্চও নিরোধ ও উপশম হয়।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. উপবাণ সূত্র

১৭৫. একসময় আয়ুষ্মান উপবাণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে 'হে আবুসো' বলে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট উপবাণ সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো সারিপুত্র, বিদ্যার দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?"

"আবুসো, তা এরূপ নয়।"

“হে আবুসো সারিপুত্র, আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?”

“আবুসো, তা এরূপ নয়।”

“হে আবুসো সারিপুত্র, বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?”

“আবুসো, তা এরূপ নয়।”

“হে আবুসো সারিপুত্র, অন্য ধর্ম (অন্য বিষয় বা প্রণালী), বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?”

“আবুসো, তা এরূপ নয়।”

“হে আবুসো সারিপুত্র, বিদ্যার দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়’—এরূপ প্রশ্ন করলে আপনি পূর্বোক্তরূপে বললেন, ‘আবুসো, তা এরূপ নয়।’ আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়’—এরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, ‘আবুসো, তা এরূপ নয়।’ বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়’—এরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, ‘আবুসো, তা এরূপ নয়।’ আর অন্য ধর্ম (অন্য বিষয় বা প্রণালী), বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়’—এরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, ‘আবুসো, তা এরূপ নয়।’ আবুসো, তাহলে কিরূপে, কেউ অন্তসাধনকারী হয়?”

“হে আবুসো, যদি বিদ্যার দ্বারা কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো উপাদানযুক্ত (আসক্তিপূর্ণ) অন্তসাধনকারী। যদি আচরণের দ্বারা কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো উপাদানযুক্ত অন্তসাধনকারী। যদি বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো উপাদানযুক্ত অন্তসাধনকারী। আর যদি অন্য ধর্ম, বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা, কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো পৃথগ্‌জন অন্তসাধনকারী। আবুসো, পৃথগ্‌জনই অন্য ধর্ম, বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা অন্তসাধনে বিশ্বাসী হয়। আচরণ বিপন্ন ব্যক্তি যথাযথভাবে জানে না, দেখে না। আচরণসম্পন্ন ব্যক্তি যথাযথভাবে জানে ও দেখে। যথাযথভাবে জানলে ও দেখলেই অন্তসাধনকারী হয়।” (পঞ্চম সূত্র)

৬. প্রার্থনা[১] সূত্র

১৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে, "আমি যেন সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন সদৃশ হই।' এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষু-শ্রাবকদের মধ্যে বিশেষত সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পন্না ভিক্ষুণী প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে, "আমি যেন ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা সদৃশ হই। এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষুণী-শ্রাবিকাদের মধ্যে বিশেষত ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান উপাসক প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে, 'আমি যেন চিত্ত (চিত্র) গৃহপতি ও আলবক হত্থক সদৃশ হই। এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক-উপাসকদের মধ্যে বিশেষত চিত্তগৃহপতি ও আলবক হত্থকের নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে, 'আমি যেন খুজ্জুত্তরা উপাসিকা ও নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়া সদৃশ হই।' এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা-উপাসিকাদের মধ্যে বিশেষত খুজ্জুত্তরা উপাসিকা ও নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়ার নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. রাহুল সূত্র

১৭৭. একসময় আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুলকে ভগবান এরূপ বললেন :

"হে রাহুল, যা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পৃথিবী ধাতু রয়েছে, তা সবই পৃথিবী ধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে পৃথিবীধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও পৃথিবীধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

---

[১]। এই প্রার্থনা শব্দটি (পালিতে আযাচন) অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম খণ্ডের দুক নিপাতে করা হয়েছে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'। দ্রষ্টব্য : অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ডের দুক নিপাত, পৃ. ১২২—সুমঙ্গল বড়ুয়া।

যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আপধাতু রয়েছে, সেসবই আপধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে আপধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও আপধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক তেজধাতু রয়েছে, সেসবই তেজধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে তেজধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও তেজধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক বায়ুধাতু রয়েছে, সে-সবই বায়ুধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে বায়ুধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও বায়ুধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যখন হতে ভিক্ষু এই চারি ধাতুসমূহে নিজেকে আত্মা নয় বলে দর্শন করে, তখন হতে 'এই ভিক্ষু তৃষ্ণা ধ্বংস (ক্ষয়) করেছে, সংযোজন পরিত্যাগ করেছে ও সম্যকরূপে দুঃখের অন্ত উপলব্ধি করেছে' বলা হয়।" (সপ্তম সূত্র)

৮. অপরিষ্কার পুষ্করিণী সূত্র

১৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল পৃথিবীতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ (সৎকায়) নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলেও পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয় না, প্রসাদিত হয় না, স্থিত হয় না ও প্রবর্তিত হয় না (আকর্ষণ করে না)। এভাবে সেই ভিক্ষুর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ প্রত্যাশিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেমন পুরুষ আঠালো হস্ত দ্বারা বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করে থাকে, তার সেই হস্ত তাতে সংলগ্ন হয়, লেগে যায় এবং দৃঢ়ভাবে আটকা পড়ে; ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার সৎকায় নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলেও পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয় না, প্রসাদিত হয় না, স্থিত হয় না ও প্রবর্তিত হয় না। এভাবে সেই ভিক্ষুর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ প্রত্যাশিত হয় না।

এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয়, প্রসাদিত হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবে সেই ভিক্ষুর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ প্রত্যাশিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো পুরুষ পরিষ্কার হস্তে বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করে থাকে, তার সেই হস্ত তাতে সংলগ্ন হয় না, লেগে যায় না এবং দৃঢ়ভাবে আটকা পড়ে না; ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলে সৎকায় নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয়, প্রসাদিত হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবেই সেই ভিক্ষুর সৎকায় নিরোধ প্রত্যাশিত হয়।

এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা-প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা-প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলেও অবিদ্যা-প্রভেদে চিত্ত অগ্রসর হয় না। ভিক্ষুগণ, যেমন বহুবর্ষ ধরে অপরিষ্কৃত কোনো এক পুষ্করিণী আছে। তাতে যেই জল প্রবেশদ্বারাদি আছে, কোনো পুরুষ এসে সেগুলো বন্ধ করে দেয়, জল নির্গমন দ্বারাদি খুলে দেয় এবং বৃষ্টিদেবও যথাসময়ে বর্ষণ করে না। সেজন্য সেই অপরিষ্কার পুষ্করিণীর আলিতে (বাঁধে) কোনো ফাটল প্রত্যাশিত হয় না। ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা-প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা-প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলেও অবিদ্যা-প্রভেদে চিত্ত অগ্রসর হয় না, প্রসাদিত হয় না, স্থিত হয় না ও প্রবর্তিত হয় না। এভাবেই সেই ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রভেদ প্রত্যাশিত হয় না।

এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা-প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা-প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলে অবিদ্যা-প্রভেদে চিত্ত অগ্রসর হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবে সেই ভিক্ষুর অবিদ্যা-প্রভেদ প্রত্যাশিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন বহুবর্ষ ধরে অপরিষ্কৃত কোনো এক পুষ্করিণী আছে। তাতে যেই জল প্রবেশদ্বারাদি আছে, কোনো পুরুষ এসে সেগুলো খুলে দেয়, জল নির্গমন দ্বারাদি বন্ধ করে দেয় এবং বৃষ্টিদেবও যথাসময়ে বর্ষণ করে। সেজন্য সেই অপরিষ্কার পুষ্করিণীর আলিতে (বাঁধে) ফাটল প্রত্যাশিত হয়। ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা-প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলে অবিদ্যা-প্রভেদে তার চিত্ত অগ্রসর হয়, প্রসাদিত হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবে সেই ভিক্ষুর

অবিদ্যা-প্রভেদ প্রত্যাশিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল পৃথিবীতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. নির্বাণ সূত্র

১৭৯. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে 'হে আবুসো' বলে সম্বোধন করলেন। আর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আনন্দ শারিপুত্রকে এরূপ বললেন, "আবুসো সারিপুত্র, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয় না?"

"হে আবুসো আনন্দ, এ জগতে সত্ত্বগণ এই পরিত্যাগভাগীয় (পরিত্যাগে সহায়ক) সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে না, এই স্থিতিভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে না, এই বিশেষভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে না ও এই নির্বেদভাগীয় সংজ্ঞাও যথাযথভাবে জানে না। আবুসো আনন্দ, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্বগণ এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয় না।"

"আবুসো সারিপুত্র, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়?" "আবুসো আনন্দ, এ জগতে সত্ত্বগণ এই পরিত্যাগভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে, এই স্থিতিভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে, এই বিশেষভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে ও এই নির্বেদভাগীয় সংজ্ঞাও যথাযথভাবে জানে। আবুসো আনন্দ, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্বগণ এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়।" (নবম সূত্র)

১০. মহাসঙ্গতি সূত্র

১৮০. একসময় ভগবান ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণ "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভগবানের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের চার প্রকার মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) সম্পর্কে দেশনা করব, তা তোমরা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর; আমি ভাষণ করছি।" "ভন্তে, তাই হোক" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার মহাসঙ্গতি কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'আবুসো, আমি ভগবানের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার

শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময়ে এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি এ ভিক্ষুটির গৃহীত ভুল শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'আবুসো, আমি ভগবানের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিল থাকে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি এই ভিক্ষুটির সুগৃহীত শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এই প্রথম মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ও অর্হৎ ভিক্ষুসংঘ অবস্থান করছেন। আমি সেই সংঘের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি সেই সংঘের গৃহীর ভুল শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ও অর্হৎ ভিক্ষুসংঘ অবস্থান করছেন। আমি সেই সংঘের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিল থাকে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি সেই সংঘের সুগৃহীত শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এই দ্বিতীয় মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যাঁরা বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরগণের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি সেই স্থবিরগণের গৃহীত ভুল শিক্ষা'। ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যাঁরা বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরগণের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত,

বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি স্থবিরগণের সুগৃহীত শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এই তৃতীয় মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে একজন স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দনও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি স্থবিরের গৃহীত ভুল শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে একজন স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি স্থবিরের সুগৃহীত শিক্ষা।'

ভিক্ষুগণ, এই চতুর্থ মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার মহাসঙ্গতি।” (দশম সূত্র)

সঞ্চেতনীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

চেতনা, বিভাগ, কোট্ঠিক, আনন্দ আর পঞ্চমে উপবাণ;
প্রার্থনা, রাহুল, অপরিষ্কার পুষ্করিণী, মহাসঙ্গতি ও নির্বাণ।

(১৯) ৪. ব্রাহ্মণ বর্গ

(১) যোদ্ধা সূত্র

১৮১. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার অঙ্গে সমন্বিত যোদ্ধা রাজার যোগ্য হয়, রাজভোগ্য হয় ও রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে যোদ্ধা স্থান সম্বন্ধে দক্ষ (সুশিক্ষিত), দূর-ভেদক, অক্ষণভেদী (বিদ্যুৎ বেগে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধকারী) আর বহুসংখ্যক বস্তু (বৃহৎবস্তু) বা কায় বিদ্ধকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার অঙ্গে সমন্বিত যোদ্ধা রাজার যোগ্য হয়, রাজভোগ্য হয় ও রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। ঠিক এরূপেই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষুও আহ্বানের যোগ্য হয়, সম্মানের যোগ্য হয়, দক্ষিণার বা দানের যোগ্য হয়, অঞ্জলির (বন্দনার) যোগ্য হয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু স্থান সম্বন্ধে দক্ষ, দূরভেদী, অক্ষণভেদী ও বৃহৎ বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু স্থান সম্বন্ধে দক্ষ (সুশিক্ষিত) হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। এরূপেই একজন ভিক্ষু স্থান সম্বন্ধে (সুশিক্ষিত) হয়।

কিরূপে ভিক্ষু দূরভেদী হয়? এ জগতে ভিক্ষু অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত রূপ আছে, সে সমস্ত রূপকে ‘এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়’—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত বেদনা আছে, সে সমস্ত বেদনাকে সে ‘এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়’—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে।

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত সংজ্ঞা আছে, সে সমস্ত সংজ্ঞাকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত সংস্কার আছে, সে সমস্ত সংস্কারকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত বিজ্ঞান আছে, সে-সমস্ত বিজ্ঞানকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু এরূপেই দূরভেদী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু অক্ষণভেদী (বিদ্যুৎ বেগে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধকারী) হয়? এ জগতে ভিক্ষু যথাযথরূপে জানে যে, 'এটি দুঃখ', 'এটি দুঃখ সমুদয়', 'এটি দুঃখ নিরোধ' ও 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়।' ভিক্ষুগণ, এরূপেই একজন ভিক্ষু অক্ষণভেদী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বৃহৎ বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু বৃহৎ অবিদ্যাস্কন্ধ বিদ্ধ করে। এরূপেই একজন ভিক্ষু বৃহৎ বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য হয়, সম্মানের যোগ্য হয়, দক্ষিণার বা দানের যোগ্য হয়, অঞ্জলির (বন্দনার) যোগ্য হয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. প্রতিভূ (জামিনদার) সূত্র

১৮২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না।

সেই চার প্রকার কী কী? যথা : 'জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'—এই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না। 'ব্যাধিধর্ম আমাকে পীড়িত না করুক'—এই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না। 'মরণধর্ম আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত না করুক'—এই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না। এবং 'পূর্বে নিজের দ্বারা কৃত পাপ, সংক্লেশ; বেদনাদায়ক দুঃখবিপাকী ও এই জন্ম-জরা-মরণ প্রদায়ী সেই বিপাক আমাকে পুনর্জন্ম

প্রদান না করুক'—এই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না।

ভিক্ষুগণ, জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. শ্রুত সূত্র

১৮৩. একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন, বেলুবনে কলন্দকনিবাপে। সে সময় মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"হে মাননীয় গৌতম, আমি এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী যে, কোনো জন দৃষ্ট বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ দেখেছি, তাতে কোনো দোষ নেই; কোনো জন শ্রুত বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ শ্রবণ করেছি, তাতে কোনো দোষ নেই; কোনো জন অনুমিত[১] (নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ) বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ উপলব্ধি করেছি, তাতে কোনো দোষ নেই এবং কোনো জন বিজ্ঞাত (মনের দ্বারা অনুভূত বা জ্ঞাত) বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ অনুভব করেছি, তাতে কোনো দোষ নেই। "

"হে ব্রাহ্মণ, সমস্ত দৃষ্ট বিষয় ভাষণ করা উচিত তা আমি বলি না, আবার সমস্ত দৃষ্ট বিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না। সব শ্রুতবিষয় ভাষণ করা উচিত তা আমি বলি না, আবার সব শ্রুতবিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না। সব অনুমিত বা উপলব্ধির বিষয় ভাষণ করা উচিত, তা আমি বলি না, আবার সব উপলব্ধির বিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না। এবং সব বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা উচিত তা আমি বলি না, আবার সব বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না।

যেই দৃষ্ট বিষয় ভাষণ করলে অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশলধর্মসমূহ

---

[১]। পালিতে 'মুত্তং'। 'মুতং' অর্থে ঘাযিতং (আঘ্রাত), সাযিতং (স্বাদিত) ও ফুট্টং (স্পৃষ্ট)—এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পায়। পালি-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫—শান্তরক্ষিত মহাস্থবির। উক্ত অভিধানে 'ফুট' শব্দের পরিবর্তে এই 'ফুট্ট ও পুট্‌ঠ' শব্দদ্বয় ভুল লিখিত বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। পৃ. ১১৩৯।

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ দৃষ্ট বিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই দৃষ্টবিষয় ভাষণ না করলে কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ দৃষ্ট বিষয় ভাষণ করা উচিত।

যেই শ্রুতবিষয় ভাষণ করলে অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ শ্রুতবিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই শ্রুতবিষয় ভাষণ না করলে কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ শ্রুত বিষয় ভাষণ করা উচিত।

যেই অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ করলে অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ না করলে কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ করা উচিত।

যেই বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করলে অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ না করলে কুশলধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশলধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা উচিত।"

অতঃপর মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. অভয় সূত্র

১৮৪. একসময় জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"হে মাননীয় গৌতম, আমি এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী যে, 'এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি মরণধর্মকে ভয় করেন না ও মৃত্যুর শঙ্কা (ভয়) অনুভব করেন না।" "হে ব্রাহ্মণ, মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি আছে এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারীও আছে; আর এমন ব্যক্তি আছে যে মরণধর্মকে ভয় করে না এবং মৃত্যুর শঙ্কাও অনুভব করে না।"

"মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী কিরূপ? এ জগতে

কোনো কোনো ব্যক্তি কামে অনুরাগী হয়, কামে আকাঙ্ক্ষী হয়, কামে প্রেমী হয় এবং কাম-পিয়াসী হয়, কামপরিদাহী হয় ও কামতৃষ্ণায় বশীভূত হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'প্রিয় কামসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একেই বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি দেহে অনুরাগী হয়, দেহ আকাঙ্ক্ষী হয়, দেহপ্রেমী হয় এবং দেহপিয়াসী হয়, দেহপরিদাহী হয় ও দেহতৃষ্ণায় বশীভূত হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'প্রিয় দেহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় দেহ পরিত্যাগ করব।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একেই বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অকল্যাণকারী হয়, অকুশলকারী হয়, ভীরুর রক্ষাকারী হয় না, পাপী হয়, নিষ্ঠুর (নির্দয়) হয় ও অসৎকর্মী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'আমার দ্বারা কল্যাণকর্ম করা হয়নি, কুশলকর্ম করা হয়নি, ভীরু ব্যক্তিদের রক্ষা করা হয়নি; আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হয়েছে, নির্দয়পূর্ণ কার্য করা হয়েছে ও অসৎকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। অকল্যাণকারী, অকুশলকারী, ভীরুর অরক্ষাকারী, পাপী, নির্দয়ী ও অসৎকর্মীদের যেই গতি হয়, মৃত্যুর পর আমারও সেই গতি হবে।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একেই বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সন্দেহকারী হয়, বিচিকিৎসাসম্পন্ন (সন্দেহ পোষণকারী) হয় ও সদ্ধর্মের অনিষ্টকারী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'আমি সন্দেহকারী, বিচিকিৎসী ও সদ্ধর্মে অনিষ্টকারী।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একে বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি

ও মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী। এরাই হচ্ছে চার প্রকার মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

হে ব্রাহ্মণ, মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি কামের প্রতি বীতরাগী (অনাসক্ত) হয়, অনাকাঙ্ক্ষী হয়, অপ্রেমী হয়, অপিয়াসী হয়, অপরিদাহী হয় ও তৃষ্ণায় বশীভূত হয় না (বিতৃষ্ণ হয়)। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কের কারণে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় না যে, 'প্রিয় কামসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি দেহের প্রতি বীতরাগী হয়, অনাকাঙ্ক্ষী হয়, অপ্রেমী হয়, অপিয়াসী হয়, অপরিদাহী হয় ও তৃষ্ণায় বশীভূত হয় না। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'প্রিয় কামসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিষ্পাপ (ধার্মিক) হয়, দয়ালু হয়, সৎকর্মী হয়, কল্যাণকারী হয়, কুশলকারী হয় ও ভীরুর রক্ষাকারী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হয়নি, নির্দয়পূর্ণ করা হয়নি, অসৎকর্ম করা হয়নি; আমার দ্বারা কল্যাণকর কর্ম করা হয়েছে, কুশলকর্ম করা হয়েছে ও ভীরু ব্যক্তিদের রক্ষা করা হয়েছে। নিষ্পাপী, দয়ালু, সৎকর্মী, কল্যাণকারী, কুশলকারী, ভীরু রক্ষাকারী ব্যক্তির যেই গতি হয়, মৃত্যুর পর আমারও সেই গতি হবে।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সন্দেহহীন হয়, বিচিকিৎসাহীন হয় ও সদ্ধর্মে পূর্ণতালাভী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার

সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে, 'আমি সন্দেহমুক্ত, বিচিকিৎসাহীন ও সদ্ধর্মে পূর্ণতালাভী।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী। ব্রাহ্মণ, এরাই হচ্ছে চার প্রকার মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।"

"হে মাননীয় গৌতম, অতি আশ্চর্য! অতি অদ্ভুত! যেমন কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে করে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, তাঁর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। আজ হতে আমৃত্যু পর্যন্ত আমাকে উপাসকরূপে ধারণ করুন।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. ব্রাহ্মণ্য সত্য সূত্র

১৮৫. একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বহুসংখ্যক নামকরা (জ্ঞাত), প্রসিদ্ধ (অভিজ্ঞাত) পরিব্রাজক সিপ্পিনিকাতীরে পরিব্রাজকারামে অবস্থান করছিলেন, যেমন—অন্নভার, বরধর, সকুলুদায়ী প্রমুখ অন্যান্য নামকরা ও প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকগণ। একদিন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে সিপ্পিনিকাতীরে পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হলেন।

সে সময়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ একত্রিত হলে তাদের মধ্যে এরূপ অলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল—"এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য, এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য।" অনন্তর ভগবান সেই পরিব্রাজকদের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান পরিব্রাজকদের এরূপ বললেন :

"হে পরিব্রাজকগণ, একত্রিত হয়ে তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল?" "হে মাননীয় গৌতম, এখানে আমরা একত্রিত ও সম্মিলিত হলে আমাদের মধ্যে এরূপ আলোচ্য বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল—'এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য, এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য'।"

"হে পরিব্রাজকগণ, চার প্রকার ব্রাহ্মণ্য সত্য আমার কর্তৃক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে প্রচারিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ

জগতে কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকে—'সব প্রাণীই অবধ্য (হত্যার অনুচিত)।' এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মাণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ (উত্তম) বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও (অপর ব্যক্তির চেয়ে) হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ও অনুকম্পায় প্রতিপন্ন হয়।

পুনঃ, কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকে—'সব কাম অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।' এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মাণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ (উত্তম) বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে কামসমূহের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়।

পুনঃ, কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকে—'সব ভব অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।' এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মাণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবসমূহের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়।

পুনঃ, কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকে—'কোনো কিছুর সাথে আমি সম্পর্কযুক্ত নই এবং কোনো কিছুর প্রতি আমার আসক্তি নাই।' এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে আকিঞ্চন[১] (শূন্য অবস্থা অর্থাৎ কিছুই নেই) প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয়। পরিব্রাজকগণ, এই চার প্রকার ব্রাহ্মণ্য সত্যই আমার কর্তৃক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে প্রচারিত হয়েছে।" (পঞ্চম সূত্র)

---

[১]। পালিতে 'আকিঞ্চঞ্ঞঞ্ঞ'। এ অবস্থার সত্ত্বগণের বায়ুর অদৃশ্য দেহ আছে বটে, কিন্তু 'নাম' নামক 'বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান' কার্যকরী নহে বলে নিষ্ক্রিয়। সে জন্য এই অবস্থার সত্ত্বগণকে 'আকিঞ্চঞ্ঞঞ্ঞ' (আকিঞ্চন) সত্ত্ব বা কেবল শূন্যময় অবস্থার সত্ত্ব বলা হয়। পালি বাংলা অভিধান ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির।

৬. উন্মার্গ সূত্র

১৮৬. একসময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, লোক বা জগৎ কী দ্বারা চালিত হয়, কী বা কার দ্বারা লোক নিরীক্ষণ করা যায় এবং কী-ই বা উৎপন্ন হলে বশ (আয়ত্ত) হয়?"

সাধু, সাধু, ভিক্ষু, তুমি অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ—'ভন্তে, লোক বা জগৎ কী দ্বারা চালিত হয়, কী বা কার দ্বারা নিরীক্ষণ করা যায় এবং কী-ই বা উৎপন্ন হলে বশ (আয়ত্ত) হয়?' "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ"। "ভিক্ষু, চিত্তের দ্বারা লোক বা জগৎ চালিত হয়, চিত্তের দ্বারা লোক নিরীক্ষণ করা যায় এবং চিত্ত উৎপন্ন হলেই বশ বা আয়ত্ত হয়।"

'সাধু, ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আরও প্রশ্ন করলেন, "ভন্তে, এই যে 'বহুশ্রুত ধর্মধর, বহুশ্রুত ধর্মধর' বলা হয়—কিরূপে একজন বহুশ্রুত ধর্মধর হয়?"

সাধু, সাধু ভিক্ষু, তুমি অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ, "ভন্তে, এই যে 'বহুশ্রুত ধর্মধর, বহুশ্রুত ধর্মধর' বলা হয়—কিরূপে একজন বহুশ্রুত ধর্মধর হয়?" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।" "হে ভিক্ষু, আমার কর্তৃক বহু প্রকারে ধর্ম দেশিত হচ্ছে, যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল। ভিক্ষু, চতুষ্পদ গাথার অর্থ ও ধর্ম বিবেচনা (বিচার) করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ব্যক্তিকেই যথার্থরূপে বহুশ্রুত ধর্মধর বলা হয়।"

'সাধু, ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আরও প্রশ্ন করলেন, "ভন্তে, এই যে 'শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ' বলা হয়—কিরূপে একজন শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়?"

"সাধু, সাধু ভিক্ষু, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ, "ভন্তে, এই যে 'শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ' বলা হয়—কিরূপে একজন শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়?" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।" ভিক্ষু, এ জগতে ভিক্ষুর 'এটি দুঃখ' তা শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; 'এটি দুঃখ সমুদয়' তা তার শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; 'এটি দুঃখ নিরোধ' তা তার শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা

তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' তাও তার শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; ভিক্ষু এরূপে একজন শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়।

"সাধু, ভন্তে," বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আরও প্রশ্ন করলেন, "ভন্তে, এই যে 'পণ্ডিত মহাজ্ঞানী, পণ্ডিত মহাজ্ঞানী' বলা হয়। কিরূপে একজন পণ্ডিত মহাজ্ঞানী হয়?"

সাধু, সাধু, ভিক্ষু, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ, "ভন্তে, এই যে 'পণ্ডিত মহাজ্ঞানী, পণ্ডিত মহাজ্ঞানী' বলা হয়—কিরূপে একজন পণ্ডিত মহাজ্ঞানী হয়?" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।" "ভিক্ষু, এ জগতে পণ্ডিত মহাজ্ঞানী নিজের অনিষ্ট চিন্তা করে না, অপরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, উভয়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না; আত্মহিত, পরহিত, উভয়হিত এবং সর্বলোকের হিত চিন্তা করে। হে ভিক্ষু, এরূপেই একজন পণ্ডিত মহাজ্ঞানী হয়।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বর্ষাকার সূত্র

১৮৭. একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন বেলুবনস্থ কলন্দকনিবাপে। সেই সময়ে মগধমহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মগধমহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"মাননীয় গৌতম, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনতে (জানতে) পারে কি?" "হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব।" "মাননীয় গৌতম, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনতে পারে কি?" "হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব।" "মাননীয় গৌতম, একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনতে পারে কি?" "হে ব্রাহ্মণ, একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব।" "মাননীয় গৌতম, একজন সৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনতে পারে কি? "হে ব্রাহ্মণ, একজন সৎপুরুষ অন্য

অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব।"

মাননীয় গৌতম, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! গৌতমের দ্বারা এটি সুভাষিত হলো যে, "হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব। একজন সৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব।

মাননীয় গৌতম, একসময় তোদেয়্য ব্রাহ্মণের পরিষদ এরূপ বদনাম করছিল যে, 'এই মূর্খ এলেয়্যো রাজা শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি বিপ্রসন্ন (ভক্ত), শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি এরূপে পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম (বন্দনা) ও সমীচীনকর্ম বা শ্রদ্ধানিবেদন করেন। এমনকি এলেয়্যো রাজার পরিষদ, যথা : যমক, মোগ্গল্লো, উগ্র, নাবিন্দকী, গন্ধর্ব, অগ্নিবৈশ্যগণও মূর্খ যারা শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি বিপ্রসন্ন। তারাও শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি এরূপে পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীনকর্ম করেন।" "হে ব্রাহ্মণ, তোদেয়্যো ব্রাহ্মণ তাদের এভাবেই (পরিচালিত করে) উপদেশ দেয়। তারা কি মনে করে যে, পণ্ডিত এলেয়্যো রাজা কার্যমীমাংসায় এবং অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন?" "মাননীয়, এরূপই, পণ্ডিত রাজা এলেয়্যো কার্য-মীমাংসায় এবং বাদ-মীমাংসায় অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।"

"মাননীয় গৌতম, যেহেতু, রামপুত্র শ্রমণ কার্য-মীমাংসায় বাদ-মীমাংসায় পণ্ডিত রাজা এলেয়্যোর চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাই রাজা এলেয়্যো শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি অভিপ্রসন্ন এবং তিনি রামপুত্র শ্রমণের প্রতি এরূপে বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীনকর্ম করেন।"

"হে ব্রাহ্মণ, তারা মনে করে যে, পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদ, যথা : যমক, মোগ্গল্লো, উগ্র, নাবিন্দকী, গন্ধর্ব, অগ্নিবৈশ্যগণ কার্য মীমাংসায় এবং বাদ-মীমাংসায় অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন?" 'মাননীয়, এরূপই, পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদ যথা : যমক, মোগ্গল্লো, উগ্র, নাবিন্দকী, গন্ধর্ব, অগ্নিবৈশ্যগণ কার্য মীমাংসায় এবং বাদ-মীমাংসায় অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।"

"মাননীয় গৌতম, যেহেতু রামপুত্র শ্রমণ কার্য-মীমাংসায় ও বাদ-

মীমাংসায় পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাই পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদ শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি অভিপ্রসন্ন; এবং তারা শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি এরূপে পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীনকর্ম করেন।"

"মাননীয় গৌতম, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! মাননীয় গৌতমের দ্বারা এটি সুভাষিত হলো যে, 'হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব। আর একজন সৎপুরুষ অন্য অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব। মাননীয় গৌতম, আমরা এখন গমন করব। আমাদের বহুকৃত্য (কার্য) ও করণীয় আছে।" "হে ব্রাহ্মণ, এখন তুমি যা উচিত মনে কর।" অতঃপর মগধমহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। (সপ্তম সূত্র)

৮. উপক সূত্র

১৮৮. একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে মণ্ডিকাপুত্র উপক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মণ্ডিকাপুত্র উপক ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, আমি এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিপোষণকারী যে, কোনো ব্যক্তি অপরকে নিন্দা করে থাকে, সে অপরকে নিন্দা করলেও সব নিন্দা কার্যে পরিণত করতে পারে না। কার্যে পরিণত করতে না পেরে ঘৃণার্হ ও নিন্দার্হ হয়।" "হে উপক, তদ্রূপ তুমিও অপরকে নিন্দা কর, কিন্তু অপরকে নিন্দা করলেও সেই নিন্দা কার্যে পরিণত করতে পারো না। কার্যে পরিণত করতে না পেরে ঘৃণার্হ ও নিন্দার্হ হও।" (তখন উপক বলল) "ভন্তে , যেমন জালে ভেসে উঠা মৎস্যকে বৃহৎ পাশ বা রজ্জু দ্বারা বন্ধন (বা আবদ্ধ) করে; ঠিক এরূপেই আমিও ভেসে উঠে ভগবানের মহৎ কথাপাশে আবদ্ধ হয়েছি।"

"হে উপক, আমার কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, 'এটি অকুশল বিষয়'। তথাগতের যেই ধর্মদেশনা অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত তাই হচ্ছে অকুশল। উপক, মৎ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত সেই অকুশল পরিত্যাগ করা

উচিত। তথাগতের ধর্মদেশনা অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত—এরূপে অকুশল পরিত্যাগ করা উচিত।

উপক, আমার কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, 'এটি কুশল বিষয়'। তথাগতের যেই ধর্মদেশনা অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত তাই হচ্ছে কুশল। উপক, মৎ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত সেই কুশল ভাবিত বা বৃদ্ধি করা উচিত। তথাগতের অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্মদেশনা—এরূপে কুশল ভাবিত বা বৃদ্ধি করা উচিত।"

অতঃপর মণ্ডিকাপুত্র উপক ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন এবং অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে মগধ রাজ্যের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে যেরূপ কথাবার্তা হয়েছিল তৎসমস্ত মগধ রাজ্যের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুকে বললেন।

এরূপ উক্ত হলে মগধ রাজ্যের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে মণ্ডিকাপুত্র উপককে এরূপ বললেন, "বিধ্বংসী লবণ প্রস্তুতকারী বালক, মুখর (বাচাল) ও কী দুঃসাহসী যে, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের সম্মুখবর্তী হওয়া উচিত বলে মনে করে। উপক, দূর হও এখান হতে, বিনাশ হোক তোমার, তোমাকে যাতে আর এখানে না দেখি।" (অষ্টম সূত্র)

৯. উপলব্ধিযোগ্য সূত্র

১৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম উপলব্ধিযোগ্য। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন ধর্ম আছে, যা কায় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য, এমন ধর্ম আছে, যা স্মৃতিদ্বারা উপলব্ধিযোগ্য, এমন ধর্ম আছে, যা চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ও এমন ধর্ম আছে, যা প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কায় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম কিরূপ? অষ্টবিধ বিমোক্ষ[১] কায় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য।

স্মৃতি দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম কিরূপ? স্মৃতি দ্বারা পূর্বনিবাস (পূর্বপূর্ব জন্মের বাসস্থান) উপলব্ধিযোগ্য।

চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য কিরূপ? সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (জন্ম-মৃত্যু) চক্ষুদ্বারা উপলব্ধিযোগ্য।

প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম কিরূপ? আসব ক্ষয়ই প্রজ্ঞা দ্বারা

---

[১]। অষ্টবিধ বিমোক্ষ বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য, দীর্ঘনিকায় তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৫—ভিক্ষু শীলভদ্র, অঙ্গুত্তরনিকায় চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, পৃ. ২৯৪ সুমঙ্গল বড়ুয়া।

উপলব্ধিযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম।"

(নবম সূত্র)

১০. উপোসথ সূত্র

১৯০. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন পূর্বারামস্থ মিগারমাতা প্রাসাদে। সেই সময় ভগবান উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর ভগবান তূষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘকে তূষ্ণীভূত (মৌনাবলম্বিত) অবস্থায় দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, যেরূপ পরিষদ অনলস, নিষ্প্রলাপী ও পরিশুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত; এই ভিক্ষুসংঘ পরিষদও সেরূপ। যেরূপ পরিষদের দর্শন লাভ করা জগতে দুর্লভ, সেরূপ এই ভিক্ষুসংঘ ও এই পরিষদ। যেরূপ পরিষদ আহ্বানের যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় (বন্দনার যোগ্য) ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, এই ভিক্ষুসংঘ আর এই পরিষদও সেরূপ। যেই পরিষদে অল্প দানে বহুফল হয় ও বহুদানে বহুতর ফল হয়, এই ভিক্ষুসংঘ ও পরিষদ সেরূপ। যেই পরিষদ দর্শনের জন্য খাদ্যদ্রব্যসহ যোজন যোজন রাস্তা গমন করে, এই ভিক্ষুসংঘ ও পরিষদ সেরূপ।

এই ভিক্ষুসংঘে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষু আছে। এই ভিক্ষুসংঘে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষুও আছে। এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আনেঞ্জাপ্রাপ্ত (শূন্যতা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত) হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষু আছে। আর এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আর্যপ্রাপ্ত (অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত) হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষুও আছে।

কিরূপে ভিক্ষু দেবত্বপ্রাপ্ত হয়? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু

দেবত্বপ্রাপ্ত হয়।

কিরূপে ভিক্ষু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়? এ জগতে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্ব, অধ, নিম্নে আড়াআড়িতে সর্বত্র, সব প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। ভিক্ষু করুণাসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধে, নিম্নে তির্যকক্রমে সর্বত্র সব প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। ভিক্ষু মুদিতাসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধে, নিম্নে তির্যকক্রমে সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। ভিক্ষু উপেক্ষাসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধে, নিম্নে তির্যকক্রমে সর্বত্র, সব প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আনেঞ্জাপ্রাপ্ত হয়? এ জগতে ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে 'অনন্ত আকাশ' সংজ্ঞায় আকাশ অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে সম্পূর্ণরূপে আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে 'অনন্ত বিজ্ঞান' সংজ্ঞায় বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞায় বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে 'কিছুই নাই' সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে। এবং সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আনেঞ্জাপ্রাপ্ত হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আর্যপ্রাপ্ত (অর্হৎ) হয়? এ জগতে ভিক্ষু 'এটি দুঃখ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ সমুদয়' তা যথার্থরূপে জানে,'এটি দুঃখ

নিরোধ’ তা যথার্থরূপে জানে, ‘এটি দুঃখ নিরোধের উপায়’ তা যথার্থরূপে জানে। এরূপেই ভিক্ষু আর্যপ্রাপ্ত হয়।” (দশম সূত্র)

ব্রাহ্মণ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

যোদ্ধা, প্রতিভূ, শ্রুত, অভয়, ব্রাহ্মণ্য সত্য পঞ্চম;
উন্মার্গ, বর্ষাকার, উপক, উপলব্ধিযোগ্য ও উপোসথ দশম।

(২০) ৫. মহাবর্গ

১. শ্রোতানুগত সূত্র

১৯১. “হে ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশিত হয়। চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায়। এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত প্রথম আনিশংস।

পুনঃ, এ জগতে ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল—এই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না; অধিকন্তু, চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান ভিক্ষু দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে, ‘এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।’ এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। যেমন, ভেরি শব্দে দক্ষ কোনো পুরুষ রাজপথে উপস্থিত হয়ে ভেরি শব্দ শুনতে পেলে ‘এটি ভেরির শব্দ নাকি নয়’ এরূপে তার কোনো সন্দেহ বা বিমতি হয় না। অতঃপর এটি

ভেরির শব্দ বলেই তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুও সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল—এই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, অধিকন্তু চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান এক ভিক্ষু দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে, 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।' এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত দ্বিতীয় আনিশংস।

পুনঃ, ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল—এই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, আর চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে না, কিন্তু দেবপুত্র দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে, 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম'। এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। যেমন, শঙ্খ-শব্দে দক্ষ কোনো পুরুষ রাজপথে উপস্থিত হয়ে শঙ্খ-শব্দ শুনতে পেলে 'এটি শঙ্খের শব্দ নাকি নয়' এরূপে তার কোনো সন্দেহ বা বিমতি হয় না। অতঃপর এটি শঙ্খ-শব্দই বলে তার পূর্ণবিশ্বাস জন্মায়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুও সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল—এই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, আর চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষুও দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে না, কিন্তু দেবপুত্র দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে, 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।' এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই

সত্ত্ব খুব দ্রুতভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্যের পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত তৃতীয় আনিশংস।

পুনঃ, ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল—এই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেবপরিষদে ধর্ম দেশনা করে না; আর দেবপুত্রও দেবপরিষদে ধমদেশনা করে না। কিন্তু কোনো উপপাতিক সত্ত্ব তাকে এরূপে স্মরণ করিয়ে দেয়—'প্রভু, আপনি স্মরণ করুন, আপনি স্মরণ করুন যে, যেখানে আমরা পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম'। প্রত্যুত্তরে সে এরূপ বলে—'প্রভু, আমি স্মরণ করছি, আমি স্মরণ করছি'। এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। যেমন, ধূলি খেলার দুই সাথী মাঝে মধ্যে একে অপরের সাথে মিলিত হলে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে এরূপ বলে থাকে—'বন্ধু, এটি তোমার স্মরণ হচ্ছে কি? বন্ধু, এটি কি তোমার স্মরণ হচ্ছে'? প্রত্যুত্তরে অপর বন্ধু এরূপ বলে—'বন্ধু, আমি স্মরণ করছি, বন্ধু, আমার স্মরণ হচ্ছে'। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুও সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল—এই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে না। আর দেবপুত্রও দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে না, কিন্তু উপপাতিক উপপাতিককে এরূপ স্মরণ করিয়ে দেয়—'প্রভু, আপনি স্মরণ করুন, আপনি স্মরণ করুন যে, যেখানে আমরা পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।' প্রত্যুত্তরে অন্যজন এরূপ বলে—'প্রভু, আমি স্মরণ করছি, আমি স্মরণ করছি।' এরূপে মন্থর গতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ে, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত চতুর্থ আনিশংস। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এই চার

প্রকার আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. বিষয় সূত্র

১৯২. "হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বিষয় অপর চার বিষয় দ্বারা জ্ঞাতব্য। চার প্রকার কী কী? সহাবস্থানের মাধ্যমে একজনের শীল সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়। সংস্রবের মাধ্যমে একজনের শুদ্ধতা (পবিত্রতা) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়। আপদ বা বিপদের মাধ্যমে একজনের বল (শক্তি) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়। আর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়।

ভিক্ষুগণ, 'সহাবস্থানের মাধ্যমে একজনের শীল সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়;' এরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সহাবস্থানের দরুন এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকাল ধরে শীলসমূহ ভঙ্গকারী, ছিদ্রকারী, সবলকারী (কলুষিতকারী), বিরুদ্ধকারী, অমঙ্গলকারী, অসামঞ্জস্যকারী এবং এই আয়ুষ্মান শীলসমূহে দুঃশীল; শীলবান নয়।'

ভিক্ষুগণ, এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সহাবস্থানের দরুন এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকাল ধরে শীলসমূহ অভঙ্গকারী, অছিদ্রকারী, অসবলকারী, অবিরুদ্ধকারী, সঙ্গতকারী, সামঞ্জস্যকারী এবং এই আয়ুষ্মান শীলসমূহে শীলবান, দুঃশীল নয়।' 'সহাবস্থানের মাধ্যমে একজনের শীল সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়; এরূপে যা ব্যক্ত

হয়েছে, এই হেতুতেই তা ব্যক্ত হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, 'সংস্রবের মাধ্যমে একজনের শুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়' এরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সংস্রবের দরুন এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মান নানাভাবে একজনের সাথে একরকম আচরণ (ব্যবহার) করে, দুই জনের সাথে ভিন্নভাবে, তিনজনের সঙ্গে ভিন্নরূপে এমনকি বহুজনের সাথেও অন্যভাবে আচরণ করে। তার পূর্বের আচরণের সাথে পরের আচরণের সঙ্গতি থাকে না। এই আয়ুষ্মান আচরণগত দিক দিয়ে অপরিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ আচরণকারী নয়।'

ভিক্ষুগণ, এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সংস্রবের দরুন এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মান একজনের সাথে একরকম আচরণ করে, দুইজনের সাথে একইভাবে, তিনজনের সঙ্গে একইরূপে, এমনকি বহুজনের সাথেও একইভাবে আচরণ করে। তার পূর্বের আচরণের সাথে পরের আচরণের সঙ্গতি থাকে। এই আয়ুষ্মান পরিশুদ্ধ আচরণকারী, অপরিশুদ্ধ আচরণকারী নয়।' 'সংস্রবের মাধ্যমে একজনের শুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়;' এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, 'আপদ বা বিপদের মাধ্যমে একজনের বল (শক্তি) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়'—এরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়েও এরূপ গভীর চিন্তা করে না—'সেরূপ এ জনসংবাস ও এ দেহধারণ যেরূপ জনসংবাস ও দেহধারণের দরুন অষ্টলোক ধর্ম লোককে (জগৎকে) ব্যাপৃত বা অনুপরিবর্তন করে এবং জগৎও অষ্টলোকধর্মে আবর্তিত হয়, যথা : লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।' সে জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে, ক্লান্ত হয়, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখপ্রাপ্ত হয়ে এরূপ গভীর চিন্তা করে—'সেরূপ এ জনসংবাস ও এ দেহধারণ যেরূপ জনসংবাস ও দেহধারণের দরুন অষ্টলোকধর্ম লোককে ব্যাপৃত বা অনুপরিবর্তন করে এবং জগৎও অষ্টলোকধর্মে আবর্তিত হয়, যথা : লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।' সে জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে না, ক্লান্ত হয় না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। 'আপদ বা বিপদের মাধ্যমে একজনের বল (শক্তি) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়।' এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা এই হেতুতেই উক্ত হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়' এরূপে উক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মানকে উন্মার্গ ও মীমাংসামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইনি আসলে দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, বিপুল ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে না। সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত নয়; সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে, অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপ্ত করতে এবং আরোপ, উদ্ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও অসমর্থ। তাই এই আয়ুষ্মান আসলে দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়।'

ভিক্ষুগণ, যেমন, চক্ষুষ্মান পুরুষ জলপূর্ণ হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে জলে ভেসে উঠা ছোট ছোট মৎস্য দর্শন করে। তার এরূপ মনে হয় যে, 'এই মৎস্যগুলোর নড়াচড়া, তরঙ্গাঘাত ও চলার গতি দেখে ধারণা হয় যে, এই মৎস্য ছোট, বড় নয়। এরূপেই একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানে যে, ইনি দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে না।' সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত নয়; সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে এবং আরোপ,

উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও অসমর্থ। তাই এই আয়ুষ্মান দুপ্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়।'

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো পুদ্গল আরেকজন পুদ্‌গলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মানকে উন্মার্গ ও মীমাংসামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইনি আসলে প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে। সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে, অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপ্ত করতে এবং আরোপ, উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও দক্ষ। তাই এই আয়ুষ্মান আসলে প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন, চক্ষুষ্মান পুরুষ জলপূর্ণ হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে জলে ভেসে উঠা বড় মৎস্য দর্শন করে। তার এরূপ মনে হয় যে, 'এই মৎস্যগুলোর নড়াচড়া, তরঙ্গাঘাত ও চলার গতি দেখে ধারণা হয় যে, এই মৎস্য বড়, ছোট নয়।' ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্‌গলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এরূপ জানে যে, 'এই আয়ুষ্মানকে উন্মার্গ ও মীমাংসামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইনি আসলে প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে। সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে, অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপ্ত করতে এবং আরোপ, উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও দক্ষ। তাই এই আয়ুষ্মান আসলেই প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়।'

ভিক্ষুগণ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়' এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে। এই চার প্রকার বিষয় অপর চার বিষয় দ্বারা জ্ঞাতব্য।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ভদ্রিয় সূত্র

১৯৩. একসময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন মহাবনস্থ কূটাগারশালায়। সে সময় ভদ্রিয় লিচ্ছবি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট ভদ্রিয় লিচ্ছবি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমি এরূপ শ্রবণ করেছি

যে, 'শ্রমণ গৌতম নাকি কুহকী মায়া জানেন, যা দ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকদেরও আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করেন।' ভন্তে, যারা এরূপ বলেন যে, 'শ্রমণ গৌতম নাকি কুহকী মায়া জানেন, যা দ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকদেরও আবর্তিত করেন' তারা কি ভগবানের প্রতি অভূত (অসত্য) বিষয়ে দুর্নাম (অপবাদ) করল, নাকি ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করল অথবা কি তাদের সহধার্মিক বাদানুবাদের দরুন নিন্দার্হ হয়? ভন্তে, আমরা ভগবানকে অপবাদ বা নিন্দা করতে অনিচ্ছুক।"

হে ভদ্রিয়, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, ভদ্রিয়, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে, 'এ ধর্মসমূহ অকুশল, দোষজনক, বিজ্ঞজনের নিন্দিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়;' কেবল তখনিই তা তোমরা ত্যাগ করবে।

ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, পুরুষের আধ্যাত্মিকভাবে যে লোভ, দোষ (দ্বেষ), মোহ ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় তা কি তার হিতের জন্য উৎপন্ন হয়, নাকি অহিতের জন্য? "ভন্তে, অহিতের জন্য।" "ভদ্রিয়, লোভী, দোষযুক্ত, মোহযুক্ত ও ক্রোধী পুরুষ পুদ্গল লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হয়ে (লোভ, দোষ, মোহ ও ক্রোধ চিত্তে) প্রাণিহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, পরদারে গমন করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং অপরকেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত বা উৎসাহিত করে, যা দীর্ঘকাল ধরে অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।"

"ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, এই ধর্মসমূহ কুশল নাকি অকুশল?" "ভন্তে, অকুশল।" "দোষযুক্ত নাকি দোষমুক্ত?" "ভন্তে, দোষযুক্ত।" "বিজ্ঞজনের গর্হিত (নিন্দিত) নাকি প্রশংসিত?" "ভন্তে, গর্হিত।" "সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়, নাকি হয় না? এ বিষয়ে তোমাদের কী মত?" "ভন্তে, সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের এই মত।"

ভদ্রিয়, সেই বিষয়ে তাদের আমরা পূর্ব হতে এরূপ বলে আসছি যে, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি

শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে, 'এ ধর্মসমূহ অকুশল, দোষজনক, বিজ্ঞজনের নিন্দিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়'; কেবল তখনিই তা তোমরা ত্যাগ করবে। এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে; তা এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে।

ভদ্রিয়, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে, 'এ ধর্মসমূহ কুশল, দোষমুক্ত, বিজ্ঞজনের প্রশংসিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে হিত ও সুখের জন্য সংবর্তিত হয়'; কেবল তখনিই তা তোমরা লাভ করে অবস্থান করবে।

"ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, পুরুষের আধ্যাত্মিকভাবে যে অলোভ, অদোষ (অদ্বেষ), অমোহ ও অক্রোধ উৎপন্ন হয় তা কি তার হিতের জন্য উৎপন্ন হয়, নাকি অহিতের জন্য?" "ভন্তে, হিতের জন্য।" "ভদ্রিয়, অলোভী, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত ও অক্রোধী পুরুষ পুদ্গল লোভ, দোষ, মোহ ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত না হয়ে (অলোভ, অদোষ, অমোহ ও অক্রোধ চিত্তে) প্রাণিহত্যা করে না, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে না, পরদারে গমন করে না, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং অপরকেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত বা উৎসাহিত করায় না, যা দীর্ঘকাল ধরে হিত ও সুখের কারণ হয়।" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।"

"ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, এই ধর্মসমূহ কুশল নাকি অকুশল?" "ভন্তে, কুশল।" "দোষযুক্ত নাকি দোষমুক্ত?" "ভন্তে, দোষমুক্ত।" "বিজ্ঞজনের গর্হিত নাকি প্রশংসিত?" "ভন্তে, প্রশংসিত।" "সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়, নাকি হয় না? আর যদি তা হয় কীরূপেই বা এরূপ হয়?" "ভন্তে, সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে হিত ও সুখের জন্য সংবর্তিত হয়—ঠিক এপ্রকারেই এরূপ হয়।"

"ভদ্রিয়, সে বিষয়ে তাদের আমরা পূর্ব হতে এরূপ বলে আসছি যে, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে, 'এ ধর্মসমূহ কুশল, দোষমুক্ত, বিজ্ঞজনের

প্রশংসিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে হিত ও সুখের জন্য সংবর্তিত হয়'; কেবল তখনিই তা তোমরা লাভ করে অবস্থান করবে। এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে।

ভদ্রিয়, জগতে কোনো সৎপুরুষ থাকলে তার শ্রাবককে এরূপে প্ররোচিত করে—'হে পুরুষ, এসো লোভকে ত্যাগ করে অবস্থান করো। লোভকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে লোভজনক কর্ম করো না। দোষকে (দ্বেষকে) ত্যাগ করে অবস্থান করো। দোষকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে দোষজনক কর্ম করো না। মোহকে ত্যাগ করে অবস্থান করো। মোহকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে মোহজনক কর্ম করো না। এবং ক্রোধকে ত্যাগ করে অবস্থান করো। ক্রোধকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে ক্রোধজনক কর্ম করো না।"

এরূপ ব্যক্ত হলে ভদ্রিয় লিচ্ছবি ভগবানকে এরূপ বললেন, "অতি সুন্দর, অতি মনোরম! ভন্তে, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই ভগবানের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।"

"হে ভদ্রিয়, তাহলে কি আমি তোমাকে এরূপ বলেছি যে, 'ভদ্রিয়, এসো, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমার শাস্তা হব?" "ভন্তে, না।" "এরূপবাদী ও এরূপ প্রকাশকারী কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমাকে অসৎ, তুচ্ছ, মিথ্যা ও অভূতভাবে অপবাদ করে, যথা : 'শ্রমণ গৌতম নাকি কুহকী মায়া জানেন, যা দ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকদেরও আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করেন।" "ভন্তে, আবর্তনীয় মায়া সত্যি মঙ্গলপ্রদ ও কল্যাণকর। আমার প্রিয় আত্মীয়স্বজনকে এই আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করতে পারলেই মঙ্গল।" "এটা আমার আত্মীয়-স্বজনদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। যদি সব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের এই আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে।"

"এরূপ ভদ্রিয়, তা এরূপই যে, অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ ও

কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি সব ক্ষত্রিয়দের এই আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ ও কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি সকল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য ও কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মলোক, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এবং সদেব মনুষ্যগণদেরও এই আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। আর ভদ্রিয়, অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ ও কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি মহাশাল বৃক্ষরাজিকেও এই আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করতে পারি তবে, তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। আর মনুষ্যদের কথাই বা কী!" (তৃতীয় সূত্র)

৪. সামুগিয় সূত্র

১৯৪. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কোলিয়তে অবস্থান করছিলেন সামুগং নামক কোলিয়দের গ্রামে। অতঃপর বহুসংখ্যক সামুগিয় কোলিয়পুত্র আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই সামুগিয় কোলিয়পুত্রগণকে আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন, "সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ লাভের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চার প্রকার শ্রেষ্ঠ, পরিশুদ্ধ প্রধানীয় বা অনুশীলনীয় অঙ্গ জ্ঞাত, দর্শিত ও সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীলপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, দৃষ্টি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ ও বিমুক্তি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

শ্রেষ্ঠ শীলপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। একেই শীল পরিশুদ্ধি বলে। এরূপে শীল পরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব', পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব' আর তথায় যেই ছন্দ (ইচ্ছা), ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় শীলপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

শ্রেষ্ঠ চিত্তপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে, যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। একেই চিত্তপরিশুদ্ধি বলে। এরূপে চিত্তপরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব' পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব'। আর তথায় যেই ছন্দ, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

দৃষ্টিপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু 'এটি দুঃখ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ সমুদয়', 'এটি দুঃখ নিরোধ', 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' যথার্থভাবে জানে। একেই দৃষ্টিপরিশুদ্ধি বলে। এরূপে দৃষ্টিপরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব', পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব' আর তথায় যেই ছন্দ, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

শ্রেষ্ঠ বিমুক্তিপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কিরূপ? শ্রেষ্ঠ আর্যশ্রাবক এই শীলপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, চিত্তপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ ও দৃষ্টিপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ দ্বারা কামোদ্দীপক ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে সরিয়ে রাখে ও বন্ধন মুক্তিকারক ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে মুক্ত করে। সে কামোদ্দীপক ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে সরিয়ে রেখে ও বন্ধন মুক্তিকারক ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে মুক্ত করে সম্যক বিমুক্তি লাভ করে। একেই বিমুক্তিপরিশুদ্ধি বলে। এরূপে বিমুক্তিপরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব', পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব' আর তথায় যেই ছন্দ, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় বিমুক্তিপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সত্ত্বগণকে বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ

লাভের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য এই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ পরিশুদ্ধ প্রধানীয় বা অনুশীলনীয় অঙ্গ জ্ঞাত, দর্শিত ও সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. বপ্প সূত্র

১৯৫. একসময় ভগবান শাক্য নগরীতে অবস্থান করছিলেন কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে। সে সময়ে নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্য আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বললেন :

"হে বপ্প, কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে সংযত হলে অবিদ্যা ধ্বংস হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই কারণে পুরুষ দুঃখবেদনীয় আসবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে?" "হ্যাঁ ভন্তে, সেই কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি। এটি পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিপক্ব বিপাক। সেই কারণে বা হেতুতেই পুরুষ দুঃখবেদনীয় আসবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে।" এভাবে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ও নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ বললেন :

"হে মৌদ্গাল্লায়ন, একত্রিত হয়ে তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল?" "ভন্তে, নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যকে আমি এরূপ বলেছিলাম, 'হে বপ্প, কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে সংযত হলে অবিদ্যা ধ্বংস হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই কারণে পুরুষ দুঃখবেদনীয় আসবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে?" এরূপ বললে নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্য আমাকে বলল, 'হ্যাঁ ভন্তে, সেই কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি। এটি পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিপক্ব বিপাক। যেই কারণে বা হেতুতেই পুরুষ দুঃখবেদনীয় আসবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে।" ভন্তে, এই বিষয়েই আমার ও নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল; অনন্তর ভগবান আগমন করলেন।

অতঃপর ভগবান নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যকে এরূপ বললেন, "হে বপ্প, যদি তুমি আমাকে সঠিকরূপে জানতে পার, প্রত্যাখ্যানীয় বিষয় প্রত্যাখ্যান

কর এবং আমার দ্বারা ভাষিত যেই বিষয়ের অর্থ বুঝতে না পার তা আমার নিকট উত্তরোত্তর জিজ্ঞাসা করতে পার যে, 'ভন্তে, এটির অর্থ কিরূপ? আর এটি অনুকূল কথা নয় কি?" "ভন্তে, আমি ভগবানকে সঠিকরূপে জানব, প্রত্যাখ্যানীয় বিষয় প্রত্যাখ্যান করব এবং ভগবানের দ্বারা ভাষিত যেই বিষয়ের অর্থ বুঝতে না পারি বা আমি ভগবানের নিকট উত্তরোত্তর জিজ্ঞাসা করব যে, 'ভন্তে, এটির অর্থ কিরূপ? আর এটি অনুকূল কথা নয় কি?"

"বপ্প, তা তুমি কি মনে কর, যে ব্যক্তির কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও অবিদ্যার দ্বারা কৃতকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ আসব ও পরিলাহ (কষ্ট) উৎপন্ন হয়, কিন্তু কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও অবিদ্যার দ্বারা কৃতকর্ম হতে নিবৃত্তজনের সেরূপ আসব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয় না। সে নতুনভাবে আর কোনো কর্ম (কার্য) করে না, পুরনো কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও তা ধ্বংস করে; যা সন্দৃষ্টিক, নির্জর (অক্ষয়), অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, ঔপনায়িক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই কারণে পুরুষ দুঃখবেদনীয় আসবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্মগ্রহণ করছে।"

"না ভন্তে,"

বপ্প, এরূপে সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সতত অবস্থানের দরুন ছয়টি বিষয় অধিগত হয়। যথা : যে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পষ্টব্য সংস্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। সে কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে, 'আমি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে 'আমি জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; আর 'কায় ভেদে মৃত্যুর পর (জীবনাবসানের পর) এই সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও প্রশান্ত হবে' তাও প্রকৃতরূপে জানে।

যেমন, বপ্প, যজ্ঞীয় খুঁটি বা স্তম্ভের প্রত্যয়ে ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। অতঃপর কোনো পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে। সে সেই যজ্ঞীয় খুঁটির মূল ছেদন করে, মূল ছেদনপূর্বক সমূলে উঠিয়ে ফেলে উশীর নালি পর্যন্ত মূল অবশিষ্ট না রেখে সমস্ত মূল উপড়িয়ে নিয়ে আসে। তার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদন করে। খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদন করে ফাড়ে। ফাড়ার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে বিভক্ত করে বাতাসে ও রৌদ্রে

শুকায়। বাতাসে ও রৌদ্রে শুকিয়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে চূর্ণ করে, চূর্ণ করে প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে দেয় অথবা খরস্রোত নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বপ্প, এরূপে সেই যজ্ঞীয় খুঁটির প্রত্যয়ে প্রতিবিম্বিত ছায়া মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও পুনরোৎপত্তি রহিত হয়।

বপ্প, ঠিক এরূপেই সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সতত অবস্থানের দরুন ছয়টি বিষয় অধিগত হয়। যথা : সে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পষ্টব্য সংস্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। সে কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে 'আমি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে 'আমি জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; আর 'কায় ভেদে মৃত্যুর পর এই সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও প্রশান্ত হবে' তাও প্রকৃতরূপে জানে।

এরূপ উক্ত হলে নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, যেমন ধনাকাঙ্ক্ষী পুরুষ পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে। সে তা লাভ করে না, অধিকন্তু পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হয়। তদ্রূপভাবেই আমিও ধনাকাঙ্ক্ষী মূর্খ নির্গ্রন্থগণকে পূজা করেছি। তাই আমি কোনো ফল লাভ করিনি, অধিকন্তু পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হয়েছি। ভন্তে, মূর্খ নির্গ্রন্থগণের প্রতি যে আমার শ্রদ্ধা ছিল আজ হতে তা আমি প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছি এবং খরস্রোত নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছি। অতি সুন্দর ভন্তে, অতি মনোরম ভন্তে, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই ভগবানের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. সাল্হ সূত্র

১৯৬. একসময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন মহাবনস্থ কূটাগারশালায়। সে সময় সাল্হ ও অভয় লিচ্ছবি ভগবানের নিকট উপস্থিত

হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সাল্হ লিচ্ছবি ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা দ্বিবিধ বিষয়ের দ্বারা ওঘ (স্রোত) উত্তীর্ণ প্রজ্ঞাপ্ত করেন, যথা : শীলবিশুদ্ধি ও তপস্যা পরিহার। এক্ষেত্রে ভগবান কী বলবেন?"

"হে সাল্হ, শীলবিশুদ্ধিকে আমি অন্যতর শ্রমণ্য অঙ্গ বলি। যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা পরিহারবাদী, তপস্যা পরিহারাচারী ও তপস্যা পরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে অক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অপরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও অপরিশুদ্ধ জীবনধারী তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে অক্ষম।

সাল্হ, যেমন, পুরুষ নদী পারেচ্ছুক হয়ে ধারালো কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সে তথায় বৃহৎ, ঋজু, সতেজ ও অধিক উচ্চতাসম্পন্ন শালবৃক্ষ দর্শন করে। তখন সেই বৃক্ষের মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করে অগ্রভাগ ছেদন করে; অগ্রভাগ ছেদন করে শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে; শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে কেটে (ছেঁটে) নেয়; কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেওয়ার পর ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেয়; ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেওয়ার পর লেখনী (কলম) দিয়ে লিখে; লেখনী দিয়ে লেখার পর পাষাণ গোলক (নরম পাথরের ঢেলা যা ধৌতকার্যে ব্যবহৃত হয়) দিয়ে ধৌত করে এবং পাষাণগোলক দিয়ে ধৌত করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

সাল্হ, তা তুমি কি মনে কর, সেই পুরুষ কি নদী পার হতে পারবে?" "না ভন্তে," "তার কারণ কী?" "ভন্তে, সেই শালবৃক্ষ বাহ্যিকভাবে সুপরিকর্মকৃত কিন্তু ভিতরে অবিশুদ্ধ, তার প্রতি এরূপ প্রত্যাশিত যে, শালবৃক্ষ ডুবে যাবে ও পুরুষটি দুর্বিপাকে পড়বে।"

"সাল্হ, তদ্রূপ, যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা পরিহারবাদী, তপস্যা পরিহারাচারী ও তপস্যা পরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে অক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অপরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও অপরিশুদ্ধ জীবনধারী, তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে অক্ষম।

সাল্হ, যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা অপরিহারবাদী, তপস্যা অপরিহারাচারী ও তপস্যা অপরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ পরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও পরিশুদ্ধ জীবনধারী, তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে সক্ষম হয়।

সাল্হ, যেমন, পুরুষ নদী পার হতে ইচ্ছুক হয়ে ধারালো কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সে তথায় বৃহৎ, ঋজু, সতেজ ও অধিক উচ্চতাসম্পন্ন শালবৃক্ষ দর্শন করে। তখন সেই বৃক্ষের মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করে অগ্রভাগ ছেদন করে; অগ্রভাগ ছেদন করে শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে; শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে ছেঁটে নেয়, কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেওয়ার পর ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে ছেঁটে নেয়; ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে ছেঁটে নেওয়ার পর ধারালো বাটালি নিয়ে ভিতরে সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে; ভিতরে সুবিশোধিত ও পরিষ্কৃত করে লেখনী দিয়ে লিখে; লেখনী দিয়ে লেখার পর পাষাণ গোলক দিয়ে ধৌত করে; পাষাণ গোলক দিয়ে ধৌত করার পর নৌকা তৈরি করে; নৌকা তৈরি করার ক্ষেপণী (দাঁড়) বাঁধে এবং ক্ষেপণী বাঁধার পর নদীতে আনয়ন করে।

সাল্হ, তা তুমি কী মনে কর, সেই পুরুষ কি নদী পার হতে পারবে?" "হ্যাঁ ভন্তে," "তার কারণ কী?" "ভন্তে, সেই শালবৃক্ষ বাহ্যিকভাবে সুপরিকর্মকৃত, ভিতরে সুবিশুদ্ধ ও ক্ষেপণী বাঁধা। তার প্রতি এরূপ প্রত্যাশিত যে, 'নৌকাটি ডুবে না যাবে ও পুরুষটি নিরাপদে পরপারে গমন করতে পারবে।"

"সাল্হ, তদ্রূপ, যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা অপরিহারবাদী, তপস্যা অপরিহারাচারী ও তপস্যা অপরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ পরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও পরিশুদ্ধ জীবনধারী তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে সক্ষম হয়। যেমন একজন যোদ্ধা বহু চমৎকার শর (বাণ) সম্বন্ধে জানে; অতঃপর সে তিনটি কারণে রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য ও রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই ত্রিবিধ কারণ কী কী? দূরভেদক, অক্ষণভেদী ও বহুসংখ্যক বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী।

সাল্হ, যেমন একজন যোদ্ধা দূরভেদক হয়; ঠিক এরূপে আর্যশ্রাবকও

সম্যক সম্বোধিসম্পন্ন হয়। সম্যক সম্বোধিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত ও দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত রূপ আছে, সে সমস্ত রূপকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই ও এটি আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। একইভাবে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত ও দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে, সে সমস্ত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই ও এটি আমার আত্মা নয়'—এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে।

সাল্হ, যেমন একজন যোদ্ধা অক্ষণভেদী হয়; ঠিক এরূপে আর্যশ্রাবকও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক 'এটি দুঃখ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ সমুদয়' 'এটি দুঃখ নিরোধ' ও 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' বলেও তা যথার্থরূপে জানে।

সাল্হ, যেমন একজন যোদ্ধা বহুসংখ্যক বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়; তদ্রূপভাবে আর্যশ্রাবকও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক বৃহৎ অবিদ্যাস্কন্ধকে বিদ্ধ করে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. মল্লিকাদেবী সূত্র

১৯৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময় মল্লিকাদেবী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মল্লিকাদেবী ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী, দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়?

কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও অত্যন্ত পাপী হয় কিন্তু আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়?

কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা হয়; কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়?

আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা এবং আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়?"

"হে মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধী ও উপায়াসবহুলী হয়। সামান্য কিছু বললেই সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে (অত্যধিক প্রতিবাদী হয়ে উঠে); কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি কিছুই দান করে না। ঈর্ষাপরায়ণা হয়, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে এবং ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে। সেরূপ কর্ম সম্পাদনহেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী, দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়।

মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধী ও উপায়াসবহুলী হয়। সামান্য কিছু বললেই সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে; কোপ, দোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করে। ঈর্ষাপরায়ণা হয় না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে না, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে না এবং ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে না। সেরূপ কর্ম সম্পাদনহেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী হয় কিন্তু আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়।

মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অক্রোধী ও উপায়াসবিহীন হয়। তাকে বহু কিছু বলা হলেও সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে না; কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কিন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি কিছুই দান করে না। ঈর্ষাপরায়ণা হয়, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে এবং ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে। সেরূপ কর্ম সম্পাদনহেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। আর সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা হয়; কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়।

মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অক্রোধী ও উপায়াসবিহীন

হয়। তাকে বহু কিছু বলা হলেও সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে না; কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করে। সে ঈর্ষাপরায়ণা হয় না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে না, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে না এবং ঈর্ষাচিত্তও পোষণ করে না। সেরূপ কর্ম সম্পাদন হেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়।

মল্লিকে, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী, দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়। এই হেতু ও প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও অত্যন্ত পাপী হয়; কিন্তু আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়। এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা হয়; কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়। আর এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণেই কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়।”

এরূপ উক্ত হলে মল্লিকাদেবী ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে ক্রোধী ও উপায়াসবহুলী ছিলাম, সামান্য কিছু বললেই ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ করেছি আর দুর্বিনীত আচরণ করেছি, কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছি, যার দরুন আমি এখন দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও অত্যন্ত পাপী।

ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করেছি, যার দরুন এখন আমি আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগী।

ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে ঈর্ষাপরায়ণা ছিলাম না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করিনি, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খুঁজিনি এবং ঈর্ষাচিত্তও পোষণ করিনি। যার দরুন এখন আমি প্রভাবশালী। ভন্তে, এই রাজকুলে ক্ষত্রিয় কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা ও গৃহপতি কন্যা আছে, তাদের আমি শাসন (অত্যাচার) করি। আজ হতে আমি অক্রোধী ও উপায়াসবিহীনা হবো, বহুকিছু বললেও ক্রুদ্ধ ও কুপিত

হয়ে বিবাদ করব না, আর দুর্বিনীত আচরণ করব না; কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষও প্রকাশ করব না; শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করব। আমি ঈর্ষাপরায়ণা হবো না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করব না। ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজব না এবং ঈর্ষাচিত্তও পোষণ করব না। ভন্তে, অতি সুন্দর! অতি মনোরম! যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই ভগবানের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, তাঁর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগতা উপাসিকারূপে ধারণ করুন।" (সপ্তম সূত্র)

৮. আত্মন্তপ সূত্র

১৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল আত্মন্তপ (আত্মপীড়ক) ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয়। কোনো কোনো পুদ্গল পরন্তপ (পরপীড়ক) ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়। কোনো কোনো পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়। আর কোনো কোনো পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয় না। যেই পুদ্গল আত্মন্তপ ও পরন্তপ নয়, সে ইহজন্মে অনাসক্ত, নির্বৃত, শীতিভূত ও সুখানুভবকারী হয়ে ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল অচেলক (জৈন বা নগ্ন সম্প্রদায়) হয়, মুক্তাচার বা অসংযতচারী ও হস্তাবলেহনকারী হয়। 'ভদন্ত, আসুন বা স্থিত হোন' বলে সে কাউকেও অভিবাদন বা অভ্যর্থনা করে না। তার উদ্দেশে আনীত খাদ্য গ্রহণ করে না, সংকল্পিত (বা বিশেষ কারণে আনীত) খাদ্য আর নিমন্ত্রণও গ্রহণ করে না। সে কুম্ভ হতে খাদ্য গ্রহণ করে না; বন্ধনপাত্র হতে, প্রবেশদ্বারে, লাঠির মধ্যে ও মুষলের (মুদ্গরের) মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করে না। দুইজনে খাদ্য গ্রহণ করলে সে আহার করে না, গর্ভিনীর খাদ্য, স্তন্যদায়িনীর খাদ্য, এমনকি পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গকারীর খাদ্যও গ্রহণ

করে না। সে মিশ্র সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ করে না; উপনীত স্থানে, মক্ষিকা বিচরণ স্থানে খাদ্য গ্রহণ করে না। মাছ ও মাংস ভক্ষণ করে না; মদ, মাদকদ্রব্য এবং সির্কা (টকজাতীয় রসবিশেষ), যাগুও পান করে না। সে মাত্র এক গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে, এক গ্রাস মাত্র আহার করে অথবা দুই গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে দুই গ্রাস আহার করে। তিনটি গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে তিন গ্রাস, চারটি গৃহ হতে সংগ্রহ করে চার গ্রাস, পাঁচটি গৃহ হতে সংগ্রহ করে পাঁচ গ্রাস, ছয়টি গৃহ হতে সংগ্রহ করে ছয় গ্রাস এবং সাতটি গৃহ হতে সংগ্রহ করে সাত গ্রাস ভোজন করে। সে একদিনে একবার আহার করে জীবন ধারণ করে, দুই দিনে, তিন দিনে, চার দিনে, পাঁচ দিনে, ছয় দিনে এমনকি সাত দিনে একবার মাত্র আহার করে জীবন ধারণ করে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত খাদ্য এমনকি মাসান্তর প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করেই অবস্থান করে।

সে শাকসবজি, জোয়ার (গমজাতীয় শস্য), নীবার (উড়িধান্য), দদ্দুল (এক প্রকার চাউল), শৈবাল বা জলজ উদ্ভিদ, চাউলের গুঁড়া, ভাতের মাড়, তৈলবীজের ময়দা, তৃণ ও গোবর আহার করে এবং বনে পতিত ফল-মূল আহার করে জীবন ধারণ করে।

সে পাট দ্বারা প্রস্তুতকৃত মোটা বা নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করে, মসাণ বস্ত্র (বিবিধ উপকরণে প্রস্তুত নিকৃষ্ট বস্ত্র), শববস্ত্র (মৃতদেহের বস্ত্র), আবর্জনা স্তূপের বস্ত্র, তিরীট বস্ত্র (লোধ্রবৃক্ষের বাকল দ্বারা তৈরী বস্ত্র), মৃগচর্মের বস্ত্র, চিতাবাঘচর্মের বস্ত্র, কুশতৃণের বস্ত্র, বল্কবস্ত্র, কাষ্ঠফলকের বস্ত্র, কেশ কম্বল, অশ্বকেশের তৈরী কম্বল এবং পেঁচা পক্ষীর পালক দ্বারা প্রস্তুতকৃত পোশাক পরিধান করে। সে কেশ-শ্মশ্রু (গোঁফদাড়ি) উৎপাটনকারী হয় ও কেশ-শ্মশ্রু উৎপাটনেও অনুযুক্ত হয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আসন প্রত্যাখ্যান বা বসতে আপত্তি করে। সে উৎকুটিক হয়ে বসার চেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করে ও উৎকুটিক হয়ে বসে কণ্টকময় শয্যায় শয়নকারী হয়, কণ্টকময় শয্যায় শয়ন করে এবং সন্ধ্যাবেলায় তৃতীয়বার জলে নিমজ্জিত হয়ে অবস্থান করে। এভাবে সে বিভিন্ন উপায়ে দেহকে যন্ত্রণা ও পীড়ন করে অবস্থান করে। এরূপেই একজন পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্গল পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল ভেড়াঘাতক, শূকর হত্যাকারী, পাখিমারক, ব্যাধ, শিকারি, মৎস্যঘাতক (জেলে), চোর, চোরঘাতক, গোঘাতক (কসাই) ও জেলদারোগা হয় এবং কোনো কোনো জন নিষ্ঠুর চরিত্রের বা নিষ্ঠুরকর্মী

হয়। এরূপেই একজন পুদ্গল পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল মূর্ধাভিষিক্ত (রাজমুকুট পরিহিত) ক্ষত্রিয় রাজা হয় অথবা ব্রাহ্মণ মহাশাল (মহাধনী) হয়। তিনি পূর্বদিকের নগরে নূতন সন্থাগার (সভাগৃহ) তৈরি করায়ে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে অমসৃণ চর্মের পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক দেহে ঘৃত ও তেল মেখে মেঠোপথ দিয়ে পৃষ্ঠদেশ চুলকাতে চুলকাতে সেই নতুন সন্থাগারে মহর্ষি, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সাথে একত্রে প্রবেশ করে। অনন্তর তথায় তিনি সুবিধার্থে ভূমি হরিতচূর্ণ দ্বারা লেপন করে শয্যা প্রস্তুত বা উপযুক্ত করায়। একটি গাভী হতে বাছুরের জন্য একটি স্তনে যেই ক্ষীর (দুধ) উৎপন্ন হয় তা দ্বারা রাজা জীবন ধারণ করেন; দ্বিতীয় স্তনে উৎপন্ন ক্ষীর দিয়ে মহিষী, তৃতীয় স্তনের ক্ষীর দ্বারা ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, চতুর্থ স্তনের ক্ষীর দিয়ে অগ্নিপূজা করে এবং অবশিষ্টাংশ বা উদ্বৃত ক্ষীর দ্বারা বৎসটি জীবন ধারণ করে। তিনি এরূপ আদেশ করেন—'এত সংখ্যক বৃষভ (ষাঁড়), এত সংখ্যক বলদ, এত সংখ্যক গাভী, এত সংখ্যক ছাগল, এত সংখ্যক ভেড়া ও অশ্ব এত সংখ্যক যজ্ঞ বা বলীদানের জন্য হত্যা কর, এত সংখ্যক বৃক্ষ যূপকাষ্ঠের (যজ্ঞস্তম্ভ) জন্য ছেদন কর এবং এত পরিমাণ যজ্ঞের জন্য তৃণ কর্তন কর।' যারা দাস, দূত ও কর্মচারী তারা দণ্ডের ভয়ে ভীত, ত্রাসিত ও অশ্রুমুখ হয়ে রোদন করতে করতে পরিকর্মাদি করে। এরূপেই একজন পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয় এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয় না, আর সেই পুদ্গল আত্মন্তপ ও পরন্তপ না হয়ে ইহজন্মে অনাসক্ত, নির্বৃত, শান্ত ও সুখানুভবকারী হয়ে ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করে? এ জগতে তথাগত পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে তিনি এই পৃথিবী, দেবলোক, মারভুবনসহ ব্রহ্মলোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণকে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন। তিনি যা ধর্মদেশনা করেন তা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ এবং শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র ও অন্যতর কুলে পুনর্জন্ম-প্রাপ্তজন সেই ধর্ম শ্রবণ করে। সেই ধর্ম শ্রবণ করে তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সে

এরূপ চিন্তা করে—'গৃহীজীবন বাধাপূর্ণ ও রজঃপূর্ণ পথ আর প্রব্রজ্যা জীবন উন্মুক্ত; আগারে বসবাস করে একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ ও মসৃণ শঙ্খের ন্যায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করা অসম্ভব; তাহলে আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হবো।' সে ভবিষ্যতে বা অন্য কোনো সময়ে অল্প ভোগস্কন্ধ (অল্পধন), বৃহৎ ভোগস্কন্ধ (বিপুল ধনভাণ্ডার), অল্প সংখ্যক জ্ঞাতি ও বহু সংখ্যক জ্ঞাতিমণ্ডল পরিত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়।

সে এরূপে প্রব্রজিত হয়ে ভিক্ষুগণের অভিন্ন শিক্ষানীতিতে সমাপন্ন হয়ে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয় এবং দণ্ড, শস্ত্র নিক্ষেপ না করে লজ্জাশীল, দয়ালু ও সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী (হিতৈষী) হয়ে অবস্থান করে। অদত্তবস্তু পরিত্যাগ করে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, আর বদান্য বা প্রদত্তবস্তু গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে অবস্থান করে। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করে, ধর্মত জীবনযাপন করে অধর্ম ও গ্রাম্যধর্ম (মৈথুন সেবন) হতে বিরত হয়। মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় এবং সত্যবাদী, সত্যসন্ধ (সত্য প্রতিজ্ঞ), বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী ও জগতে অবিসংবাদী হয়ে অবস্থান করে। পিশুন বাক্য বলা হতে প্রতিবিরত হয় এবং একজন হতে শ্রবণ করে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে না ও অন্যের কাছ হতে শ্রবণ করে তার কাছে প্রকাশ করে না। পরস্পর ভিন্ন (অনৈক্য) জনকে একত্রিত করে, সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে দেয়; সন্ধিতে আনন্দিত, ঐক্যবদ্ধতায় রত ও মিত্রতায় সন্তুষ্ট হয় এবং মিত্রতাকরণ বাক্য ভাষণ করে। কর্কশ বাক্য বলা হতে প্রতিবিরত হয়; এবং যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিপূর্ণ, মনোহর, শিষ্ট, বহুজনের আনন্দদায়ক ও বহুজনের মনোজ্ঞ সেরূপ বাক্যই ভাষণ করে। সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে প্রতিবিরত হয়; আর সে কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয় এবং উপযুক্ত সময়ে কারণ সম্বন্ধীয়, মঙ্গলজনক বাক্য বিবেচনা সহকারে প্রয়োজনানুরূপ ভাষণ করে।

সে বীজগ্রাম (বীজ দ্বারা সৃষ্ট বস্তু) ও ভূতগ্রাম[১] নষ্ট করা হতে প্রতিবিরত

---

[১]। বুদ্ধঘোষের মতে 'মূলবীজং, খন্ধবীজং, ফলবীজং, অগ্গবীজং ও বীজবীজং'—এই পঞ্চবিধ বীজ হতে উৎপন্ন গাছ-গাছড়াদি উদ্ভিদকে "ভূতগ্রাম" বলে। পালি বাংলা অভিধান, পৃ. ১২০২, ২য় খণ্ড, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির।

হয়। একাহারী হয়ে রাত্রে বা বিকালে ভোজন হতে প্রতিবিরত হয়। নৃত্য-গীত-বাদ্য-বাজনা দর্শন, মালা-সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন, ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হতে প্রতিবিরত হয়। উচ্চশয্যা, মহাশয্যা এবং সোনা, রুপা প্রতিগ্রহণ হতে বিরত হয়। অপক্বশষ্য, অপক্ব মাংস, স্ত্রীলোক ও কুমারী, দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব এবং ঘোটকী গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। সে ক্ষেত্র বা জমি গ্রহণ করে না, দূতকার্যে নিযুক্ত হয় না, ক্রয়-বিক্রয়ও করে না, তুলাকূট (ওজনে কম দেয়া), কংসকূট (টাকা পয়সা আদান প্রদানে প্রবঞ্চনা), মানকূট (পরিমাপে প্রবঞ্চনা) আর উৎকোচও (ঘুষ) গ্রহণ করে না, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও কপটতাকরণ হতে প্রতিবিরত হয়। আর ছেদন, বধ, বন্ধন, ডাকাতি এবং দিনের বেলায় গ্রাম আক্রমণ করে ডাকাতি, লুণ্ঠন করে না।

সে দেহরক্ষাকারী চীবরে ও জীবন রক্ষাকরণ পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হয়। যেভাবে প্রস্থান করা উচিত তদনুরূপে প্রস্থান করে। শকুনপক্ষী যেমন যেইভাবে উড্ডয়ন করে, পাখাদ্বয়ের ভারের দ্বারাই উড্ডয়ন করে; তদ্রূপভাবেই ভিক্ষুও দেহরক্ষাকারী চীবরে ও জীবন রক্ষাকারী পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হয়। যেভাবে প্রস্থান করা উচিত তদনুরূপে প্রস্থান করে। সে এই আর্যশীলস্কন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অধ্যাত্মভাবে অনবদ্য সুখ অনুভব করে।

সে চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি

অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায়-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায়-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায়-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন-ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন-ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। সে এই আর্য ইন্দ্রিয়সংবর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অধ্যাত্মভাবে বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করে। সে গমনাগমন করার সময় সম্প্রজ্ঞানী হয়। অবলোকন, নিরীক্ষণ ও হস্তপদ সংকোচন-প্রসারণকালেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। সজ্ঘাটি, পাত্র ও চীবর ধারণকালে, ভোজনে, পানাহারে ও আস্বাদনকালে সম্প্রজ্ঞানী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগে, গমনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে এবং মৌনাবলম্বনেও সম্প্রজ্ঞানী হয়।

সে এই আর্যশীলস্কন্ধ, আর্য সন্তুষ্ট, আর্য ইন্দ্রিয়সংবর ও আর্য স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপ্রান্তে, উন্মুক্ত স্থানে, তৃণস্তূপে ও নির্জন স্থানে গমন করে। সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হতে প্রত্যাবর্তন করে ভোজনের পর দেহকে সোজা করে লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। সে লোকে (দেহে) অভিধ্যা পরিত্যাগ করে অভিধ্যাবিগত চিত্তে অবস্থান করে এবং অভিধ্যা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে দ্বেষমুক্ত চিত্তে সব প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে ব্যাপাদ-প্রদোষ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে আলস্য-তন্দ্রা পরিত্যাগ করে বিগত আলস্য-তন্দ্রা, আলোকসংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে আলস্য-তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করে অনুদ্ধত ও অধ্যাত্ম্য প্রশান্ত চিত্ত হয়ে অবস্থান করে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে বিচিকিৎসা ত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশলধর্মসমূহে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবস্থান করে বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে চিত্তে উপক্লেশ ও প্রজ্ঞা দুর্বলকারী এই

পঞ্চনীবরণ পরিহার করে কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিগত উপক্লেশ, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত ও আনেঞ্জা (শূন্যতা) প্রাপ্ত হয়ে পূর্বনিবাস স্মৃতিজ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে চিত্তকে নিয়োজিত করে। বিভিন্ন উপায়ে সে পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুস্মরণ করে, যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্তকল্প, বহু বিবর্তকল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে 'অমুকজন্মে আমার এ নাম, এ গোত্র, এ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এ পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এ স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি।' এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে, 'অমুক জন্মে তার এ নাম, এ গোত্র, এ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এ স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে। এরূপে সে আকার ও গতিসহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে। এবং সে এরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিগত উপক্লেশ, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত ও আনেঞ্জা (শূন্যতা) প্রাপ্ত হয়ে আসবক্ষয় জ্ঞানের জন্য চিত্তকে নিয়োজিত করে। সে 'এটি দুঃখ', 'এটি দুঃখ সমুদয়', 'এটি দুঃখ নিরোধ', ও 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' বলে যথার্থরূপে জানে। 'এটি আসব', 'এটি আসব সমুদয়', 'এটি আসব নিরোধ', 'এটি আসব নিরোধের উপায়' বলেও যথার্থরূপে জানে। এরূপে অবগত ও দর্শনের দরুন কামাসব হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব ও অবিদ্যাসব হতেও তার চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'জন্মক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত

হয়েছে এবং দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কোনো কোনো পুদ্গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয় না। আর সেই পুদ্গল আত্মন্তপ ও পরন্তপ না হয়ে এ জন্মে অনাসক্ত, নির্বৃত, শীতিভূত ও সুখানুভবকারী হয়ে ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল পৃথিবীতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. তৃষ্ণা সূত্র

১৯৯. ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের জালসদৃশ, সংসারান্তরে প্রবহমান নদীসদৃশ, জালের ন্যায় বিস্তৃত, এবং দৃঢ় সংলগ্নতারূপ তৃষ্ণা সম্বন্ধে দেশনা করব, যাতে এই জগৎ আক্রান্ত, আবৃত, দড়ির গোলকের ন্যায় জড়িত, ব্রণে আচ্ছাদিত, মুঞ্জ ঘাসের ন্যায় মোচড়ানো এবং যদ্দরুন অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও সংসার চক্র অতিক্রম করা যায় না। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ, ভন্তে" বলে সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, সেই জালসদৃশ, সংসারান্তরে প্রবহমান নদীসদৃশ, জালের ন্যায় বিস্তৃত এবং দৃঢ় সংলগ্নতারূপ তৃষ্ণা কীরূপ, যাতে এই জগৎ আক্রান্ত, আবৃত, দড়ির গোলকের ন্যায় জড়িত, ব্রণে আচ্ছাদিত, মুঞ্জঘাসের ন্যায় মোচড়ানো, এবং যদ্দরুন অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও সংসারচক্র অতিক্রম করা যায় না? ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত (ভ্রমিত) আঠারো প্রকার চিন্তা এবং বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা।

ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা কী কী? ভিক্ষুগণ, যথা :'আমি নিজ হই, 'আমি' এরূপ ধারণাহেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'আমিই এই জগতে,' 'আমি এরূপ,' 'আমি অন্যরূপ,' 'আমি অনিত্য নই,' 'আমি নিত্য,' 'আমি আছি,' 'আমি এ জগতের মাঝে আছি,' 'আমি এরূপ আছি,' 'আমি অন্যরূপ আছি,' 'আমি হই,' 'আমি এ জগতের মাঝে হই,' 'আমি এরূপ হই,' 'আমি অন্যথা হই,' 'আমি হবো,' 'আমি এ জগতে হবো,' 'আমি এরূপ হবো,' 'আমি অন্যরূপ হবো।' এই আঠারো প্রকার চিন্তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত।

ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা কী

কী? যথা : 'এটির দ্বারা[১] আমি' এরূপ ধারণাহেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'এটির দ্বারা আমিই এই জগতে,' 'এটির দ্বারা এরূপ,' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ,' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য,' 'এটির দ্বারা আমি অনিত্য নই', 'এটির দ্বারা আমি আছি,' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতের মাঝে আছি,' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ আছি,' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথারূপ আছি,' 'এটির দ্বারা আমি হই,' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হই, এটির দ্বারা আমি এরূপ হই,' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথা হই,' 'এটির দ্বারা আমি হবো,' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হবো,' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হবো,' এবং 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ হবো,' এই আঠারো প্রকার চিন্তা হচ্ছে বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত।"

"এটিই আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা এবং বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা।

ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই বলা হয় তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা। অনুরূপভাবে অতীতে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা, অনাগতে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা এবং বর্তমানে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা—এরূপেই একশত আট প্রকার চিন্তা তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এটাই সেই জালসদৃশ, সংসারান্তরে প্রবহমান নদীসদৃশ, জালের ন্যায় বিস্তৃত এবং দৃঢ় সংলগ্নতারূপ তৃষ্ণা, যাতে এই জগৎ আক্রান্ত, আবৃত, দড়ির গোলকের ন্যায় জড়িত, ব্রণে আচ্ছাদিত, মুঞ্জ ঘাসের ন্যায় মোচড়ানো এবং যদ্দরুন অপায় দুর্গতি-বিনিপাত ও সংসার চক্র অতিক্রম করা যায় না।" (নবম সূত্র)

১০. প্রেম সূত্র

২০০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে প্রেম উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রেম হতে দ্বেষ বা হিংসা উৎপন্ন হয়, দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন এবং দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত হয়। অন্যরাও সেই ব্যক্তির সাথে ইষ্ট, কান্ত, মনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়—'যে আমার ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত; অন্যরাও তার সাথে ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত

---

[১]। এটির দ্বারা বলতে এক্ষেত্রে রূপকায়, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে (অর্থকথা)।

আচরণ করছে'। তাই সে তাদের প্রতি প্রীতিভাব উৎপাদন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

কিরূপে প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত হয়। কিন্ত অন্যরা সেই ব্যক্তির সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়—'যে আমার ইষ্ট কান্ত ও মনঃপূত; অন্যরা তার সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করছে'। তাই সে তাদের প্রতি দ্বেষ বা হিংসাভাব উৎপাদন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

কিরূপে দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত হয়। অন্যরাও সেই ব্যক্তির সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়—'যে আমার অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত; অন্যরাও তার সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করছে'। তাই সে তাদের প্রতি প্রীতিভাব উৎপন্ন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত হয়। কিন্তু অন্যরা সেই ব্যক্তির সাথে ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়—'যে আমার অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত; অন্যরা তার সাথে ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত আচরণ করছে'। তাই সে তাদের প্রতি দ্বেষভাব উৎপন্ন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারেই প্রেম উৎপন্ন হয়।"

"ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু কামসম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, অকুশল-চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজ প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সেই সময়ে তার নিকট পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না; পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না এবং পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।"

যেই সময়ে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সেই সময়ে তার নিকট পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না ও পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়

না।

যেই সময়ে ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখ বিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সেই সময় তার পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না এবং পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

যে-সময়ে ভিক্ষু দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, সুখ-দুঃখহীন বা উপেক্ষাভাবে ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, সেই সময়ে তার পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না ও পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

যেই সময়ে ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয় করে অনাসব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। যার কারণে প্রেম হতে উৎপন্ন প্রেম প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। প্রেম হতে উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। দ্বেষ হতে উৎপন্ন প্রেম প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। দ্বেষ হতে উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ভিক্ষুর নিজেকে আকর্ষণ না করা, নিজেকে বৈরীভাবাপন্ন না করা, নিজেকে ধূমায়িত না করা, নিজেকে প্রজ্বলিত না করা, নিজেকে হতবুদ্ধি না করা।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে আকর্ষণ করে? এ জগতে ভিক্ষু রূপকে আত্মা মনে করে; আত্মাকে রূপ, আত্মার মধ্যে রূপ, রূপের মধ্যে আত্মা মনে করে, বেদনাকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে বেদনা, আত্মার মধ্যে বেদনা, ও বেদনার মধ্যে আত্মা মনে করে; সংজ্ঞাকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে সংজ্ঞা, আত্মার মধ্যে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার মধ্যে আত্মা মনে করে; সংস্কারকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে সংস্কার, আত্মার মধ্যে সংস্কার এবং সংস্কারের মধ্যে আত্মা মনে করে ও বিজ্ঞানকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে

বিজ্ঞান, আত্মার মধ্যে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মধ্যে আত্মা মনে করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে নিজেকে আকর্ষণ করে।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে আকর্ষণ করে না (ন উস্‌সোনতি)? এ জগতে ভিক্ষু রূপকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে রূপ মনে করে না, রূপকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে রূপের মধ্যে মনে করে না; বেদনাকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে বেদনা মনে করে না, বেদনাকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে বেদনার মধ্যে মনে করে না; সংজ্ঞাকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে সংজ্ঞা মনে করে না, সংজ্ঞাকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, ওই আত্মাকে সংজ্ঞার মধ্যে মনে করে না; সংস্কারকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে সংস্কার মনে করে না, সংস্কারকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে সংস্কারের মধ্যে মনে করে না; বিজ্ঞানকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে বিজ্ঞান মনে করে না, বিজ্ঞানকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে বিজ্ঞানের মধ্যে মনে করে না। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে আকর্ষণ করে না (ন উস্‌সেনেতি)।

কিরূপে ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয়? (পটিসেনেতি)। এ জগতে ভিক্ষু আক্রোশকারীকে প্রতিআক্রোশ করে, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে এবং কলহকারীকে প্রতিকলহ করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয় না? (ন পটিসেনেতি) এ জগতে ভিক্ষু আক্রোশকারীকে প্রতিআক্রোশ করে না, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে না এবং কলহকারীকে প্রতিকলহ করে না। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয় না।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধূমায়িত (ধুপাযতি) করে? এ জগতে ভিক্ষুর 'আমি' এরূপ ধারণাহেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'আমিই এই জগতে;' 'আমি এরূপ;' 'আমি অন্যরূপ;' 'আমি অনিত্য নই;' 'আমি নিত্য;' 'আমি আছি;' 'আমি এ জগতের মাঝে আছি;' 'আমি এরূপ আছি;' 'আমি অন্যরূপ আছি;' 'আমি হই;' 'আমি এ জগতের মাঝে হই;' 'আমি এরূপ হই;' 'আমি অন্যথা হই;' 'আমি হবো;' 'আমি এ জগতে হবো;' 'আমি এরূপ হবো;' 'এবং 'আমি অন্যরূপ হবো'। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধূমায়িত করে।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধুমায়িত করে না? (ন ধূপাযতি) এ জগতে ভিক্ষুর 'আমি এরূপ' ধারণাহেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'আমিই এই জগতে নই;' 'আমি এরূপ নই;' 'আমি অন্যরূপ নই;' 'আমি অনিত্য;' 'আমি নিত্য নই;' 'আমি নই;' 'আমি এ জগতের মাঝে নই;' 'আমি এরূপ নই;' 'আমি

অন্যরূপ নই;' ' আমি হই না;' 'আমি এ জগতের মাঝে হই না;' 'আমি এরূপ হই না;' 'আমি অন্যথা হই না;' 'আমি হবো না;' 'আমি এ জগতে হবো না;' 'আমি এরূপ হবো না;' এবং আমি অন্যরূপ হবো না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধূমায়িত করে না।

কিরূপে নিজেকে প্রজ্বলিত করে (পজ্জলতি)? এ জগতে ভিক্ষুর 'এটির দ্বারা আমি' এরূপ ধারণাহেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'এটির দ্বারা আমি এই জগতে;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ;' 'এটির দ্বারা অন্যরূপ;' 'এটির দ্বারা আমি অনিত্য নই;' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য;' 'এটির দ্বারা আছি;' 'এটির দ্বারা এ জগতের মাঝে আছি;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ আছি;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ আছি;' 'এটির দ্বারা আমি হই;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথা হই;' 'এটির দ্বারা আমি হবো;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হবো;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হবো;' এবং 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ হবো।' ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে প্রজ্বলিত করে।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে প্রজ্বলিত করে না (ন পজ্জলতি)? এ জগতে ভিক্ষুর 'এটির দ্বারা আমি নই' এরূপ ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে নই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি অনিত্য;' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য নই;' 'এটির দ্বারা আমি নই;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে নই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি না হই;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে না হই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ না হই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথা না হই;' 'এটির দ্বারা আমি হবো না;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হবো না;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হবো না;' এবং 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ হবো না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে প্রজ্বলিত করে না।

কিরূপে ভিক্ষু হতবুদ্ধি হয় (সম্পজ্ঝাযতি)? ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি ধর্ম উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভিক্ষুর আমিত্ববোধ প্রহীন হয় না। এরূপে ভিক্ষু হতবুদ্ধি হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে হতবুদ্ধি হয় না (ন সম্পজ্ঝাযতি)? ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি ধর্ম উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভিক্ষুর আমিত্ববোধ প্রহীন হয়। এরূপে ভিক্ষু হতবুদ্ধি হয় না। (দশম সূত্র)

মহাবর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

শ্রোতানুগত, বিষয়, ভদ্রিয়, সামুগিয়, বপ্প ও সাল্‌হ,
মল্লিকাদেবী, আত্মন্তপ, তৃষ্ণা ও প্রেম সূত্র দশ।
চতুর্থ পঞ্চাশক সমাপ্ত।

৫. পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. সৎপুরুষ বর্গ

১. শিক্ষাপদ সূত্র

২০১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যা কামাচারী, মিথ্যাভাষী ও সুরা-মদ্যপায়ী বা সেবনকারী হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয় এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয় এবং অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচারী হয় এবং অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণকারী হয় এবং অপরকেও মিথ্যা ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সুরা-মদ্যপায়ী হয় আর অপরকেও সুরা-মদ্যপানে উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মদ্যপান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, একে বলে সৎপুরুষ।

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি

নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয় এবং অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং অপরকেও মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সুরা-মদ্যপান হতে বিরত হয় এবং অপরকেও সুরা-মদ্যপান হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।” (প্রথম সূত্র)

২. অশ্রদ্ধা সূত্র

২০২. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমার তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; পাপের প্রতি নির্লজ্জী, পাপের প্রতি নির্ভীক, অল্পশ্রুত হয়; এবং আলস্যপরায়ণ, বিস্মৃতিসম্পন্ন ও দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পাপের প্রতি নির্লজ্জী হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি নির্লজ্জী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজেই পাপের প্রতি নির্ভীক হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি নির্ভীক হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অল্পশ্রুত হয়ে অপরকেও অল্পশ্রুত হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে আলস্যপরায়ণ হয়ে অপরকেও আলস্যপরায়ণ হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে বিস্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও বিস্মৃতিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে দুষ্প্রাজ্ঞ হয়ে অপরকেও দুষ্প্রাজ্ঞ হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, পাপের প্রতি লজ্জাশীল, পাপের প্রতি ভয়শীল, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিমান

এবং প্রজ্ঞাবান হয়। একে বলে সৎপুরুষ।

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি লজ্জাশীল হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পাপের প্রতি ভয়শীল হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি ভয়শীল হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে বহুশ্রুত হয়ে অপরকেও বহুশ্রুত হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়ে অপরকেও আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে প্রজ্ঞাবান হয়ে অপরকেও প্রজ্ঞাবান হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সপ্তকর্ম সূত্র

২০৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যা কামাচারী, মিথ্যাভাষী, পিশুনবাক্যভাষী, কর্কশবাক্যভাষী এবং সম্প্রলাপভাষী হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্যভাষী হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য বলার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্যভাষী হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপভাষী হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়ে অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়। একে বলে সৎপুরুষ।

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।” (তৃতীয় সূত্র)

৪. দশকর্ম সূত্র

২০৪. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণীহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যা কামাচারী, মিথ্যা ভাষণকারী, পিশুনবাক্য ভাষণকারী, কর্কশবাক্য ভাষণকারী, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণকারী, লোভী, প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন এবং মিথ্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণ করে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ করার জন্য

উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ করে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ করে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে লোভী হয়ে অপরকেও লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়, প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে সৎপুরুষ।”

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে নির্লোভী হয়ে অপরকেও লোভহীন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।” (চতুর্থ সূত্র)

৫. অষ্টাঙ্গিক সূত্র

২০৫. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে

দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত," বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি এবং মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।"

"অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্মসম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্মে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকায় উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়ামকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়ামে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।"

"সৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। একে বলে সৎপুরুষ।"

"সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সংকল্পী হয়ে অপরকেও সম্যক সংকল্পী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্যভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদন করে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. দশমার্গ সূত্র

২০৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।"

"অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পকারী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকা সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়াম বা মিথ্যা প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়াম করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিতে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জ্ঞানী হয়ে অপরকেও মিথ্যা জ্ঞানী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।"

"সৎপুরুষ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে সৎপুরুষ।"

"সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সংকল্পকারী হয়ে অপরকেও সম্যক

সংকল্পকারী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জ্ঞানী হয়ে অপরকেও সম্যক জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক বিমুক্তিতে উন্নীত হয়ে অপরকেও সম্যক বিমুক্তিতে উন্নীত হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পাপধর্ম সূত্র (প্রথম)

২০৭. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপ, পাপের চেয়েও মহাপাপ এবং কল্যাণ, কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, পাপ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যা কামাচারী, মিথ্যা ভাষণকারী, পিশুনবাক্য ভাষণকারী, কর্কশবাক্য ভাষণকারী, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণকারী, লোভী, প্রদুষ্ট চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপ।

পাপের চেয়েও মহাপাপ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ করার

জন্য উৎসাহিত করে। নিজে লোভী হয়ে অপরকেও লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে হিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও হিংসা চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে পাপের চেয়েও মহাপাপ।

কল্যাণ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়, অহিংসা চিত্তসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণ।

কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে নির্লোভী হয়ে অপরকেও লোভহীন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ।" (সপ্তম সূত্র)

৮. পাপধর্ম সূত্র (দ্বিতীয়)

২০৮. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপ, পাপের চেয়েও মহাপাপ এবং কল্যাণ, কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত", বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ

বললেন :

"ভিক্ষুগণ, পাপ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপ।"

"পাপের চেয়েও মহাপাপ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্মে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকায় উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়ামকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়ামে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জ্ঞানী হয়ে অপরকেও মিথ্যা জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে, নিজে মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে পাপের চেয়েও মহাপাপ।"

"কল্যাণ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণ।"

"কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সংকল্পী হয়ে অপরকেও সম্যক সংকল্পী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদন করে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হবার জন্য

উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জ্ঞানী হয়ে অপরকেও সম্যক জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ।” (অষ্টম সূত্র)

৯. পাপধর্ম সূত্র (তৃতীয়)

২০৯. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপধর্ম, পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর এবং কল্যাণধর্ম, কল্যাণধর্মের চেয়েও কল্যাণধর্মতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত,” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, পাপধর্ম কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যা কামাচারী, মিথ্যা ভাষণকারী, পিশুনবাক্য ভাষণকারী, কর্কশবাক্য ভাষণকারী, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণকারী; লোভী, হিংসা চিত্তসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপধর্ম।

পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয় এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে লোভী হয়ে অপরকেও লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে হিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও হিংসা চিত্তসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর।

কল্যাণধর্ম কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়,

মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়; অহিংসা চিত্তসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণধর্ম।

কল্যাণধর্মের চেয়েও কল্যাণধর্মতর কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে নির্লোভী হয়ে অপরকেও লোভহীন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণধর্মের চেয়েও কল্যাণধর্মতর।” (নবম সূত্র)

১০. পাপধর্ম সূত্র (চতুর্থ)

২১০. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপধর্ম, পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর বা মহাপাপধর্ম এবং কল্যাণধর্ম, কল্যাণধর্মের চেয়েও মহাকল্যাণধর্ম সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত,” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“ভিক্ষুগণ, পাপধর্ম কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপধর্ম।”

“পাপধর্মের চেয়েও মহাপাপধর্ম কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি

নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্মসম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্মে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকায় উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়ামকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়ামে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জ্ঞানী হয়ে অপরকেও মিথ্যা জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে, নিজে মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। ভিক্ষুগণ, একে বলে পাপধর্মের চেয়েও মহাপাপধর্ম।"

"কল্যাণধর্ম কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণধর্ম।"

"কল্যাণধর্মের চেয়েও মহাকল্যাণধর্ম কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সংকল্পী হয়ে অপরকেও সম্যক সংকল্পী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদন করে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যক সমাধিতে নিবিষ্ট হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জ্ঞানী হয়ে অপরকেও সম্যক জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে, নিজে সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণধর্মের চেয়েও মহাকল্যাণধর্ম।" (দশম সূত্র)

সৎপুরুষ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

শিক্ষাপদ, অশ্রদ্ধা, সপ্তকর্ম, দশকর্ম,
অষ্টাঙ্গিক, দশমার্গ, বাকি চার পাপধর্ম।

(২২) ২. পরিষদ বর্গ

১. পরিষদ সূত্র

২১১. "হে ভিক্ষুগণ, অপরিশুদ্ধ পরিষদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃশীল, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ ভিক্ষুপরিষদ; দুঃশীলা, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ ভিক্ষুণীপরিষদ; দুঃশীল, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ উপাসকপরিষদ এবং দুঃশীলা, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ উপাসিকাপরিষদ। একে বলে চার প্রকার অপরিশুদ্ধ পরিষদ।"

"হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ পরিষদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীলবান, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুপরিষদ; শীলবতী, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুণীপরিষদ; শীলবান, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ উপাসকপরিষদ এবং শীলবতী, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ উপাসিকাপরিষদ। একে বলে চার প্রকার পরিশুদ্ধ পরিষদ।" (প্রথম সূত্র)

২. দৃষ্টিসূত্র

২১২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় বা পতিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনঃসুচরিত ও সম্যক দৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. অকৃতজ্ঞতা সূত্র

২১৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও অকৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় বা পতিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনঃসুচরিত ও কৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. প্রাণিহত্যাকারী সূত্র

২১৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার ও মিথ্যা ভাষণ। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করেন। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত এবং মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. মার্গ সূত্র (প্রথম)

২১৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য ভাষণ ও মিথ্যা কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য ভাষণ এবং সম্যক কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. মার্গ সূত্র (দ্বিতীয়)

২১৬. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি এবং মিথ্যা সমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি

এবং সম্যক সমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বোহারপথ সূত্র (প্রথম)

২১৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টে দৃষ্ট, অশ্রুতকে শ্রুত, অনুপলব্ধকে উপলব্ধ ও অজ্ঞাতকে জ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টকে অদৃষ্ট, অশ্রুতকে অশ্রুত, অনুপলব্ধকে অনুপলব্ধ ও অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. বোহারপথ সূত্র (দ্বিতীয়)

২১৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টকে অদৃষ্ট, শ্রুতকে অশ্রুত, উপলব্ধকে অনুপলব্ধ ও জ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুতকে শ্রুত, উপলব্ধকে উপলব্ধ ও জ্ঞাতকে জ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. অহ্রী সূত্র

২১৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, পাপের প্রতি লজ্জাহীনতা ও পাপের প্রতি ভয়হীনতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, পাপের প্রতি লজ্জা ও পাপের প্রতি ভয়। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (নবম সূত্র)

১০. দুঃশীল সূত্র

২২০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়। এই চার প্রকার কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীল, হীনবীর্য ও দুষ্প্রাজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, আরব্ধবীর্য ও প্রজ্ঞা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (দশম সূত্র)

পরিষদ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

পরিষদ, দৃষ্টি, অকৃতজ্ঞতা এবং প্রাণিহত্যাকারী,
মার্গ দুই, দুই বোহারপথ, অহ্রী ও দুঃশীল।

(২৩) ৩. দুশ্চরিত বর্গ

১. দুশ্চরিত সূত্র

২২১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বাক্য দুশ্চরিত। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য ও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য)। এই চার প্রকার বাক্য দুশ্চরিত।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বাক্য সুচরিত। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সত্য বাক্য, অপিশুন বাক্য বা অহিংসা বাক্য, কোমল বাক্য বা নম্র বাক্য ও সার বাক্য। এই চার প্রকার বাক্য সুচরিত।" (প্রথম সূত্র)

২. দৃষ্টি সূত্র

২২২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত ও বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য বা অকুশল উৎপন্ন করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত ও বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও অনিন্দনীয় বা

প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনঃসুচরিত ও সম্যক দৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. অকৃতজ্ঞতা সূত্র

২২৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও অকৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও কৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. প্রাণিহত্যাকারী সূত্র

২২৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার ও মিথ্যা ভাষণ। এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত এবং মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত,

বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।” (চতুর্থ সূত্র)

৫. মার্গসূত্র (প্রথম)

২২৫. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য বা অকুশল উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা ভাষণ এবং মিথ্যা কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য ভাষণ এবং সম্যক কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।” (পঞ্চম সূত্র)

৬. মার্গসূত্র (দ্বিতীয়)

২২৬. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি এবং মিথ্যা সমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।” (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বোহারপথ সূত্র (প্রথম)

২২৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী, অশ্রুতে শ্রুতবাদী, অনুপলব্ধে উপলব্ধবাদী এবং অজ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী হওয়া। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অদৃষ্টে অদৃষ্টবাদী, অশ্রুতে অশ্রুতবাদী, অনুপলব্ধে অনুপলব্ধবাদী এবং অজ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী হওয়া। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. বোহারপথ সূত্র (দ্বিতীয়)

২২৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : দৃষ্টে অদৃষ্টবাদী, শ্রুতে অশ্রুতবাদী, অনুপলব্ধে উপলব্ধবাদী এবং জ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী হওয়া। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : দৃষ্টে দৃষ্টবাদী, শ্রুতে শ্রুতবাদী, উপলব্ধে উপলব্ধবাদী এবং জ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী হওয়া। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. নির্লজ্জ সূত্র

২২৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, পাপের প্রতি লজ্জাহীনতা এবং পাপের প্রতি ভয়হীনতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, পাপের প্রতি লজ্জাশীলতা এবং পাপের প্রতি ভয়শীলতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (নবম সূত্র)

১০. দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্র

২৩০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, হীনবীর্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, আরব্ধবীর্য এবং প্রজ্ঞা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অবিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (দশম সূত্র)

১১. কবি সূত্র

২৩১. "হে ভিক্ষুগণ, কবি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কবি কী কী? যথা : চিত্ত কবি, শ্রুত কবি, অর্থ কবি ও প্রতিভাণ কবি। এসবই চার প্রকার

কবি।” (একাদশ সূত্র)

দুশ্চরিত বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুশ্চরিত, দৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, প্রাণিহত্যাকারী এবং মার্গ দু’মিলে ছয়,
দুই বোহারপথ, নির্লজ্জ, দুষ্প্রাজ্ঞ ও কবি মিলে এগার হয়।

(২৪) ৪. কর্মবর্গ

১. সংক্ষিপ্ত সূত্র

২৩২. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল বা কৃষ্ণ কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশল বা শুক্ল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশলাকুশল বা কৃষ্ণ ও শুক্ল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী এবং অকুশলও নয়, কুশলও নয় বা কৃষ্ণও নয়, শুক্লও নয় (উপেক্ষা) কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিলক্ষিত হয়। এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।” (প্রথম সূত্র)

২. বিস্তার সূত্র

২৩৩. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল বা কৃষ্ণ কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশল বা শুক্ল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশলাকুশল বা কৃষ্ণ ও শুক্ল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী এবং কুশলও নয়, অকুশলও নয় বা উপেক্ষা কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিলক্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসাযুক্ত (ব্যাপাদ) কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখপূর্ণ স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে দুঃখ অনুভব করে এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ ভোগ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, একে বলে অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি

অহিংসাযুক্ত (অব্যাপাদ) কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে সুখ অনুভব করে এবং স্বর্গের দেবগণের ন্যায় একান্তই সুখ ভোগ করে থাকে। একে বলে কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসাযুক্ত ও অহিংসাযুক্ত (ব্যাপাদ ও অব্যাপাদ) কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসাযুক্ত ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখ-সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। এটাই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক।

কিরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয়, কুশলও নয় বা উপেক্ষা কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিলক্ষিত হয়? তথায় কৃষ্ণকর্ম ও কৃষ্ণবিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার শুক্লকর্ম ও শুক্লবিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা এবং কৃষ্ণ-শুক্লকর্ম কৃষ্ণ-শুক্ল বিপাক প্রহানের জন্যও অনুরূপ চেতনা বিদ্যমান, তাকেই বলা হয় অকুশলও নয়, কুশলও নয় কর্ম এবং ফল, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. শোণকায়ন সূত্র

২৩৪. একসময় শিখামৌদ্‌গলায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট শিখামৌদ্‌গলায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"মাননীয় গৌতম, কয়েকদিন পূর্বে শোণকায়ন মানব আমার নিকট গিয়ে এরূপ বললেন, 'শ্রমণ গৌতম সর্ববিধ কর্মের অক্রিয়া প্রজ্ঞাপন করেন। সর্ববিধ কর্মের অক্রিয়া প্রজ্ঞাপনকালে তিনি জগতের উচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রচার করেন। আরে মহাশয়, এই জগৎ তো কর্মসত্য ও কর্মতৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত'।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি শোণকায়ন মানবের দর্শনও জানি না; কোথায় আর এরূপ বাক্যালাপ হবে! ব্রাহ্মণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি

করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক এবং কুশলও নয়, অকুশলও নয় কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ব্রাহ্মণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি ব্যাপাদ বা হিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখপূর্ণ স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে দুঃখানুভব করে এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ ভোগ করে থাকে। একে বলে অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অব্যাপাদ বা অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে সুখ অনুভব করে। এবং স্বর্গীয় দেবগণের ন্যায় একান্তই সুখ ভোগ করে থাকে। এটিই কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার, মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখ ও সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে। এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। এটিই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কিরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয়, কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। তথায় কৃষ্ণকর্ম ও কৃষ্ণ বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার শুক্লকর্ম ও শুক্লবিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা এবং কুশলাকুশলকর্ম ও কুশলাকুশল বিপাক প্রহানের জন্যও অনুরূপ চেতনা বিদ্যমান, তাকেই বলা হয় অকুশলও নয় কুশলও নয় কর্মে অকুশলও নয় কুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. শিক্ষাপদ সূত্র (প্রথম)

২৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। এই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশলবিপাক এবং কুশলও নয় অকুশলও নয় বা উপেক্ষা কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, মিথ্যা কামাচারী হয়, মিথ্যাভাষী হয় এবং সুরা-মদ্যপায়ী হয়। এটিই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশলবিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, চুরি হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মদ্যপান হতে বিরত হয়। এটিই কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখ ও সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে। এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এটিই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক।

কিরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? তথায় অকুশল ও অকুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার কুশল কর্ম ও কুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, এবং কুশলাকুশল কর্ম ও কুশলাকুশল বিপাক প্রহানের জন্যও অনুরূপ চেতনা বিদ্যমান; তাকে বলা হয় কুশলও নয় অকুশলও নয় কর্মে কুশলও নয় অকুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. শিক্ষাপদ সূত্র (দ্বিতীয়)

২৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, এ চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে

আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হযেছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কৃষ্ণ বা অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক এবং অকুশলও নয় কুশলও নয় কর্মে অকুশল ও নয় কুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মাতৃ-হত্যাকারী হয়, পিতৃ-হত্যাকারী হয়, অর্হৎ হত্যাকারী হয়, হিংসাচিত্তে বুদ্ধের রক্তপাতকারী হয় এবং সংঘভেদকারী হয়। এটিই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়, অহিংসাযুক্ত চিত্ত ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এটিই কুশল কর্মে কুশল বিপাক।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক কিরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখপূর্ণ ও সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে। নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। এটিই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কিরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? তথায় অকুশল কর্ম ও কুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার কুশল কর্ম ও অকুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা এবং কুশলাকুশল কর্ম ও কুশলাকুশল বিপাক প্রহানের জন্যও অনুরূপ চেতনা বিদ্যমান, এটিই অকুশলও নয়, কুশলও নয় কর্মে অকুশলও নয় কুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।” (পঞ্চম সূত্র)

৬. আর্যমার্গ সূত্র

২৩৭. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে

আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক এবং কর্ম ও বিপাক অকুশলও নয় কুশলও নয় যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসাভরা জগতে বা নরকে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক।

ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে কুশল বিপাক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অহিংসামূলক বা অব্যাপাদ কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে অহিংসায় ভরা জগতে বা স্বর্গে উৎপন্ন হয়। অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় স্পর্শ পায়। অব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশল কর্মে কুশলবিপাক বা ফলপ্রদায়ী।”

ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসায় ও অহিংসায় ভরা জগতে বা নরকে ও স্বর্গে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় ও অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্ত দুঃখ ও সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

ভিক্ষুগণ, কিরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি

করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।” (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বোধ্যঙ্গ সূত্র

২৩৮. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক আছে, কুশল কর্মে কুশল বিপাক আছে, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক আছে এবং কর্ম ও ফল অকুশলও নয়, কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসাভরা জগতে বা নরকে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক।

ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে কুশল বিপাক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অহিংসামূলক বা অব্যাপাদ কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে অহিংসায় ভরা জগতে বা স্বর্গে উৎপন্ন হয়। অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় স্পর্শ পায়। অব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশল কর্মে কুশলবিপাক বা ফলপ্রদায়ী।”

“ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসায় ও অহিংসায় ভরা জগতে বা নরকে ও স্বর্গে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় ও অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্ত দুঃখ ও সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশলাকুশল কর্মে কশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

ভিক্ষুগণ, কিরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের

জন্য পরিচালিত হয়? যথা : স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ বা প্রশান্তি, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. হিংসাযুক্ত সূত্র

২৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : হিংসা বা ব্যাপাদ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম ও ব্যাপাদ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করেন। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : অহিংসা বা অব্যাপাদ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম ও অহিংসা দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. অব্যাপাদ সূত্র

২৪০. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : হিংসাযুক্ত কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম ও ব্যাপাদ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার কী কী? যথা : অহিংসাযুক্ত বা অব্যাপাদ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম মনঃকর্ম ও অহিংসাত্মক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (নবম সূত্র)

১০. শ্রমণ সুত্র

২৪১. "হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ রয়েছে, যারা অন্যের সাথে নির্জনে বাদানুবাদ করে। এবং এরূপে তারা উত্তমরূপে সিংহের ন্যায় গর্জন বা উল্লাস করে।

ভিক্ষুগণ, প্রথম শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু তিনটি সংযোজন ক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ স্রোতাপন্ন হয়। এটিই প্রথম শ্রমণ।

দ্বিতীয় শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু তিনটি সংযোজন ক্ষয় করে রাগ, দ্বেষ

ও মোহের লঘুকরণে সকৃদাগামী হয়। তিনি শুধুমাত্র একবার জন্ম ধারণ করে দুঃখান্ত সাধন করে। এটিই দ্বিতীয় শ্রমণ।

তৃতীয় শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়। পুনরায় অন্যত্র উৎপন্ন হয় না, সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে। এটিই তৃতীয় শ্রমণ।

চতুর্থ শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি, লাভ করে অবস্থান করে। এটিই চতুর্থ শ্রমণ।

ভিক্ষুগণ, এটিই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ। যারা অন্যের সাথে নির্জনে বাদানুবাদ করে এবং এরূপেই তারা উত্তমরূপে সিংহের ন্যায় গর্জন বা উল্লাস করে।” (দশম সুত্র)

১১. সৎপুরুষের আনিশংস সূত্র

২৪২. “হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষকে নিশ্রয় করে চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশা করা যায়। সেই চার কী কী? যথা : আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা ও আর্যবিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষকে নিশ্রয় করে এই চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশা করা যায়।” (একাদশ সূত্র)

কর্ম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সংক্ষিপ্ত, বিস্তার, শোণকায়ন দুই শিক্ষাপদ, আর্যমার্গ, বোধ্যঙ্গ,
ব্যাপাদ, অব্যাপাদ, শ্রমণ এবং সৎপুরুষের আনিশংস হয়।

(২৫) ৫. আপত্তিভয় বর্গ

১. সংঘভেদ সূত্র

২৪৩. একসময় ভগবান কোশাম্বীস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে বসলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন, ‘‘হে আনন্দ, এখনো কি সেই কলহ উপশম হয়নি?” “ভন্তে, কী করে সেই কলহ উপশম হবে! কারণ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের বাহিয়ো নামক সহবিহারী দীর্ঘদিন ধরে সংঘভেদে জড়িত আছে। তাছাড়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ তাকে একটি বাক্যও বলা উচিত মনে করে না।” “আনন্দ,

কেন অনুরুদ্ধ সংঘের মধ্যে সেই কলহ উত্থাপন করেনি! কোনো কলহ বা বিবাদ উৎপন্ন হলে অবশ্যই তোমরা সারিপুত্র ও মোগ্গল্লায়নের সাথে তা সমাধান করিও।

আনন্দ, চারটি কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে। সেই চারটি কী কী? যথা : এ জগতে পাপী ভিক্ষু দুঃশীল, কলুষিত, পাপধর্মী, পাপাচারী, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ, শ্রমণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, অব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, দুশ্চরিত্র, কামুক ও অপবিত্র বা নিন্দনীয় হয়। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়—'যদি ভিক্ষুগণ আমাকে বা আমার সম্বন্ধে জানে যে, 'আমি দুঃশীল, কলুষিত, পাপধর্মী, পাপাচারী, গোপনে পাপকর্মকারী, অশ্রমণ, শ্রমণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, অব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, দুশ্চরিত্র, কামুক ও নিন্দনীয়। তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমার সুখ হরণ করবে, কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে কিছু করতে পারবে না।' এই প্রথম কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।

পুনঃ, পাপী ভিক্ষু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও কুলপ্রথানুরূপ মতবাদে সমন্বিত হয়। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়—'যদি ভিক্ষুগণ আমার সম্বন্ধে জানে যে, আমি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও কুলপ্রথানুরূপ মতবাদে সমন্বিত; তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমার সুখ হরণ করবে। কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে কিছু করতে পারবে না।' এই দ্বিতীয় কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।

পুনঃ, পাপী ভিক্ষু মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয় এবং মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়—'যদি ভিক্ষুগণ আমার সম্বন্ধে জানে যে, আমি মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন ও মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করি। তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমার সুখ হরণ করবে; কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে কিছু করতে পারবে না।' এই তৃতীয় কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।

পুনঃ, পাপী ভিক্ষু লাভ-সৎকারকামী ও নির্বাণ লাভে অনিচ্ছাকামী হয়। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়—'যদি ভিক্ষুগণ আমার সম্বন্ধে জানে যে, আমি লাভ-সৎকারকামী ও নির্বাণ লাভে অনিচ্ছাকামী, তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমাকে সৎকার করবে না, গৌরব করবে না, শ্রদ্ধা করবে না এবং পূজাও করবে না; কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে সৎকার করবে, গৌরব-শ্রদ্ধা-পূজা করবে।' এই চতুর্থ কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে

ইচ্ছা পোষণ করে। আনন্দ, এই চার প্রকার কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।'' (প্রথম সূত্র)

২. আপত্তি-ভয় সূত্র

২৪৪. ''হে ভিক্ষুগণ, আপত্তি-ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যেমন দোষী চোরকে বেঁধে রাজার নিকট উপস্থিত করে বলে যে, 'হে দেব, এই ব্যক্তি দোষী, চোর। একে দণ্ড বিধান করুন।' তখন রাজা এরূপ বলে যে, 'যাও, একে দৃঢ় রশিতে শক্তভাবে পিছমোড়া করে হস্ত বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে বিকট শব্দে ভেরি বাজিয়ে এক পথ হতে আরেক পথে এবং চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যাও। তারপর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে তার মস্তক ছেদন কর।' অতঃপর রাজার লোকেরা তাকে দৃঢ় রশিতে শক্তভাবে পিছমোড়া করে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে বিকট শব্দে ভেরি বাজিয়ে এক পথ হতে আরেক পথে এবং চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে গেল। তারপর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে তার মস্তক ছেদন করল। তখন স্থানীয় জনতাদের এরূপ চিন্তা হয়—'সত্যিই এই ব্যক্তি নিন্দার্হ ও শিরশ্ছেদনীয় পাপকার্য করেছে। যে কারণে রাজার লোকেরা কাউকে দৃঢ় রশিতে শক্তভাবে পিছমোড়া হস্ত বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে বিকট শব্দে ভেরি বাজিয়ে এক পথ হতে আরেক পথে এবং চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যাবে। তারপর দক্ষিণদ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে তার মস্তক ছেদন করবে। সেরূপ নিন্দার্হ, শিরশ্ছেদনীয় পাপকার্য আমি কখনও করব না। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট পারাজিকা ধর্মসমূহের প্রতি তীব্র ভয়সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তার প্রতি এটাই প্রত্যাশিত যে, সে পারাজিকা অপরাধ করবে না। আর পারাজিকা অপরাধে দোষী হলে যে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরিধান করে এলোমেলো চুলে মুষল (লৌহদণ্ড) কাঁধে নিয়ে মহাজনতার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে, 'মহাশয়, আমি নিন্দার্হ, দণ্ডনীয় পাপকার্য করেছি।' আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন। তখন অন্য স্থানীয় ব্যক্তির এরূপ চিন্তা হয়—সত্যিই, এই ব্যক্তি নিন্দার্হ, দণ্ডনীয় পাপকার্য করেছে। যেরূপ কার্য করলে কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরে এলোমেলো মুষল কাঁধে নিয়ে মহাজনতার নিকট এসে এরূপ বলবে যে, মহাশয়, আমি নিন্দার্হ, দণ্ডনীয়, পাপকার্য করেছি, আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন; সেরূপ নিন্দার্হ, দণ্ডনীয়, পাপকার্য আমি

কখনও করব না।' ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট সংঘাদিশেষ ধর্মসমূহের প্রতি এরূপ তীব্র ভয়সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তার প্রতি এটিই প্রত্যাশিত যে, সে সংঘাদিশেষ অপরাধ করবে না। আর সংঘাদিশেষ অপরাধে দোষী হলে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরিধান করে এলোমেলো চুলে ছাইপূর্ণ বস্তা কাঁধে নিয়ে মহাজনতার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে, 'মহাশয়, আমি নিন্দার্হ, (ভস্মপুট) অকরণীয় পাপকার্য করেছি। আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন।' তখন অন্য স্থানীয় ব্যক্তির এরূপ চিন্তা হয়—'সত্যিই এই ব্যক্তি নিন্দার্হ, অকরণীয়, পাপকার্য করেছে। যেরূপ কার্য করলে কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরে এলোমেলো চুলে ছাইপূর্ণ বস্তা নিয়ে মহাজনতার নিকট এসে এরূপ বলবে যে, মহাশয়, আমি নিন্দার্হ, অকরণীয় পাপকার্য করেছি। আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন। সেরূপ নিন্দার্হ, অকরণীয়, পাপকার্য অবশ্যই আমি কখনও করব না।' ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট পাচিত্তিয় ধর্মসমূহের প্রতি এরূপ ভয়সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তার প্রতি এটাই প্রত্যাশিত যে, সে পাচিত্তিয় অপরাধ করবে না। আর পাচিত্তিয় অপরাধে দোষী হলে সে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

পুনঃ, কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরিধান করে এলোমেলো চুলে মহাজনতার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে, 'মহাশয়, আমি ঘৃণার্হ বা হীন, নিন্দনীয় পাপকার্য করেছি, আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন।' তখন অন্য স্থানীয় ব্যক্তির এরূপ চিন্তা হয়—'সত্যিই এই ব্যক্তি হীন বা ঘৃণার্হ, নিন্দনীয় পাপকার্য করেছে। যেরূপ কার্য করলে কোনো ব্যক্তি এরূপ কালো বস্ত্র পরে এলোমেলো মহাজনতার নিকট এসে এরূপ বলবে যে, মহাশয়, আমি হীন, নিন্দনীয় পাপকার্য করেছি, আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন। সেরূপ হীন, নিন্দনীয় পাপকার্য কখনও করব না। ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট পাটিদেসনীয় ধর্মসমূহের প্রতি এরূপ তীব্র ভয়সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তাদের প্রতি এটাই প্রত্যাশিত যে, সে পাটিদেসনীয় অপরাধ করবে না। আর পাটিদেসনীয় অপরাধে দোষী হলে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে চার প্রকার আপত্তি-ভয়।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. শিক্ষানিশংস সূত্র

২৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষানিশংস, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা, বিমুক্তিসার ও প্রধান

মনোযোগিতার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়।

শিক্ষানিশংস কিরূপ? এ জগতে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্য এবং প্রসন্নদের আরও অধিকতর প্রসন্নতার দরুন আমা কর্তৃক শ্রাবকদের জন্য অভিসমাচারিক বা উপযুক্ত শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্য এবং প্রসন্নদের আরও অধিকতর প্রসন্নতার দরুন আমা কর্তৃক যেভাবে যেভাবে শ্রাবকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে; সেভাবে সেভাবে তারা সেই শিক্ষার অখণ্ডকারী, অচ্ছিদ্রকারী, অসবলকারী ও সামঞ্জস্যকারী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে।

পুনঃ, ভিক্ষুগণ, সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট আদি ব্রহ্মচর্য-শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট যেভাবে যেভাবে আদি ব্রহ্মচর্য-শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে, সেভাবে সেভাবে তারা সেই শিক্ষার অখণ্ডকারী, অচ্ছিদ্রকারী, অসবলকারী ও সামঞ্জস্যকারী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। এরূপেই শিক্ষানিশংস হয়।

কিরূপে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভ হয়? এ জগতে সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে। সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য যেভাবে যেভাবে আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট যে ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে; সেভাবে সেভাবে সেই ধর্মসমূহ তাদের কর্তৃক প্রজ্ঞা দ্বারা পর্যবেক্ষণ বা ধারণ করা হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভ হয়।

কিরূপে বিমুক্তিসার লাভ হয়? এ জগতে সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে। সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য যেভাবে যেভাবে আমা কর্তৃক যে ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে, সেভাবে সেভাবে সেই ধর্মসমূহ তাদের কর্তৃক বিমুক্তি দ্বারা স্পর্শিত হয় বা (অনুভূত হয়)। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিমুক্তিসার লাভ হয়।

কিরূপে প্রবল মনোযোগিতাসম্পন্ন হয়? 'আমি অপরিপূর্ণ এরূপ উপযুক্ত শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করব এবং পরিপূর্ণ উপযুক্ত শিক্ষাকে তথায় তথায় অনুগৃহীত বা প্রদর্শন করব'—এরূপে আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'অপরিপূর্ণ এরূপ আদি ব্রহ্মচর্য-শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করব এবং পরিপূর্ণ আদি ব্রহ্মচর্য-শিক্ষাকে তথায় তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত বা প্রদর্শন করব'—এরূপে আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ হয়। 'অননুশীলন এরূপ ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুশীলন বা ধারণ করব এবং অনুশীলিত ধর্মকে তথায় তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত বা প্রদর্শন করব'—এরূপে আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ

হয়। 'অননুভূত এরূপ ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুভূত বা স্পর্শ করব' এবং অনুভূত বা স্পর্শিত ধর্মকে তথায় তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত করব'—এরূপেও আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ হয়। এরূপেই প্রবল বা প্রধান মনোযোগিতাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, শিক্ষানিশংস, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা, বিমুক্তসার ও প্রবল মনোযোগিতার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয় (এরূপে যা বলা হয়েছে তা একেই ভিত্তি করে কথিত)।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. শয়ন সূত্র

২৪৬. ''হে ভিক্ষুগণ, শয়ন বা শয্যা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রেত শয়ন, কামভোগী শয়ন, সিংহ শয়ন ও তথাগত শয়ন।

প্রেত শয়ন কিরূপ? প্রেতগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত হয়ে শয়ন করে। একে বলে প্রেত শয়ন।

কামভোগী শয়ন কিরূপ? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কামভোগীরা বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করে। একে বলে কামভোগী শয়ন।

সিংহ শয়ন কিরূপ? পশুরাজ সিংহ দক্ষিণ পার্শ্ব করে শয়নে অবস্থান করে এবং পায়ের উপর পা রেখে দুই ঊরু মাঝখানে লেজ স্থাপন করে। সে জাগ্রত হয়ে প্রথমে দেহকে খাড়াভাবে রাখে এবং পরে অবলোকন করে। পশুরাজ সিংহ যদি দেহের কিঞ্চিন্মাত্র বিক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত দেখে, তখন সে নিরানন্দিত হয়। আর পশুরাজ সিংহ যদি কিঞ্চিন্মাত্র দেহের বিক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত না দেখে, তখন সে আনন্দিত হয়। একেই বলে সিংহ শয়ন।

তথাগত শয়ন কিরূপ? এ জগতে তথাগত সুখ-দুঃখের পরিত্যাগ এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য পরিহারপূর্বক সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। একে বলে তথাগত শয়ন।

ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার শয়ন বা শয্যা।'' (চতুর্থ সূত্র)

৫. স্মৃতিস্তম্ভ সূত্র

২৪৭. ''হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিস্তম্ভ চার প্রকার । সেই চার প্রকার কী কী? যথা : তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, পচ্চেক বুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, তথাগত শ্রাবকের স্মৃতিস্তম্ভ ও চক্রবর্তী রাজার স্মৃতিস্তম্ভ। এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. প্রজ্ঞাবৃদ্ধি সূত্র

২৪৮. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম প্রজ্ঞাবৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সৎপুরুষের সেবা, সদ্ধর্ম শ্রবণ, জ্ঞানযোগে চিন্তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মাচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম প্রজ্ঞাবৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত হয়।’’ (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বহু উপকার সূত্র

২৪৯. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম দেব-মানবের বহু উপকার করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সৎপুরুষের সেবা, সদ্ধর্ম শ্রবণ, জ্ঞানযোগে চিন্তা ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপালন। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম দেব-মানবের বহু উপকার করে।’’ (সপ্তম সূত্র)

৮. লক্ষণ সূত্র (প্রথম)

২৫০. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, অনার্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী, অশ্রুতে শ্রুতবাদী, অননুভূতে অনুভূতবাদী ও অজ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার অনার্য লক্ষণ।’’ (অষ্টম সূত্র)

৯. লক্ষণ সূত্র (দ্বিতীয়)

২৫১. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, আর্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টে অদৃষ্টবাদী, অশ্রুতে অশ্রুতবাদী, অননুভূতে অননুভূতবাদী ও অজ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার আর্য লক্ষণ।’’ (নবম সূত্র)

১০. লক্ষণ সূত্র (তৃতীয়)

২৫২. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, অনার্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টে অদৃষ্টবাদী, শ্রুতে অশ্রুতবাদী, অনুভূতে অননুভূতবাদী এবং জ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার অনার্য লক্ষণ।’’ (দশম সূত্র)

১১. লক্ষণ সূত্র (চতুর্থ)

২৫৩. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, আর্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টতে দৃষ্টবাদী, শ্রুতে শ্রুতবাদী, অনুভূতে অনুভূতবাদী এবং

জ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার আর্য লক্ষণ।"

(একাদশ সূত্র)

আপত্তি-ভয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ভেদ, আপত্তি, শিক্ষা, শয্যা, স্তম্ভ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি,
বহুপকার ও চার লক্ষণে স্থিত।

পঞ্চম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

(২৬) ৬. অভিজ্ঞা বর্গ

১. অভিজ্ঞা সূত্র

২৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্ম, অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাগযোগ্য ধর্ম, অভিজ্ঞা দ্বারা ভাবনীয় বা অনুশীলনীয় ধর্ম এবং অভিজ্ঞা দ্বারা লাভের যোগ্য ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্ম কিরূপ? পঞ্চুপাদান স্কন্ধ—একে বলে অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাগযোগ্য ধর্ম কিরূপ? অবিদ্যা ও তৃষ্ণা—একে বলে অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাগযোগ্য বা প্রহানীয় ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা ভাবনীয় বা অনুশীলনীয় ধর্ম কিরূপ? শমথ ও বিদর্শন—একে বলে অভিজ্ঞা দ্বারা অনুশীলনীয় ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা লাভের যোগ্য বা লাভনীয় ধর্ম কিরূপ? বিদ্যা ও বিমুক্তি—একে বলে অভিজ্ঞা দ্বারা লাভের যোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার ধর্ম।" (প্রথম সূত্র)

২. পর্যবেক্ষণ সূত্র

২৫৫. "হে ভিক্ষুগণ, অনার্য পর্যবেক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের জরাধর্মকে জরাধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে, নিজের ব্যাধিধর্মকে ব্যাধিধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে, নিজের মরণধর্মকে মরণধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের সংক্লেশধর্মকে সমান সংক্লেশধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে। এগুলোই চার প্রকার অনার্য পর্যবেক্ষণ।

ভিক্ষুগণ, আর্য পর্যবেক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? এ

জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের জরাধর্মকে জরাধর্মের আদীনবসদৃশ জ্ঞাত হয়ে অজর, অনুত্তর যোগক্ষেম বা অর্হৎ ও নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করে। নিজের ব্যাধিধর্মকে ব্যাধিধর্মের আদীনবসদৃশ জ্ঞাত হয়ে অব্যাধি, অনুত্তর যোগক্ষেম বা অর্হৎ ও নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করে, নিজের মরণধর্মকে মরণধর্মের আদীনবসদৃশ জ্ঞাত হয়ে আমরণ বা অমৃত, অনুত্তর অর্হৎ ও নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের সংক্লেশকে সংক্লেশধর্মের আদীনব সদৃশ জ্ঞাত হয়ে অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর যোগক্ষেম ও নির্বাণকে পর্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার আর্য পর্যবেক্ষণ।'' (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সংগ্রহ বস্তু সূত্র

২৫৬. ''হে ভিক্ষুগণ, সংগ্রহ বস্তু চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দান, প্রিয়বাক্য, হিতচর্যা বা উপকার ও সমদর্শিতা। এগুলোই চার প্রকার সংগ্রহ বস্তু বা বিষয়।'' (তৃতীয় সূত্র)

৪. মালুক্যপুত্র সূত্র

২৫৭. একসময় আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন :

"উত্তম, ভন্তে, আপনি আমাকে সংক্ষিপ্তরূপে ধর্মদেশনা প্রদান করুন, যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে পারি।" "হে মালুক্যপুত্র, তোমার মতো জরা-জীর্ণ-বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যদি তথাগতের নিকট সংক্ষিপ্ত দেশনা প্রার্থনা করে, তাহলে যারা এখনো নবীন ভিক্ষু তাদের কি বা বলব!"

"ভন্তে, আমাকে সংক্ষিপ্তরূপে ধর্মদেশনা প্রদান করুন। হে সুগত, সংক্ষিপ্তরূপে ধর্মদেশনা প্রদান করুন। অল্প হলেও আমি ভগবানের ভাষিত অর্থ বুঝতে পারব এবং ভগবানের ভাষণ কিঞ্চিৎ হলেও আমার জন্য উপকার হবে।"

"হে মালুক্যপুত্র, চার প্রকারে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, যাতে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চীবরের কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, পিণ্ডপাতের কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, শয়নাসনের কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং 'অমুক স্থানে উৎপন্ন হবো', 'অমুক স্থানে হবো না'—এরূপ হেতুতে ভিক্ষুর

উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মালুক্যপুত্র, এই চার প্রকারে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, যাতে বা যে কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মালুক্যপুত্র, যখন হতে ভিক্ষুর তৃষ্ণা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় প্রহীন হয়, ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না; মালুক্যপুত্র, তখন এরূপ বলা হয়, 'ভিক্ষু তৃষ্ণা ক্ষয় করেছে, সংযোজন রুদ্ধ এবং সম্যকরূপে মান-অভিমান জ্ঞাত হয়ে দুঃখের অন্তঃসাধন করেছে'।"

আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবান কর্তৃক এরূপ উপদেশে উপদিষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল। অতঃপর আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসানে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং আসবক্ষয়ের নিমিত্তে আর অন্য কোনো করণীয় নাই।' আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র অন্যতর অর্হৎ হলেন। (চতুর্থ সূত্র)

৫. কুল সূত্র

২৫৮. ''হে ভিক্ষুগণ, যেসব কুল বা গৃহী মহাভোগ প্রাপ্ত, কিন্তু তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয় না, সেই সব কুলের চারটি কারণে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয়, এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। সেই চারটি কারণ কী কী? যথা : বিনষ্ট (বা বিনষ্টের কারণ) অন্বেষণ করে না, জীর্ণ সংস্কার করে না, অপরিমিত ভোজনকারী হয় এবং দুঃশীল স্ত্রী বা পুরুষকে উচ্চ পদমর্যাদায় নিয়োগ করে। যেসব কুল মহাভোগ প্রাপ্ত, কিন্তু তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয় না, সেই সব কুলের এই চারটি কারণে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই।

''ভিক্ষুগণ, যেসব কুল বা গৃহী মহাভোগ প্রাপ্ত এবং তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয়, সেই সব কুলের চারটি কারণে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। সেই চারটি কারণ কী কী? যথা : বিনষ্ট অন্বেষণ করে, জীর্ণ সংস্কার করে, পরিমিত ভোজনকারী হয় এবং শীলবান স্ত্রী বা পুরুষকে উচ্চ পদমর্যাদায় নিয়োগ করে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটি কারণে বা অন্য কোনো কারণে তাদের সেই

ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। যেসব কুল বা গৃহী মহাভোগ প্রাপ্ত এবং তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয়।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. আজানীয় সূত্র (প্রথম)

২৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রাজার ভদ্র আজানেয় অশ্ব বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ, বলসম্পন্ন, গতিসম্পন্ন ও আরোহ পরিণাহ (দীর্ঘ ও বিস্তৃত)-সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ভক্তি বা পূজারযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, গতি বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং আরোহ পরিণাহ (বা লাভে আরোহী)-সম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়। সামান্য দোষেও ভয় প্রদর্শন করে এবং শিক্ষাপদসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে। এরূপেই ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হয়ে বাস করে। অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে এবং কুশলধর্মসমূহ গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমী ও কুশল ধর্মের কার্যভার অপরিত্যাগী হয়। এরূপেই ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়।

কীভাবে ভিক্ষু গতিবান হয়? এ জগতে ভিক্ষু যথাযথভাবে জানে—'এটি দুঃখ, এটি দুঃখ সমুদয়, এটি দুঃখ নিরোধ এবং এটি দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'। এভাবেই ভিক্ষু গতিবান বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আরোহ পরিণাহ বা লাভে আরোহী সম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্যলাভী হয়। এরূপেই ভিক্ষু আরোহ পরিণাহসম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ভক্তি বা পূজার যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. আজানীয় সূত্র (দ্বিতীয়)

২৬০. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণে গুণান্বিত ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার

যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, রাজার ভদ্র অশ্ব বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ, বলসম্পন্ন, গতিসম্পন্ন ও আরোহ পরিণাহ (দীর্ঘ বিস্তৃত) সম্পন্ন হয়। এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রূপ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ভক্তি বা পূজার যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, গতিসম্পন্ন ও আরোহ পরিণাহ (লাভে আরোহী)-সম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়। সামান্য দোষেও ভয় প্রদর্শন করে এবং শিক্ষাপদসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে। এরূপেই ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু আরব্ধবীর্য সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে এবং কুশলধর্মসমূহ গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমশালী হয়ে কুশল ধর্মের কার্যভার অপরিত্যাগী হয়। এভাবেই ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়।

কীভাবে ভিক্ষু গতিবান বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু গতিবান বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আরোহ পরিণাহ সম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্যলাভী হয়। এভাবেই ভিক্ষু আরোহ পরিণাহসম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ভক্তি বা পূজার যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" (সপ্তম সূত্র)

৮. বল সূত্র

২৬১. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। এগুলোই চার প্রকার বল।" (অষ্টম সূত্র)

৯. অরণ্য সূত্র

২৬২. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয্যাসন পরিভোগের জন্য অনুপযুক্ত। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কামচিন্তা, হিংসাচিন্তা, অহিতকর চিন্তা এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা, মূর্খতা (জলো এলমূগো)। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয্যাসন পরিভোগের অনুপযুক্ত।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয়নস্থান পরিভোগের জন্য উপযুক্ত। সেই চারটি কী কী? যথা : ব্রহ্মচর্য বা নৈষ্ক্রম্য চিন্তা, অহিংসা চিন্তা, হিতকর চিন্তা এবং প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্যতা (অজলো অনেলমূগো)। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয্যাসন পরিভোগের জন্য উপযুক্ত।’’ (নবম সূত্র)

১০. কর্ম সূত্র

২৬৩. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞজনের নিকট দোষণীয় ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : নিন্দার্হ কায়কর্ম, নিন্দার্হ বাক্যকর্ম, নিন্দার্হ মনঃকর্ম ও নিন্দার্হ মিথ্যাদৃষ্টি।

এই চার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত উপহত করে রাখে এবং বিজ্ঞজনের নিকট দোষী ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

এই চার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত রাখে এবং বিজ্ঞজনের নিকট অনিন্দনীয়, প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য প্রসব করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : অবর্জনীয় বা নির্দোষ কায়কর্ম, অবর্জনীয় বাক্যকর্ম, অবর্জনীয় মনঃকর্ম ও অবর্জনীয় সম্যক দৃষ্টি।

এই চার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত ও অনাহত রাখে এবং বিজ্ঞগণের নিকট নির্দোষী, প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।’’ (দশম সূত্র)

অভিজ্ঞা বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

অভিজ্ঞা, পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও মালুক্যপুত্র,
কুল এবং দুই আজানীয়, বল, অরণ্য, কর্ম সূত্র।

(২৭) ৭. কর্মপথ বর্গ

১. প্রাণিহত্যাকারী সূত্র

২৬৪. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে, প্রাণিহত্যার অনুমোদনকারী হয় এবং প্রাণিহত্যার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার অনুমোদনকারী বা সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'' (প্রথম সূত্র)

২. অদত্তবস্তু গ্রহণকারী সূত্র

২৬৫. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য অনুমোদনকারী হয় এবং অদত্তবস্তু গ্রহণ করার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. মিথ্যাচারী সূত্র

২৬৬. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যা কামাচারী হয়, অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে, মিথ্যা কামাচারে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যা কামাচারের গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে

সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হওয়ার জন্য সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'' (তৃতীয় সূত্র)

৪. মিথ্যাবাদী সূত্র

২৬৭. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাবাদী হয়, অপরকেও মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যাবাদে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যা বলার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার সম্মতি দানকারী হয় এবং মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'' (চতুর্থ সূত্র)

৫. পিশুনবাক্য সূত্র

২৬৮. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে পিশুনবাক্যভাষী হয়, অপরকেও পিশুনবাক্য বলার জন্য উৎসাহিত করে, পিশুনবাক্য বলার সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং পিশুনবাক্য বলার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার উৎসাহিত করে, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার সম্মতি প্রদানকারী হয় ও পিশুনবাক্য হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে

গমন করে।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. কর্কশবাক্য সূত্র

২৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে কর্কশবাক্যভাষী হয়, অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে, কর্কশবাক্য ভাষণে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং কর্কশবাক্য বলার গুণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার উৎসাহিত করে, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সম্প্রলাপ সূত্র

২৭০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষী হয়, অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণের গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. লোলুপ সূত্র

২৭১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে লোভী হয়, অপরকে

লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, লোভী হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় ও লোভী হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে নির্লোভী হয়, অপরকেও নির্লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, নির্লোভী হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় ও নির্লোভী হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'' (অষ্টম সূত্র)

৯. হিংসাচিত্ত সূত্র

২৭২. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে দ্বেষ বা হিংসাপরায়ণ হয়, অপরকেও হিংসাপরায়ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, হিংসাপরায়ণের প্রতি সম্মতি প্রদানকারী হয় ও হিংসাপরায়ণের গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হয়, অপরকেও অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, অহিংসাপরায়ণের প্রতি সম্মতি প্রদানকারী হয় ও অহিংসাপরায়ণের গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'' (নবম সূত্র)

১০. মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র

২৭৩. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিতে উৎসাহিত করে বা আকৃষ্ট করে, মিথ্যাদৃষ্টিতে সম্মতি প্রদানকারী হয় ও মিথ্যাদৃষ্টির গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অপরকেও সম্যক দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে, সম্যক দৃষ্টিতে সম্মতি প্রদানকারী হয় ও সম্যক দৃষ্টির গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'' (দশম সূত্র)

কর্মপথ বর্গ সমাপ্ত।

(২৮) ৮. রাগপেয়্যাল

১. স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র

২৭৪. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য চারটি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই চারটি বিষয় কী কী? এ জগতে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দূরীভূত করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দূরীভূত করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এ চারটি বিষয় বা ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।’’ (প্রথম সূত্র)

২. সম্যক প্রধান সূত্র

২৭৫. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য চারটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই চারটি ধর্ম কী কী? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপত্তির জন্য চেষ্টা করে। উৎপন্ন পাপ বা অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করে। অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে। এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এ চারটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।’’ (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ঋদ্ধিপাদ সূত্র

২৭৬. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য চারটি ধর্ম ভাবা, ভাবনা করা উচিত। সেই চারটি কী কী? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে এবং ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এ চারটি ধর্ম ভাবা উচিত।’’ (তৃতীয় সূত্র)

৪-৩০. পরিজ্ঞাতাদি সূত্র

২৭৭-৩০৩. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য, প্রহানের জন্য, ক্ষয়ের জন্য, ব্যয়ের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য ও বিসর্জনের জন্য চারটি ধর্ম ভাবনা করা উচিত।’’ (তিংসতিমং)

৩১-৫১০. দ্বেষ অভিজ্ঞাতাদি সূত্র

৩০৪-৭৮৩. ‘‘দ্বেষ-মোহ-ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ্য, হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, শঠতা, একগুয়েমি, ঘৃণা, মান, অতিমান, অহংকার, প্রমাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জনের জন্য এ চারটি ধর্ম ভাবনা করা উচিত।’’ (দসুত্তর পঞ্চসতিমং)

রাগপেয়্যাল সমাপ্ত।

চতুষ্ক নিপাত সমাপ্ত।

॥ সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড) সমাপ্ত ॥

॥ পবিত্র ত্রিপিটক (অষ্টম খণ্ড) সমাপ্ত ॥